উৎসর্গ

ভূপেন্দ্রনাথ বসু

প্রীতিভাজনেষু—

অনুবাদকের অন্যান্য বই :

আনা কারেনিনা

গ্র্যাণ্ড হোটেল

কশাক্‌স্‌

য়্যানিম্যাল ফার্ম

*

য়্যালবার্ট হল

অগ্নিসম্ভব

মহালয়

প্রিয়তমের চিঠি

ইস্পাতের স্বাক্ষর

ওঅর অ্যাণ্ড পীস

দ্বিতীয় খণ্ড

১

ফ্রান্সের সঙ্গে রাশিয়ার সন্ধি যে বেশিদিন স্থায়ী হইতে পারে, এ কথাটা জনসাধারণ প্রথমে ভাবিতে পারে নাই। যদিও নাপোলেঅঁর সঙ্গে আলেকজান্দার একমত হইয়া যুদ্ধ বন্ধ করিলেন এবং উভয়ের পূর্ণসম্মতি অনুযায়ী সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল তবু যেন সকলেরই মনে একটা সন্দেহ ছিল,—এ মিতালি দু'দিনের, শুধু কাজ গুছাইবার জন্য, ইহার চিরস্থায়ী কোনো মূল্য নাই। কিন্তু ১৮০৮ সালে যখন সম্রাট আলেকজান্দার এক বৈঠকে নাপোলেঅঁকে আমন্ত্রণ করিয়া বিশদভাবে শান্তিসংরক্ষণ প্রসঙ্গ লইয়া সুদীর্ঘ আলোচনা করিলেন তখন অনেকেই অনুমান করিল যে এখন অন্তত কিছুদিনের মত যুদ্ধবিগ্রহের হাত হইতে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এই বৈঠকের জাঁকজমক লইয়া পিটার্সবার্গের তথাকথিত অভিজাত সমাজে নানা গল্পগুজব এবং অনেক অভিনব গবেষণাও চলিল কিছুদিন ধরিয়া। এক কথায় এতদিন পরে সন্ধিটা যেন বেশ পাকাপাকি হইয়া গেল।

এই কয় বৎসরের অবিশ্রাম যুদ্ধবিগ্রহের ফলে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সম্রাট নূতন নামে সুপরিচিত হইয়াছেন—'বিশ্বের ভাগ্যবিধাতা' বলিয়াই তাঁহারা সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, কারণ বর্তমান জগতের এই দুটি শক্তিশালী জাতিকে অবজ্ঞা করিবার মত স্পর্ধা কাহারও নাই। কিছুদিন যুদ্ধ চলিবার পরেই এ ভাবে হঠাৎ ফ্রান্স আর রাশিয়ার সন্ধি হওয়ায় ইউরোপে সাড়া পড়িয়া গেল। এ শুধু সামান্য দুটি রাজ্যের মধ্যে সন্ধি স্থাপন নয়, ইহার একটা রাজনৈতিক গুরুত্বও আছে। শেষে এই দুটি রাজ্যের ঘনিষ্ঠতা এতদূর গড়াইয়াছিল যে ১৮০৯ সালে ফ্রান্স যখন অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে নূতন করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিল তখন রাশিয়া তাহার নূতন মিত্রের পক্ষই সমর্থন করিল। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে এতদিন যে বন্ধুত্ব ছিল তাহা অস্বীকার করিয়া নাপোলেঅঁকে সাহায্য করিবার জন্য সীমান্ত প্রদেশে

রাশিয়া সেনাবাহিনী পাঠাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে গুজব রটিল যে রুশ-সম্রাটের কোনো ভগ্নির সহিত নাপোলেঅঁর শুভ পরিণয় অবশ্যম্ভাবী এবং সে বিবাহের আর বেশি দেরিও নাই।

অনেকদিন সংগ্রামের মধ্যে লিপ্ত থাকার ফলে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ শাসন-বিভাগে শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাই ইদানীং আমলাতন্ত্রের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে এই দিকে—একটা আমূল সংস্কারের একান্ত প্রয়োজন। এখন আর সমরসম্পর্কিত কোন দিকে কাহারও নজর নাই—দেশের মধ্যে যে ব্যতিক্রম আসিয়া পড়িয়াছে তাহাকে নষ্ট করিয়া আবার যাহাতে শাসনতন্ত্রের ছন্দোবদ্ধ গতি ফিরিয়া আসে সেই দিকেই মনোযোগ সকলের। এ ত গেল রাজত্বের কথা—কিন্তু এ সব কথা বাদ দিয়াও মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার ধারা চলিয়াছে চিরাচরিত নিয়মে, একই ভাবে—সুখদুঃখ আসে যায়, আশা-আকাঙ্খার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দিন-রাত্রি পার হইয়া কোন্ পরিণতির পথে মানুষের মন চলে চিরন্তন নিয়মে; বাস্তব জীবনের ছোটবড় ঘটনাগুলি পদচিহ্ন আঁকিয়া দিয়া যায় সফলতা আর ব্যর্থতার আলো-ছায়ার শাদা-কালো রেখায় রেখায়, অভিজাত পল্লীতে সান্ধ্য আসরে কলকণ্ঠের মিলিত শব্দতরঙ্গ প্রত্যহের বৈচিত্র্য বজায় রাখে, মানুষের আত্মিক উন্নতির প্রয়াস প্রকাশ পায় তার সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত ও নানা কলা-বিদ্যার উৎকর্ষসাধনের মধ্য দিয়া, আদিম প্রেমের পুরাতন কাহিনী বহুতর নবীন জীবনে নূতন করিয়া রস-সিঞ্চন করে।—সেখানে না আছে নাপোলেঅঁর সঙ্গে রাশিয়ার মৈত্রী অথবা শত্রুতার বিশেষ কোন স্থান, না আছে সেখানে দেশের শাসনবিভাগের গুরুতর প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামানোর অবকাশ। আপনার জীবন-যাত্রার পথে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই সবচেয়ে বড় হইয়া উঠে।

পিটার আপনার জমিদারীতে কোনো জনহিতকর অনুষ্ঠানই স্থায়ী করিতে পারে নাই, কারণ তাহার ইচ্ছাটাই বড় ছিল কিন্তু পথ জানা ছিল না। আসলে তাহার এই বাস্তব জগত সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণাই ছিল না, সেইজন্যই বোধহয় সে প্রজাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোন সুরাহা করিতে পারে নাই। পিটার পারিল না বটে কিন্তু এণ্ড্রু নিঃশব্দে পিটারের কল্পনাকে নিজের জমিদারীর মধ্যে সত্য করিয়া তুলিল। মুখে সে পিটারকে যাহাই বলুক না কেন, মনে মনে কিন্তু বন্ধুর কথাগুলি সে গ্রহণ করিয়াছিল সমস্ত অন্তর দিয়া। প্রথমে সে অবশ্য পি... বুঝাইবার জন্য অনেক যুক্তি-তর্ক তুলিয়াছিল কিন্তু যাহা সে মুখে ব...

তাহার এতটুকুও নিজে মানিয়া লইতে পারে নাই। পিটার চলিয়া যাইবার পর হইতে এণ্ড্রু একে একে অনেকগুলি কাজ করিয়াছে—নিজের একটি মহালের প্রজাদের দাসত্ব হইতে মুক্তি দিয়াছে, গ্রামের ক্ষুদ্র ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার জন্য মাহিনা-করা পণ্ডিত রাখিয়াছে, ধাত্রী ও সেবাকারিণী আজকাল তার জমিদারীতে বহাল হইয়াছে গ্রামের কৃষক-বধূদের অসুখবিসুখে দেখাশুনা করিবার জন্য।—সবই এণ্ড্রু করিয়াছে নিজে হাতে—কর্মচারীদের এতটুকু সাহায্য চাহে নাই, বক্তৃতা দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করে নাই জনহিতের প্রয়োজনীয়তা, সে কেবল কাজ করিয়াছে। প্রথম যাহারা 'ক্রীতদাস-মুক্তি' আন্দোলন শুরু করে এণ্ড তাহাদেরই একজন।—এইসব কারণে দীর্ঘদিন গ্রামাঞ্চলে থাকিয়াও এণ্ড্রু খ্যাতি অর্জন করিয়াছে।

এদিকে অনেকদিন এণ্ড্রু আর শহরে যায় নাই, সে থাকে শুধু জমিদারী আর বাড়ী লইয়া। কিছুদিন বা নূতন মহালে বসবাস করে আবার হয়ত বা কিছুদিন লিসিগোরিতে আসে ছেলেকে দেখাশুনা করিতে। তাহার ছেলেটি আজকাল একেবারে শিশু নয়, বড় হইয়াছে, তবে এখনও সে তার পিসিমার হাতেই মানুষ হইতেছে।

শহরের সঙ্গে যোগাযোগ নাই বলিয়া এণ্ড্রু মাঝে মাঝে তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য যে সব গণ্যমান্য অতিথি আসিত তাহাদের কাছে রাজনীতি ও রাষ্ট্রগতির খোঁজখবর লইবার চেষ্টা করিত—তাহার ধারণা ছিল যে রাজধানীতে যাহারা থাকে তাহারা নিশ্চয় অনেক নূতন খবর রাখে কিন্তু আগন্তুকদের সঙ্গে একটু-আধটু কথা বলিবার পর তাহার সে ভুল ভাঙিয়া যাইত। সে দেখিত এই একান্ত পল্লীর মধ্যে থাকিয়াও যতটুকু খবর সে রাখে তাহার এক-শতাংশও ইহাদের জানা নাই।

আজকাল এণ্ড্রুর পড়াশুনা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে সংসারের আর কোনো বিষয়ের খোঁজখবর রাখা তাহার পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে, তবু ইহারই মধ্যে সে জমিদারী দেখাশুনা এবং পরিচালনা করে সুষ্ঠুভাবে। ইহারই মধ্যে অবসর করিয়া সে নিয়মিত ভাবে রাশিয়ার গত দুটি যুদ্ধের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার জন্য রীতিমত পরিশ্রম করিতেছে। এই ইতিহাসের মূল বিষয় রাশিয়ার অভিযান এবং তাহার ফলাফলের যথাযথ হেতু নির্দেশ করিয়া বিশদ আলোচনা করা—এর জন্য এণ্ড্রুকে অনেক বেশি পড়াশুনা করিতে হয়। সে চায় এই সব যুদ্ধের ভালো-মন্দ দেখাইয়া সামরিক জীবনযাত্রার একটি

বাঁধাবাঁধা আইন প্রণয়ন করিতে—। আগেকার আমলের পুরাতন পদ্ধতি পরিবর্তন হওয়া যে বিশেষ প্রয়োজন, এই কথা বুঝাইবার জন্যই যত দুর্নী অভিযানের কাহিনী সাধারণের সমক্ষে তুলিয়া ধরা একান্ত দরকার।

এবারে প্রিন্স এণ্ডু তাহার ছেলের জমিদারী দেখাশুনা করিবার জন্য শহরে বাহির হইল অনেকদিন পরে। বসন্তকালের ঝলমলে রোদে চারিদিক উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে, সেদিকে চাহিয়া এণ্ডুর মন কেমন উদাস হইয়া যায়, এলোমেলো নানা কথা আসিয়া ভিড় করে—উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলিয়া সে এপাশে ওপাশে চাহিয়া যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, নববসন্তের মোহ-অঞ্জন যেন তাহার উপর [illegible]ভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, গাঢ় নীল আকাশের উপর [illegible] যে হাল্কা মেঘদল নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া যাইতেছে দিয়া তর তর করিয়া উই [illegible] ঠিক যেন ওদেরই মত এণ্ডুর সঙ্গে প্রকৃতির আন্তরিক কোন যোগ স্থাপিত হইয়াছে এই মুহূর্ত্তে। সেই খেয়াঘাটে আবার পার হইবার সময় এণ্ডুর মনে পড়িয়া যায় পিটারের কথা,— সেবারে তাহারা দু'জনে যখন এখানে আসিয়া পৌঁছায় তখনকার দিনশেষের অন্ধকারাচ্ছন্ন জলকল্লোলের সেই মায়া, সে ভুলিবার নয়!···আর একটু চলিবার পর আসিল একটি দীন দরিদ্র গ্রাম চাষীদের মরাই আর গোয়ালঘর দু'পাশে সারিসারি—গ্রামটি একটু ঢালু জমি উপর, এখনও এখানে-সেখানে শীতের অবশিষ্ট তুষারকণা গলিয়া চুয়াইয়া পড়িতেছে আস্তে আস্তে। গ্রামের প্রান্তে সরু একটা রাস্তা, তাহার দুপাশে গাছপালার ঘেঁসাঘেঁসি, এতটুকু ফাঁক আছে বিনা সন্দেহ—এখানটা আসিয়া এণ্ডুর মনে হইল যেন বেশ গরম পড়িয়া গিয়াছে, গাছের পাতাগুলি পর্য্যন্ত স্থির নিশ্চল, বার্চ্চ গাছের কচি পাতার ফিকে সবুজ রং। নীচে মাটিতে নূতন ঘাস গজাইয়াছে, তাহার ডগায় ছোট ছোট ফুল যেন উঁকি মারিতেছে। শীতের সঞ্চিত মরা পাতাগুলি মাটির সঙ্গে বিবর্ণ হইয়া মিশিয়া গিয়াছে, তাহারই মধ্য হইতে নবীন ঘাসফুলের উদ্ধত উদয়। মাঝে মাঝে এখানে সেখানে পাইন গাছগুলি শীতের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে—তাহাদের রিক্ত শুষ্ক পত্রহীন পল্লবগুলি শীতের শাসনে সজীবতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। এণ্ড এধারে ওধারে চাহিয়া কখন একেবারে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে তাহা সে বুঝিতেও পারে নাই।

ঘোড়াগুলি সবলে এবং সদর্পে মাথিয়া উঠিয়াছে, রাস্তায় যে জোটেই নাই, শাঠীর শব্দকে ছাড়াইয়া বাহিরে উঠে ঘোড়ার খু-ধ্বনি। এগু্‌র খানসামাটি গাড়োয়ানকে সম্বোধন করিয়া কি ব-বলিল,—গাড়োয়ানটিও মাথা নাড়িয়া সায় দিল "হাঁ"।

খানসামাটির বোধহয় উত্তরটা ঠিক মনোমত হয় নাই, তাই সে তাহার মনিবকে শেষে বলিল, "কর্ত্তা, কি রকম সুগন্ধ বাস বেরিয়েছে দেখেছেন ?"

"এঁ্যা, কি বল্‌লে ?" এগু্‌ তাহার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

"এই আজ্ঞে, কি রকম ভালো লাগ্‌ছে, আজকের দিনটা সব যেন, আজ্ঞে, কেমন ভালো ভালো ঠেক্‌ছে।"

"হাঁ, তা ঠিক বটে।" বলিয়া জবাব দিয়া এগু্‌ নিজের মনেই কথাগুলি ভালো করিয়া ভাবিতে থাকে। "ও নিশ্চয় বসন্তের কথা বল্‌তে চায়। খুব সত্যি কথা, চারিদিকে সবুজের মেলা বসেছে—এবারে বুঝি খুব তাড়াতাড়ি বসন্তের সাড়া পড়েছে, ওই ত বার্চ্চ, চেরী, এল্‌ম—সব গাছেই কচি কিসলয় দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ওক্‌গাছ ত দেখ্‌ছি না একটাও।" বলিয়া এগু্‌ একবার চারিদিকে চোখ বুলাইল ওকগাছ পাওয়া যায় কি না দেখিবার জন্য—"এই ত একটা গাছ দেখা যাচ্ছে—"

রাস্তার পাশেই বিরাট একটি প্রাচীন ওকগাছ দাঁড়াইয়া আছে। আশ-পাশের গাছগুলির চেয়ে হয়ত দশগুণ উঁচু ওর মাথা, সেই অনুপাতেই গাছটি চওড়া,—লম্বা লম্বা শাখাগুলি এপাশ-ওপাশে অনেকদূর পর্য্যন্ত ছড়ানো? গাছটির গোড়া নানা স্থানে ক্ষতবিক্ষত, জায়গায় জায়গায় ছাল উঠিয়া গিয় কাঠ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ দেখিলে গাছটিকে দৈত্য বলিয়া ভয় হওয়া বিচিত্র নয়। কঠিন ভ্রূকুটি করিয়া ও যেন বনের আর সব গাছগুলির পানে রোষকষায়িত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। এই আলো, আকাশ-বাতাসকে পূর্ণরূপে উপভোগ করিবার মত শক্তি তাহার পার্শ্বস্থ বৃক্ষরাজির আছে, শুধু এই অপরাধের জন্যই ওকগাছটি তাহাদিগকে যেন তিরস্কার করিতেছে। এ বিশ্বের তারুণ্যের প্রতি বার্দ্ধক্যের সহজাত ঈর্ষাপ্রসূত আক্রোশ।

বৃদ্ধ ওকগাছটি যেন জিজ্ঞাসা করিতে চায় "বসন্ত—প্রেম—আনন্দ এই সব বাজে জিনিসে এখনও তোমাদের মোহ আছে নাকি? মোহ কি চিরকাল যৌবনকে বঞ্চনা করবার জন্য বসে আছে!…ওসব কিছু না, মিথ্যা, মোহ, মায়া,—যৌবন, প্রেম, আনন্দ ওসব মোটেই সত্য নয়। আমার পানে

চেয়ে দেখ কোথাও কি যৌবনের চিহ্ন দেখতে পাবে?—না। মাথার উপর দিয়ে যে কত ঝড় কেটে গেছে তা আমার এই কাটাছেঁড়া ছাল-বাকল দেখলেই বুঝতে পারবে! আজ আমায় তোমরা যা দেখছ তার জন্য দায়ী আমি নই, কালের কীর্ত্তির চিহ্ন এই আমি। তোমাদের আশা, স্বপ্ন এদের কোনো মূল্যই আমার কাছে নেই। শুধু আমার কাছে নয়, কালের কাছে নেই বলেই আমারও এই অবস্থা। কালের রূঢ় সত্যের প্রতীক আমি—"

গাছটা ছাড়াইয়া এণ্ড্রুর গাড়ি আগাইয়া গেলেও সে বার বার ফিরিয়া চাহিতেছিল। কেন যেন তাহার মনে হইয়াছে যে ওই গাছটা কোনো গোপন রহস্য উদ্ঘাটিত করিবে! কিন্তু সে স্থির, নিশ্চল, গাম্ভীর্য্য লইয়া যেখানে দাঁড়াইয়াছিল ঠিক সেই ভাবেই রহিল,—ওই পুষ্পপত্রশোভিত তরুণ বৃক্ষাদির মধ্যে। হঠাৎ এণ্ড্রুর মনে হয়, "গাছটা বুঝি যা বলতে চায় তা খুব সত্য কথা। জীবনের যৌবনকাল ত স্বপ্ন, কল্পনাময় হবেই—রূপে, বর্ণে, গন্ধে, আনন্দময় ছন্দে, বসন্তের দিনগুলি আমরা কাটাবো। কিন্তু অন্ধ হয়ে নয়,—আমরা জানি জীবনের সত্যকার পরিণত রূপকে, এ ছাড়া আর কিছুই ত নাই জীবনের দান··"

সহসা যেন এণ্ড্রুর অন্তরে আনন্দবেদনার অপূর্ব্ব অনুভূতি জাগিয়া উঠিল।—আপনার অতীত দিনের কথা মনে পড়িয়া যায়। মনের সঙ্গে কি একটা বোঝাপড়া করিয়া ফেলে সে। কোন্ এক সত্যের কথা সে আজ খুঁজিয়া পাইল, যাহার জন্য জীবনের গতিপথ পরিবর্ত্তন করাই স্থির করিল।

এই জেলার সামরিক সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে এণ্ড্রুর একবার দেখা করা বিশেষ প্রয়োজন। পুত্রের প্রতিনিধি হিসাবেই দেখা করা উচিত। বর্ত্তমানে কাউণ্ট ইলিয়া আন্দ্রিয়েভিচ্ রোস্তভ্ই সেনাধ্যক্ষ, তাই সেদিন সকালে উঠিয়া এণ্ড্রু যাত্রা করিল বনপথ দিয়া তাঁহার গ্রামের পথে। দু'ধারে রাস্তার গাছপালাগুলি পাতায় পাতায় ছাইয়া গিয়াছে। মে মাসের সকালবেলা। রৌদ্রের তাপে পথিক তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উঠে, পথে কোথাও একটু জল দেখিলেও ইচ্ছা হয় নামিয়া স্নান করিতে, হাওয়ার সঙ্গে পুঞ্জ পুঞ্জ ধূলিকণা উড়িয়া চোখমুখ ভরাইয়া দিতেছে। কাউণ্টের সঙ্গে যে কাজের জন্য যাইতেছে সেই সব কথাই এণ্ড্রু ভাবিতেছিল, তাই কখন যে গাড়ি আসিয়া ওত্রাদনোয় গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সে খেয়ালও করে নাই। হঠাৎ কতকগুলি ছেলেমেয়ের

কলহাস্যধ্বনিতে তাহার সম্বিত ফিরিল। সে চাহিয়া দেখিল একদল মেয়ে এইদিকেই দৌড়াইয়া আসিতেছে, বোধহয় তাহারা গাড়ির শব্দ শুনিয়াই আসিতেছে। সব আগে যে মেয়েটি আসিতেছে তাহার বয়স খুব অল্প, কালো চোখ-দুটি উৎসুক দৃষ্টিতে সামনে মেলিয়া দিয়াছে সে, গায়ের কুঁচি দেওয়া ফ্রকটি হাওয়ায় ফুলিয়া ফাঁপিয়া বাতাসে উড়িতেছে, মাথার এলোমেলো চুলের উপর একটা রুমাল জড়ানো। মেয়েটি দৌড়াইয়া তাহার কাছে আসিয়া কি যেন বলিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই এণ্ড্রুর মুখের পানে চাহিয়া অচেনা মানুষ দেখিয়া সে একেবারে উল্টা দিকে দৌড় দিল। সে সোজা চলিয়া গেল, আর ফিরিয়াও তাকাইল না। এণ্ড্রুর কানে ভাসিয়া আসিল মেয়েটির উচ্ছল হাসির শব্দ।

প্রিন্স এণ্ড্রুর মনে মেয়েটি ছাপ রাখিয়া গেল। আজকার দিনটি যেন সুন্দর,—এ সুন্দর এর আকাশে বাতাসে, এ উজ্জ্বল এর রূপে বর্ণে—এর প্রতিটি মুহূর্ত যেন মধুর হইয়া উঠিয়াছে। হাল্‌কা পালকের মত ফুরফুরে মেয়েটি যেন আরও সুন্দর, যে মেয়েটি তাহাকে গ্রাহ্য না করিয়া আপনার পুলকে হাসিতে হাসিতে দৌড়াইয়া চলিয়া গেল সে মেয়েটি সত্যই সুন্দর। কিন্তু ও অমন করিয়া হাসিতে পারে! কেন?—"পৃথিবীতে এমন কি পেয়েছে ও যার জন্যে এত হাসি ওর প্রাণে, ও কি নিয়ে চিন্তা করে? সমর-আইনের কচকচি নিয়ে ঘামায় না মাথা, অথবা প্রজাসাধারণের "সুখ-সুবিধার জন্য কোন ব্যবস্থার চিন্তা ওর মাথায় নেই বলেই বুঝি ওর অত হাসি!"

এণ্ড্রু কিছুতেই ভাবিয়া পায় না কি করিয়া মেয়েটি অমন হাসি হাসিতে পারে।

কাউন্ট রোস্তভ্ বর্তমানে ব্যয়-সংক্ষেপের জন্য গ্রামে বাস করেন বটে, কিন্তু ঠিক শহরের মতই সমান সমারোহে তাঁর দিন চলে। চিরকাল যেমন আমোদ-প্রমোদ লইয়া কাটাইয়াছেন তাহার এতটুকু এদিক-ওদিক হয় নাই। অতিথি-অভ্যাগত নিত্যই আছে—শিকারে যাওয়ার আয়োজনও পুরাদস্তুর বজায় রাখিয়াছেন তিনি—তা ছাড়া গান-বাজনার আসর, মাঝে মাঝে অকারণে লোকজন খাওয়ানো-দাওয়ানো পর্যন্ত বাদ যায় না। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রিন্স এণ্ড্রুকে পাইয়া কাউন্ট কিছুতেই ছাড়িলেন না, বলিলেন—"এসেছেন যখন কয়েক দিন থেকে যেতে হবে।'

এণ্ড্রুর থাকিবার কথা নয়, অন্য কাজ আছে, কিন্তু যখন কাউণ্ট থাকিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতেছেন তখন রাজি হইতে হইল। অন্ততঃ একটা দিন কাটানো ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু সারাটা দিন অত্যন্ত বিশ্রী ভাবে কাটিল—সামনেই বুঝি কাউণ্টের জন্মদিন, সেই উপলক্ষে বাড়ী আত্মীয়-পরিজনে ভরিয়া গিয়াছে। দিনমানটা সেই পরিজনবর্গ এণ্ড্রুকে অধিকার করিয়া বসিল। এই নবাগত অতিথিটিকে আপ্যায়িত করিবার জন্য গৃহস্বামী এবং গৃহকর্ত্রীও বার বার আসিয়া নানা প্রসঙ্গে আলাপ জমাইতেছিলেন। বেচারী যেন হাঁফ ছাড়িবার ফুরসৎ পাইতেছে না। এই জাতীয় যত্ন-কণ্টক এণ্ড্রুর পক্ষে একেবারে অসহ্য। তবু এরই মধ্যে নাতাশাকে যেন তাহার একটু আশ্রয় বলিয়া মনে হয়—ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নাতাশা 'খুনসুটি' করিতেছে, বার বার এণ্ড্রু তাহাই দেখিতেছে। এখনও এণ্ড্রুর মনে হইতেছে একটি কথা—"ওর এই প্রাণপ্রাচুর্য্য এলো কোথা থেকে—ওর ভাবনা চিন্তা কিছুই কি নেই?"

সমস্ত দিনটা এমনি করিয়াই কাটিল। রাত্রিতেও কিছুতেই এণ্ড্রুর ঘুম আসিল না, অনেকক্ষণ ধরিয়া সে পড়াশুনা করিল, তারপর আলোটা একবার নিভাইয়া আবার জ্বালিল—ঘরটা খুব গরম, খড়খড়ি জানালা সবগুলিই বন্ধ, হাওয়া-বাতাস একবারে ঘর হইতে নির্ব্বাসিত। এণ্ড্রু মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া গিয়া কাউণ্টকে "আহাম্মুক, বুদ্ধু" বলিয়া গালাগালি দিতে দিতে খড়খড়িগুলি ঠেলিয়া খুলিয়া দিতেই সমস্ত ঘরময় চাঁদের আলো ছড়াইয়া পড়িল—যেন ঘরে ঢুকিবার অপেক্ষায় বাহিরে বসিয়াছিল। নিভৃত পল্লীর নিস্তব্ধ রাত্রি, কোলাহল নাই, শান্ত, সুপ্তির মায়ায় আচ্ছন্ন চারিদিক। এণ্ড্রুর জানালার সামনে একটি সাজানো গাছের ঝোপ, একদিকে গাছটার ছায়া পড়িয়াছে কালো। জ্যোৎস্নাময় রাত্রিতে ওই ছায়াটুকু যেন গভীর কালো অন্ধকার। মাটিতে ঘাসের উপর শিশির-বিন্দুগুলি মুক্তার মত ঝলমল করিতেছে, গাছের পাতায় পাতায় চাঁদের আলো পড়িয়া রেশমী কাপড়ের মত চক্ চকে দেখাইতেছে। চাঁদের এমন হাসি, এই অপূর্ব্ব সুন্দর হাসি যেন সেই দূর-দূরান্তরের স্বপ্নকে আহ্বান করে।

এণ্ড্রু জানালায় কনুয়ের ভর দিয়া অন্যমনস্কভাবে বাহির পানে চাহিয়া আছে—সহসা তাহার মনে হইল, ঠিক মাথার উপরের ঘর হইতে মেয়েলি গলায় কে একজন বলিতেছে,—"আর একবার, লক্ষ্মীটি—"

এগুর কানে এ কণ্ঠস্বর যেন সুপরিচিত বলিয়া মনে হয়।

আবার সে শুনিল,—"বড্ড রাত হয়ে যাচ্ছে, কখন ঘুমোব ?" আর একজন জবাব দেয়।

বাধা দিয়া প্রথম মেয়েটি বলিল—"যা রে, ঘুম না এলে আমার দোষ নাকি, আচ্ছা আর একবারটি ভাই—"তারপর দু'জনের মিলিত কণ্ঠে একটা গানের সুর ধরিল—গুন্ গুন্ করিয়া মৃদু চাপা-গলায়।

দ্বিতীয় মেয়েটি হঠাৎ গান থামাইয়া বলিল—"উঃ—কি সুন্দর চাঁদটা দেখেছ! যাক্, চলো এখন শোয়া যাক, আর নয়।"

—"তোমার ইচ্ছে হয় শোওগে যাও, আমি যাব না, কিছুতেই যাবো না।" তারপর সব চুপ চাপ।

এগু যেন মেয়েটির জামাকাপড়ের খস্‌খস্ শব্দ শুনিতে পায়, বোধহয় নিশ্বাসের শব্দটুকুও ভাসিয়া আসিতেছে বাতাসে। ও নিশ্চয় জানালার বাহিরে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

এগুর মনে হয় সমস্ত প্রকৃতি যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নাই, বাতাসও যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এগুর এতটুকু নড়াচড়া করিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়। মনে হয় এতটুকু শব্দ হইলেই বুঝি এই শান্তিময় মৌনতা ভাঙিয়া যাইবে।

দূরের বাড়িগুলির আলো পড়িয়াছে রাস্তায়, আর চাঁদের আলো চারিপাশে,—এরাও যেন চুপ করিয়া আছে।

প্রথম মেয়েটি হঠাৎ তাহার সঙ্গিনীকে ডাকিতে লাগিল—"সোনিয়া, এই সোনিয়া, ওঠো না। এমন রাত্রেও ঘুম আসে তোমার—আশ্চর্য্য! একবার এসো, দেখে যাও কি সুন্দর,—ওঃ ভারি চমৎকার, ওঠো, ওঠো।" একটু থামিয়া আবার বলে, "সত্যি, আজকের মত এমন সুন্দর রাত আর হয়নি, কখনও না···না, না, না।"

সোনিয়া জড়িতকণ্ঠে কি একটা উত্তর দিল, ঠিক বোঝা গেল না। তবু প্রথম মেয়েটি অধীর আগ্রহে সঙ্গিনীকে ডাকিতে লাগিল, "একবারটি এসো, ভাখো কি সুন্দর চাঁদ। আমার মনে হয় এই রকমভাবে পা দু'টো জড়সড় করে গুটিয়ে একবারে এতটুকু হয়ে গিয়ে জোরে—খুব জোরে ছুঁড়ে দিলে জানালা দিয়ে উড়ে গিয়ে ওই—ওখানে চাঁদের কাছে যেতে পারতাম—যাই, চলে যাই—"

"দেখো এখুনি পড়ে যাবে, সাবধান।"

বলিতে বলিতে সোনিয়া উঠিয়া আসিল তারপর অনুযোগ করিয়া বলিল—
"রাত দু'টো বেজে গেছে তা জানো?"

—"তুমি সব মাটি করবে—আমার একটুও শুতে ইচ্ছে করছে না।... যাও, পালাও।"

তারপর আবার চারিদিকে স্তব্ধ হইয়া গেল। তবু এণ্ড্রু বুঝিতে পারে মেয়েটি আগের মত ঠিক সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছে, তার নিঃশ্বাসের ধ্বনি শোনা যাইতেছে।...এণ্ড্রুর মনে হয়—"আমি যে এখানে আছি তাতে ওর কীই বা এসে যায়।" কেন যে তাহার একথা মনে হয় তা সে বলিতে পারে না। থাকিয়া থাকিয়া তাহার কেবলই ভয় হয় এখনই বুঝি মেয়েটি তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবে—শুধু ভয় নয়, যেন মনে মনে কোথায় একটা আশাও জাগিতেছিল, সেই আশাতেই সে দাঁড়াইয়া আছে। আজ অনেকদিন পরে এণ্ড্রু সারা অন্তর দিয়া কোনো একটা কিছু নূতনত্বের অনুভূতি আস্বাদন লাভ করিতেছে। এ অনুভূতি কিসের, কোথা হইতে আসিল তাহা সে বলিতে পারে না। তেমন তলাইয়া ভাবিবার কথাও মনে হয় না। কিছুক্ষণ পরে বিছানায় পড়িয়াই সে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে উঠিয়া কাউণ্টের কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আর দেখা করিল না।

সেবারেই জুন মাসে যখন এণ্ড্রু তার পল্লীর নিরালা আশ্রমে ফিরিতেছিল, সেই বনপথে চলিতে চলিতে সেই বার্চ গাছের সারির মধ্য দিয়া আগের দিনটির কথা মনে পড়িল তাহার। গাছের পাতায় পাতায় ঘন সবুজের ছোপ পড়িয়াছে, গাছে গাছে পত্র-পল্লবের সমারোহ, রুগ্ন ফার গাছের রিক্ততায় বনছবি কোথাও ছন্দ হারাইয়া দেয় নাই, তাহাদের সরু ডালের ডগায় হলদে ফুলের মেলার মধ্যে বসন্ত ঋতুর পূর্ণ বিকাশ সুপরিব্যক্ত।

গরম পড়িয়াছে খুব, তবে খানিকটা আগে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে বলিয়া ধুলা ওড়া বন্ধ আছে। রৌদ্রের প্রখরতা তেমন নাই, অল্প ঝিরঝিরে হাওয়ায় মনটা একটু হাল্‌কা হইয়া আসে যেন। মাটির মধ্যে স্নিগ্ধভাব আর বনের গাছে-পাতায়-লতায় ফুল ফুটিয়া অপূর্ব্ব আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার সঙ্গে নাইটিঙ্গেলের গান। এণ্ড্রুর হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সেই বুড়ো 'ওক'গাছটার

কথা, তাহার মনে হইল, "এখানে কোথায় যেন একটা বুড়ো ওকগাছ ছিল—সে আমার মনের কথা ঠিক বুঝতে পেরেছিল।"

যে বৃক্ষটির সামনে দাঁড়াইয়া তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তার এ কথা মনে হইল সেই পুরাতন ন্যাড়া গাছটির কথা সেটি কিন্তু আর চিনিবার উপায় নাই—তাহার শিরায় শিরায় নব-জীবনের সংবাদ সুব্যক্ত, তাহার পল্লবগুলি নবপত্রপুঞ্জে যে এত সুন্দর হইতে পারে এণ্ড্রু তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। সেই বৃদ্ধ বৃক্ষটিই আজ এণ্ড্রুকে এত মুগ্ধ করিয়াছে—তার ক্ষতবিক্ষত বল্কল আজ আর চোখে পড়ে না। কোথায় সেই তিরস্কারের ভ্রুকুটি মিলাইয়া গিয়া অস্তসূর্য্যের রক্তরশ্মি বিচ্ছুরণে গাছটি মায়া সৃষ্টি করিয়াছে।

অনেকক্ষণ লক্ষ্য করিবার পর এণ্ড্রু আপন মনেই বলিয়া উঠিল—"হাঁ, ঠিক, এই ত সেই গাছ।" হঠাৎ সে এত রূপ দেখিয়া গাছটিকে চিনিতে পারে নাই, কিন্তু যখন চিনিল তখন এক অননুভূত আনন্দে মন ভরিয়া উঠিল। হঠাৎ যেন বসন্তের প্রতিধ্বনি তাহারই অন্তরে বাজিয়া উঠিল। নবজাগরণের বার্তাবহ দূত এই বসন্ত—এই কথাটাই এণ্ড্রুর মনে হইতেছে এখন। অমনি অস্টারলীজের ঘন নীল উন্মুক্ত উদার আকাশ তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল…তাহার স্ত্রীর মৃত্যুর সময়ের সেই অনুযোগের অভিব্যক্তি… সেদিন সায়াহ্নে পিটারের সঙ্গে খেয়াপার…সেই রাত্রে যে মেয়েটি তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, শুদ্ধ নিশীথ রাত্রে জ্যোৎস্নার আলোয় যে মেয়েটি চাঁদ দেখিল তাহার কথা…সেই অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রিটির কথা…সব একে একে এণ্ড্রুর মনে সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়, তাহার মনকে জুড়িয়া বসে।

"না, আমার জীবনের এখানেই শেষ হ'তে পারে না—একত্রিশ বছরেই আমার আশা-আকাঙ্খা-স্বপ্ন-কল্পনার সমাধি হবে না—কিছুতেই না। আমি কে, আমার মধ্যে কি আছে না আছে, তা কেবলমাত্র আমি একলা জানলে চলবে না, আরও দশ জনে আমার পরিচয় পাওয়া চাই। আমার বন্ধু পিটার আমায় জানবে, চিনবে, আর সেই দিনের বালিকাটি যে উড়ে যেতে চেয়েছিল তাদের কাছে তারও অন্তরে আমার একটা ছায়া পড়ে এই আমি চাই—আমার সম্বন্ধে যা হোক একটা কিছু ধারণা ওদের মনে হোক্। ওদের সঙ্গে আমার জীবনের একটা যোগ হওয়ার মধ্যে কোথায় যেন একটা সার্থকতা আছে। ওরা আমাকে জানবে, আমার সঙ্গে ওদেরও অন্তরের দিক দিয়ে দেওয়া-নেওয়া চলবে—সেইখানেই জীবনের সঙ্গতি।"

এণ্ড্রু আশ্রমে ফিরিয়া স্থির করিল, এবার শরতে সে পিটার্সবার্গে যাইবে। কেন যে যাইবে তাহার স্বপক্ষে একটা ছুতা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য অনবরত ভাবিতে থাকে সে। একটার পর একটা যুক্তি বাহির করিয়া শেষে সে দেখিল, পিটার্সবার্গ যাওয়া তার একান্ত প্রয়োজন। এমনি করিয়া তাহার জীবনের গতি ও ধারা পরিবর্তিত হইয়া যায়। গ্রাম ছাড়িয়া কোনো দিন যে বাহিরে সে যাইতে পারে একথা একমাস আগে তাহার কাছে কল্পনা করাও একেবারে অসম্ভব ছিল। কিন্তু আজ মনে হইতেছে, যদি তাহার চিন্তা, কল্পনা ও শক্তিকে বাস্তবিক জীবনের কোনো কাজেই না লাগাইতে পারে তবে সব ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিয়া থাকার মধ্যে কোনো সার্থকতাই থাকিতে পারে না। একদিন সে ভাবিয়াছিল জীবনে আর বুঝি কোনো কাজই তাহার করিবার নাই, কিন্তু আজ দেখিতেছে পথ খোলা রহিয়াছে সামনে, শুধু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দিন কাটাইয়া দেওয়া কোন কাজের নয়—মনে হইতেছে জীবনে আশা ও আনন্দের উৎস শুকাইয়া যায় নাই এখনও। বুঝি বা আবার কাহাকেও সে ভালোবাসিতে পারে। এখানকার নিত্যদিনের সাধারণ কাজগুলি নীরস বোধ হইতেছে। এই ধরণের জীবনযাত্রায় কোন বৈচিত্র্য নাই, মোহ নাই, ভবিষ্যতের আশাও আছে কিনা বলা শক্ত। যখন আজকাল সে একলা থাকে তখনই সে আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজের চেহারা'টা বার বার ভালো করিয়া দেখে,—মাঝে মধ্যে লিশার বড় ছবিটার পানে চাহিয়া থাকে। আবার যখন পায়চারী করিয়া বেড়ায় তখন পিটার, সেই ছোটো মেয়েটি, সেই ওক্‌গাছটি, নারীর সৌন্দর্য্য আর সৈনিক জীবনের নানা কথা—ছবির মত তাহার মনে নাড়া দিয়া যায়। এই সব মুহূর্তে যদি কেহ তাহার চিন্তায় বাধা দেয় তবে এণ্ড্রু অত্যন্ত সংক্ষেপে দৃঢ়ভাবে তাহাকে জবাব দিয়া বিদায় করে।—সে যেন হঠাৎ বদলাইয়া গিয়াছে।

অবশেষে এণ্ড্রু রাজধানীতে আসিল। সে সময়ে রাজনীতি ক্ষেত্রে স্পেরান্স্কির খুব নাম হইয়াছে, তাহার দূরদৃষ্টি ও কর্ম্মতৎপরতার কথা মুখে মুখে শোনা যায়। ঠিক ওই সময়েই হঠাৎ একদিন সম্রাট গাড়ি হইতে পড়িয়া গেলেন এবং তাঁহার পা খানিকটা থেঁৎলাইয়া গেল। ডাক্তার পরামর্শ দিল তিন সপ্তাহ একেবারে বিশ্রাম লইতে হইবে, একদম নড়াচাড়া বন্ধ। কাজে

তিনি সোফায় বসিয়া স্পেরান্স্কির সঙ্গে সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করিতেন অনবরত। এইভাবে স্পেরান্স্কি নানাদিক দিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। তাঁহারা দু'জনে মিলিয়া দুটি বিষয় স্থির করিয়া ফেলিলেন। একটি এই যে, পুরাণোপন্থীদিগকে রাজদরবার হইতে অভিজাত এলাকা যে সমস্ত সুবিধা পাইয়া আসিয়াছে অতঃপর তাহা আর পাইবে না। রাজদত্ত সম্মান বলিয়া আর কিছু থাকিবে না। দ্বিতীয়টি হইতেছে এই, যে-কোনো লোক সরকারী দপ্তরে চাকুরী পাইবে, তবে এই সব চাকুরীতে বহাল হইবার জন্ত পদপ্রার্থীকে কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। এমনভাবে যোগ্যতার মর্য্যাদা দেওয়াতে রাশিয়ার জনসমাজে ভয়ানক চাঞ্চল্য দেখা দিল। যাহারা এতদিন শুধু অভিজাত বংশের দোহাই দিয়া নির্বিবাদে এবং অনায়াসে কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিল তাহারা রাজদ্রোহ ও বিপ্লবের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল।...এমনিভাবে সম্রাট আলেকজান্দারের এতদিনের স্বপ্ন সফলতার পথে অগ্রসর হইতেছে। সিংহাসনে বসিবার পর হইতে তাঁহার উদারনৈতিক শাসন সংস্কারের দিকেই লক্ষ্য ছিল। একদিকে বেসামরিক জনসাধারণের পক্ষে স্পেরান্স্কি ছিল প্রতিনিধি এবং অন্তদিকে সামরিক বিভাগে ভার পড়িয়াছিল আরাক্‌চেই-এভ-এর উপর।

পিটার্সবার্গে পা দিয়াই প্রিন্স এণ্ড্রু রাজপারিষদ হিসাবে দরবারে যাতায়াত আরম্ভ করিল। পর পর দু'দিন সম্রাটের সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাহার সহিত কথা বলিলেন না। এমনিতেই এণ্ড্রুকে সম্রাট তেমন পছন্দ করিতেন না, তাহার উপর সে যে হঠাৎ সামরিক বিভাগ হইতে আপনার খেয়ালে সরিয়া গিয়াছিল তাহাতে সম্রাট অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন—এণ্ড্রুর সেকথা বুঝিতে দেরি হইল না। এজন্ত এণ্ড্রুর কোনো অভিযোগ নাই, সে নিজেকে সান্ত্বনা দিবার জন্ত ভাবিতে চেষ্টা করে যে, মানুষের রুচির উপর নিজের হাত থাকে না সব সময়। সম্রাট যে তাহাকে দেখিতে পারেন না তাহাতে এমন কি আসিয়া যায়! সে স্থির করিল তাহার সামরিক আইনের খসড়াটা নিজে হাতে করিয়া সম্রাটকে দিবে না। আর কাহারও হাত দিয়া তাঁহার কাছে পাঠাইবে। যদি তাহার সত্যই কোন যোগ্যতা থাকে তবে সেজন্যই তিনি স্বীকার করিবেন নতুবা যা হয় হোক। অবশেষে সে একজন বৃদ্ধ জেনারেলের হাতে তাহার নথীপত্রগুলি দিয়া দিল, ভদ্রলোক এণ্ড্রুর বাবার বিশেষ বন্ধু, তিনি তাহার কাগজপত্র সাগ্রহে এবং আদরের

সহিত লইয়া বলিলেন—"তুমি নিশ্চিন্ত থাকো বাবা, আমি সম্রাটকে তোমার কথা নিশ্চয়ই বলব।"

এক সপ্তাহের মধ্যেই এণ্ড্রুর কাছে সমরমন্ত্রী আরাকচেইএভ্-এর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য রাজদপ্তর হইতে চিঠি আসিল। নির্দিষ্ট দিনে এণ্ড্রু হাজির হইল তাঁহার বাড়িতে। এই লোকটিকে ভালো করিয়া জানে না, আর পাঁচজনের কাছে যাহা শুনিয়াছে তাহাতে তাঁর প্রতি একটুকু শ্রদ্ধা হয় নাই। এণ্ড্রুর মোটেই ইচ্ছা ছিল না দেখা করিবার, তবু সে নিজেকে বুঝাবার জন্য ভাবে—"মানুষে যেমনই হোক না কেন, আমার তাতে কি—আমি যাচ্ছি সমরমন্ত্রীর কাছে। হাজার হলেও লোকটা সামরিক বিভাগের কর্তা ত, আর তাছাড়া সম্রাটের বিশ্বস্ত লোক! ওর কাজ আমার লেখা পরীক্ষা করা, আমার দরকার ত ওইটুকু,—তারপর ফুরিয়ে গেল।"

এণ্ড্রু সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল আরও অনেকে আসিয়াছে দেখা করিবার জন্য। ইহাদের মুখের পানে তাকাইলেই মনে হয় সকলেই যেন "একান্ত অনুগত"। কেবল একজন জেনারেল ওই কোণে পায়ের ওপর পা চাপাইয়া গম্ভীর মুখে বসিয়া আছেন, এতক্ষণ অপেক্ষা করতে হইতেছে বলিয়াই বোধকরি রীতিমত বিরক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার চোখে মুখে, ওষ্ঠে তাঁর অবজ্ঞার তীক্ষ্ণ হাসি। দরজা খুলিতেই সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিল, সেই সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতেই সকলে কি একটা আসন্ন আশঙ্কায় চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল। যে লোকটি ভিতরে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে এণ্ড্রু তাহাকে বলিল—"মশাই আমায় আগে সেরে নিতে দিন দয়া করে।"

তার উত্তরে লোকটি বাঁকা হাসি হাসিয়া বলিল "নিশ্চয়, অপনার পালা এলেই ডাকব 'খন।"

তাহাকে অবশ্য খুব বেশিক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয় নাই, একজনের পরেই ডাক পড়িল। ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল আপিস ঘরটি বেশ পরিচ্ছন্ন বটে কিন্তু আসবাবপত্রে শৌখিনতায় চিহ্ন এতটুকু নাই। এণ্ড্রুর সামনে লম্বা একটি লোক বসিয়া আছে,—বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, মুখ বলিরেখাবহুল, লোকটির ললাটে ঘন ভ্রূ যেন চেহারাটা আরও রুক্ষ করিয়া তুলিয়াছে। লোকটি মুখ না তুলিয়াই আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিল—"কি চাই আপনার?"

এণ্ড্রু শান্তকণ্ঠে বলিল—"হুজুর, আমি কিছুই চাই না।"

এবারে আরাকৃচেইএভ্ মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল—"বহুন, আপনিই কি প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি ?"

সে কথার জবাব না দিয়া এণ্ড্রু নিজের কথাই বলিয়া চলিল—"আমি কিছু চাই না। সম্রাট অনুগ্রহ করে আমার লেখা ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি হুজুরের কাছে পাঠিয়েছেন···"

"মশাই, আগে আমায় বল্‌তে দিন—আপনার বই আমি পড়েছি···" এণ্ড্রুর কথায় বাধা দিয়া আরাকৃচেইএভ্ বলিল। তারপর দু'এক কথা ভালো ভাবে বলিবার পর তাহার স্বাভাবিক রুক্ষ কণ্ঠে বলিল—"আপনি সৈন্যদের জন্যে নতুন আইন করতে বলেন কিন্তু পুরানো যেগুলো আছে তাই ক'জন কাজে লাগায় ? আজকাল লেখাটা একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে—লোকে হরদম লিখছে। লেখা ত খুব সহজ কাজ, কিন্তু আদতে তার চলন করতে—কই পারে কেউ ?"

—"সম্রাটের ইচ্ছামত আমি হুজুরের কাছে হাজির হয়েছি,—লেখাটা সম্বন্ধে আপনার মতামত জান্‌তে।"

—"আমি ওটা কমিটির কাছে পাঠিয়েছিলাম, ওর ওপরেই আমার মতামত আছে। মোদ্দা আমার ভালো লাগেনি।" বলিয়া সে টেবিলের উপর হইতে এণ্ড্রুর পাণ্ডুলিপিটি তুলিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল—"এই যে।"

পাণ্ডুলিপির পিছনে ভুল বানানে এবং মাত্রা-ছেদবর্জ্জিত ভাবে পেন্সিলে একটানা এই ক'টি কথা লেখা আছে—"যুক্তিবিহীন ফরাসীর অনুকরণ, আমাদের সঙ্গে মিল নাই একেবারে। যুক্তি নাই স্বপক্ষে।"

—"কোন্ কমিটি এর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবে ?"

—"সমর আইন সংস্কার সমিতি, আমি আপনার নাম এই সমিতিতে দিয়েছি, আপনাকে এর সভ্য করে নেওয়া হয়েছে—অবশ্য অবৈতনিক পদ।"

এণ্ড্রু হাসিয়া জবাব দিল—"অবশ্যই। অবৈতনিক না হলে আমি কিছুতেই সভ্য হতাম না।"

—"অবৈতনিক সভ্য, বুঝলেন ত ! আচ্ছা নমস্কার। হ্যাঁ, বাইরে কে দাঁড়িয়ে আছে ?" বলিয়া চীৎকার করিয়া আরকৃচেইএভ্ সাড়া দিল।

সরকারীভাবে তাড়াতাড়ি সামরিক সমিতির সভ্য হইবার জন্য এণ্ড্রু তাহার পরিচিত এক-আধজন রাজনীতিকের সঙ্গে দেখা করিতে শুরু করিল। ভাবিল,

শেষ পর্য্যন্ত হয় ত ইহাদের কোনো কাজে লাগানো যাইবে। এই নূতন জীবনযাত্রার মধ্যে কোথায় মস্ত একটা আকর্ষণ রহিয়াছে, যেখানে বসিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনে প্রভাব বিস্তার করা যায় তাহার প্রতি মোহ থাকা খুব স্বাভাবিক। সমিতির বৈঠক, আলাপ-আলোচনা, উত্তেজনা, সিদ্ধান্ত, দলের পাণ্ডাদের উগ্র বক্তৃতা, কড়া মেজাজ, যাহারা গোপন সংবাদ জানে না তাহাদের জানিবার আগ্রহ,—যাহারা জানে তাহাদের জ্ঞানের প্রকট গাম্ভীর্য্য...এসবই এণ্ড্রু এর মধ্যে কল্পনায় দেখিতে পাইতেছে।

এ বৎসরে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা লইয়া বিপুল আলোড়ন-আন্দোলন অনিবার্য্য, এসব কথা ভাবিতে এণ্ডর ভালো লাগে। সবচেয়ে আকর্ষণ করিয়েছে তাহাকে সংস্কারক স্পেরান্স্কি। লোকটির মধ্যে নিশ্চয় অসাধারণ শক্তি আছে—এণ্ড্রু তাহা মনে প্রাণে স্বীকার করে। এখন সে দিনরাত স্পেরান্স্কির সংস্কার লইয়া চিন্তা করে—লোকটা যেন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। সে তাহার নিজের লেখা বইটির কথা আর তেমন ভাবে না, কতকটা ভুলিয়াই গিয়াছে।

এণ্ড্রুকে সবাই আদর-আপ্যায়ন করে। কারণ তাহার কুলগৌরব, পদমর্য্যাদা কোনোটাই সামান্য নয়। সব দলেই তাহার গতি অবারিত—যাহারা উদার-নীতির সমর্থনকারী তাহারা স্বপক্ষের লোক বলিয়া খাতির করে। তাহার অসাধারণ বুদ্ধি এবং পাণ্ডিত্যে তাহারা মুগ্ধ, তার উপর সম্প্রতি প্রজাদের দাসত্ব হইতে মুক্তি দেওয়ার জন্য তাহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিপক্ষ দল অর্থাৎ রক্ষণশীলদের লোকেরা, যাহারা এই নূতন আইন প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে মত পোষণ করে তাহারাও এণ্ড্রুকে নিজের দলে টানিবার চেষ্টা করে—তাহারা এণ্ড্রুর বাবার কথা ভাবিয়াই বোধহয় এণ্ডর উপর ভরসা করে। অভিজাত সমাজের মেয়েরা এণ্ডকে পছন্দ করে তার দুটি কারণ, সম্প্রতি তাহার স্ত্রী মারা গিয়াছে অথচ বয়স খুব অল্প এবং সুদর্শন সে—পাত্র হিসাবে সুযোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার অস্টারলিজের যুদ্ধে মরিয়া গিয়াছিল এ খবর রটিয়া যাইবার পর হঠাৎ দেখা গেল যে, এণ্ড বাঁচিয়া আছে, এজন্যও অনেকের কৌতূহল আছে এণ্ড্রু সম্বন্ধে। বুদ্ধি ও রূপের দিক দিয়া যাহারা এণ্ডকে এর আগে দেখিয়াছে তাহারা দেখিল সে একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে, তা যাক তাহাতে ভালোই হইয়াছে বোধহয়, আগেকার গর্ব্বিত এণ্ড্রু যেন এখন অনেকটা নরম হইয়াছে।

সেদিন এণ্ড্রু তাহার পরিচিত একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছিল। সে ভদ্রলোকের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বড় সামান্য নয়, স্পেরান্স্কি পর্য্যন্ত তাহার বাড়ি আড্ডা দিতে আসে।

গৃহস্বামী এণ্ড্রুকে বলিতেছিল, "মশাই, তুমি যখন কমিটির মধ্যে ঢুকবে তখনও নিখাইল্ মিখাইলেভিচ স্পেরান্স্কিকে বাদ দিয়ে একপাও চল্‌তে পারবে না। সব জায়গাতেই সে হচ্ছে অধিপতি। আচ্ছা আমি সে সব ঠিক করে দেবো, আজ সন্ধ্যেবেলাতেই তার আসবার কথা ছিল—যাক তোমার কোনো ভাবনা নেই—"

—"কিন্তু স্পেরান্স্কির আবার যুদ্ধের দিকে করবার কি আছে?" এণ্ড্রু অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করে।

তাহার এই সরল প্রশ্নে গৃহস্বামী আরও আশ্চর্য্যান্বিত হন, একটু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলেন—"আছে, আছে। তোমার সেই 'কৃষক-মুক্তির' কথা সে জানে, তোমার গল্পও করেছি আমি।"

"ও! আপনিই বুঝি সেই প্রিন্স—" বলিয়া খুব ধারালো চেহারার বয়স্ক এক ভদ্রলোক খানিকটা ঝুঁকিয়া পড়িয়া আলাপ জুড়িয়া দিলেন—"আচ্ছা আপনাকে একটা কথা বলি, আপনি বড্ড হঠকারিতা করেছেন, কারণ এই যে চাষাদের আপনি ছেড়ে দিলেন এখন জমিতে লাঙ্গলই বা দেবে কে—শস্যই বা বুনবে কে? আর কি জানেন, এই আইন করাটা আজকালকার লোকের বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে—কে যে সে আইন মানছে আর কেমন করেই বা তাতে করে কাজ হবে তা কেউ তলিয়ে দেখেছে? যদি বলেন কেন, তবে বলি শুনুন, এই যে সরকারী দপ্তরে পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা হ'ল—বেশ কথা, কিন্তু সবাই সেখানে যদি পরীক্ষা দেবে ত বিচারের ভার কে নেবে?"

গৃহস্বামী বলিলেন—"আমার মনে হয় যাদের উত্তীর্ণ হবার যোগ্যতা আছে তারাই পরীক্ষা নেবে।"

তর্ক ক্রমে জমিয়া উঠিতেছিল এমন সময় বাড়ির কর্ত্তা এণ্ডকে কতকটা টানিয়া লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। স্পেরান্স্কি আসিয়াছেন দেখিয়াই ভদ্রলোক একটু ব্যস্ত হইয়াছেন। স্পেরান্স্কিকে দেখিয়া এণ্ড্রু বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যায়। বিস্ময় কেন? এ অনুভূতির মূলে কি শ্রদ্ধাই সবটুকু, অথবা তাঁহার দেশব্যাপী খ্যাতির জন্য ঈর্ষা, কিম্বা নিছক কৌতূহল? এণ্ড্রু ভাবিয়া পায় না ঠিক কেন তাহার মনকে নাড়া দিল এমনভাবে। অবশ্য এর আগে সে

এরকম ধরণের মানুষ আর একটিও দেখে নাই, সেদিক দিয়া স্পেরানস্কি একেবারে নূতন মানুষ—প্রশান্ত মুখের অটুট গাম্ভীর্য্য, বুদ্ধিদীপ্ত চোখের কোমল কটাক্ষ, ধ্যানমগ্ন অর্দ্ধনিমীলিতনেত্র, সবটা জড়াইয়া মানুষটা দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। স্পেরানস্কি বড় কূটনৈতিক তাহাতে সন্দেহ নাই—নাপোলেঁর সঙ্গে গতবার সম্রাট যে দেখা করিতে গিয়াছিল স্পেরানস্কি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাকে সম্রাটের ডান হাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তা ছাড়া রাশিয়ার রাজস্বসচিবও এই স্পেরানস্কি।

স্পেরানস্কি একবার চোখ বুলাইয়া দেখিয়া লইলেন ঘরের লোকগুলিকে। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় কথা বলিবার বিশেষ প্রয়োজন না হইলে বাজে কথা তিনি বলেন না। গৃহস্বামীকে দেখিয়া বলিলেন—"বড্ড দেরি হয়ে গেল, রাজপ্রাসাদে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম ভাই।" স্পেরানস্কি কখনও সম্রাটের সহিত ঘনিষ্ঠতা প্রচার করিতে চাহেন না—সেইজন্য সম্রাটের প্রসঙ্গে কথা বলিতে হইলে তিনি রাজপ্রাসাদের উল্লেখ করেন।

তাঁহার সঙ্গে এণ্ড্রুর পরিচয় করাইয়া দিতে ভদ্রলোক সহাস্য দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া দেখিলেন, তারপর বলিলেন—"আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় সত্যি সুখী হ'লাম—আপনার কথা শুনেছি অনেক।"

গৃহস্বামী সংক্ষেপে এণ্ড্রু-আরাকৃচেইএভ্ সাক্ষাতের বিবরণ দিলে স্পেরানস্কি হাসিয়া উঠিলেন, তারপর এণ্ড্রুকে বলিলেন—"আপনাদের এই সমিতির সভাপতি ম্যাগ্‌নিট্‌স্কি আমার বন্ধু, আপনি যদি বলেন ত তার কাছে আপনাকে নিয়ে যেতে পারি আমি। আমার মনে হয় তাকে আপনার ভালোই লাগবে। ভদ্রলোক সত্যিকার কাজের লোক।—যাবেন আপনি?"

এণ্ড্রু এতবড় একজন রাজনীতিকের এরকম অমায়িক ব্যবহারে বাস্তবিকই অবাক হইয়া যায়। স্পেরানস্কির কথাবার্ত্তায় কোথাও এতটুকু অবজ্ঞার আভাস নাই বরং আন্তরিক বলিয়াই মনে হয়—এই সামান্য অবসর সময়ের মধ্যে এতখানি নিজের করিয়া ব্যবহার কেহ যে করিতে পারে তাহা এণ্ড্রু আজ এইমাত্র জানিল।

দেখিতে দেখিতে তাহাদের আশপাশে আরও কয়েকজন আসিয়া জুটিয়াছে। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকও হাজির হইয়াছেন, তিনি আবার তর্ক তুলিবার চেষ্টা করিতে শান্ত মধুর কণ্ঠে অবজ্ঞামিশ্রিত ভাষায় স্পেরানস্কি একে একে তাঁহার কথার জবাব দিতে শুরু করিলেন কিন্তু যেমন ও ভদ্রলোক একটু গলা চড়াইয়া কথা বলিতে লাগিল অমনি তিনি চুপ করিয়া গেলেন—ওষ্ঠে তাঁহার তাচ্ছিল্যের হাসি।

কিছুক্ষণ পরে তিনি এণ্ডুকে ডাকিয়া লইয়া ঘরের এক কোণে সরিয়া গেলেন—"মশাই ওই গণ্যমান্য ভদ্রলোকটির উত্তেজনায় আমি প্রায় গাড়ি চাপা পড়বার দাখিল। আপনার সঙ্গে দুটো যে কথা কইব ভালো করে তার ফাঁক পেলাম না।" তাঁহার কথাবার্ত্তার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল যে তিনি যেন বলিতে চান যে-সমাজের সঙ্গে তাঁহাকে মিশিতে হয় তার যে কতটুকু মূল্য তা তিনি ভালো করিয়াই জানেন। এই সব অপদার্থের কাছ হইতে সরিয়া আসিয়া এণ্ডুর সঙ্গে আলাপ করায় এণ্ডু নিজেকে ধন্য মনে করিল।

"আপনি নাকি আপনার ক্রীতদাসদের মুক্তি দিয়েছেন। সে কথা শুনে আমি সত্যি খুশি হয়েছিলাম—আশা করেছিলাম আপনার দেখাদেখি আর পাঁচজনেও হয়তো ওই রকম করবে। কিন্তু এখন দেখি যে আপনি ছাড়া আর সব রাজ-পারিষদই বর্ত্তমান শাসনসংস্কারের বিরুদ্ধে—আপনিই একমাত্র উদারনৈতিক এই দরবারের মধ্যে। আর সবাই ত আমাদের ওপর খড়্গহস্ত।"

"আমার বাবাও চান না যে আমি কোনোদিন রাজদত্ত সম্মানের সুবিধা নিই। তাই প্রথমে আমিও চাকরী আরম্ভ করি একেবারে সবচেয়ে নিচু পদে।"

"আপনার বাবা যদিও সেকালের মানুষ তবু সেকেলে নন, তাঁর মনের বিস্তৃতি আমাদের অধুনিক যুগের পারিষদদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি—।"

এণ্ডু হঠাৎ বলিয়া বসিল—"সে যাই হোক, আমার মনে হয় এই, যে আইন আপনারা প্রবর্ত্তন করেছেন তার বিরুদ্ধে বলবার কথাও আছে কিছু।" এণ্ডু একথা বলিল তার কারণ তাহার হঠাৎ মনে হইল, এই ভদ্রলোকের কথায় বার বার সায় দিয়া সে যেন আপনার অস্তিত্বকে ছোট করিয়া ফেলিতেছে, তাহার ব্যক্তিত্ব বোধহয় খর্ব্ব হইতেছে।

স্পেরান্স্কি এণ্ডুর একথায় এতটুকু বিচলিত হইলেন না, শান্ত কণ্ঠেই বলিলেন—"অর্থাৎ এর মূলে রয়েছে বিশেষ বিশেষ মানুষের সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা খর্ব্ব হওয়ার জ্বালা। কতকটা ব্যক্তিগত সম্মান হারানোর আশঙ্কা—তাই নয় কি?"

—"অবশ্য আপনি যা বলছেন খানিকটা তাও বটে কিন্তু তা ছাড়া আরও কিছু আছে বই কি! সরকারেরও ক্ষতি হচ্ছে কিছুটা, আমার মনে হয়।"

—"কেমন করে?"

—"আমি করাসী মতকে মেনে চলি, মন্তেঁস্কোর চিন্তাধারার কথা একবার স্মরণ করলে দেখবেন যে তিনি বলতে চান—রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে সম্মানের মর্য্যাদা। আমি নিজেও একথা বিশ্বাস করি। কতকগুলো বিষয়ে সুযোগ-সুবিধা সম্ভ্রান্ত পারিষদদের দেওয়া হয়ত বিশেষ প্রয়োজন।"

স্পেরান্স্কির মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছে, তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে এণ্ড্রুর কথা শুনিতেছিলেন, তাহার কথা শেষ হইতেই তিনি বলিলেন—"আপনি যদি সেদিক থেকেই ভেবে থাকেন তবে বলব যে, কেবল সুযোগ আর সুবিধা দিয়ে যদি সে সম্মানকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হয় তবে তার ফল সব সময় ভালো হয় না—উপরন্তু অকর্ম্মণ্যতা আর অযোগ্যতার পিছনে রাজ-সম্মানের অপমৃত্যুই ঘটে। সম্মানের প্রতিষ্ঠা তখনই হয় যখন তার পিছনে কোনো যোগ্যতা, নিষ্ঠা এবং সততা থাকে।..." আরও অনেক কথাই তিনি বলিলেন তবে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের তর্কের মীমাংসা সেদিন ভালো করিয়া হইল না—হয়ত অনেকক্ষণ ধরিয়াই আলোচনা চলিত কিন্তু স্পেরান্স্কির অন্যত্র কাজ আছে বলিয়াই তিনি উঠিয়া গেলেন, যাইবার আগে তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, আপনি নিজে রাজ-সম্মানের পক্ষপাতী হয়ে কেন একেবারে নিচু থেকে চাকরী নিলেন—সম্মানের সুযোগ ত ছাড়া উচিত হয়নি। সে যাক। আপনি যদি কিছু মনে না করেন ত আগামী বুধবারে আমার বাড়ীতে আপনাকে যাবার জন্যে অনুরোধ করি। এর মধ্যে আমি ম্যাগ্‌নিট্‌স্কির সঙ্গে কথা ক'য়ে ঠিকঠাক করে রাখব। আপনার সঙ্গে সেদিন বেশিক্ষণ আলাপ করবার সুযোগ হবে এই আশায় রইলাম। আচ্ছা নমস্কার।"

আর কাহাকেও কোনো বিদায় সম্ভাষণ না করিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন।

পিটার্সবার্গে আসিবার পর—এণ্ড্রুর নিভৃতচিন্তাসঞ্চিত ভাবধারা কোথায় যে একে একে হারাইয়া যাইতেছিল তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত সময়টুকুও সে পায় না আজকাল। প্রত্যহ সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়াই সে পরের দিন কোথায় কোথায় যাইতে হইবে এবং কে কখন তাহার সহিত দেখা করিতে আসিবে তারই তালিকা দেখিয়া লয়—নতুবা ঠিক সময়ে যথাস্থানে হাজিরা

দেওয়া সম্ভব নয়। সারাদিনে এতটুকু অবসর পায় না সে কোনো কথা চিন্তা করিবার। তাহা ছাড়া কোন কাজ করিবারও ফুরসৎ তাহার নাই। এমন কি, সে যে মূল্যবান মতামত প্রকাশের জন্ত অভিজাতমহলে ইতিমধ্যে বুদ্ধিমান বলিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে তাহার সবটুকুই পল্লীজীবনের অভিজ্ঞতা হইতে ধার করা। অনেক সময় এমনও হয় যে, একই দিনে এক কথাই দু'তিন জাগায় পুনরাবৃত্তি না করিয়া উপায় থাকে না। প্রথম প্রথম আপনার এই দৈন্যে এণ্ড্ নিজের উপর বিরক্তও হইত। ক্রমশঃ তাহার এ সঙ্কোচও কাটিয়া গেল, কারণ সে আর নূতন কিছু ভাবিতে পারে না। এবং সে যে চিন্তা করিতেও ভুলিয়া গিয়াছে একথাটাও একটু তলাইয়া দেখিবার কথা মনে পড়ে কিনা সন্দেহ।

এণ্ড্ বুধবারে স্পেরান্‌স্কির কাছে গেল। মন্ত্রীমহাশয় তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বুঝিলেন যে সে বাস্তবিকই উঁচুদরের রাজনীতিক হইবার যোগ্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আজিকার কথাবার্ত্তায় স্পেরান্‌স্কির উপর এণ্ড্রুর‌ও শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। ভদ্রলোক যে কথা বলেন তাহার মধ্যে এতটুকু অবান্তর কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে দম্ভ তাঁহার একটু বেশিই, কথা বলিতে গেলে "আমরা" আর "ওরা" অর্থাৎ "আমি, তুমি এবং আর দু'একজন" আর "রাজ্যের বাকী সবাই''—এ ছাড়া তিনি কথা বলিতে পারেন না। "আমরা" বুদ্ধিমানেরা এবং "ওরা" জনসাধারণ নিতান্ত কৃপাপাত্র। অবশ্য এ দম্ভ প্রকাশ করিবার অধিকার তাঁহার আছে। এরকম স্থির, ধীর, চিন্তাশীল এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ সে দেখে নাই এর আগে। এত বেশি আত্মপ্রত্যয়ও দুর্লভ— স্পেরান্‌স্কির জীবন 'অসম্ভব' বলিয়া কিছু নাই, এবং সবচেয়ে গৌরবের কথা, তাঁহার এই অনন্যসাধারণ গুণসম্পদ ষোল আনা দেশেরই কাজে নিয়োগ করিয়াছেন। এণ্ড্ নিজেও মনে মনে এই ধরনের দার্শনিক হইবার কল্পনাই এতদিন করিয়া আসিয়াছে, স্বপ্ন দেখিয়াছে।

এণ্ড্রুকে বিদায় দিবার সময় স্পেরান্‌স্কি বলিলেন—"দেখুন প্রিন্স, আজ দেড়'শ' বছর ধরে একটা লোকদেখানো আইন-সভা চলে আসছে, তার পিছনে লাখলাখ টাকা খরচাও হয়েছে কিন্তু এতটুকু কাজ পাই নি আমরা। তাই আমরা সত্যিকার ক্ষমতা দেবো নতুন করে সত্যিকার পরিষদ তৈরী করে তারই হাতে—সে পরিষদ দেশ-শাসনের জন্যে দরকারী আইন-কানুন তৈরী

করবে, জনকল্যাণ তার প্রধান লক্ষ্য হবে। এতবড় একটা রাজ্যে আইন বলে কিছু নেই,— একবার সেকথা ভাবতে পারেন ? এ ব্রতে ব্রতী হবার যোগ্যতা আপনার আছে—আর সেই আপনাদের মত লোকই যদি দূরে সরে দাঁড়ায়, তাদের পারিবারিক জীবন নিয়ে থাকে ব্যস্ত, তবে আপনাদের সে অপরাধ কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না।”

এণ্ড্রু বলিল—“কিন্তু এ সব কাজের জন্য ঠিক সাধারণ ভাবে শিক্ষিত লোক হ'লেই ত চলবে না।”

—“আমি ত নতুন মানুষই চাই—বেশ ত, আমায় দিন না আপনি উপযুক্ত লোক। আয়ত্তে এখন যাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তারা অপোগণ্ড। —এই শাসনতন্ত্রকে ভেঙ্গে তচ্ নচ করে নতুন কাঠামো গড়তে হবে তা আমি ভালো করেই জানি।”

ইহারই এক সপ্তাহ পরে সংবাদ আসিল যে এণ্ড্রুকে সামরিক সংস্কার সমিতির সদস্য করিয়া লওয়া হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, উপরন্তু কোনো একটি বিশেষ বিভাগের সভাপতিও মনোনীত করা হইয়াছে নাকি—শেষের সম্মানটা সে কল্পনাও করে নাই। এই সব খবর পাইবার পর এণ্ড্রু উৎসাহভরে পৃথিবীর সমস্ত দেশের তাবৎ ইতিহাস ও আইন লইয়া পড়াশুনা শুরু করিয়া দিল।

২

এদিকে পিটার নানাস্থানে ঘুরিবার পর পিটার্সবার্গে পা দিয়াই অপ্রত্যাশিত ভাবে 'মুক্তিদূত' দলের নেতা হইয়া বসিল। দেখিতে দেখিতে এখানে সেখানে সাধকদের আশ্রম তৈয়ারী শুরু হইয়া গেল, মূল মন্দিরের গঠনকার্য্যও চলিতে লাগিল—অবশ্য বলা বাহুল্য যে খরচপত্র যা কিছু সমস্তই পিটারের। যেখানে যেখানে অন্নসত্র ইতিপূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই সব সত্রেও পিটার নিয়মিত ভাবে সাহায্য করিতেছে। ধর্ম্ম লইয়া এত কাণ্ড সবই সে করে কিন্তু তার নিজের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ধারা এতটুকুও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। অপরিমিত পান-ভোজন এবং মানসিক অশান্তি সবই আগের মত চলে।

এইভাবে একটি বৎসর কাটিয়া গেল। পিটারের ঘাড়ে এতবড় দায়িত্ব যেন চাপিয়া বসিয়াছে, সম্প্রদায়ের আর যাহারা সভ্য আছে তারা বিশেষ কিছু আর্থিক সাহায্য করে না, কেহ বা দশ-বিশ টাকা দিয়া যথেষ্ট দয়া করে, অনেকে আবার তাও দেয় না—শুধু 'এত টাকা দিব' এই প্রতিশ্রুতি দিয়াই ধন্য করে—অথচ ইহাদের মধ্যে সকলেই অবস্থাপন্ন, পিটারের মত ধনীও কয়েকজন আছে।

আস্তে আস্তে সে যেন মাকড়সার জালে জড়াইয়া পড়িতেছে। সে বেশ বুঝিতে পারে তার 'ভ্রাতৃবর্গ' কেহ এতটুকু উপকার করিবে না, সবাই মুখে বিধাতাপুরুষ। অনেক দেখিয়া শুনিয়া সে বিরক্ত হইয়া আবার ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার এ ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা, পিটার্সবার্গের আশ্রমে যে ধরনের মান্ধাতার আমলের রীতিনীতি এখনও প্রচলিত সে প্রথাটা পিটারের মনঃপূত নয়। সে চায় আর পাঁচটা আশ্রমের ধরনধারণ দেখিয়া নূতন ভাবে পিটার্সবার্গের আশ্রম চালাইতে। নূতন কিছু করাটাই তাহার কাছে বড় কথা।

মাস-কয়েক পরে পিটার ভ্রমণ শেষ করিয়া আবার ফিরিয়া আসিল, তার আগেই চারিদিক হইতে খবর আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, পিটার বেহুখভ রাশিয়ার সকল সিদ্ধযোগীদের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করিয়া যে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে একজন সিদ্ধ-পুরুষ বলা যায় স্বচ্ছন্দে,—'একবাক্যে তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর সাধক বলিয়া আমাদের সম্প্রদায় প্রচার করিতেছেন, ঈশ্বরের গুহ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক তথ্য তাঁহার জ্ঞানগোচর হইয়াছে।' কাজে কাজেই সে যখন পিটার্সবার্গে আসিয়া পৌঁছিল তখন তাহার 'ভ্রাতৃবর্গ' ব্যস্ত হইয়া পড়িল বিভূতির অংশ আদায় করিবার জন্য। অমনি ব্যবস্থা হইয়া গেল, অমুক তারিখে সম্প্রদায়ের এক বিশেষ অধিবেশন হইবে, এই সভায় কাউন্ট বেহুখভ তাঁহার ভ্রাতৃবর্গকে তাঁহার নবলব্ধ জ্ঞানসুধা বিতরণ করিবেন। পিটার সেদিনের সভায় অভিভাষণের প্রারম্ভেই বলিল, "হে আমার ভ্রাতৃবর্গ! আজ আমরা সকলে সমবেত হইয়া এই কথাই বলিব যে, আমাদের শ্রমলব্ধ জ্ঞানসম্পদ কেবল মাত্র স্বীয় আশ্রমের প্রাচীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না—তাহার সার্বজনীন প্রচার ব্রত আমরা গ্রহণ করিব।"

তারপর সে তাহার লিখিত অভিভাষণ পড়িতে লাগিল—"আমাদের ব্রত সত্যের প্রচার করা, সর্বদা আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন

সত্যকে সকলের নিকট সম্যক্ ভাবে প্রকাশ করা। আমাদের নিজের মনের ও আশ্রম-জীবনের যে সব কুসংস্কার এবং অর্থহীন আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর সত্য প্রচারের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধিকে আধুনিক জগতের সঙ্গে সমভাবে চলিবার চেষ্টা করাই আমাদের ব্রত ও সাধনা হইবে। যথার্থ কাজ করিব আমরা।" ইহা ছাড়া পিটার আর যাহা বলিল তাহা সংক্ষেপে এই আশ্রমের উদ্দেশ্য ও প্রচার-কার্য্যে বর্ত্তমান সমাজের রাজনৈতিক দলগুলি বাধা দিবে, হয়ত অনেকে বিদ্রূপ করিবে, আরও অনেক রকমের বাধাবিপত্তি আসিতে পারে—কিন্তু সে সব তুচ্ছ করিয়া এই মুক্তিদূত সম্প্রদায় সর্ব্ব সাধারণের কাছে সত্য ও ধর্ম্মের প্রতীক হইয়া থাকিবে। জনসেবার চেয়ে বড় কিছু নাই। জেলায় জেলায় তাহাদের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে, দেশ-দেশান্তরে প্রচারকার্য্যের জন্য ব্রতীরা যাইবে। এমনি করিয়া পৃথিবীতে একদিন এই দলই ভগবানের ঈপ্সিত সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না।

তাহার এই মতবাদ যেন আশ্রমজীবনে বিরাট বিপ্লবের সঙ্কেত—আশঙ্কায় পিটারের 'ভ্রাতৃবর্গ' রীতিমত ভীত হইয়া পড়িল। বুঝিবা পিটারের বক্তৃতায় সত্যসত্যই আশ্রমের ধর্ম্ম-ভিত্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। পিটারের ধারণা ছিল তাহার প্রস্তাবে সকলে উৎসাহিত হইয়া উঠিবে, কিন্তু এখন সে চাহিয়া দেখিল কোথাও এতটুকু সমর্থনের আভাস পর্য্যন্ত নাই। উপরন্তু আশ্রমের প্রধান সেবক পিটারকে তাহার এই নাস্তিকের মত বিদ্রোহ-সূচক কথায় বিরক্ত হইয়া তিরস্কার করিলেন। তাহার পর পিটার আর বিলম্ব না করিয়া আশ্রমের আইন-কানুন অমান্য করিয়াই বাড়ি চলিয়া গেল।

এই ঘটনার পর তিনদিনের মধ্যে পিটার নিজের বিছানা ছাড়িয়া কোথাও নড়ে নাই—অবসাদে সে যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারই মধ্যে তাহার স্ত্রীর চিঠি পাইল। হেলেন লিখিয়াছে যে, এই বেদনাদায়ক বিচ্ছেদ তার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, সে আর দূরে দূরে দিন কাটাইতে পারিতেছে না। এবারের মত পিটার যেন অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে ক্ষমা করে, শুধু এই প্রার্থনা হেলেনের—এরপর সে স্বামীর একান্ত অনুগত হইয়াই থাকিবে। পিটারের অনুমতি পাইলেই হেলেন পিটার্সবার্গে হাজির হইতে প্রস্তুত আছে।...এই চিঠি আসিবার কিছুক্ষণ পরে সেদিন আশ্রমের একজন 'ভাই' দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনিও দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে

পিটারকে অনেক উপদেশ দিয়া গেলেন। তিনি তাহার বর্ত্তমান বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রার প্রচুর নিন্দা করিলেন, নিন্দা করিলেন পিটারের অনুদার মনোবৃত্তির—যে লোক অনুতপ্ত মানুষকে ক্ষমা করিতে পারে না তাহার কোনো ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে সংশ্রব রাখার এতটুকু যোগ্যতা নাই। এবং এই ভদ্রলোক চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণের মধ্যে পিটারের শাশুড়ীর কাছ হইতে লোক আসিল, তিনি বিশেষ জরুরী কাজের জন্য পিটারকে ডাকিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"বাবাজী, খুব দরকারী কাজ—আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ একবার নিশ্চয় আসিবে তুমি।" এখন সহসা পিটারের মনে হইল যে একটা কোনো ষড়যন্ত্র চলিতেছে—চিঠি, আশ্রমের সেই বিশেষ সভ্যটির আগমন এবং হেলেনের জননীর অজ্ঞাত জরুরী কাজের জন্য 'সনির্ব্বন্ধ' আহ্বান সবই পরিকল্পিত চক্রান্ত। কিন্তু এখন তার মন বাঁধা আছে আদর্শের উঁচু পর্দ্দায়, এই সব তুচ্ছতার দিকে নজর দিতে ইচ্ছা করে না। তাহাতে ভাবচ্যুতি ঘটিতে পারে, ব্যাপারটা বুঝিয়াও পিটার আর অশান্তি ডাকিয়া আনিতে চায় না। এখন মনে হইতেছে যেন হেলেনের সঙ্গে তাহার বিবাদ মিটুক বা না মিটুক তাহাতে কীই বা আসিয়া যায়, জীবনের আর কতটুকুই বা মূল্য! জীবন সম্বন্ধে পিটারের আর কোন মোহ নাই, সে উদাসীন। হেলেন যদি আসিয়া তাহার কাছে ক্ষমা চায় তবে সে কি করিবে? কিছুই না, শুধু বলিবে "কোনো মানুষই অভ্রান্ত নয়, বিচার করে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, কেউ কোনো অন্যায় করতে পারে না, তোমারও কোনো অপরাধ হয় নি।" সে যাক, হেলেনকে ক্ষমা করা না-করা তুচ্ছ ব্যাপার কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যদি তার সঙ্গে বাস করিতে হয়? এইটাই বা ভয়—পিটার পারিবে কি হেলেনকে সহ্য করিতে। নিত্য দিনের অপরিহার্য্য এক সহচারিণী-রূপে হেলেনকে কল্পনা করা পিটারের কাছে অসম্ভব।

শেষ পর্য্যন্ত সে স্থির করিল যে মস্কাউতে গিয়া তাহার পরমবন্ধু সেই প্রৌঢ় বাজ্‌দিয়েভ-এর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করিবে। এই ভদ্রলোকই তাহাকে মুক্তি দূত দলে টানিয়া আনিয়াছেন।

হেলেন আবার পিটারের কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রথম দিন পিটার তাহাকে বলিয়াছিল—"আগের কথা সব ভুলে গিয়ে আমাকে ক্ষমা করো।"

কথাটা বুঝিতে পারিয়া পিটার যেন বাঁচিয়া গিয়াছে—তাহার আনন্দ হইয়াছে এই ভাবিয়া যে, যাক্ তবু হেলেনকে সে ক্ষমা করিতে পারিয়াছে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে স্বীকার করিতে হইবে, হেলেনের সঙ্গে আবার মিলন হওয়ার সম্ভবনায় পিটার এতটুকু সুখী হয় নাই। পারিবারিক জীবনসমস্যা তাহার কাছে প্রায় জুলাতঙ্কের মত ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হেলেনের সঙ্গে সহবাস তাহার পক্ষে অসম্ভব। অবশেষে সে স্থির করিল যে একেবারে উপর তলার ঘরে একেলা বাস করিবে।

হেলেন ফিরিয়া অসিবার পর হইতে তাহার বাড়ির বৈঠকখানায় পুনরায় পিটার্সবার্গের অভিজাত মহলের পুরাপুরি 'আড্ডা' জমিয়া উঠিয়াছে। রাশিয়ার অভিজাত সমাজের দশ হাজার বড়মানুষের মেলামেশার কেন্দ্র অনেকগুলি,—প্রত্যেক আড্ডার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে—হেলেনের দলের বৈশিষ্ট্য লেখাপড়ায় পরিচয় দেওয়া। সকলের কেমন বিশ্বাস যে হেলেনের মত ধারালো মেয়ে রাশিয়ার রমণীমহলে ত' দূরের কথা পুরুষ জাতের মধ্যেও মিলিবে না। পিটার এসব খবর কিছুই জানিত না—হেলেনের পুনরাবির্ভাবের পর সে দেখিল যে এই দুই বৎসরের মধ্যে হেলেন শুধু প্রতিষ্ঠাই অর্জ্জন করে নাই এখন তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি যে কোন রাজ্ঞীর চেয়ে কোনো অংশেই এতটুকু কম নয়। রূপের কথা, সে আর বলিয়া শেষ করা যায় না, এমনিতেই ত তাহার রূপ চারিদিকে আলো করিয়া তুলিত, এ দু'বৎসর পরে পিটার দেখিল হেলেন যেন আরও রূপসী হইয়াছে। তাহার রূপের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে; এমন কি স্বয়ং নাপোলেঁ তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন "What a splendid animal!" এক কথায় রূপে গুণে হেলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। শহরের তরুণেরা বেজুখভের বাড়ী আসিবার আগে পাণ্ডিত্যপূর্ণ 'কেতাব' পড়িয়া তৈরী হইয়া আসে—হেলেনের সঙ্গে আলাপ করিতে হইলে একটা কোন বড় সমস্যা লইয়া কথা বলিতে হইবে ত'। বড় বড় রাজদূত বা রাজকর্ম্মচারীরা হেলেনকে বিশ্বাস করিয়া সরকারী গোপন কথা বলিয়া থাকেন।

তবুও পিটার মনে মনে হাসে। সকলে আসিয়া হেলেনের বুদ্ধির এরকম নিটোল খোশামোদ করে কেন? আসলে হেলেন যে মোটেই বুদ্ধিমতী নয় একথা জানিয়াও কি ইহারা শুধু খোশামুদী করে? না, উহারা হেলেনের বক্তৃতার মূর্খতার কোনো পরিচয় পায় নাই!…পিটার আপন মনেই হাসে,

কাহারও কাছে এ লইয়া কোনো কথা সে অবশ্য বলে না। আজকাল এমনিতেই সে কথাবার্তা কম বলে।

লোকে বলে "আহা, এমন মেয়ের ওই স্বামী!" অর্থাৎ ইহার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে! অবশ্য পিটারের সামনাসামনি সবাই তাহাকে খাতির করিয়া চলে। তাহার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য, উদাস দৃষ্টি, সুদর্শন রূপ সবটা জড়াইয়া মোটের উপর বেমানান্ দেখায় না, তাহা ছাড়া সে বড় একটা কাহারও কথায় থাকে না।

তবে ইদানীং সে বোরিস্‌কে কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না, অবশ্য এজন্য বোরিস্‌কে এতটুকু দোষ দেওয়া যায় না, সে বেচারা গৃহস্বামীকে খুব সমীহ করিয়া চলে, দেখা হইলেই আচার-ব্যবহারে যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে। বোধকরি এত অতিমাত্রায় খাতির করে বলিয়াই পিটারের খুব খারাপ লাগে। বিরক্তির আরও একটা বড় কারণ বোরিস্ হেলেনের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছে, আজকাল সে প্রায় সব সময়েই এখানে আড্ডা দেয়। হেলেন তাহার সঙ্গ কামনা করে বলিলেই হয় ত ঠিক বলা হয়। এসবই পিটারের অনুমান, তাই সে নিজের বিরক্তি বাহিরে প্রকাশ করে না—পিটার স্থির করিয়াছে যে জীবনে কোনো কারণেই কাহারও উপর বিদ্বেষ পোষণ করিবে না সে। আজকাল সে হেলেনের বৈঠকখানায় প্রবেশ করে যেন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে যাইতেছে। এমনি দেখিলে মনে হয় পিটার শান্তশিষ্ট, বুদ্ধিমান অথচ সহজে মৌনতা ভঙ্গ করে না—স্বামী হিসাবে নিরাপদ, এবং সুন্দরী স্ত্রীর সুখী স্বামী কিন্তু তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বের খবর রাখিবার মত কেহ নাই। প্রতি মুহূর্ত্তে সে যে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইতেছে এ সংবাদ সকলের অগোচর।

হেলেন তাহার সহিত একই বাড়ীতে থাকে বটে তবে দিনের মধ্যে দেখাশুনা বড় একটা হয় না তাহাদের—এমন কি খাওয়া-দাওয়ার সময়ও বহুদিন পিটার একলাই থাকে। সহবাসের প্রশ্ন ত একেত্রে পিটার উঠিতেই দেয় নাই। এক কথায় তাহাদের আন্তরিক মিলন এতটুকু হইয়াছে বলিলেও ভুল হইবে। হেলেন থাকে তার সমাজ আর বন্ধু-বান্ধব লইয়াই, পিটার তাহার মুক্তিদূত সম্প্রদায় লইয়াই দিন কাটায়, কখনও মজা দেখিবার ইচ্ছা হইলে বৈঠকখানায় গিয়া বসে।

বৃদ্ধ কাউন্ট রোস্তভ্ আর্থিক অবস্থার কথা ভাবিয়াই প্রথমে শহর ছাড়িয়া নিজের গ্রামে আসিয়া বসবাস শুরু করেন। কিন্তু দু'টি বৎসর পল্লীগ্রামে থাকিয়া রোস্তভ্ পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়া ত দূরের কথা বরং আরও খারাপের দিকেই চলিল। অবশ্য নিকোলাস নিজের সংকল্প অনুযায়ী তাহার পুরাতন সেনাদলে ভালো ছেলের মত কাজ করিতেছে,—আজকাল তার নিজের বাবদে খরচপত্র একেবারে কমাইয়া দিয়া খুব সংযত ভাবে চলিতেছে। কিন্তু 'ওত্রাদ্‌নোয়'তে রোস্তভ্ পরিবারের ব্যয় দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাহার উপর আবার কাউণ্টের প্রিয় কর্ম্মচারী মিটেঙ্কার অব্যবস্থার জন্য জমিদারী আয়ও অনেক কমিয়া গিয়াছে—এদিকে ঋণের অঙ্ক দিন দিন হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। কাউণ্ট বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছেন—এখন কি করিয়া সংসারটা রক্ষা করা যায়! অবশেষে অনেক ভাবিয়া দেখিলেন এই সমস্যার একটি মাত্র সমাধান আছে,—সরকারী দপ্তরে চাকুরী লওয়া। পিটার্সবার্গে না থাকিলে ত আর চাকুরীর খোঁজ সম্ভব নয়, অতএব দু'বছর পরে আবার সপরিবারে তিনি পিটার্সবার্গে যাত্রা করিলেন।

এখানে আসিবার পরই বার্জ ভেরাকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় জানাইল। প্রথমে যখন বার্জ বিবাহের প্রস্তাব করে তখন সকলেই অবাক হইয়া গিয়াছিল —কোথাকার কি এক অখ্যাত বংশের ছেলে হইয়া বার্জ যে কোন্ সাহসে রোস্তভ্ বংশের মত অভিজাত পরিবারের কন্যাকে পাইবার আশা পোষণ করে—! এ বিবাহের প্রস্তাবে কেহই তেমন উৎসাহিত নয়। কিন্তু উপায়ই বা কি, বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া কাউণ্ট বিশেষ অমত করিলেন না। তাহা ছাড়া ভেরার বয়স এদিকে চব্বিশ হইয়া গেল—ভেরা দেখিতে শুনিতে ভালো, তবু আর কেহত তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য আসে নাই। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে বার্জকে অপছন্দ হইতে পারে তবে মোটের উপর সবদিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে সে সুপাত্রই বটে, এক যা বংশটা খুব বনিয়াদী নয়, নহিলে আর সবই ভালো একথা স্বীকার করিতেই হইবে। অল্পদিনের মধ্যেই ত সে কাপ্তেন পদে বহাল হইয়া গিয়াছে—এও বড় কম কৃতিত্বের কথা নহে। তার নৈতিক চরিত্র এত ভালো যে ও সম্বন্ধে কোন

প্রশ্নই তোলা চলে না। দেখিতেও সুশ্রী সে। তবে আর কী চাই! তাকে খুঁৎ খুঁৎ করে ত পাত্রের গুণাগুণের জন্য—না আর কোনো কারণ আছে?—কিছু না। এবাড়িতে তাহার গতায়াত অনেকদিন হইতেই, সেদিক দিয়াও তাহাকে মুখের উপর না বলিবার উপায় নাই।

মস্কাউতে রোস্তভ্‌রা সমাজের সবচেয়ে বড় ঘরের সমশ্রেণীভুক্ত ছিল, তেমনি খুব বড় বড় লোকেরা তাহাদের বাড়ি আসা-যাওয়া করিত কিন্তু পিটার্সবার্গের লোকেরা তাহাদের নেহাতই পাড়াগাঁয়ের লোক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। যাহারা মস্কাউতে গিয়া তাহাদের বাড়িতে অতিথি হইত তাহারা আর রোস্তভ্‌দের চিনিতেই পারে না। তাহাদের বাড়িতে আসিবার মধ্যে এক আসে এই পাড়ার দু'চার জন পুরাতন বাসিন্দা, আর আসে পিটার ও বোরিস। বার্জ অবশ্য প্রত্যহই আসে, তবে সে ভেরাকে দেখাশুনা লইয়াই ব্যস্ত থাকে। পিটারের সঙ্গে একদিন রাস্তায় দেখা হইয়া গিয়াছিল কাউন্ট তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছিলেন নতুবা বোধ করি সেও আসিত না।

বার্জের সঙ্গে ভেরার বিবাহের কথা পাকা হইয়া গিয়াছে। কাউন্টের খুবই ইচ্ছা ছিল কন্যার বিবাহে একটা জমিদারী যৌতুক দিবেন। কিন্তু সম্পত্তি বলিতে ত ওই তিনখানি গ্রাম—তার একটি ইতিমধ্যে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে আর একটি বন্ধক আছে, সে দেনা সুদে-আসলে দিনদিন এতই বাড়িয়া চলিয়াছে যে শেষ পর্য্যন্ত হয়ত সেটাও ছাড়িয়া দিতে হইবে, কাজেই অবশেষে তিনি ভাবিয়া রাখিলেন নগদ হাজার কয়েক টাকাই দিবেন—কিন্তু নগদ টাকাই কি হাতে আছে! সেও ত ধার করিতে হইবে। এদিকে বিবাহের তারিখ পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গিয়াছে কিন্তু দেনাপাওনার কথাটা এখনও পরিষ্কার হয় নাই। কাউন্ট কথাটা তুলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। দিনও ক্রমশঃ কাছাইয়া আসিতেছে। কি করা যায় কর্ত্তা ভাবিয়া হদিস পাইতেছিলেন না, এমন সময় একদিন বার্জ নিজেই আসিয়া এ কথা তুলিল। কাউন্ট ভালো করিয়াই জানিতেন যে এ প্রশ্ন উঠিবে, তবু হঠাৎ বার্জের কথায় বিভ্রান্ত হইয়া গেলেন, কোনোরকমে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—"বাবাজি! তোমার কোনো চিন্তা নেই, আমি তোমায় খুশি করেই দেবো—আর তুমি যে মুখ ফুটে আমাকে এ কথা শুধিয়েছ এজন্যে সত্যিই খুব সুখী হ'লাম, না, না, না, এরকম

বিষয়বুদ্ধি থাকা দরকার বই কি! আরে আমাকে আবার লজ্জা কিসের—তুমি যে আমাদের একেবারে আপন করে নিতে পারবে সে আমি আগেই জানতাম। যাক খুশি হলাম”—বলিয়া তিনি ভাবী জামাতার পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন। বার্জ কিন্তু আগের মত হাসিতে হাসিতে ধীর ভাবে নিজের বক্তব্য শেষ করিল—“না, আমি সেকথা বলছি না। আমারও জানা দরকার ত আমার বৌ কি পরিমাণ টাকা-কড়ি পাবে, কারণ তার ওপরই হিসেব করে সব খরচ-পত্র কিনা—।”

কাউণ্ট তাঁহার স্বভাবসুলভ উদারতায় গদগদ হইয়া উঠিলেন। মনে মনে তাঁহার এ ভয়ও ছিল যে বিবাহের পর দেনা-পাওনা লইয়া কথা উঠিলে তাঁহার মাথা কাটা যাইবে। তাই বলিয়া ফেলিলেন যে, আশী হাজার টাকা দিবেন তিনি। বার্জ বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না করিয়া এই আপনার লোকটিকে বুঝাইয়া দিল যে অন্তত কুড়ি হাজার টাকা তাহার অগ্রিম পাওয়া দরকার, আর বাকি ষাট হাজার টাকা বিবাহের পর পাইলেও চলিতে পারে।

“হাঁ, হাঁ তা হয়ে যাবে—খুব ঠিক কথা।” বৃদ্ধ ব্যস্ত ভাবে বলিলেন,—“কিন্তু বাবাজি আমার ইচ্ছে যে তোমার ও আশীহাজার ঠিকই থাকুক—তা ছাড়া এই কুড়ি হাজার টাকা, এ আমি আলাদা দিতে চাই। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলছি।”

চার বৎসর আগে বোরিস সেই যে গিয়াছে আর এ বাড়িতে আসে নাই। এমন নয় যে সে মস্কাউতে বা ওত্রাদনোয়ের কাছাকাছিই আসিতে পারে নাই তাই তার পক্ষে আসা সম্ভব হয় না—নাতাশারা মস্কাউতে থাকিতেই বহুবার সে সেখানে গিয়াছে কিন্তু রোস্তভ্‌দের বাড়ির চৌকাঠ মাড়ায় নাই। সে যে ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের সম্পর্ক ছিঁড়িয়াছে সে কথা এবাড়ির সবাই ভালো করিয়া জানে। নাতাশাও মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে যে, এই বৎসরটা শেষ হইলে সে নিজেও প্রতিজ্ঞা বন্ধনের হাত হইতে উদ্ধার পাইবে। অবশ্য সেই ছেলেমানুষী সংকল্পের আজ একটুও মূল্য আছে কিনা নাতাশার সন্দেহ হয়, দুজনের সেই প্রতীক্ষার সংকল্প—তার কি কোনো মূল্য আছে, না সেটা ছেলেবেলার ছেলেখেলা! তবু বোরিসের নামে তার মনে কোনো রকম অনুভূতি হয় না, হয়ত বা সেদিনের ছেলেখেলাটা নিতান্তই ছেলেখেলা—কিন্তু তবু

নাতাশার আশ্চর্য্য লাগে, কেমন করিয়া এই গভীর ব্যাপারটা আর এত তুচ্ছ হইতে পারিল।···বোরিস আসে না বটে তবে তাহার পদোন্নতির সংবাদ এপরিবারে আসিয়া পৌছিয়াছে—আগে হইলে হয়ত তাহার মা আসিয়াই বড়লোক আত্মীয়ের বাড়ি খবরটা দিয়া যাইতেন, কিন্তু এখন তাঁহার আসিবার সময় হয় না, খবর আপনিই আসিয়া যায়।

বোরিসের পদোন্নতি এবং পরিবর্ত্তন দুইই সমান তালে পা ফেলিয়া আসিয়াছে। আজ তাহার বাল্যপ্রেম যেন ভুলিয়া যাওয়া কোন কবিতার ছন্দের মত অবছা, মনে পড়ে কি পড়ে না। এ প্রেমের মধ্যে কোনো গুরুত্ব আরোপ করিলে রোস্তভ্‌রা ভুল করিবেন। বোরিসের মনে হয় তুচ্ছ বাল্যপ্রেমের জন্য কোনো দায়িত্বই তাহার থাকিতে পারে না। তাই সে অনেকদিন হইতে ভাবিতেছিল যে এই কথাটা একেবারে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য তাহার একবার নাতাশাদের বাড়ি যাওয়া দরকার। এখন ত সে অনায়াসেই কোনো ধনী-দুহিতার পানিপীড়ন করিতে পারে—শুধু শুধু···না, ন', সে কিছুতেই সম্ভব নয়। বোরিস শেষ পর্য্যন্ত সংকল্প করিল যে নাতাশাকে কিছুতেই বিবাহ করা চলিবে না।

পিটার্স বার্গে একদিন এই কথাটা জানাইবার জন্যই রোস্তভ্‌দের বাড়ি গেল। বোরিস তাহাদের বাড়ি আসিয়াছে এখবর পাইয়া নাতাশা তাড়াতাড়ি বৈঠকখানায় আসিয়া হাজির হইল। কিছু বা লজ্জার আভাসে নাতাশার গাল দুটি ঈষৎ রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু লজ্জার চেয়ে বেশি প্রিয়জনকে দেখিবার আনন্দই তাহার মুখে চোখে ঝলমল করিতেছে। বোরিসও তাহাকে দেখিয়া প্রথমটা কম বিস্মিত হয় নাই—সেই ছোট মেয়ে নাতাশা, যার ঘনকৃষ্ণ চোখের চঞ্চল চাহনী, যার গুচ্ছ গুচ্ছ কুঞ্চিত কেশরাশি ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িয়াছে কপালে, যার প্রাণখোলা হাসিতে ঘরময় বাতাস নাচিয়া উঠিয়াছে—এ ত সে নাতাশা নয়। সহসা নাতাশাকে দেখিয়া তাহার মনে হইল এ কোনো সুন্দরী রমণী! অনিচ্ছাকৃত প্রশংসায় বোরিসের দৃষ্টি স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে। নাতাশা তাহা লক্ষ্য করিয়া বোধ হয় খুশিই হইল।

বোরিস বলিল—"আরে তুমি যে দেখছি বেশ বড়সড়টি হয়ে উঠেছ!"

নাতাশা কালো চোখের গভীর দৃষ্টি বুলাইয়া তাহার মুখের উপর জবাব দিয়া গেল—"হাঁ, তা বড় ত হয়েইছি আমি।"

বোরিসের সঙ্গে নাতাশার মা গল্প করিতেছিলেন, নাতাশা চুপচাপ সেখানে

বসিয়া থাকিল, চলিয়াও গেল না, গল্পেও যোগ দিল না। সে বার বার বোরিসের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল। এ ব্যাপারটা বোরিসের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। সেও মাঝে মাঝে সুযোগ বুঝিয়া কথাবার্ত্তার ফাঁকে চুরি করিয়া নাতাশার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিতেছিল। নাতাশা দেখিল, হাঁ বাস্তবিকই বোরিস একজন ভদ্রলোক হইয়া উঠিয়াছে বটে। আধুনিক কায়দায় তাহার মাথার চুল ছাঁটা, তার পোশাক-পরিচ্ছদ, এমকি মোজাটি পর্য্যন্ত অতি আধুনিক রুচির বিজ্ঞাপন—নাতাশার ভালোই লাগে বোরিসের এই কায়দা-কানুন! আরামকেদারায় বসিয়া দস্তানায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বোরিস গল্প করে—কোন এক বিরাট বড় লোকের বাড়িতে তাহার নিমন্ত্রণের কথা··· এই ধরনের আরও অনেক বড় বড় কথাই সে শুনাইয়া চলিয়াছিল। কিন্তু নাতাশার এই দীর্ঘকাল নির্ব্বাক নীরবতায় অস্বস্তি বোধ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সে অধীরভাবে থামিয়া গেল। তারপর আর মিনিট দশেক সেখানে বসিয়া শেষে উঠিয়া পড়িল।

ফিরিবার পথে নাতাশার বিদ্রূপভরা সহাস্য দৃষ্টিটুকু যেন বোরিসের নিজের সঙ্গে চুরি করিয়া লইয়া আসে, সে কিছুতেই নাতাশার আয়ত নেত্রের বিহ্বল দৃষ্টির কথা মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছে না। সেই নাতাশা আগের চেয়ে কত মধুর হইয়া উঠিয়াছে।—কিন্তু না, কিছুতেই বোরিস নাতাশাকে বিবাহ করিবার কল্পনাও মনে স্থান দিবে না। তাহার উন্নতির পথে যে বিবাহ বাধা হইয়া দাঁড়াইবে সে বিবাহ কিছুতেই হইতে পারে না।—নাতাশার সব চেয়ে বড় অযোগ্যতা তাহার প্রচুর অর্থসম্পদ নাই। অতএব আর পুরাতন ঘনিষ্ঠতা বাড়ান উচিত নয়। প্রথম দিন কঠোর ভাবে এই সাধু সংকল্প করিবার পর দু'তিন দিনের মধ্যেই বোরিস্ রোস্তভদের বাড়ি আবার প্রস্তুত হইয়া আসিল। মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিল যে, রোস্তভ্‌দের পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে বোরিস কিছুতেই নাতাশাকে বিবাহ করিবে না—

সে ঠিক করিল যে, নাতাশাকে বলিতে হইবে অতীতের সব কথা নাতাশা যেন ভুলিয়া যায়।—এত করিয়া মনে মনে যুক্তি পাকাইয়াও কিন্তু কোনো কাজ হইল না। নাতাশার সঙ্গ পাইয়া সে যেন সব কথা ভুলিয়া যায়, কোন কিছু ভাবিবার পর্য্যন্ত অবসর পায় না বোরিস।

এদিকে নাতাশার মা আর সোনিয়া অনুমান করিলেন যে নাতাশাও বুঝি বোরিসের কথাই অহরহ ভাবে—সে গান গাহিবার সময় বোরিসের প্রিয়

গানগুলি গায়, তার আপনার খাতাপত্র দেখাইবার জন্ত বোরিস্‌কে টানিয়া লইয়া যায় নিজের ঘরে এবং বোরিস্‌কে ধরিয়া কবিতা লিখাইয়া লয়।

কিন্তু বোরিস লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে যে নাতাশা কিছুতেই নিজে হইতে অতীতের কথা তোলে না বা বোরিস্‌কেও তুলিবার সুযোগ দেয় না।... এমনি ভাবে রোজই বোরিস আসে আর ফিরিয়া যায়, যে কথা সে বলিবার জন্ত আসিয়াছিল তার কিছুই হয় না বলা—দিন দিন এইরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে সে নিজেকে ডুবাইয়া দিতেছে। সে ভাবিতে পারে না এর শেষ কোথায়—বোধ হয় ভাবিতে ইচ্ছাও করে না। আজকাল সে হেলেনের বাড়িও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার সময় পায় না। রোজই হেলেনের অনুরোধ আর অনুরোধপূর্ণ আহ্বান ব্যর্থ ও অবজ্ঞাত ভাবে পড়িয়া থাকে। নাতাশাদের বাড়ি ছাড়িয়া কোথাও বোরিস যায় না।

সেদিন রাত্রে নাতাশার মা তখন বিছানায় বসিয়া বসিয়া ভগবানের নাম করিতেছিলেন এমন সময় তাঁর ছোট মেয়ে ঝড়ের মত হুড়্‌মুড় করিয়া দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। তাঁহাকে ধ্যানস্থ দেখিয়া নাতাশা জিভ কাটিয়া দাঁড়াইয়া গেল—কি যেন একটা কথা তাহার ঠোঁটের ডগায় আসিয়া থামিয়া গিয়াছে। তারপর লক্ষ্য করিয়া দেখিল জননীর প্রার্থনা শেষ হইতেই এখনও দেরি আছে, অগত্যা তাড়াতাড়ি বিছানার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সে ভালো করিয়াই জানে যে, মা বিছানা চট্‌কানো একদম সহ্য করিতে পারে না, তবু—। বিছানাটি বেশ উঁচু এবং নরম, নাতাশা তাহার মধ্যে যেন তলাইয়া গেল। সে হাত বাড়াইয়া একখানা চাদর টানিয়া আপাদমস্তক ঢাকিয়াছে—এবং তাহার মধ্য হইতে মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে—মায়ের আর কত দেরি। খানিক পরে তাহার জননী তিরস্কার করিবার জন্ত গম্ভীর মুখে উঠিয়া আসিলেন কিন্তু কন্তার কাছে আসিয়া আর গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না, মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, আচ্ছা—তোমার লুকানো ঢের হয়েছে, কেউ টের পায় নি।"

—"মা আজ কিন্তু একটা দরকারী কথা আছে তোমার সঙ্গে—শুনবে ত মা ভূম।" বলিয়া মায়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল নাতাশা। তারপর কতকটা ঝাঁপাইয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করে সে।

"শোনো মা তোমায় বল্‌ব কি কথা—।" বলিয়া সে মায়ের মুখে হাত

চাপা দিয়া তাড়াতাড়ি বলে—"কি বোরিসের কথা ত? আমি ত সেই কথাই বলিতে এসেছি মা। বোরিস খুব চমৎকার ছেলে—খুব সুন্দর, না মা!"

—"নাতাশা, এবারে ষোল বছরে পা দিয়েছিস তুই, জানিস তা?—তোর বয়সে আমার বিয়ে হয়ে গেছে তা জানিস! আর তুই কি না আজ আমায় জিজ্ঞাসা করিস, বোরিস চমৎকার ছেলে কিনা, এঁ্যা! নিশ্চয় ভালোই তো সে—আমি তাকে ছেলের মত ভালোবাসি। কিন্তু তোমার মতলবটা কি, কি বল্‌তে চাও শুনি। আমি ত যা দেখছি তাতে মনে হয় তুমি ওকে বিগড়ে দিয়েছ—ছেলেটার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছ তুমি নাতাশা। কিন্তু তাতে কি ফল?" বলিয়া রোস্তভ্ গৃহিণী স্থির-দৃষ্টিতে মেহগনী কাঠের চক্‌চকে ছত্রীর দিকে একবার তাকাইয়া আবার কন্যার মুখের পানে চাহিলেন। নাতাশা সত্য সত্যই কি যেন ভাবিতেছে, মেয়ের এই ধরনধারণ দেখিয়া তাহার জননী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

নাতাশা ভাবিতেছিল, সত্যই ত এ সব করিয়া শেষে কি হইবে? তাইত!

তাহার জননী আবার বলিলেন—"কি ভেবে তুমি ওর মাথাটা বিগ্‌ড়ে দিচ্ছ? কি কাজে আসবে ও তোমার? বিয়ে করতে চাও নাকি—এঁ্যা!"

—"কেন আপত্তি আছে কিছু?"

—"হাঁ আছে, ও নেহাতই ছেলেমানুষ। তাছাড়া অবস্থাই বা কি এমন ভালো ওর, আর সম্পর্কে ও তোমার নিকট আত্মীয় হয় তা জানো? আরো বড় কথা হচ্ছে যে, তুমি মোটেই ওকে ভালোবাসো না।"

—"বটে! কে তোমায় সেকথা বলেছে মা।"

—"কেউ বলেনি, আমি নিজে বল্‌ছি—না সেটা ঠিক হয় না মা।"

নাতাশা বাধা দিয়া বলে—"কিন্তু আমার যদি ভালো লাগে মা—তবুও না?"

"বাজে বকো না নাতাশা।"

—"যদি ওকে পছন্দ হয়ে থাকে আমার, তবুও না?"

"শোনো আমার কথা—বিয়ে নিয়ে ছেলেখেলা চলে না। এটা হাসিঠাট্টার ব্যাপার নয়—। তুমি ভুল করছ নাতাশা। তোমাদের সেই ছেলেবেলার কথা আজ আর কেউ মনে করে বসে নেই। এখন এর সঙ্গে বেশি মাখামাখি করলে আর পাঁচজন ছেলে, যারা তোমায় হয়ত ভালোবাসতে পারত, কিম্বা যারা কোনো দিন তোমায় বিয়ে করবার স্বপ্ন দেখেছে তারা কত কথা ভাবতে

পারে, তাতে তোমারই ক্ষতি হবে, বুঝলে। অনর্থক ওই ছেলেটার মাথা খারাপ করে দিয়ে তোমার কি লাভ! আর ঠিকমত চেষ্টা করলে বোরিস কোনো বড় লোকের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে—ও ত তাই চায়। সেই জন্যেই ত বল্‌ছি মা, তুমি ওকে নিয়ে মাতামাতি করো না। তোমার পাল্লায় পড়ে ওর ত নিজের মাথার ঠিক নেই।"

নাতাশা উৎসুক নেত্রে জিজ্ঞাসা করে—"সত্যি বল্‌ছ মা, ও—!"

—"আমি ঠিক এমনি আর একটা গল্প বলি, আমি আর আমার পিস্‌তুতো ভাই—"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি, জানি—সেই সিরিল ত? কিন্তু তিনি ত দেখেছি বুড়ো, তাই না, মা।"

—"তিনি ত আর চিরকালই বুড়ো ছিলেন না।...যাক্‌, আমি বোরিসকে মানা করে দেবো, সে যেন আর ঘনঘন এখানে না আসে।"

—"কেন, আসবে না কেন? তার যদি আস্‌তে ভালো লাগে—"

—"আসবে না, কারণ তার ফল ভালো হবে না, সেইজন্যে।"

—"কেমন করে এত সহজে তুমি ওকথা বল্‌তে পারলে মা?—না, না ওকে তুমি কিছু ব'ল না মা—দোহাই তোমার। আচ্ছা, আমি ওকে বিয়ে করব না তুমি যদি বারণ করো। কিন্তু ও যতদিন নিজের ইচ্ছেয় আসে তুমি কিছু বলতে পাবে না। তার চেয়ে যেমন চল্‌ছে তেমন চলুক।" নাতাশা এমন আকুতিভরে কথাগুলি বলিলেযে শুনিলে মনে হইতে পারে যেন তাহার কাছ হইতে কোনো মূল্যবান সম্পত্তি কেহ কাড়িয়া লইতেছে, তাহা সে কিছুতেই দিতে চাহে না।

—"যেমন চল্‌ছে তেমনি চলার মানেটা কি?"

—"কেন? এই যেমন আছি আমরা, ধরো আমাদের বিয়ে হবে না মেনেই নিলাম। তবু ও যেমন আসছে আসুক না বাপু।"

মা হাসিয়া ফেলিলেন—"যেমন আমরা আছি—আমরা যেমন আছি। বা, বেশ কথা ত মেয়ের।"

—"না, না তুমি ওরকম করে হাসলে খুব বিপদ—বিছানাটা কিরকম দুলছে দেখছ না। মা তুমি আমার মত অত জোরে কেন হাসছ। হ্যাঁ, দাঁড়াও, আর একটা কথা।"

বলিয়া সে আগড়মবাগড়ম বকিয়া গেল—"বোলেশ, জোষ্ঠি, আষাঢ়,

খ্রাঞ্জ—যা বল্চি মা শোন, তুমি অমন ক'র না। ও আমার প্রেমে পড়ে গেছে—ভীষণ প্রেম, তাই নয় মা? আচ্ছা, তোমায় এরকম গভীর ভাবে কেউ কোন দিন ভালোবেসেছিল? মিছে কথা—তাই কি পারে আর কেউ! আর সত্যি ও কি সুন্দর! বোরিস খুব ভালো ছেলে—খুব ভালোবাসতে পারে। কেবল আমার একেবারে ষোলো আনা পছন্দ যা ঠিক তেমনটি নয়—যেন আমাদের খাবার ঘরের ঘড়িটার মত সোজা লম্বা! বুঝলে? সরু, আর কি রকম ফ্যাকাসে ধেঁয়াটে রঙ যেন ওর মনের।"

—"বড্ড বাজে ব'কছ তুমি নাতাশা।"

—"এগুলো বাজে হ'ল? শোনো বলি তবে, নিকোলাস্ থাকলে আমার কথা সব বুঝতে পারত। আমার মনে হয় কি-জানো, পিটার বেসুখভ্ ঠিক গাঢ় নীল রং, নীল আর লালে মিশোনো। ওকে দেখলে আমার চৌকো কোন জিনিসের কথা মনে হয়।"

—"আমার বিশ্বাস যে তুই ওকে নিয়েও নেচে বেড়াচ্ছিস।" বলিয়া রোস্তভ্ গৃহিণী হাসিতে লাগিলেন।

—"না, মোটেই না। ও যে আবার মুক্তি-দূত—আমি জানি। তবে কি জানো মা, ও একবারে খাঁটি সোনার মত ভালো। কিন্তু ওকে দেখেই মনে হয় নীল আর লাল—তোমায় কিছুতেই বোঝাতে পারছি না ব্যাপারটা।"

ওদিকে বাবার গলার আওয়াজ পাইয়া নাতাশা এদিকের দরজা খুলিয়া সরিয়া পড়িল।

সেদিন বিছানায় শুইয়া তাহার কিছুতেই ঘুম আসিল না—সোনিয়ার কথা মনে হইতে লাগিল। বেচারী সোনিয়া বড় ভালো মেয়ে। জীবনে আর কিছুই ও চায় না, কেবল নিকোলাসকে ভালোবাসে,—ব্যস্। ভালোবাসিয়াই ওর ষোলো আনা সুখ। এতটুকু হাত পাতিবার কথা মনে পড়ে না। গোপনে প্রেম বিলাইয়া দিয়া যে কী আনন্দ নাতাশা বোঝে না। তবে এটা ঠিক যে সোনিয়া একেবারে নিঃস্বার্থ ভাবেই ভালোবাসে—তাহাতেই তার আনন্দ। আরো অনেক কথাই নাতাশার মনে হয়।

পরদিন রোস্তভ্ গৃহিণী বোরিসের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা কহিলেন। এবং সেদিন হইতেই বোরিস এ বাড়িতে যাওয়া-আসা প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছে।

বৎসরের শেষ দিন পিটার্স্‌বার্গের বিখ্যাত এক ধনীর বাড়ি বিরাট ভোজের

আয়োজন। বলা বাহুল্য যে নৃত্য-অনুষ্ঠানই ইহার প্রধান অঙ্গ। স্বয়ং সম্রাট এই ভোজসভায় আসিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন, তাহাতে অভিজাত-মহলে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যায় সুবৃহৎ ধনীগৃহের চতুর্দ্দিক আলোকপ্লাবিত, রাস্তাটা যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে দিবালোকের মত,—এ আলোকমালার সজ্জা সত্যই অসাধারণ। প্রকাণ্ড তোরণদ্বার রক্তাম্বর শোভিত। নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সমবেত হইয়াছেন। সকলেই ব্যস্ত ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মাঝে মাঝে গুঞ্জনধ্বনি উঠিতেছে—"এইবার সম্রাট! সম্রাট?—না, একজন মন্ত্রী—না, না,—ইনি অমুক দেশের রাজপ্রতিনিধি বোধ হয়।" আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটিতেছে, বাহিরে গাড়ির শব্দ হইলেই সবাই উৎকর্ণ হইয়া থাকে—গাড়ির দরজা খোলার শব্দ পাওয়া যায়, ঠিক তারপরেই হয়ত একজন সরকারী কর্ম্মচারী আসিয়া উপস্থিত হন, কিম্বা বিদেশী কোনো রাজপরিবারের কেহ।

রোস্তভ্-পরিবারও আজকার ভোজসভায় নিমন্ত্রিত। আজ সকাল হইতে নাতাশার আর নিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই। গতরাত্রে ভালো করিয়া ঘুমাইতেও পারে নাই সে—কারণ এতবড় একটা নাচের আসরে জীবনে এই সে প্রথম যাইবে। সারাদিন যেন কেমন একটা আচ্ছন্নতার মধ্য দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। তাহার ভীষণ দুশ্চিন্তা—কি করিয়া তাহার মা, সোনিয়া এবং তাহার নিজের নিখুঁত সাজসজ্জা হইবে। এতবড় একটা গুরু দায়িত্ব এর আগে বোধ হরি এ পৃথিবীতে কাহারও ঘাড়ে পড়ে নাই। আর কেহ এ বিষয় লইয়া এতটুকু মাথা ঘামাইয়াও সাহায্য করিবে না—সম্পূর্ণ দায়িত্ব একলা তাহার উপর।

মোটামুটি কাপড়চোপড় পরা সকলেরই হইয়া গিয়াছে। সজ্জার মধ্যে পাউডার ঘসাটা বাকী ছিল, তাও শেষ হইয়া গিয়াছে—মুখে, গলায়, কাঁধের পিছন দিকে, হাতে এমন কি কানের মধ্যেও পাউডার দিয়া মাজাঘসা করিতে তাহারও ভুল হয় নাই। সোনিয়া নিজের কাজ সারিয়া ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার বডিসের পিনগুলি আঁটিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কিছুতেই ঠিক হইতেছে না, পিনের ধারালো ডগা গায়ে বিঁধিতেছে। ও পাশের বড় আয়নাটার সামনে বসিয়া নাতাশা নিজের সাজ করিতে করিতে তাহা দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"উহুঁ, হচ্ছে না সোনিয়া, ওরকম ক'রে নয়"—বলিতে বলিতে মাথা ঘুরাইয়া ফেলিল। এদিকে তাহার দাসীর তখনও চুল বাঁধিয়া দেওয়া শেষ হয় নাই, যেটুকু বা হইয়াছিল তাহাও খারাপ হইয়া গেল;

নাতাশা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না, সোনিয়াকে বলিল—"এস, এদিকে সরে এসো দেখি।"

নাতাশার কথামত সোনিয়া আসিয়া তাহার সামনে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া পড়িল—নাতাশা ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার পছন্দমত ফুলের গোছাগুলি পিন দিয়া আঁটিতে লাগিয়া গেল।

দাসীর বড়ই অসুবিধা হইতেছিল, সে মৃদুস্বরে বলিল—"ও ছোট দিদিমণি এরকম করলে আমি কি করে চুল বাঁধব! এ-ত হবে না—"

—"হাঁ, এই রকম, ঠিক এইভাবে—দেখ দেখি সোনিয়া এবারে কেমন দেখাচ্ছে।"

পাশের ঘর হইতে রোস্তভ্-গৃহিণী ডাকিয়া বলিলেন—"কি গো তোমাদের হ'ল? এদিকে যে দশটা বেজে গেল।"

"আর এক মিনিট মা, ব্যস্ তা হ'লেই—। তোমার হয়ে গেছে?"

"আমার মাথার—।"

নাতাশা বাধা দিয়া বলিল—"আমি যাচ্ছি, তুমি একলা ঠিক পারবে না মা—।"

চুল বাঁধা সারা হইতেই নাতাশা লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল মায়ের মাথার সাজটা ঠিক করিয়া দিবার জন্য। সে কাজ শেষ করিয়া যে দাসী-দুটি তাহার পোশাক ছোট করিতেছিল তাহাদের কাছে গেল, "কই মাভ্রুশ্কা, কতদূর হ'ল?"

বাহির হইতে কাউন্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাদের কি এখনও হয়নি? ওদিকে পেরোন্স্কি ব্যস্ত হয়ে উঠছেন। এই নাও এই এসেন্সটা—।"

নাতাশা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"বাবা, তুমি যেন এ ঘরে এসো না।—সোনিয়া দরজটা বন্ধ কর।"

মিনিটখানেক পরেই কাউন্ট প্রবেশাধিকার পাইলেন। দেখা গেল যে তাঁহার পোশাক-আশাক এবং সজ্জার চাকচিক্য তরুণ যুবকদেরই মত। গৃহিণীকে দেখিয়া তিনি সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—"দেখি, দেখি, বাঃ—কি সুন্দর সেজেছো। মেয়েরা কেউ পাত্তাই পাবে না।—" বলিয়া তিনি সগৌরবে আগাইয়া গেলেন কাউণ্টেস্কে চুম্বন করিবার জন্য। বোধহয় হোঁচট খাইবার ভয়ে গৃহিণী তাঁহাকে আস্তে ঠেলিয়া দিয়া সলজ্জভাবে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন।

নাতাশা ওপাশ হইতে এই সময় বলিয়া উঠিল "মা তোমার মাথার ঝাড়টা একটু এইদিকে চেপে গেছে—ও হবে না, দাঁড়াও আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি—" বলিয়া সহসা প্রায় লাফাইয়া এধারে চলিয়া আসিল—এমনভাবে সে চলা-ফেরা করিতেছে যে মনে হইতেছে কখন বুঝি হাল্কা কাপড়ের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য সব ছিঁড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। দাসীরাও তাহার সঙ্গে পাল্লা দিয়া ঘোরাফেরা করিতে পারিতেছে না—তাহারা হতাশ হইয়া পড়িয়াছে, এত ছুটকট্ করিলে তাহারাই বা কি করিতে পারে!

মাভ্রুশ্কা হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"হাঃ কপাল আমার! সব মাটি ক'রে দিল! কিন্তু আমার দোষ একটুও নয়—" আর একজন চাকরাণী বলিল—"ছেড়ে দে, ও আর কে দেখ্তে পাচ্ছে।"

দশটার সময় বৃদ্ধা পেরোন্স্কিকে তাঁহার বাড়ি হইতে তুলিয়া লইবার কথা ছিল কিন্তু রোস্তভ্দের সাজগোজ করিয়া বাহির হইতেই সওয়া দশটা বাজিয়া গেল।

দেখিতে কুরূপা এবং বয়সে বৃদ্ধা হইলেও পেরোন্স্কি নাতাশাদের চেয়ে কোনো অংশে কম সাজেন নাই। তাহাদের দেখিয়া তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন। তারপর যে যার গাড়িতে উঠিয়া যাত্রা করিল।

আজ সারাদিন নাতাশা এতটুকু ফুরসৎ পায় নাই কিন্তু এই গাড়িতে বসিয়া তার যেন অখণ্ড অবসর মিলিয়াছে। বাহিরের ঠাণ্ডা কন্কনে বাতাসে গাড়িটা গড়াইয়া গড়াইয়া চলিতেছে, একটানা তার শব্দ, নাতাশা ভাবিতেছে আজ কোথায় সে যাইতেছে, সেখানে কি কি দেখা সম্ভব! অমনি তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল আলোকোজ্জ্বল কক্ষ, অসংখ্য সঙ্গীত-যন্ত্রে ঐকতানের বিচিত্র সুরধ্বনি, ফুলে ফুলে সুরভিত বাতাস, তাহারই মধ্যে নৃত্যের ছন্দ—অপূর্ব্ব নৃত্য, কল্পনায় তার অন্তর আনন্দধারায় ভরিয়া যায়। কখন যে এতখানি পথ ফুরাইয়া গিয়া তাহারা আসিয়া পৌছিয়াছে নাতাশা তাহা বুঝিতেও পারিল না। অট্টালিকার রক্তাম্বর শোভিত তোরণদ্বার দেখিয়া নাতাশার সম্বিত ফিরিল।

এখানে পা দিয়াই নাতাশার সব চেয়ে বড় দুশ্চিন্তা হইল কি করিয়া সে সংযতভাবে অভ্যাসমত চলিবে। নাচের আসরে উজ্জ্বলতা করা শোভা পায় না—চঞ্চলতা প্রকাশ করায় যেন আত্মমর্য্যাদার হানি হয়। কিন্তু বারবার চেষ্টা করিয়াও নাতাশা নিজেকে সায়েস্তা করিতে পারিতেছে না—অনবরত

বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি বলিলেন—"চেনো নাকি? আমি কিন্তু ওকে একদম বরদাস্ত করতে পারি না। ছোকরার ভারি গুমোর—বাপের নাম রাখ্‌বে বটে। পেয়ারন্স্কির সঙ্গে ভারি গলাগলি। আরে ওরই কারসাজিতে আইন-টাইন সব পাল্টাবার দাখিল।—দেখছ, মেয়েদের সঙ্গে কি রকম অভদ্র ব্যবহার করছে। একজন ওর সঙ্গে কথা বল্‌ছে বলে আর একজনের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালো। আমার সঙ্গে ওরকম করলে দেখিয়ে দিতাম মজাটা একবার।"

সহসা যেন কোন এক অদৃশ্য বিদ্যুত-রেখার স্পর্শপ্রভাবে চারিদিকে চাঞ্চল্য দেখা গেল। কেহ বা আগাইয়া যাইবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছে আবার কাহারও বা পিছাইয়া আসিবার জন্য ব্যস্ততা, কেহ সরিয়া জায়গা করিয়া দিতেছে—এই উত্তেজনার মধ্যেই ঐকতান-বাদকেরা আবাহনগীতি জুড়িয়া দিল। অবশেষে সত্যসত্যই সম্রাট আসিলেন—তাঁহার পিছনে গৃহস্বামী এবং গৃহকর্ত্রী। সম্রাট তাড়াতাড়ি নমস্কার করিতে করিতে ভিড় ছাড়াইয়া পাশের বৈঠকখানায় ঢুকিলেন। জনতা তাঁহার পিছনে ওই ঘরে ঢুকিবার জন্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। সামনে যাহারা ছিল তাহারা ধাক্কা দিয়া পিছনের লোকগুলিকে ঠেলিয়া দিতেছিল আরও দূরে। সম্মুখের ভিড় খানিকটা হাল্কা হইলে পিছনের লোক প্রবেশের সুযোগ পাইল। বৈঠকখানায় বসিয়া সম্রাট বাড়ির গৃহিণীর সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন—এদিকে মিলিতযন্ত্রের সুরবৈচিত্র্যে ঘরটি ভরিয়া গিয়াছে। জনৈক ভদ্রলোক অনুরোধ করিয়া বেড়াইতেছেন—'দয়াকরে একটু পিছিয়ে যান'। কিন্তু কে কার কথা শোনে, মেয়েরা ঠেলাঠেলি করিতেছে সামনে যাইবার জন্য, কারণ এইবার নাচ শুরু হইবে।

মাঝখানটা ফাঁকা হইয়া গেল। সম্রাট হাসিয়া গৃহকর্ত্রীর হাত ধরিলেন, তারপরেই গৃহস্বামী আসিলেন বিখ্যাত সুন্দরী মারিয়া আন্তোলোভ্‌নার সঙ্গে, তারপর একে একে রাজদূতেরা…মন্ত্রীরা…সেনাপতিরা—জোড়ায় জোড়ায়। অধিকাংশ মেয়ের নাচিবার সঙ্গী আছে—তাহারা নাচিবার জন্য সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু নাতাশা তার মা আর সোনিয়ার কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া এবং আরও কয়েকজন চুপচাপ বসিয়া আছে। নাতাশার হাত দুইটা পাশে ঝুলানো, বুকটা থাকিয়া থাকিয়া আশা ও নিরাশার আনন্দ ও আশঙ্কায় দুলিয়া উঠিতেছে। সে বার বার চারিদিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিতেছে। ওদিকে সম্রাট বা 'তা বড়' লোকেরা কি করিতেছেন সেদিকে তার মোটেই দৃষ্টি নাই।

তার এখন একমাত্র চিন্তা এই—কেউ কি আসবে না—ডাকবে না, আমাকে নাচবার জন্তে ? আজকে এরা সবাই নাচবে তাই দেখেই শেষে আমায় যেতে হবে ? এই এতগুলো মানুষ—এরা যেন আমায় দেখতেই পাচ্ছে না। হয়ত ওরা আমার সঙ্গে নাচতে চায় না—আমার সঙ্গে নাচতে গেলে মিছেই ওদের সময় নষ্ট হবে এই ধারণা ওদের। আমি যে নাচবার জন্তে মরে যাচ্ছি —আমি যে সত্যিই ভালো নাচতে জানি—ওরা তা ভাবতেও পারে না। আমার সঙ্গে নাচলে সত্যিসত্যি আনন্দ পাবে…।" ওদিকে বাজনা বাজিয়া উঠিল—নাতাশার ইচ্ছা করিতেছে এখনই ডাক ছাড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদে। যিনি তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন সেই বৃদ্ধা পেরোনৃস্কি বসিয়া পড়িয়াছেন, কাউণ্ট ভিড়ের চাপে উল্টা দিকের দেওয়ালের দিকে ছিট্‌কাইয়া আলাদা হইয়া গিয়াছেন, মোট কথা রোস্তভ্‌দের আদর-আপ্যায়ন করা ত দূরের কথা, তাহাদের দিকে মনোযোগও কেহ দিতেছে না।

বল্‌কন্‌স্কি তাহাদের পাশ দিয়াই চলিয়া গেল একটি মেয়ের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে, অথচ নাতাশাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না! আনাতোল তাহার সঙ্গিনীর সঙ্গে হাসি ও গল্পে মশ্‌গুল ছিল তথাপি পাশ দিয়া যাইবার সময় নাতাশাকে দেখিয়া লইল—কিন্তু না দেখিলেই বোধহয় ভালো হইত, এই ধরণের অবজ্ঞাসূচক চাহনী ও মুখভঙ্গি নাতাশা সহ্য করিতে পারে না আদৌ। বোরিসও বার-দুই যাতায়াত করিল সামনে দিয়া কিন্তু তাহার দৃষ্টি অন্য দিকে নিবদ্ধ। বার্জ এবং তাহার পত্নী ভেরা নাচের দলে যোগ দেয় নাই, কেবল মাত্র তাহারা এই পরিত্যক্ত দলের সঙ্গে বসিয়া আছে। তবে বার্জ তাহার স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করিতেই ব্যস্ত, তাহার এইসব বাজে নাচ-গানের দিকে মনোযোগ দিবার অবসর কই! নাতাশারও বার্জের আর ভেরার কপোতকপোতীর মৃদুগুঞ্জন শুনিতে ভালো লাগে না।

তাহাদের পারিবারিক কাহিনী বলিবার আর কি সময় নাই ? এখানে বসিয়া শেষে—নিজের পরিবারের নাতাশার অখণ্ড প্রতাপ কিন্তু এখানে আসিয়া নাচের আসরে এরকম অপদস্থ হইলে (বিশেষ করিয়া বাড়ির সকলেই যেখানে উপস্থিত:আছে সেখানে) নাতাশার মানমর্য্যাদা সব যে যাইবে ! ছি-ছি-ছি ; —আত্মধিক্‌কারে তাহার অন্তর রি-রি করিয়া উঠে। ইহার চেয়ে এখানে না আসিলেই ভালো হইত।…নাতাশা লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া যাইতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যায়।

এদিকে নাচের তৃতীয় পর্ব্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। এখনও চতুর্থ পর্ব্বের নাচ শুরু হয় নাই—ওপাশ হইতে একজন ব্যস্তবাগীশ এ-ডি-কং রোস্তভ্‌দের আসিয়া তাড়া লাগাইল, "আপনারা একটু পিছিয়ে বস্থন।" কিন্তু আর পিছাইতে গেলে দেওয়াল ভেদ করিতে হয়—অগত্যা এ-ডি-কং-এর কথা না মানিয়া তাহারা সেইখানেই বসিয়া রহিল। সম্রাট সংশয় দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিলেন। ঘরের মাঝখানটা এখনও ফাঁকা, কেহ সাহস করিয়া নাচ আরম্ভ করিতে পারে নাই। অবশেষে ব্যস্তবাগীশ এ-ডি-কং মহাশয় কাউণ্টেস্ বেস্থখভ্‌কে তাঁহার সহিত নাচিতে অনুরোধ করিলে কাউণ্টেস্ তাহার কাঁধে হাত রাখিলেন।—নাচ শুরু হইয়া গেল আবার।

প্রিন্স এণ্ড্রু আর একজন লোকের সঙ্গে রাজনীতি লইয়া আলোচনা করিতেছিল—আগামী কাল যে রাজকীয় পারিষদের অধিবেশন হইবে তাহার সম্বন্ধেই কথা হইতেছে। রাজপারিষদের ইহাই প্রথম অধিবেশন, কাজেই তাহা লইয়া অনেক রকম গুজব বাজারে চলিতেছে। এই ভদ্রলোক এণ্ড্রুকে চাপিয়া ধরিয়াছে, কারণ এণ্ড্রু বর্ত্তমানের সেরা রাজনীতিবিদ স্পেরান্স্কির বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। কাজেকাজেই পারিষদ সম্বন্ধে ঠিক ঠিক খোঁজ-খবর এণ্ড্রুর কাছে যেমন পাওয়া যাইবে তাহা বাজারে সংগ্রহ করা যায় না। এণ্ড্রু ভদ্রলোকের কথা তেমন কান দিয়া শুনিতেছে না; কখনও সম্রাটের দিকে চাহিতেছে কখনও বা নাচ দেখিতেছে,—যাহারা নাচিবার জন্য খুবই উৎসুক কিন্তু সম্রাটের সামনে নাচিবার মত বুকের পাটা নাই তাহাদের মুখের পানেও সে তাকাইয়া দেখিতেছে। যে মেয়েরা নাচিবার সঙ্গীর পথ চাহিয়া আছে তাহাদের দিকে চাহিয়া এণ্ড্রুর দৃষ্টি স্থির হইয়া থামিয়া যায়।

এণ্ড্রু যখন এইরকম ভাবে অন্যমনস্ক হইয়া আগন্তুক ভদ্রলোকের কথা শুনিতেছিল ঠিক এই সময়ে পিটার তাহার কাছে আসিয়া বলিল—"তুমি এখনও নাচ্‌তে পারো—আমার বান্ধবী নাতাশার সঙ্গে তোমায় নাচতে হবে। এসো না, ওকে তুমি নাচ্‌তে বল্‌বে।"

"কোথায় সে…?" বলিয়া এণ্ড্রু তাহার বন্ধুর সঙ্গে চলিয়া গেল, এতক্ষণ যাহার সঙ্গে সে কথা বলিতেছিল যাইবার সময় সেই ভদ্রলোককে বলিল—"মাপ করবেন মশাই—আবার আমাদের আলোচনা হবে অন্য এক সময়—আমাদের এখানকার কাজ নেচে বেড়ানো।" বলিয়া সে হাসিয়া বিদায় হইল।

নাতাশাকে দেখিয়াই সে চিনিল এবং তাহার মনোগত ইচ্ছা বুঝিতে পারিল সহজেই। সেই জ্যোৎস্নালোক-প্লাবিত রাত্রির কথা এণ্ড্রুর মনে পড়ে—যেন নাতাশার সেদিনের কণ্ঠস্বর তাহার কানে বাজিতেছে।

যোস্তভ্-গৃহিণী তাহাকে দেখিয়া একবার নাতাশার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আসুন আমার মেয়েকে আপনার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিই—।"

এণ্ড্রু হাসিয়া উত্তর দিল—"এর আগেই আমার সে সৌভাগ্য হয়েছে—অবশ্য ওঁর মনে আছে কিনা বল্‌তে পারি না।" তাহার কথা বলিবার ভঙ্গি এত সুন্দর এবং ব্যবহারের মধ্যে কোথায় যেন অপরিসীম শোভনতা আছে—অথচ বৃদ্ধা পেরোন্‌স্কি কিনা যা-খুশি তাই বলিয়া গেল এণ্ড্রুর নিন্দা করিয়া। এণ্ড্রু নাতাশাকে নাচিবার জন্য অনুরোধ করিল এবং তাহার কটিদেশ বাহু-বেষ্টনে আবদ্ধ করিল। হঠাৎ কি একটা হাসির ঝলকে নাতাশার মুখ-চোখ নাচিয়া উঠিল। অকারণ পুলকে নাতাশার হাত-পা হয় ত নিজের অজ্ঞাতেই কাঁপিয়া গিয়াছিল। মুখে তার উজ্জ্বল হাসির দীপ্তি—চোখে তাহারই প্রতিচ্ছবি। আনন্দে কৃতজ্ঞতায় সে বার বার গভীর ভাবে এণ্ড্রুর পানে চাহিতে লাগিল। সে চাহনী যেন তাহারই অপেক্ষায় পথ চাহিয়াছিল যুগ যুগ ধরিয়া। খুশিতে নাতাশার ওষ্ঠের হাসি যেন শেষ হইতে চাহে না। আনন্দে ডাগর চোখ-দুটি অশ্রুসিক্ত। এণ্ড্রু সে সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ নৃত্যকুশল হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে—কিন্তু তাহার সঙ্গে সমানভাবে, সুন্দর নাচ নাচিতে নাতাশার এতটুকু অসুবিধা হইল না। সেও খুব চমৎকার লীলায়িত ভঙ্গিতে সাবলীলভাবে নাচিতে লাগিল। কোথাও তাহার চরণছন্দে ব্রীড়া-জড়িত অস্বাচ্ছন্দ্য আসিয়া তাল কাটিতে পারে নাই, এ বড় কম কৃতিত্ব নহে। এমনিতেই অবশ্য প্রিন্স এণ্ড্রু নাচিতে খুব ভালোবাসে কিন্তু এখন সে আসিয়াছিল কতকটা তাহার বন্ধুর কথায় নাতাশাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, তাছাড়া ওই বিরক্তিকর রাজনীতির প্রসঙ্গ বন্ধ করিবার জন্যও বটে—কিন্তু নাচিতে আরম্ভ করিয়া সে বিস্মিত না হইয়া পারিল না। শেষকালে নাচিতে নাচিতে তাহার মনে হইল নাতাশা ঠিক নাচিতেছে না, সে যেন অদ্ভুত কৃতিত্বের সহিত তাহার সঙ্গে সমান-ছন্দে লঘু অথচ দ্রুত-গতিতে হাল্কা দেহ-বল্লরী ভাসাইয়া চলিয়াছে। নাতাশার অন্তর উৎসারিত করিয়া দেওয়া চাহনীর মাদকতা যেন এণ্ড্রুর মনকে সতেজ মদিরার মত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। অদ্ভুত কোমল নাতাশার ছিপ্‌ছিপে তনু-দেহের

স্পর্শ।…যখন নাচ থামিল, দম লইবার জন্ত এণ্ড্রু নাতাশার কোমর ছাড়িয়া দিয়া আশপাশের তরুণ-তরুণীদের দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিতে দেখিতে সে অনুভব করিল আবার তাহার পুরানো দিনের সজীবতা, তাহার যৌবনের প্রাণবন্তা ফিরিয়া পাইয়াছে সে। কেমন করিয়া—কোন্ মায়াস্পর্শে তা সে বলিতে পারে না।

বোরিস এতক্ষণ আরও কয়েকজনের সঙ্গে নাচিবার পর নাতাশাকে তাহার সঙ্গে নাচিবার অনুরোধ করিয়া বসিল, তাছাড়া আর দু'চার জন নাতাশার কাছে প্রস্তাব করিতে আসিয়া হাজির হইল—কিন্তু সে আর কতজনের কথা রাখিতে পারে! অগত্যা সোনিয়ার সঙ্গে যাহাকে পারিল ভিড়াইয়া দিল।…সারা রাত্রিটাই আজ নাতাশা নাচিয়া কাটাইয়া দিল, এক মুহূর্তও বিশ্রামের অবসর তাহার নাই। এদিকে অধিক পরিশ্রমে ক্লান্তদেহ আর বহিতে পারে না, অথচ মনের আনন্দ আবেগ উচ্ছলতা এত বেশি যে নাতাশার একদণ্ড বসিতে বাসনা নাই। তাহার আর অন্য কোন কথা মনে নাই। হেলেনের অদ্ভুত নৃত্যকুশলতা এবং অসাধারণ সাফল্য এ সবের কিছুই নাতাশার চোখে পড়ে নাই। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই যে সম্রাট যে কখন চলিয়া গেলেন তাহাও সে টের পাইল না!

প্রিন্স এণ্ড্রু আর একবার নাতাশার সঙ্গে নাচিল। এবারে সে ওত্রাদ্‌নোয় গ্রামের সেই রাত-জাগার কথা স্মরণ করাইয়া দিল নাতাশাকে। সে নীচের ঘর হইতে যে সব কথা ও গান শুনিতে পাইয়াছিল তাহার গল্প করিল। নাতাশা সে কথা শুনিয়া লজ্জা পায়।…এণ্ড্রু সমাজের ছাঁচে গড়া মাপা ভদ্রতার সঙ্গে কারবার করিতে অভ্যস্ত—আজ হঠাৎ নাতাশার মত স্বতন্ত্র মানুষের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পাইয়া নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করিতেছে সে। অভিজাত মহলের ছাপ-মারা মেয়েদের মত একঘেয়ে যান্ত্রিক হাসি এবং বাঁধা-ধরা কথাবার্ত্তা শুনিতে শুনিতে তাহার অরুচি হইয়া গিয়াছে—নাতাশাকে না দেখিলে সে হয় ত আর দুদিন পরে ভুলিয়াই যাইত যে সজীব, সুন্দর এবং সহজ মানুষ এই পৃথিবীতে আছে। অবাধ-অগাধ আনন্দের উৎস তাহার অন্তরলোকে অজস্র ধারায় বহিতেছে, শিশুর মত বিশ্বের সব কিছুই তাহার কাছে অসীম বিস্ময়। নাতাশার সমস্তটাই এণ্ড্রুর চোখে অপূর্ব লাগিতেছে—তাহার সৌন্দর্য্য অনবদ্য, তাহার প্রাণপ্রাচুর্য্য অসাধারণ, সহজাত লজ্জার বিচিত্র প্রকাশ তাহার মধ্যে, তাহার কণ্ঠ

চোখের গভীর চাহনী বিধাতার সার্থক সৃষ্টির পরিচায়ক। এমন কি নাতাশা যে ফরাসী ভাষায় কথা বলিতে গিয়া ভুল করিতেছে তাহাও এণ্ড্রুর কাছে সুন্দর বলিয়া মনে হইতেছে। কথাবার্তার বিষয়বস্তু নেহাতই তুচ্ছ তবু এণ্ড্রু সেইসব কথার মধ্যেই রস পাইতেছে, সে নাতাশার কথার উত্তর দিতেছে বেশ মিষ্টভাবে। নাতাশার সহাস উজ্জ্বল দৃষ্টি তাহাকে মুগ্ধ করে—চোখের চাহনীতে এত হাসি! এ হাসি সুগভীর তৃপ্তিরই অভিব্যক্তি।

নাচ শেষ করিয়া নাতাশা বসিতে যাইবে এমন সময় আর একজন আসিয়া নাচিবার অনুরোধ করিল। তখনও সে হাঁপাইতেছে, আর নাচিতে পারিবে না, শ্রান্তিতে হাত-পা অবসন্ন—একবার সে ভাবিল আর নাচিবে না কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মুখ ফুটিয়া না বলিতে পারিল না। নিজের মনের আবেগকে রোধ করিবার শক্তি তাহার নাই—লাফাইয়া উঠিল নাচিবার জন্য, যাইবার সময় এণ্ড্রুর পানে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া যেন বলিয়া গেল—"তোমার কাছে বসে গল্প করতেই আমি চাই; কিন্তু কি করব, পারছি না কিছুতেই বসে থাকতে—আজকের মত মধুর সন্ধ্যায় সকলকেই আমার ভালো লাগছে। সকলের কাছে প্রীতি বিলিয়ে দিতে চাইছে আমার মন।—আজকের সন্ধ্যা যে কত মধুর তা-ত তুমি জানো।"

সে হাসি—সে হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ কত কথাই বলিতে চাহিল।

এণ্ড্রু একলা বসিয়া তাহার কথাই ভাবিতেছিল—এক সময় নিজের অজ্ঞাতে তাহার মনে হইল নাতাশা সোনিয়াকে এণ্ড্রুর কথাই বলিবে, হয়ত বা বলিবে—"আমি এণ্ড্রুর ।" নাতাশা যখন সোনিয়ার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তাহার দিকে চাহিয়া সে নিজের চিন্তার ধারা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। এসব কথা কেনই বা তাহার মনে হয়!...তবে এটা ঠিক যে ওরকম সুশ্রী ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র যে মেয়ে, অত মধুর স্বভাব এবং মাধুর্য্যময় রূপ যাহার সে কখনও বেশি দিন অবিবাহিত থাকিতে পারে না। মাসখানেকের মধ্যেই নাতাশার বিবাহ হইয়া যাইবে তাহাতে কোনো সংশয় নাই—এণ্ড্রুর মনে হয়। তাহার আর একটা কথা মনে হয়, এখানে, আজকের এই এতবড় নাচের আসরে, যেখানে রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরীরা উপস্থিত সেখানেও নাতাশার মত মেয়ে একটিও নাই।

নাচ শেষ করিয়া নাতাশা আবার তাহার পাশে আসিয়া বসিল।

বিদায় লইবার সময় কাউন্ট রোস্তভ্ আসিয়া এণ্ড্রুকে তাহার বাড়ি যাইবার জন্ত বার বার সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। তারপর মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজকার নাচ কেমন হয়েছে?" তাহার উত্তরে নাতাশার চোখে মুখে মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। মুখে শুধু সে বলিল—"আজ এত আনন্দ হয়েছে কি বল্ব, জীবনে কোনদিন এত আনন্দ পাইনি।"

পিটারের কথা বলিতে গেলে স্বীকার করিতে হইবে যে তাহার আজিকার সন্ধ্যাটা বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। যেন কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় তাহার সর্বাঙ্গ জ্বালা করিতেছে। তাহার স্ত্রীর আচরণে সে যেন মর্ম্মে মর্ম্মে বেদনা অনুভব করিতেছে প্রতি মুহূর্ত্তে। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া একটা খোলা জানালার সামনে বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সে আপনার মনে কি ভাবিতেছিল। নাতাশা পাশ দিয়া যাইবার সময় তাহার চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল—এ কী! একবার মনে হইল কোনো উপায়ে সান্ত্বনা দিতে পারিলে ভালো হয়। পিটারের মত সত্যকার ভালো লোকের কষ্ট, সে যেন নাতাশার কাছে দুঃসহ। কিন্তু নিজের আনন্দের প্রাচুর্য্যে নাতাশা অন্ত কিছু বলিতে পারিল না, শুধু বলিল—"আজ কেমন চমৎকার লাগ্ছে, না কাউন্ট! আপনার কি রকম মনে হচ্ছে?"

পিটার যন্ত্র-চালিতের মত মৃদু হাসিয়া জবাব দেয়—হাঁ, চমৎকার! আমারও খুব ভালো লাগ্ছে।"

যাইতে যাইতে নাতাশা কেবলই একটা কথা ভাবিতে লাগিল "আজকের মত দিনে কেউ কি অসুখী থাকতে পারে? বিশেষ করে বেজুখভের মত অত ভালো ছেলে!"

৪

পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই গতরাত্রের নাচের কথাটা এণ্ড্রুর একবার মনে পড়িল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার সমস্ত ছবিটা তাহার চোখের উপর দিয়া যেন নিমেষে ভাসিয়া গেল।

তাহার মনে হইল মোটের উপর সন্ধ্যাটা বেশ কাটিয়াছে। "রোস্তভের ছোট মেয়েটি বেশ মিষ্টি, কিরকম একটা তাজা সজীব ভাব ওর মধ্যে রয়েছে—পিটার্সবার্গের মেয়েদের সঙ্গে ওর একটুও মিল নেই।" ব্যস্! এর

বেশি আর তাহার কিছু মনে হয় নাই। তারপর চা খাইয়া কাজে বসিল সে। কিন্তু কাজ করিতে করিতে কখন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে ও, বার বার চেষ্টা করিয়া কিছুতেই এণ্ড্রুর কাজে মন বসিল না, সমস্ত সকালটা বৃথাই যাইবে বোধহয়। কিন্তু এরকমভাবে অকারণে সময় নষ্ট করা এণ্ড্রুর অভ্যাস নয়। সে মনে করিল কাল রাত-জাগার ফলেই হয়ত এই অবসাদ, কাজে শৈথিল্য। এই সব লইয়া সে যখন অযথা মাথা ঘামাইতেছিল সেই সময়ে একজন লোক দেখা করিতে আসিয়া তাহাকে যেন বাঁচাইয়া দিল। লোকটি অবশ্য খুব উল্লেখযোগ্য কেহ নহেন—তবে সর্ব্বঘটেই তিনি আছেন। ভদ্রলোকের নাম বিটক্কি, অনেকগুলি সভাসমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট এবং অতিমাত্রায় প্রগতিবাদী—প্রগতিবাদী বলিলে ঠিক বলা হয় না, চলতি আবহাওয়ার সঙ্গে ইনি স্বচ্ছন্দে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারেন। এক কথায় তিনি কাচের মতই স্বচ্ছ, যখন যে মত সমাজে নূতন বলিয়া প্রচারিত হয় তখন তিনি সেই মতই গ্রহণ এবং প্রচারকার্য্যে অদ্বিতীয়। বিটক্কি ঘরে ঢুকিয়া টুপিটা টানিয়া খুলিয়া চুলের মধ্যে হাত চালাইতে চালাইতে অদ্যকার রাজপরিষদের প্রথম অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়া ফেলিলেন। একথা ঠিক যে তিনি নিজে রাজপরিষদে যাইবার সুযোগ পান নাই, তবে এইমাত্র এই কথাগুলি আর কোথাও শুনিয়া আসিয়াছেন—"সম্রাট আজ সভায় যে কথা বলেছেন তার তুলনা হয় না। তিনি প্রকাশ্য ভাবে বলেছেন যে, পারিষদ এবং কার্য্যকরী সমিতিই হচ্ছে রাজ্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ। শাসনতন্ত্রের একটা বিশেষ আদর্শ থাকা একান্ত দরকার—তাছাড়া কোনো মানুষের একক কর্তৃত্বের উপর দেশের শাসনভার ছেড়ে দেওয়া আমার মতে উচিত নয়। রাজতন্ত্রের ব্যয়-বরাদ্দের ইস্তাহারও সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশিত হওয়া দরকার।" এক নিশ্বাসে সম্রাটের বাণীটি মুখস্থ বলিয়াই বিটক্কি একবার চোখ-দুটি যথাসম্ভব বড় বড় করিয়া তাকাইয়া নিজস্ব মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—"ইতিহাসের পাতায় এ একটা অমর অবিস্মরণীয় ঘটনা—নূতন যুগের সূচনা হ'ল আজ থেকে এদেশের ইতিহাসে।"

প্রিন্স এণ্ড্রু এখানে আসিয়া প্রথম প্রথম রাজপরিষদের অধিবেশন আরম্ভের দিনটির পানে তাকাইয়াছিল। কিন্তু আজ যখন সত্যসত্যই সেই অধিবেশনের উদ্বোধন উদ্‌যাপিত হইল তখন এণ্ড্রুর মনে সে সম্বন্ধে এতটুকুও উৎসাহ, উদ্বেগ কিছুই অবশিষ্ট নাই। এর আগে এণ্ড্রুর ধারণা ছিল যে

এই অধিবেশনের প্রারম্ভের উপরেই দেশের রাজনীতি নির্ভর করিতেছে। আজ তাহার সেই উৎকণ্ঠা যে কোথায় গেল তাহা ভাবিয়া এণ্ডু অবাক হইয়া যায়। বিটস্কির এই মূল্যবান কথাগুলি তাহার কাছে নিছক সাধারণ খবর এবং সেইরকম সহজভাবেই এণ্ডু বিটস্কির কথার জবাব দিতেছে। তাহার মনে হইতেছে যে, সম্রাট রাজপরিষদের উদ্বোধনে যে বাণী দিলেন তাহাতে বিটস্কির কি, তার নিজেরই বা কি এমন আসিয়া-যায়।

কথায় কথায় তাহার মনে পড়িয়া গেল, আজ স্পেরান্স্কির বাড়িতে নিমন্ত্রণ আছে, যাইতেই হইবে। সে মনে মনে বিরক্ত হয়, আবার সেই স্পেরান্স্কি! তাহার বাড়িতে গিয়া কি হইতে পারে? অথচ না গেলেও নয়, স্পেরান্স্কি নিজে বার বার বলিয়াছে যে আজ একেবারে ঘরোয়া জন-কয়েক বন্ধুর সঙ্গে বসিয়া খাওয়া-দাওয়া করিবেন। স্পেরান্স্কির মত বড় লোকের সঙ্গে এরকম ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিবার সুযোগ তাহার জীবনে এই প্রথম। স্পেরান্স্কি যে যথার্থ ই সব দিক দিয়া বড় লোক একথা এণ্ডু বিশ্বাস করে। অথচ বাঁধা-ধরা সময়ে যাওয়া কিছুতেই এণ্ডুর ভালো লাগিতেছে না আজ, তাই সে ইচ্ছা করিয়াই একটু দেরিতে বাহির হইল।

অতিথিরা সবাই আসিয়া হাজির, সবাই খাবার ঘরে বেশ গল্প জমাইয়া তুলিয়াছে। এণ্ডু সোজাসুজি ভিতরে চলিয়া গেল। বাড়িটা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঝকঝক করিতেছে—এমন একটা পরিবেশ বাড়িটাকে ঘিরিয়া রচিত হইয়াছে যে সহসা মনে হয় যেন এটা কোন দেবমন্দির।

গৃহস্বামী এণ্ডুকে অভ্যর্থনা করিয়া নিজের পাশে বসাইলেন। স্পেরান্স্কির পরিবার বলিতে তিনি নিজে এবং তাঁহার ছোট্ট একটি মেয়ে—তাছাড়া মেয়ের শিক্ষয়িত্রী—ছোট পরিবার। আজিকার ভোজ-সভায় বাহিরের জনকয়েক ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন।

এণ্ডুকে পাশে বসাইয়া স্পেরান্স্কি বলিল—"সত্যি আপনাকে পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে। হাঁ ভালো কথা, খাওয়াদাওয়ার সময় ষোলো আনা স্বাধীন আমরা—এখানে এইসব আজেবাজে রাজনীতির কথা মোটেই চলবে না, তা বলে রাখছি!" বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

স্পেরান্স্কি বড় রাজনীতিবিদ সত্য কথা, কিন্তু দিনরাত ওই কচকচি তাঁহার ভালো না লাগিবার কথা। তাঁহার বন্ধুরাও নানান্ গল্প করিতে শুরু করিয়া দিয়াছেন। অবিশ্রাম গল্প, একজন থামে ত আর একজন তার জের

টানিয়া চলে। গল্পগুলি অধিকাংশই রাশিয়ার হোমরাচোমরা লোকেদের নিন্দাবাদ, বিদ্রূপ-মিশ্রিত। কার কি মুদ্রাদোষ আছে, কে কি রকম বড় বড় কথা বলিতে পাইলে আর কিছু চায় না—এই সব লইয়া আলোচনা করিয়া সকলেই খুব আনন্দ পাইতেছে। শেয়ানস্কি নিজেও এই জাতীয় সভার রসিকতায় রস পান দেখিয়া এগু দমিয়া যায়। তাঁহার সম্বন্ধে তার যে শ্রদ্ধা ছিল তাহা যেন খানিকটা খর্ব হয়। তাহার মনের সেই স্বপ্ন-রহস্যময় শেয়ানস্কির কল্পিত মূর্তির সঙ্গে এই সামাজিক মানুষটির পার্থক্য এত বেশি যে এগুর কাছে এই সংসর্গটুকুও অসহ্য বোধ হইতেছে। তবে এও ঠিক যে এখানে যেসব কথা চলিতেছে তাহা রুচিসম্মত নহে এমনও নয়, অথবা কাহারও বিরুদ্ধে অন্যায় মিথ্যা দোষারোপ করা হইতেছে বলিলেও ভুল হইবে। তবু এগু থাকিতে পারিল না, খাওয়াদাওয়ার পর সর্বাগ্রে ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িল।

তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া গৃহস্বামী বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিলেন—"এরই মধ্যে কি এমন দরকারী কাজ আছে ?"

প্রিন্স এগু জবাব দেয়—"এক জায়গায় দেখা করতে হবে, বিশেষ দরকার।"

সোজাসুজি বাড়ি ফিরিয়া এগু সোফায় গা ঢালিয়া দিয়া আপনার মনে অনেকদিন পরে চিন্তা করিতে লাগিল। আজ চার মাস ধরিয়া এখানে বসিয়া সে কি করিল ? যে কাজের জন্য সে এখানে আসিয়াছিল তাহা কোথায়, কোন্ দূরে চলিয়া গিয়াছে! তাহার প্রস্তাবিত সামরিক আইন প্রবর্তনের কথা এখন সে নিজেই কি মনে করিয়া বসিয়া আছে ? তাহার বদলে কি সব আজেবাজে কাজে ভাসিয়া বেড়াইতেছে তাহার ঠিক নাই। যে সমিতি সম্রাটের কাছে তাহার পাণ্ডুলিপি পাঠাইবে বলিয়া কথা দিয়াছিল তাহার দ্বারা আর কোনো ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব নয়, কারণ সম্রাটের কাছে আর একজনের খসড়া পাঠানো হইয়াছে, সে খসড়া যদি অর্থহীন, ভিত্তিহীন হয় তবু এগুরটি পাঠাইবে না এই সমিতি। এই সমিতির একটি অধিবেশনে এগু একদিন উপস্থিত ছিল, সমিতির সদস্যদের মধ্যে বার্জও একজন পাণ্ডা। কাজেই সে সমিতির কাছে এর চেষ্টা আর কি আশা করা যায়! সমিতির আলোচনা-সভায় বড় বড় বাঁধা বুলি ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। সভ্যরা কেউ কোনো কথা তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করে না।...আস্তে আস্তে তাহার মনে পড়িয়া যায় তার সেই নিভৃত পল্লীর কোলাহলবিহীন দিনগুলির কথা, আরো অনেক—অনেক কথাই তাহার মনে পড়ে আজ।

পরদিন এণ্ড্রু কয়েক জায়গায় দেখা করিতে গেল—অবশ্য তার মধ্যে রোস্তভদের বাড়িও গেল সে। বল্ নাচের দিন যে পরিচয়টুকু নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাকে ঘনিষ্ঠ করিবার জন্য এণ্ড্রু মনে মনে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল—বিশেষ করিয়া যে মেয়েটি তাহাকে সেদিন বিস্মিত এবং মুগ্ধ করিয়াছে তাহারই আকর্ষণে সে আজ এখানে আসিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে নাতাশার সঙ্গে প্রথমেই তাহার দেখা হইয়া গেল—আশ্‌মানী নীল রঙের জামাটা পরিয়া যেন নাতাশাকে সেদিনের চেয়েও আজ অনেক ভালো দেখাইতেছে। বাড়ির আর সকলেও এণ্ড্রুর সহিত আত্মীয়জনোচিত ব্যবহার করিল, যেন দীর্ঘদিনের পরিচয় তাহার এই পরিবারের সকলের সঙ্গে। এতদিন এণ্ড্রু যাহাদের মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে আজ তাহারা প্রত্যেকে তার কাছে সুন্দরের রূপ ধরিয়া আসিয়াছে। এ বাড়ির সকলেই যেন অসাধারণ রকমের ভালো;—কাউণ্টের আন্তরিক আতিথেয়তাটুকুও এণ্ড্রুর মনকে নরম করিয়া দিয়াছে। তিনি বার বার তাহাকে প্রত্যহ আসিবার জন্য বলিয়া দিয়াছেন।

এণ্ড্রুর মনে হয়—"এরা সত্যিই ভালো তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু নাতাশার মত মেয়ের যে কী মূল্য তা এরা কেউ বোঝে না। সে বুদ্ধি, সে দৃষ্টি এদের নেই। ওর মন ত সহজে ধরা দেয় না—কারণ সহজে ওই ধরণের জীবনের উদ্দাম প্রাণময়তা দেখতে পাওয়া যায় না। আর যা আমরা দেখতে পাই না তাকে চিনতে পারব কেমন করে? এদের সমস্ত পরিবার যদি একটা পুকুর হয় তবে নাতাশা সেখানে আপনি ফোটে পদ্মফুল⋯এদের এই পটভূমিতে ওর উদ্ধত বিকাশ যেন অভিনব ছন্দ এনে দিয়েছে—প্রতিভাত করে তুলেছে ওর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে।"

এণ্ড্রুর কেবলই আশা হয়, হয়ত বা সে এমন একটা কিছু অনুভূতি লাভ করিবে যা কখনও তার জীবনে ঘটে নাই—নূতন কিছু, সুন্দর কিছুর আশায় সে যেন সজাগ হইয়া উঠে। সেদিনের বিনিদ্ররজনীতে যে আনন্দবেদনার আভাস তার মনকে অভিভূত করিয়া দিয়াছে, সেই চন্দ্রালোক-বিধৌত স্তব্ধ নিশীথে যে সঙ্গীত দোলা দিয়া তাহাকে অর্দ্ধজাগ্রত করিয়াছিল, সেই সুর যেন আবার আরও গভীর হইয়া, মূর্ত হইয়া উঠিতেছে।

নাতাশা তাহার অনুরোধে গান গাহিল। একটা জানালার ধারে বসিয়া একটি মেয়ের সঙ্গে যা গল্প করিতে করিতে এণ্ড গান শুনিতেছিল। কথা-

বলিতে বলিতে সহসা সে চুপ করিয়া গেল—মনে হইল তাহার গলা বাহিয়া উপর দিকে কী যেন একটা ঠেলিয়া উঠিতেছে। তাহার কথা কহিবার শক্তি নাই, চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে, ভালো করিয়া কিছু দেখিবার ক্ষমতা তাহার হারাইয়া গিয়াছে। সে এক অপূর্ব আনন্দময় অনুভূতি! প্রাণের আবেগ আনন্দময় হইলেও যে এই রকম অশ্রুসজল হয় এণ্ড্রু তাহা এর আগে জানিত না। তাহার মনে হইল সমস্ত অন্তর গুমরাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে। এ ক্রন্দন বেদনার কি আনন্দের এণ্ড্রু ভালো করিয়া বুঝিতে পারিতেছে না। তাহার পত্নী লিশার স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতেছে বলিয়া হয়ত তাহার এই অনুভূতি কিংবা নূতন করিয়া জীবনের আনন্দ জয়গানের সঙ্গে আপনাকে মিলাইতে পারিয়াছে বলিয়া এই আনন্দাশ্রু? হয় ত বা দুই কারণেই।

গান শেষ হইলে নাতাশা যখন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেমন লাগল" তখনই সঙ্গে সঙ্গে তাহার জবাব দিতে পারিল না। শূন্য দৃষ্টিতে সে চাহিয়াছিল নাতাশার মুখের পানে। নাতাশাও কথাটা বলিয়া ফেলিয়া ভাবিল, এ প্রশ্নটা করা ঠিক হয় নাই, এণ্ড্রু যদি কিছু মনে করে।

এণ্ড্রুর হাসিতে তাহার সংশয় দূর হইল, এণ্ড্রু বলিল—"তোমার গান সত্যিই খুব ভালো লাগল—যেমন তোমার আর সব কিছুই ভালো লাগে।"

এণ্ড্রু সেদিন অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরিল।

রাত্রে অভ্যাসমত সে বিছানায় শুইয়া পড়িল বটে কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই ঘুম হইল না। সে আবার উঠিয়া আলো জ্বালিয়া খানিকক্ষণ পায়চারি করিল। তারপর সে আলো নিভাইয়া পুনরায় শুইয়া এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল, ঘুম আসিল না কিছুতেই।

এণ্ড্রু নাতাশার কথা ভাবিতেছিল না। এই সময়ে তাহাকে কেহ দেখিলে মনে করিত যে, সে বুঝি এইমাত্র কোনো অন্ধকূপ হইতে মুক্তি পাইয়াছে। সে যেন এই অনন্ত আকাশ, ধরণীর আলো এবং বাতাস প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিবার জন্য উন্মুখ। কপালে তাহার বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়াছে। সহসা সে এক অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে নিজেকে মুক্ত দেখিয়া কী যে করিবে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না।

একবার তাহার মনে হইল—"আমি এখানে কেন আছি? কি আমার উদ্দেশ্য? অকারণে এতদিন ধরে কি মোহে ঘুরে বেড়াচ্ছি? যদি আমি এই

রাজতন্ত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করি ত তা দিয়েই বা কি লাভ হবে? আমার সামনে এই বিরাট বিশ্ব পড়ে থাকতে কেন এইটুকুর মধ্যে এদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে অযথা আমার জীবনীশক্তির অপব্যয় করব? আনন্দ নিয়েই জীবনের জয়যাত্রা, আমি সেই মুক্তির আনন্দ পেতে চাই। না—যশ নয়, সম্মান নয়, প্রতিষ্ঠা নয়, অর্থ নয়—কিছু নয়, শুধু আনন্দ—আনন্দের নব নব রূপ আমার জীবনকে বিচিত্র বিকাশের সুযোগ এনে দেবে। আমি তাই চাই।" এণ্ড্রু মনে মনে ঠিক করিয়া ফেলিল, প্রথমে সে তার ছেলের জন্য একজন ভালো গৃহশিক্ষক আনিবে, ছেলেটির সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। ছেলের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াই সে চাকুরি ছাড়িয়া বিদেশে যাইবে। দেশভ্রমণের মত আর কিছু নাই। সে যাইবে ইংলণ্ডে, সুইৎসার্ল্যাণ্ডে, ইতালীতে—"আমার স্বাধীন মুক্ত জীবনকে অনুভব করবার জন্য, আমার যৌবনকালকে দেখবার জন্য দেশে দেশে দেখে দেখে বেড়ানো চাই। পিটার ঠিকই বলেছে—'আনন্দ পেতে গেলে আমাদের সব আগে সেই আনন্দের অস্তিত্ব মেনে নিতে হবে।' এখন আমি সত্যিই বিশ্বাস করি, জীবনে আনন্দই একমাত্র কাম্য এবং সাধ্য। যারা চলে গেছে—সে অতীত সুপ্ত হোক, লুপ্ত হোক বিস্মৃতির যবনিকার অন্তরালে, কতটুকুই বা গেল! যা আমি হারিয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি আছে, সে তো সামান্য নয়, তাকে তুচ্ছ করা চলে না। আমরা বেঁচে আছি—আনন্দই জীবন।"

পিটারের সঙ্গে কর্ণেল বার্জের আলাপ আছে কারণ মস্কাউ অথবা পিটার্সবার্গের সকলের সঙ্গেই তাহার অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। কর্ণেল বার্জের অতিসন্তর্পণে রক্ষিত পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিয়া, সম্রাটের ছাঁদে সরু করিয়া দাড়ি কামাইয়া সে বেজুখভের বাড়ি দেখা করিতে গেল। প্রথমে সে কাউণ্টেসের সঙ্গে দেখা করিল, কিন্তু বিফলমনোরথ হইয়া শেষে কাউণ্টের কাছে হাজির হইয়া বলিল, "আমি আপনার স্ত্রীকে অনুরোধ করেও কিছুতেই তাঁকে রাজি করাতে পারলাম না। ভাবলাম, দেখি শেষে আপনার কাছে ভরসা পেতে পারি—"

—"আপনি কি বলতে চান কর্ণেল? বলুন, আমাকে দিয়ে যদি কোনো কাজ হয়, আমি তা করব।"

বার্জ সোৎসাহে বলিতে লাগিল, "আমরা নতুন সংসার পেতেছি—এখন ইচ্ছে আমার আর আমার বৌ-এর কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে একদিন নেমন্তন্ন করি। কাউণ্টেসের কাছে শুধু বলেছিলাম অনুগ্রহ করে তিনি আর আপনি যদি আমাদের ওখানে গিয়ে একটু চা খান, আর একটু জলযোগ—।" বলিতে বলিতে তাহার চোখে মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

হেলেনের কাছে বার্জ বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই কারণ তাহাকে হেলেন মোটেই অভিজাত বলিয়া স্বীকার করে না। তাই মুখের উপর সাফ জবাব দিয়া দিয়াছে। কিন্তু পিটারকে সে খোলাখুলি ভাবে বলিল যে "আমি জীবনে কোনোদিন জুয়ো খেলিনি, হিসেব করে চলি কি হাত—তার কারণ বরাবর আমার আশা ছিল সমাজে সকলের সঙ্গে মিশবার অধিকার আমি পাবো। আমি যে এই ভোজের বন্দোবস্ত করছি এতে আমাদের ভবিষ্যতের পারিবারিক জীবন মধুর ছন্দে চলবে। এইদিনটাই যেন সেই সম্মুখের জীবনটা আরম্ভের দিন।"

সে কথাগুলি এমনভাবে বলিল যে পিটারের আর না বলিবার উপায় ছিল না।—তাহাকে নীরব দেখিয়া বার্জ আবার অমায়িক ভাবে বলিল—"আর আমাদের রাত হবে না—আটটার সময়। আমাদের একজন সেনাপতিও থাকবেন। ভদ্রলোক আমায় খুব ভালোবাসেন। তাস খেলাও ইচ্ছে করলে চলতে পারে। তা হলে ওই কথাই রইল, এঁ্যা?"

অন্যান্য ক্ষেত্রে পিটার সাধারণতঃ দেরি করিয়া ফেলে, কিন্তু বার্জ-এর বাড়ির নিমন্ত্রণ রক্ষার বেলায় সে নির্দ্ধারিত সময়ের কিছু আগেই সেখানে হাজির হইল। ওদিকে বার্জ আর তার স্ত্রী ভেরা গোছগাছ সারিয়া বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া অতিথিদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ঘরখানি আলো দিয়া সাজানো হইয়াছে। বার্জ ভেরার পাশে বসিয়া আছে—ঘরের প্রত্যেকটি আসবাবের মতই তার পোশাকটিও আনকোরা নূতন। সে গম্ভীর ভাবে স্ত্রীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিল যে কি জন্য সমাজে 'তা বড় তা বড়' লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করা অবশ্যকর্ত্তব্য—"এইজন্যে, শুধু এইজন্যেই আমি আজ চাকরীতে এতখানি উন্নতি করেছি—ওদের সঙ্গে মিশলে অনুকরণ করবার অনেক জিনিস পাওয়া যায়। আর আমার সঙ্গে যারা ঢুকেছিল, দেখলে, আজও তারা সেই কোন্ তলায় পচ্ছে।" বার্জ সর্ব্বদাই কোনো কিছু হিসাব করিতে হইলে তাহার চাকুরীর উন্নতির কথা পাড়িয়া বসে, কখনও বাস বৎসর ধরিয়া

কথা সে বলে না। সে স্ত্রীর পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলে—"বলতেই বা দোষ কি—আমার কথায় একটা সেনাদল ওঠে বসে, আর তোমার মত মেয়েকে আমি প্রিয়তমা বলতে পারি—এ বড় কম কথা নয়।…কি করে এতগুলো আশ্চর্য ব্যাপার সম্ভব হ'ল জানো? শুধু আমার মেলামেশার গুণে, অবিশ্যি নিয়মমত কাজও করতে হয়েছে বই কি!"

বার্জ হাসিল সগর্বে। সে ভালো করিয়াই জানে যে, ভেরার মত একটি মেয়ে তার কাছে খেলনার মত—তাহাকে সহজেই নিজের আয়ত্তে রাখা যায়, তবু দু'চার কথা বলিয়া তাহাকে খুশি করিতে আপত্তি কি! সে ত ভালো করিয়াই জানে যে, ভেরার চেয়ে সে নিজে কত বেশি বুদ্ধিমান এবং শক্তিশালী। সে হাসিল নিজের উদারতার জন্য। ভেরাও হাসিল, তাহার ওষ্ঠেও সেই একই ভাব ব্যক্ত হইয়াছিল। ভেরার বিশ্বাস যে বার্জ আর পাঁচজন পুরুষের মতই নিজের বুদ্ধিসম্বন্ধে আস্থাবান অথচ সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা-হীন। স্বামীকে বোকা ভাবিয়াই ভেরা খুশি হইয়া উঠে। তাহার নিজের অসামান্য সূক্ষ্ম বুদ্ধি এবং রুচিবোধের প্রশংসায় আত্মপ্রসাদ লাভ করে সে।

তাহাকে বাহুবেষ্টনে জড়াইয়া বার্জ একটু আদর করিতেছিল, অবশ্য খুব সন্তর্পণেই সে আদর করিতেছিল, পাছে জামার কোনো ঝালর ছিঁড়িয়া যায় এই আশঙ্কাই তাহার সবচেয়ে বেশি। সে ভেরার ঠোঁটের ঠিক মাঝখানে একটি চুম্বন আঁকিয়া দিতেছে এমন সময়ে খবর আসিল যে পিটার আসিয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে।

বার্জ স্ত্রীকে বলিল—"এই দেখ, এইজন্যেই বলি যে, লোক বেছে মিশ্‌তে হয়।"

তাহাদের উভয়ের মুখেই হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরস্পর সহাস্য দৃষ্টি-বিনিময় করিয়া নিজের কৃতিত্বের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিল।

ভেরা বার্জের হাত ধরিয়া বলিল—"তুমি কিন্তু আমার কথায় বাধা দিও না—ওই একটা তোমার ভারি বিশ্রী বদ্-অভ্যাস, মিনিটে মিনিটে আমার কথার মধ্যে কথা বলা—বল আজ ওরকম করবে না! আমিও জানি কেমন করে লোকের সঙ্গে কথা বলতে হয়, কোন্ কথায় কে রস পায়।

বার্জ বলিল—"একটা কথা কি জানো, পুরুষেরা মাঝে মাঝে গুরুতর কিছু নিয়ে আলোচনা করা পছন্দ করে।"

ইতিমধ্যে পিটারে সে ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া

বাড়ির তরুণ কর্তা এবং নূতন গৃহিণী দু'জনে যেমন খুশি হইল তেমনি ব্যস্ত হইয়া পড়িল—কোথায় অতিথিকে বসাইবে, কি বলিয়া অভ্যর্থনা করিবে এই ভাবিয়াই অস্থির। আর পিটারও একটু বিভ্রান্ত হইয়াছে বই কি,—ঘরটি ছোট এবং আসবাবপত্র, চেয়ার-টেবিল, সোফা সব এমন করিয়া সাজানো আছে যে সেগুলিকে অক্ষত অবস্থায় রাখিয়া সে-ঘরের মধ্যে একপাও চলাফেরা করিবার উপায় নাই। বার্গ তাড়াতাড়ি এটা ঠেলিয়া, ওটা সরাইয়া পিটারের পথ করিয়া দিল।

আজিকার উৎসবের এই আরম্ভ দেখিয়া কর্তাগৃহিণী দু'জনেই বেশ আশান্বিত হইয়া উঠিতেছিল। আশ্চর্য, তাহাদের বাড়িতে শেষ পর্যন্ত আর পাঁচটা বড়লোকের বাড়ি যেরকম 'পার্টি' হয় ঠিক সেই রকমই হইবে!

ভেরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিয়া ফেলিল যে পিটারের সঙ্গে ফরাসীদের সঙ্গে রাশিয়ার বর্তমান সম্পর্ক লইয়া আলাপ করাই ভালো হইবে। দু'চারটা কথা সে জুড়িয়া দিতেই বার্গ বাধা দিয়া আলোচনার ধারা পাল্টাইয়া দিল—তাহার বিশ্বাস অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধ-সম্পর্কিত আলোচনাই গুরুত্বপূর্ণ হইবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মনে মনে চটিয়া গেল—কিন্তু তর্কটা যখন জমিয়া উঠিয়াছে তখন দু'জনেই দেখিল যে আর পাঁচজায়গার মতই বেশ জমাট আলোচনা হইতেছে। ইহাতে খুশি না হইয়া পারিল না তাহারা।

একটু পরে বোরিস আসিল। তাহার আচার-ব্যবহারে বার্গের প্রতি অনুকম্পাই সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নিতান্তই স্নেহের পাত্র বার্গ, তাই যেন সে না আসিয়া পারে নাই—এই ভাব। তাহার কিছুক্ষণ পরে আসিলেন সস্ত্রীক একজন কর্নেল—তারপর যোস্তভ্‌রা। বাস্তবিক উৎসবের রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে সবটা জড়াইয়া। আনাগোনা, জামাকাপড়ের খস্‌খস্‌ শব্দ, কথার টুক্‌রা, হাসির ঝলক, আদর অভ্যর্থনার দু'একটি কথা—ভেরা ও বার্গের ঈপ্সিত উৎসবের ছবিটিকে যেন সত্যকার রূপ দান করিয়া তাহাদের মনে খুশির জোয়ার বহাইয়া দিয়াছে। তাহারা পূর্ব মুহূর্তেও ধারণা করিতে পারে নাই যে তাহাদের অধিনায়কত্বে এই রকম একটা উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে।

তাহারা মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করে। বার্গ ভাবে যে, যে যে বুদ্ধির সাহায্যে চাকুরীতে এতখানি উন্নতি করিয়াছে আজও সেই বুদ্ধিই জয়ী হইল। আর ভেরা ভাবে যে আজ এতগুলি লোককে এমন মধুরভাবে

আপ্যায়িত করা একমাত্র সে বলিয়াই পারিল—বার্জ একেলা থাকিলে দুর্গতির আর শেষ থাকিত না, বার্জের বুদ্ধিতে অমুক কাজটি ভাগ্যিস সে করে নাই।

তাস খেলা চলিতেছে। একদিকে পিটার আর আজিকার বিশিষ্ট অতিথি সেনাপতি মহাশয় এবং অপর দলে কাউণ্ট রোস্তভ্ ও কর্ণেল সাহেব। ওদিকে মেয়েদের দল বসিয়া গল্প করিতেছে। ভাগ্যক্রমে পিটারের ঠিক সামনে বসিয়া আছে নাতাশা। সেদিনের বল্ নাচের পর আজই প্রথম সে নাতাশাকে দেখিল। নাতাশা বিশেষ কথাবার্তা বলিতেছে না, কিরকম যেন গম্ভীর এবং অন্যমনস্ক সে। তাহার চেহারা যেন কেমনধারা হইয়া গিয়াছে, তবে তার সেই স্বাভাবিক মাধুর্য্যটুকু যেন আজ বেশি করিয়া চোখে পড়িতেছে —উদাসীন্যের সঙ্গে এর কোনো একটা যোগ আছে বলিয়া পিটারের সন্দেহ হয়। নাতাশার একটা কিছু হইয়াছে বোধ হয়। নাতাশা তাহার দিদির পাশে বসিয়া বোরিসের সঙ্গে গল্প করিতেছে। ঠিক গল্প করা বলা যায় না, কারণ বোরিসই বকিতেছে, মাঝে মাঝে এক-আধ কথায় তাহার জবাব সারিয়া নাতাশা আবার মৌন হইয়া যাইতেছে। বোরিসের দিকে নাতাশা একবারও মুখ তুলিয়া চাহিতেছে না, পিটার তাহা লক্ষ্য করে—নাতাশাকে এর আগে কখনও এত অন্যমনস্ক ত দেখিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না পিটারের।...পর পর পাঁচবার হারিয়া যাওয়াতে জেনারেল সাহেব তাহার সঙ্গে আর খেলিতে রাজি হইলেন না। ঠিক এই সময়ে বাহিরে কাহার পদধ্বনি শোনা গেল, পরক্ষণেই এণ্ড্রু আসিয়া ঢুকিল। নিজের অজ্ঞাতেই পিটারের দৃষ্টি পড়িয়াছিল নাতাশার মুখের উপর—সে অবাক হইয়া গেল,—এ কী! নাতাশার চোখে মুখে, সমস্ত সত্তায় যেন পুলকের সঞ্চার দেখা দিয়াছে।—নাতাশা খুশিতে ভরিয়া উঠিল যে! তাহার মুখের সে লজ্জারক্ত দীপ্তি পিটারের দৃষ্টি এড়াইয়া গেল না। নাতাশার উদ্বেল নিশ্বাস যেন এখনই সকলের কাছে ধরা পড়িয়া যাইবে, সে কিছুতেই যেন আপনাকে সংযত রাখিতে পারিতেছে না। তাহার সামনে আসিয়া এণ্ড্রু যখন দাঁড়াইল, তাহার চোখের চাহনীর মধ্যেও স্নেহরসধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। এতক্ষণ নাতাশা আপনার অন্তরে যে আকুলতা গোপন করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল এণ্ড্রু আসিয়া দাঁড়াইতেই সে নিজেই যেন সেই আকুল অভিব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সমস্ত আকুলতা যেন ধরিয়া কি যেন বলিতে চায়।—পিটার অবাক হইয়া যায়,

এ কী হইল! কলনাচের মাঝে নাতাশার যে উজ্জ্বল শিখার মত দীপ্ত রূপ সে দেখিয়াছে এক মুহূর্তে শুধু এণ্ড্রুর আগমনে সেই রূপ জ্বলিয়া উঠিল!

এণ্ড্রু তাহার কাছে আসিতে পিটার দেখিল এণ্ড্রুও যেন বদলাইয়া গিয়াছে। এত সুন্দর দেখাইতেছে আজ তাহাকে,—সে যেন আবার নবযৌবন লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার চোখে মুখে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের ব্রীড়াহীন বিকাশ। তাসের আড়ালে বসিয়া পিটার শুধু এই দুটি প্রাণীকে দেখিতে লাগিল। আর কোনো দিকে মন দিবার মত অবস্থা তাহার নাই। সে বুঝিতে পারিল উহাদের মধ্যে নূতন কোন সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। মাঝে মাঝে উহাদের দিকে চাহিয়া এবং নিজের বিবাহিত জীবনের কথা মনে পড়িয়া সে কেবলই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল। তাহার মনে আনন্দ-বেদনার অনুভূতি যেন পাশাপাশি চলিয়াছে—একদিকে তাহার নিজের দাম্পত্য জীবনের চিত্র আর তাহার পাশে সামনের এই দুটি হৃদয়ের ছবি।... পিটার ভুলিয়া যায় খেলার কথা। অবশেষে ছ'বার হারিবার পর পিটারের ছুটি মিলিল, জেনারেল সাহেব মুক্তকণ্ঠে বলিলেন—"এরকম কাঁচা খেলোয়াড় আর দেখিনি মশাই।"

ওদিকে তরুণ-তরুণীদের আসরে গল্প চলিতেছে—বোরিস, সোনিয়া, নাতাশা, ভেরা আর এণ্ড্রু। ভেরাও লক্ষ্য করিয়াছে নাতাশাদের ব্যাপারটা, তাই আকারে ইঙ্গিতে সে কথাটা বুঝাইবার জন্য সে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আলোচনাটা টানিয়া আনিল মেয়েদের ভালোবাসার প্রসঙ্গে। পিটার আসিতেই সে বলিল—"এই যে আপনি এসেছেন, ভালোই হয়েছে, আচ্ছা এ সম্বন্ধে আপনার মত কি? আপনার কি বিশ্বাস যে নাতাশা আর পাঁচজন সাধারণ মেয়ের মত কোনো একটি বিশেষ মানুষকে ভালোবাসবে, মানে চিরদিনের জন্য ও একটি পুরুষের মন নিয়ে খেলা করে আনন্দ পাবে? ও ত আর সাধারণ মেয়ে নয়, আমি দেখেছি ওর কতগুলো অদ্ভুত রকমের ধরণ-ধারণ, তাই আমার এ সন্দেহ। অবশ্য কাউণ্ট বেজুখভ্, আপনিও ওকে অনেকদিন দেখেছেন তাই জিজ্ঞাসা করছি। মানে সত্যকার প্রেমের রূপই হচ্ছে—যাকে আমি ভালোবেসেছি তাকে সারাজীবন ধরে বাসব।"

আরও অনেক কথাই ভেরা বলিত কিন্তু পিটার তাহার কথা শেষ হইবার আগেই বলিয়া বসিল—"দেখুন, একথার জবাব আমার পক্ষে দেওয়া কঠিন। আমি কতটুকুই বা জানি ওকে, বিশেষ করে এইরকম একটা সূক্ষ্ম বিচারের

ব্যাপারে মতামত দেওয়াও সহজ নয়। অবশ্য একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যায় যে যারা দেখতে তেমন ভালো নয় সেই সব মেয়েই একটু বেশি বিশ্বাসযোগ্য তাদের স্খলনের সুযোগ ওপরপড়া হয়ে আসে না বলেই—।"

—"খুব ঠিক কথা, কিন্তু আমাদের কালে"···বলিয়া ভেরা এমন ভাব দেখাইল যে তাহাদের সময়টা অনেক কালের কথা এবং সে সময়ে আধুনিক যুগের মত অবাধ মেলামেশার বিবিধ সুযোগ একেবারেই ছিল না। সে বলিল—"আমাদের কালে এখনকার মত কথায় কথায় ছেলেদের সঙ্গে দেখাশুনো হ'ত না। তবে এখন সেসব নেই। আমি দেখছি কি জানেন, নাতাশাকে পাবার জন্যে কত ছোকরাই যে ঝুঁকে পড়েছে আজ পর্য্যন্ত—কিন্তু ওকে জয় করা অত সহজ নয়। এই ত বোরিস, যেমন রূপ, তেমনি ওর আজকাল দু'পয়সা হয়েছে—।" বলিয়া ভেরা এণ্ড্রুর দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি বোরিস্‌কে চেনেন ত প্রিন্স?"

—"হাঁ আমার সঙ্গে ওঁর আলাপ আছে।"

—"সে নিশ্চয় আপনার কাছে ওদের ছেলেবেলার প্রেমের গল্প করেছে? নাতাশাকে ও ছেলেবেলা থেকে ভালোবাসে তা জানেন ত?"

"তাই নাকি, ছেলেবেলা থেকে—।" বলিতে গিয়া এণ্ড্রুর মুখ লাল হইয়া গেল।

—"আর জানেনই ত লোকে বলে মাসতুতো পিসতুতো ভাইবোনদের বন্ধুত্ব খুব বিপদের কথা।"

—"নিশ্চয় নিশ্চয়!" বলিয়া এণ্ড্রু জোর করিয়া হাসিল। পরক্ষণে সে পিটারের দিকে তাকাইয়া কথার ধারা বদ্‌লাইবার জন্য বলিল—"দেখো, তোমার সেই তিনটি বোন্‌কে বাঁচিয়ে চ'ল।"

পিটার সে কথাটা মোটেই শোনে নাই, নাতাশার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল—"কি ব্যাপার?" তারপর একটু থামিয়া গিয়া বলিল—"আমি তোমাকে আমাদের হাতের দস্তানা সম্বন্ধে একটা কথা বলব ভাবছিলাম। না, থাক, আর একদিন হবে—না, :না, না থাক।" সে যেন বলিতে চাহিতেছিল তাহাদের মুক্তিদূত সম্প্রদায়ের একটি প্রথা আছে—যে রমণীকে ভালোবাসার যোগ্য বলিয়া মনে হয় তাহাকে একটি দস্তানা উপহার দিতে হয়।

পিটার বিচলিত হইয়া বলিল—"না, আচ্ছা সে পরে হ'বে।" তাহার চোখে যে প্রখর উজ্জ্বলতা নাতাশা দেখিল তাহা ইতিপূর্ব্বে আর দেখে নাই।

তাহার চাহনীটুকুই যেন সব গোপন কথা ব্যক্ত করিয়া দিল। নাতাশার পাশে বসিয়া কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিল—জবাব দিবার সময় নাতাশাকে কি রকম সুন্দর দেখাইতেছে পিটার শুধু তাহাই দেখিতে লাগিল। কিন্তু বার্জ আসিয়া ধরিয়া বসিল পিটারকে—"চলুন, চলুন ওদিকে কর্ণেল আর জেনারেল সাহেবের মধ্যে স্পেনের রাজনীতি নিয়ে বেশ তর্ক চলছে।"

বার্জের আনন্দ আর ধরে না, কত বড় বড় লোকের বাড়িতে পার্টি থাকিলে যেরকম তাসখেলা হয় তাহার এখানেও সেইরকম হৈচৈ করিয়া তাস খেলা হইতেছে, মেয়েরা আজেবাজে কথা লইয়া গুঞ্জন তুলিয়াছে, ওপাশের উনুনের উপর কেক সাজানো আছে স্তূপাকারে, ইচ্ছা করিলে সবাই খাইতে পারে।—একমাত্র অভাব বার্জ-এর চোখে পড়িয়াছিল যে, কোনো গুরুতর রাজনীতিক সমস্যা লইয়া কেহ তেমন মাথা ঘামাইতেছে না···কিন্তু তার সেটুকু ক্ষোভও দূর হইল যখন জেনারেল সাহেব স্পেনের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি লইয়া আলোচনা শুরু করিলেন। অমনি বার্জ ব্যস্ত ভাবে পিটারকে ডাকিতে ছুটিয়া আসিয়াছে। এক কথায় বার্জ-এর বাড়ির উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইল সব দিক দিয়া।

পরদিনও নাতাশার সঙ্গে এণ্ড্রুর দেখা হইল। কাউণ্ট রোস্তভের আন্তরিক আহ্বানটুকু অস্বীকার করিতে না পারিয়াই বোধ হয় এণ্ড্রু সন্ধ্যার সময় নাতাশাদের বাড়ি আসিয়াছে। অবশ্য সে যে কিজন্য আসিয়াছে একথা সবাই জানে, প্রিন্স নিজেও সে কথাটা গোপন করিবার চেষ্টা করে নাই। নাতাশা খুশির জোয়ারে ভাসিতেছে— এণ্ড্রুর কাছে থাকার মত আনন্দ আর কিছুতেই নাই, তার মনে হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে কি যেন একটা সমস্যার সঙ্কেত নাতাশাকে চঞ্চল করিয়া তোলে। একটা প্রশ্ন বার বার নাতাশার মনে উঁকি দিয়া যায়—কথাটা যেন বুঝিয়াও নাতাশা বুঝিতে চায় না।···

রাত্রে এণ্ড্রুর খাওয়ার কথা আজ এখানেই ছিল। আহারের পরও অনেকক্ষণ একথা-সেকথা চলিল। নাতাশার মা বারবার গম্ভীরভাবে এণ্ড্রুর মুখের পানে চাহিয়াছিলেন। এবং যখনই এণ্ড্রু তাঁহার কন্যাকে কোনো কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছে তখনই তিনি অন্য একটা নিতান্ত তুচ্ছ প্রসঙ্গ তুলিয়া সামলাইয়া লইতেছেন। সোনিয়াও নাতাশাকে একলা ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছে না, কি জানি আজ কেন তাহার মনে হইতেছে নাতাশা বুঝি বা

একলা থাকিতে পারিবে না। কি একটা কাজে সোনিয়া একবার মিনিটখানেকের জন্য উঠিয়া গিয়াছিল, তাহাতেই নাতাশার মুখ কি রকম শাদা বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এণ্ড্রু যাহা বলিতে চাহিতেছিল বার বার চেষ্টা করিয়াও সে কথা বলিতে পারিল না। অথবা কথাটা আজ বলা ঠিক হইবে কি না স্থির করিতে না পারিয়া চাপিয়া গেল।

এণ্ড্রু চলিয়া গেলে পরে নাতাশার মা চুপি চুপি মেয়েকে গলা খাটো করিয়া বলিলেন—"কি ?" চোখে তাঁহার অর্থপূর্ণ চাহনী।

নাতাশা লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, বিচলিত ভাবে বলিল—"মা তোমার দুটি পায়ে পড়ি, এখন আর কোনো কথা শুধিয়ো না—।" কিন্তু সেই রাত্রেই বিছানায় শুইয়া নাতাশা মায়ের কাছে সব কথা বলিল। বলিতে বলিতে উত্তেজনায় তাহার মধুর কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল। চোখের দৃষ্টি তাহার বিহ্বল। "মা গো সত্যি বলছি, তুমি বিশ্বাস করো, এরকম ভালো লাগা আমার কোনো দিন লাগে নি। কত ছেলের সঙ্গে ত কথা বলেছি কিন্তু ওর কাছে থাকলে কিরকম যে হয় মা তোমায় কি বলব।···শুধু ভয় হয় এই ভেবে —এসবের মানে কি ? কেন এমন হয় মা! আমি এবারে নিশ্চয় সত্যি সত্যি—। তুমি ঘুমোলে নাকি মা ?"

—"না, রে পাগল মেয়ে। আমারও ত ভয় হয় মা ওই ভেবে···যাক, এখন শোওগে যাও, ঘুমোতে হবে যে, রাত হয়েছে।"

—"ঘুমো[illegible] তুমি কি যে বলো—অসম্ভব! আমার আজকে যেমন ভালো লেগেছে [illegible]টি যে আর কোনোদিন হয়নি মা···"

নাতাশার আজ মনে হইতেছে যে, সেই যেদিন তাদের দেশের বাড়িতে এণ্ড্রু প্রথম গিয়াছিল সেই দিন হইতেই সে নাতাশাকে ভালোবাসে। কিন্তু তবু আজিকার এই নবলব্ধ অনুভূতির পুলক শিহরণে তাহার দেহমন বার বার রোমাঞ্চিত হইতেছে। এত আনন্দ কোথায় ছিল!

নাতাশার মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বললে তোমায় ও ? তোমার খাতায় কি কথাগুলো লিখে দিলে আর একবার বলো দেখি ভালো করে।"

সে কথার জবাব না দিয়া মেয়ে বলিল, "আচ্ছা হ্যাঁ মা, যার বৌ মরে গেছে তাকে বিয়ে করা কি অন্যায় ?"

—"তুই ভারি জ্যাঠা হয়েছিস।" বলিয়া মা মেয়েকে কপট ভর্ৎসনার সুরে ধমকাইলেন, তারপর বলিলেন—"বিয়েতে কি আর মানুষের কোনো

হাত আছে মা, সবই ভগবানের দয়া। তাঁর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করো।"

—"মা সত্যি তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে, তোমায় বড্ড ভালোবাসি আমি, না মা? আমার কি আনন্দই যে হচ্ছে"—বলিয়া নাতাশা তার মাকে আদর করিতে লাগিল। আনন্দে, উত্তেজনায় জোরে জোরে কথা বলিয়া হাসিয়া রাত্রির স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তচ্‌নচ্‌ করিয়া দিল সে।

ঠিক সেদিন রাত্রেই এণ্ড্রু তাহার মনের কথা খুলিয়া বলিল পিটারের কাছে।

অবশ্য পিটারের পারিবারিক জীবন বর্ত্তমানে আরও দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। একে ত বল্‌নাচের রাত্রিতে তার স্ত্রীর কাণ্ডকারখানা দেখিয়া পিটার মনে মনে গুম্‌রাইতেছিল। তার উপর এক বিদেশী রাজকুমার আসিয়া জুটিয়াছে। লোকটা প্রায় দিনরাত বেজুখভের বাড়িতে পড়িয়া থাকে। কেবল হেলেনের সঙ্গে গল্প-গুজব আলোচনা ইত্যাদি লইয়া ভদ্রলোক ক্রমশঃ তাঁহার অবস্থানের সময়টি বাড়াইয়া লইতেছেন। ইতিমধ্যে বোধকরি উক্ত রাজকুমারের তদ্‌বিরেই পিটার রাজপরিষদের এক গুরুতর দায়িত্বভার পাইয়াছে। এ সম্মান সত্যই দুর্লভ কিন্তু তাহার বিনিময়ে রাজকুমারের অত্যধিক ঘনিষ্ঠতাটা তার চেয়ে বেশি দুঃসহ। উপরন্তু হেলেনের অতিথি-অভ্যাগতের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। এদিকে হেলেনের প্রতি কুমারের অখণ্ড মনোযোগ এবং তার সঙ্গে বাড়িটা পিটার্সবার্গের প্রধান সা[illegible] বৈঠকখানা হইয়া ওঠার ফলে পিটার যেন আরও মৌন হইয়া পড়িয়াছে। আগে অনেক সময় সে তার গম্ভীর আসরে বসিয়া থাকিত কিন্তু ইদানীং সেটা কমিয়া গিয়াছে। অবশ্য তাহাতে কাহারও কিছুই আসিয়া-যায় না।

পিটারের আগেকার সেই বিষাদময় মুহূর্ত্তগুলি আবার যেন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। এখন তাহার কেবলই মনে হয় যেন অত্যন্ত আত্ম-অবমাননার মধ্যে অনুগৃহীতের মত এই বাড়িতে থাকিতে হয়। আবার সে যখন নাতাশা আর এণ্ড্রুর নবোদ্‌গত প্রেমের কথা চিন্তা করে তখন যেন নিজের জীবনটা আরও বিষাক্ত হইয়া ওঠে। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস। তাহার জীবনও ত অমনি হইতে পারিত।...বার বার সে চেষ্টা করে কিছুতেই হেলেনের কথা ভাবিবে না কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই একই চিন্তা। আজকাল ধর্ম্মসভারের কাজ সে ইচ্ছা করিয়াই বেশি করিতেছে, কিন্তু সেদিকে যেন মন যায় না—

একটা বিরাট কালো দানবের মত দাম্পত্য-জীবনের ব্যর্থতা তাহাকে যেন আক্রমণ করিবার জন্ত সর্ব্বদা পিছু পিছু তাড়া করিয়া চলিয়াছে।· আগের মতই তার মনে হয় সব কিছুই তুচ্ছ, এ জীবনের কোনো মূল্য নাই—বার বার একটা প্রশ্ন তাহার মনে জাগে—"এর শেষ কোথায়?"

সেদিন রাত্রিতে স্ত্রীর আসর ছাড়িয়া পিটার যখন নিজের ঘরে ফিরিয়া আশ্রমের একটা কাজে মন দিবার চেষ্টা করিতেছে এমন সময় এণ্ড্রু আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া পিটার যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল— "আরে তুমি যে—দেখচ আমি কাজ করছি।" তাহার কণ্ঠস্বরে অন্তরের বেদনা বাজিয়া উঠিল। কিন্তু এণ্ড্রুর ওসব দিকে মন দিবার মত সূক্ষ্ম-দৃষ্টি তখন নাই। সে আপনার আনন্দে আপনি পরিপূর্ণ। এণ্ড্রু যখন বলিল যে, নাতাশাকে সে ভালোবাসে, তখন পিটারের অন্তস্তল হইতে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস নিঃশব্দে বাহির হইয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল। একটা সোফায় বসিয়া পড়িয়া বলিল—"সত্যি?"

এণ্ড্রু উচ্ছ্বসিতভাবে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে অনেক কথাই বলিল। তাহার আসল কথাটা এই যে, যেমন করিয়া হোক এণ্ড্রু নাতাশাকে বিবাহ করিবেই। পিটার বিচলিতভাবে পায়চারি করিতে করিতে বলিল,—"অবিশ্যি মেয়েটিকে একেবারে সবদিক দিয়ে অসাধারণ অমূল্য সম্পদ বলা যায়, যাক্ এখন আমি বলি কি, এ নিয়ে আর ভাববার কিছু নেই, তুমি চোখ বুজে বিয়ে কর। দেরি নয়—। [illegible] সুখের খবর আর কিছু নেই। আমার বিশ্বাস তোমাদের মত সুখী আর কেউ নেই।"

—"কিন্তু তার কথাটা?" বলিয়া এণ্ড্রু বন্ধুর পানে চাহিল।

—"আরে, সে তোমায় ভালোবাসে—"

—"যাঃ, ঠাট্টা করো না।" বলিয়া বিশ্বাস ও অবিশ্বাস মাখানো দৃষ্টিতে এণ্ড্রু পিটারের চোখের দিকে তাকাইল।

—"আমি বলছি সে তোমায় ভালোবাসে—আমি জানি।" বিরক্তিভরে জবাব দেয় পিটার।

—"শোনো বলি, আমার কথা সব তোমায় শোনাবো। আমার যে কি হচ্ছে তা তোমায় বলে বুঝানো শক্ত।" বলিয়া এণ্ড্রু পিটারের হাত ধরিয়া সজোরে ঝাঁকুনি দিল।

পিটারের সেই থমথমে ভাব কাটিয়া গিয়া এখন চোখে মুখে সরল সহজ সুন্দর দীপ্তি দেখা দিয়াছে, সে বলিল—"বড্ড কেন। আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি।"

এণ্ড্রু বলিল যে সে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে নাতাশাকে বিবাহ করিবে। তাহাতে তাহার বাবা রাগ করিলেও সে কোনো কথা শুনিবে না। অবশ্য কর্ত্তব্য হিসাবে বাবাকে একবার সে জানাইবে। কিন্তু তাঁহার মতামত যাহাই হোক না কেন, তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যাইবে না—সারাজীবন একটা লোকের মর্জি-মাফিক কোনো মানুষ চলিতে পারে না। আরও অনেক কথা সে ঝোঁকের মাথায় বলিল।

সে বলিল—"দু'দিন আগেও যদি কেউ বলত যে আমি এরকমভাবে প্রেমে পড়তে পারি তাকে আমি হেসে উড়িয়ে দিতাম, কিন্তু আমি যা কোনো দিন কল্পনা করতে পারিনি আজ তাই হ'ল। আমার কাছে বিশ্ব এখন দু-খানা হয়ে গেছে, যেন একদিকে সম্পূর্ণ নাতাশা, সেখানে আশা, আনন্দ, জ্যোতি—আর একদিকে যেখানে সে নেই সেখানে শূন্য। বিরাট শূন্যতা যেন হাঁ করে আছে—সেখানে জনমানব নেই, গভীর জমাট অন্ধকার⋯"

—"রাত্রির জমাট অন্ধকার, না? কালো মিশ্‌ মিশে—একেবারে শূন্য। হ্যাঁ, আমি তা জানি।" বলিয়া পিটার থামিয়া যায়।

—"আমার ওই আলো এত ভালো লাগে! আমি কিছুতেই ওকে ভালো না বেসে পারি না। যেন আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না। বুঝেছ? কি হে, তুমি নিশ্চয় খুশি হয়েছ?"

—"হাঁ, খুব। খুশি হয়েছি বইকি।" বলিয়া পিটার বন্ধুর মুখের পানে চাহিল। তাহার চোখে বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে কিন্তু খুশি সে হইয়াছে একথাও মিথ্যা নয়। তাহার বন্ধুর জীবনের স্বপ্ন-বিলাসের সৌভাগ্য-বিকাশের সম্ভাবনা যেন তাহার নিজের জীবনের ঘনায়মান তামসরাত্রির বিভীষিকাকে আরো ভয়াল করিয়া তুলিয়াছে।

এণ্ড্রু তাহার পিতার অনুমতি লইবার জন্য দেশে চলিয়া গেল পরদিনই। তাহার আর বিলম্ব সহিতেছে না, একটা কিছু হইয়া যাওয়া ভালো।

বৃদ্ধ বল্‌কন্‌স্কি প্রশান্ত গাম্ভীর্য সহকারে ছেলের কথাগুলি শুনিলেন বটে কিন্তু মনে মনে ছেলের উপর বিরক্ত হইলেন। এণ্ড্রু সেকথা বুঝিতে

দেরি হইল না, কারণ সে ভালো করিয়াই জানে যে তিনি ভিতরে ভিতরে যত রাগিয়া যান বাহিরে তত বেশি শান্তভাব দেখান। প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি ভাবিলেন, "কী দরকার ছিল আবার এই সব হাঙ্গামা বাড়াবার। আমি আর কটা দিনই বা বাঁচব, আমার অবর্তমানে ওরা যা খুশি করুক না কেন আমি ত আর বলতে আসব না। এই কটা দিন আর সবুর সইল না!" মনে তিনি যাহাই ভাবুন না কেন, মুখে সেকথা প্রকাশ করিলেন না, যুক্তি-তর্ক দিয়া ছেলেকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, এ বিবাহে তাঁহার কোনো আপত্তি নাই। কারণ কোনো বিবাহেই তিনি যখন সম্পূর্ণ আন্তরিক সম্মতি দিতে পারেন না তখন বিশেষ করিয়া রোস্তভের মেয়ের সঙ্গে বিবাহে অযথা বাধা দিয়া লাভ কি। তবু এণ্ড্রু রোস্তভের মত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েকে বিবাহ করিতে গেল কেন, টাকাকড়ি ত উহারা বিশেষ কিছু দিতে পারিবে না। যাক্, সে বিষয়ে তাঁহার কোনো কথা বলা বাহুল্যমাত্র—। তবে কয়েকটি সর্ত এণ্ড্রুকে মানিতে হইবে। প্রথমতঃ তাহার ছেলেটিকে নতুন বৌ আসিয়া কি চোখে দেখিবে সেটা ভাবিয়া দেখা দরকার। দ্বিতীয়তঃ, ছেলেটির লেখা-পড়ার সুব্যবস্থা করিতে হইবে! তৃতীয়তঃ তাহাদের দু'জনের প্রেম কতখানি আন্তরিক তাহার পরীক্ষা দিতে হইবে অর্থাৎ এক বৎসরের জন্য বিবাহ স্থগিত রাখিতে হইবে। যদি এই একবৎসর পরেও সেই মেয়েটির এবং এণ্ড্রুর পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা অটুট থাকে ত বিবাহ হইবে। ইতিমধ্যে এণ্ড্রুকে স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য দেশভ্রমণে যাইতে হইবে, সেই সঙ্গে ইতালী অথবা জার্মানী হইতে এণ্ড্রুর ছেলের জন্য গৃহশিক্ষক আনিতে হইবে।...

বৃদ্ধ প্রিন্স হাতে একবৎসর সময় রাখিলেন, ইতিমধ্যে যদি তাঁহার ভালোমন্দ একটা কিছু হইয়া যায় তবে তিনি বাঁচিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন—"এই আমার শেষ কথা—বুঝলে, আমার শেষ কথা।" তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন একটা আদেশের ইঙ্গিত ছিল যে এণ্ড্রু বুঝিল, এর আর এতটুকু এদিক-ওদিক হইবার উপায় নাই। মানিয়া লইতেই হইবে। বৃদ্ধ প্রিন্সের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে এই দীর্ঘ একবৎসরের শেষে দেখা যাইবে যে তাঁর ছেলের এবং রোস্তভ্‌দের সেই মেয়েটির ভালবাসা কোথায় উবিয়া গিয়াছে। অতএব বিবাহ হইবে না।

সেই যে সেদিন সন্ধ্যায় এণ্ড্রু রোস্তভ্‌দের বাড়ি হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাহার পর আর তিন সপ্তাহের মধ্যে সেখানে যায় নাই। পরদিনই সে চলিয়া

আসিয়াছে। ওদিকে পিটারও আর সেখানে যায় না। পর পর কয়েকদিন নাতাশা এণ্ড্রুর আগমন চাহিয়া প্রতীক্ষা করিয়া ব্যর্থ হইল। কই, সে ত আসিল না! আর কেন খোঁজ-খবরও পাওয়া যায় না! ক্রমশ নাতাশা অধীর হইয়া উঠিল। সে কোথাও যায় না, ভালো করিয়া কাহারও সহিত কথা বলিতে পারে না—কেবল আপনার মনে নিঃশব্দে এঘর হইতে ওঘরে যায়, এখান হইতে সেখানে—মায়ের সঙ্গে বলিবার মত কথা যেন তার সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার মনে হয় সকলে তাহার দুঃখের কথা জানুক, সহানুভূতি প্রকাশ করুক! কিন্তু যখন বাস্তবিকই কেহ কোন কথা বলিতে যায় সে অকারণে বিরক্ত হয়। মনে হয় "আমি কি সকলের কৃপাপাত্রী!"

সেদিন মাকে কি একটা কথা বলিতে গিয়া নাতাশা কাঁদিয়া ফেলিল—শিশুর মত ফুঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দিল। তাহার মা সান্ত্বনা দিতে গেল সে অভিমানাহত কণ্ঠে বলিল—"আমায় কোনো কথা ব'লো না মা! আমি তার কথা মোটেই ভাবি না—আর কোনদিন ভুলেও তার কথা মনে করব না। ও আসত ভালো লেগেছিল বলে, আর ভালো লাগে না তাই আসে না—সবই আমার জানা আছে। আমি কোনোদিন বিয়ে করব না। দেখে নিও। আমার মন ঠিক হয়ে গিয়েছে।"

পরদিন সত্যসত্যই নাতাশা আবার আগেকার মত চঞ্চল ভাবে ঘোরা-ফেরা করিতে লাগিল। যে পোশাকটা তার মতে 'পয়মন্ত' সেই ভালো পোশাকটি পরিয়া ও আপনার মনে ঘরে বসিয়া গলা ছাড়িয়া গান গাহিতে লাগিল—নিজের মধুর কণ্ঠ যেন তার কাছে নূতন করিয়া ভালো লাগিতেছে। আবার গান গাহিল নাতাশা, তারপর আয়নার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া ভালো করিয়া নিজেকে দেখিতে লাগিল—মনে হইল, "না, আমি দেখতে কিছু খারাপ নই।" বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া বিভিন্ন ছাঁদে দাঁড়াইয়া, ঘাড় হেলাইয়া সে নিজেকে দেখিয়া মনে মনে খুশি হইল, আপন মনেই বলিল—"এই ত বেশ আছি। ও সব বাজে কথা কেন ভাবি! এই যে আমি স্বাধীন ভাবে আছি, এই বা মন্দ কি! আমার আর কিছু দরকার নেই, শুধু নিজেকে নিয়ে থাকব ভালো।"

ইতিমধ্যে ঝি আসিয়াছিল ঘর ঝাঁট দিবার জন্য, নাতাশা তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া নিজে নিজেই আপনার প্রশংসা করিতে লাগিল, মনে মনে এক নাটক খাড়া করিয়া নিজেই বলিতে লাগিল—"নাতাশা অদ্ভুত মেয়ে, এরকম সুন্দর মেয়ে আমি দেখিনি—আর এতো মিষ্টি তার গলা, ভালো গান গাইতে

পারে—বয়স অল্প ওর কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর, নাতাশা কারুর মনে কষ্ট দেয় না, তোমরা সবাই ওকে একলা থাকতে দাও, শান্তি পেতে দাও।" আবার একলা থাকিয়া শান্তি পাওয়ার কথাটা একটু তলাইয়া ভাবিতে গিয়া নাতাশা যেন ভয় পায়, বলে—"এ শান্তি আমি চাই না।"

ঠিক এই সময়ে বাহিরের দরজা ঠেলিয়া কে যেন বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া বলিল—"এরা সব গেল কোথায় ?"

এ কণ্ঠস্বর নাতাশার কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত। যদিও তার ঘরের সব দরজা বন্ধ তবু নাতাশা বুঝিতে পারিল যে সেই পরিচিত পদধ্বনি আরো কাছ আগাইয়া আসিতেছে। নাতাশা তাড়াতাড়ি গিয়া তার মাকে খবর দিল—"মা, বলকন্স্কি এসেছে। আমি কিন্তু এ অপমান সইতে পারব না মা—এ আঘাত —কি করব বলো ?" কিন্তু আর কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই এণ্ড্রু আসিয়া ঘরে ঢুকল।

নাতাশার মা তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—"অনেকদিন এদিকে দেখা পাই নি তোমায়—ভাবছিলাম—।"

এণ্ড্রু তাঁহার কথা শেষ না হইতেই মার্জ্জনা চাহিয়া বলিল—"একটা গুরুতর কাজের জন্ম হঠাৎ বাবার কাছে যেতে হয়েছিল তাই আসতে পারি নি। এই সবে কাল রাত্রে ফিরেছি। হাঁ, আপনার সঙ্গে একটা দরকারী কথা ছিল।" বলিয়া এণ্ড্রু একবার নাতাশার পানে চাহিয়া আবার মাথা নীচু করিল।

রোস্তভ-গৃহিনীও নাতাশার দিকে তাকাইয়া এণ্ড্রুকে, বলিলেন "বেশ ত, বলো না বাবা।"

নাতাশা স্পষ্টই অনুমান করিয়াছিল এণ্ড্রু কি বলিতে চায়, এবং তার যে এখানে থাকা উচিত নয় তাহার পক্ষে অশোভন, নাতাশা তাহাও বুঝিয়াছিল। কিন্তু তাহার নড়িবার শক্তিটুকুও নাই—কি একটা অনুভূতি তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। নাতাশা তাহার ডাগর চোখ মেলিয়া এণ্ড্রুর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল—সে চাহনী যেন বিস্ময়ে, আনন্দে, ঔৎসুক্যে পরিপূর্ণ। সে যেন জিজ্ঞাসা করিতে চাহিল—"আজই! এখনই! এখনই তুমি সে কথা বলবে ?" নাতাশার যেন কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে, এণ্ড্রু এরকম অপ্রত্যাশিতভাবে আজই বিবাহের প্রস্তাব করিতে পারে।...এণ্ড্রু আবার নাতাশার দিকে চাহিল। তাহার মা ভ্রুকুটি করিয়া মেয়েকে বলিল—"নাতাশা তুমি এখন যাও, পরে ডেকে পাঠাব।"

নাতাশা চলিয়া-গেলে এণ্ড্রু বলিল যে, সে সত্য-সত্যই নাতাশাকে বিবাহ করিতে চায়—এই কথা বলিবার জন্তই সে তাহার পিতার কাছে গিয়াছিল।

রোস্তভ্-গৃহিণীর আশঙ্কা ছিল যে বৃদ্ধ প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি বুঝি এ বিবাহে সম্মতি দিবেন না। তাই এণ্ড্রুর পিতার প্রসঙ্গ উঠিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভালো কথা, তোমার বাবা কি বল্‌লেন ? তাঁর মতামত ছাড়া ত আর—"

এণ্ড্রু বলিল, "তিনি অনুমতি দিয়েছেন, তবে একটা সর্ত্ত আছে—আমাদের এ বিয়ে এক বছরের মধ্যে হতে পারবে না।"

রোস্তভ্-গৃহিণী এণ্ড্রুর পিতার এই অদ্ভুত 'ফতোয়া'র তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন না—কিন্তু কোনো উপায় নাই যখন তখন বল্‌কন্‌স্কির আদেশ মানিয়া লইতেই হইবে।

—"এ ছাড়া আর একটা প্রশ্ন আছে বাবা, আমাদের সবার মত আছে জানি, তবু একবার নাতাশার মতামতটা জানা দরকার ত।"

এণ্ড্রু বলিল,—"আপনাদের কথা পেলে তারপর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করব। আপনারা ঠিক্ করুন আগে।"

—"আমরা রাজি—কথা দিচ্ছি।"

নাতাশাকে ডাকিয়া দিয়া তাহার মা অন্ত কি একটা কাজে ভিতরে চলিয়া গেলেন। এই একটু আগেও যেখানে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করিয়াছে এখন সেই ঘরের ভিতরে আসিতে নাতাশার পা যেন সরিতে চাহে না। সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া ঘরে ঢুকিল। এণ্ড্রুর সামনে দাঁড়াইয়া তাহার কেবলই মনে হইতেছিল—"এই লোকটা কি তাহ'লে শুধু আমারই জন্ত এখানে এসেছে। কেবল আমার কাছে ?…হাঁ, হাঁ আমার কাছেই ত !"

এণ্ড্রু ঝুঁকিয়া পড়িয়া যখন মৃদুস্বরে বলিল, "আমি তোমায় ভালোবাসি—সেই প্রথম যেদিন আমাদের দেখা হয়েছিল সেই দিন থেকেই। আমি কি আশা করতে পারি…" তখন নাতাশার মুখে কোনো জবাব, কৃতজ্ঞতার কোনো ভাষা কিছুতেই যোগাইল না। সে শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। নাতাশার সেই শঙ্কা-বিহ্বল দৃষ্টি যেন নিঃশব্দে এণ্ড্রুর মনে জানাইয়া দিল—"যে কথা আর সবাই জানে তা কি তুমি জানো না ? কেন এ সংশয়—! আমরা যা অন্তর দিয়ে অনুভব করি তার বিন্দুমাত্রও ত কথা দিয়ে বলে বোঝানো যায় না—তবে কেন কথা কও।"

নাতাশা একবার আগাইয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। এণ্ড্রু তাহার হাতটা তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়া বলিল—"পারবে তুমি আমায় ভালোবাসতে—পারবে ?"

আবার মধুর গভীর দৃষ্টি মেলিয়া দিয়া নাতাশা যেন ঝঙ্কার দিয়া বলিল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ—"

নাতাশা তখন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে, তাহার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছে—যেন তাহার দম বন্ধ হইয়া যাইবে এখনই। পরক্ষণেই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

এণ্ড্রু কতকটা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"তাইত, তোমার কি হ'ল ? কাঁদছ কেন ? কি হয়েছে।"

অশ্রুসজল চোখ দুটি তুলিয়া হাসিয়া বলিল নাতাশা—"আনন্দে"—

পাকা দেখার উপলক্ষ্যে এণ্ড্রু আর নাতাশার বিবাহের কথাটা আপোষে স্থির হইয়া গেল বটে কিন্তু প্রকাশ্যে কোনো উৎসব হইল না। উভয়পক্ষেরই ইচ্ছা, এত আগে হইতে লোক-জানাজানি করা ঠিক নয়। এণ্ড্রু আগের মতই হামেশা এবাড়িতে যাতায়াত করে। অবশ্য প্রথম প্রথম ভাবী জামাতার উপস্থিতিতে সকলেই কি রকম সংযত হইয়া আড়ষ্টভাবে চলাফেরা করিত। —তবে দু'চারদিন যাইতে না যাইতে আবার সব ঠিক আগের মতই চলিতেছে। সে সঙ্কোচ আর কাহারও নাই। যদিও বিবাহের কথা নড়চড় হইবার সম্ভবনা খুব কম তবু এণ্ড্রু একটা কথা জানাইয়া দিয়াছে—সে বলিয়াছে যে, এই একবৎসরের মধ্যে যদি কোনো কারণে নাতাশার মত বদলায় তবে সে স্বচ্ছন্দে এ বিবাহ নাকচ করিয়া দিতে পারে এণ্ড্রুর তাহাতে এতটুকু আপত্তি হইবে না। তবে অবশ্য এণ্ড্রুর নিজের বেলায় একথা খাটিবে না, সে বিবাহ করিলে নাতাশাকেই করিবে—অবশ্যই সে বিবাহ করিবে।...একথা সে প্রায় বলিয়া থাকে।

এণ্ড্রু যেদিন চলিয়া যাইবে তাহার আগের দিন পিটারকে সে জোর করিয়া রোস্তভ্‌দের বাড়ি টানিয়া আনিল। এদিকে অনেকদিন পিটার আসে নাই—তাহার চেহারা যেন কেমন কেমন হইয়া গিয়াছে। সহসা দেখিলে উদ্‌ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। আজ যেন তাহাকে বড়ই অন্যমনস্ক দেখাইতেছে।

তাহার দিকে চাহিয়া এণ্ড্রু নাতাশাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, পিটার

বেস্থভ্-এর সঙ্গে তোমার আলাপ কতদিনের? অনেকদিন হবে, না? আচ্ছা, ওকে তোমার কেমন লাগে—ভালো?"

—"হ্যাঁ, খুব চমৎকার মানুষ। আমার ভারি ভালো লাগে, কিন্তু এমন অদ্ভুত!"

—"আমি কিন্তু ওকে আমাদের সব কথাই বলেছি। ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু,—সবচেয়ে পুরোনো বন্ধু। সত্যি বল্‌ছি নাতাশা, ওরকম উঁচু মন আমি আজ পর্য্যন্ত দেখলাম না আর কারও। ওকে ভালো বললে ছোট কথা হয়। তাই বল্‌ছি নাতাশা, আমিও তো তোমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছি—কি হবে জানি না। যদি কোনোদিন এমন হয় যে, ভগবান না করুন এমন দিন আসতে পারে যেদিন তুমি আমায় আর ভালো বাসবে না—অবশ্য আমার একথা বলা উচিত নয়, তবু বলে রাখি সেদিন সত্যিই তুমি হয়ত বিপদে পড়বে। সে বিপদের সময় ওরই সাহায্য নিও—"

—"কেন? কি জন্যে বিপদে পড়ব?"

—"ধরো কত রকমের বিপর্য্যয় হতে পারে, কিন্তু তুমি সরাসরি পিটারের কাছে চলে যাবে, বুঝলে? তার সাহায্য বা উপদেশ তোমাকে সে বিপদের হাত থেকে বাঁচাবে। এমনিতে ও অন্যমনস্ক বটে কিন্তু সত্যিকার মহত্বও ওর আছে—"

একমাত্র এণ্ড্রু ছাড়া আর কেহ বুঝিতে পারে নাই এই আসন্ন বিদায়ে নাতাশা কিরকম বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার চোখ-মুখ দিয়া যেন আগুন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে, চোখের তারা আপাতদৃষ্টিতে শুষ্ক হইলেও অদ্ভুত রকমের অন্তর্মুখী চিন্তায় মগ্ন। নাতাশা চোখের জল ফেলিল না একটুও। শুধু এণ্ড্রু যখন বিদায় লইতেছিল তখন অস্ফুট স্বরে নাতাশা বলিল—"ওগো, তুমি চলে যেও না—"

কথা কয়টি এণ্ড্রুর মনে এমন আঘাত করিল যে একমুহূর্তের জন্য থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল, তাহার সংকল্প একটু টলিয়াছিল হয়ত—। এরপর বিদেশে কতবার যে এই কটি কথা তাহার কানে বাজিয়া উঠিয়াছে, কত বার নাতাশার পাত্‌লা ঠোঁটের এই ভঙ্গিটুক তাহার চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠিয়াছে, বলিয়াছে—"ওগো তুমি চলে যেও না—

৫

প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কির স্বাস্থ্য ইদানীং বড়ই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বিশেষ করিয়া এণ্ড্রু চলিয়া যাইবার পর যেন তাঁহার মানসিক অস্থিরতা আগের চেয়ে শত গুণে বাড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার মেজাজ সর্বদাই রুক্ষ থাকে, কথায় কথায় মেয়েকে বকাবকি করেন—কারণে অকারণে। সমস্ত পৃথিবীর তাবৎ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ওই নিরীহ মেয়েটিকেই। আজকাল বৃদ্ধ প্রিন্স যেন ইচ্ছা করিয়াই মেয়েকে আঘাত দেন—কখনও মেরিয়ার ঈশ্বরবিশ্বাসকে কটাক্ষ করিয়া বুরিয়েলের সঙ্গে আলোচনা করেন, আবার কখনও বা মেরিয়ার নেকেলেপনার প্রসঙ্গ তুলিয়া বলেন—"তোমার ভাইপোটিকে দেখ্‌ছি শেষে একটা দিদিমা বানিয়ে তুলবে—বেশি দিন আর তোমার হাতে ওকে রাখা চলবে না। যেমন তুমি নিজে পিসিমা হয়েছো তেমনি তো—"। এই ধরণের কঠিন মন্তব্য যেন তাঁহার মুখরোচক হইয়া উঠিতেছে। এতটুকু সুযোগ পাইলে প্রিন্স তাঁহার কন্যাকে দু'কথা শুনাইতে ছাড়েন না—যেন ইহাতেই তিনি আনন্দ পান খুব।

মেরিয়া এসবের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করে না, তাহার শুধু দুঃখ যে, ভগবানের বাণীর কোনো অর্থই তাহার বাবার কাছে, সুস্পষ্ট নয়, ফলে বাবা একদিন হয়ত কষ্ট পাইবেন। আবার মনে হয়, সে তাঁহাকে বিচার করিবার কে? বাবা তাহাকে এত বকেন বটে কিন্তু ভালোওবাসেন তিনি। মেরিয়া হয়ত তাঁহাকে ঠিক বুঝিতে পারে না। সে যাক, তিনি মেয়েকে ভালোবাসিলেন কেন, কেনই বা তিরস্কার করিলেন—এ কথা বিচার করিবার কোনো অধিকার মেরিয়ার নাই। ভগবানের বাণীই তাহার সহায়—দান করো,—আত্ম বলিদান দাও। স্বয়ং ঈশ্বর যদি মানুষকে ভালোবাসিয়া কষ্ট স্বীকার করিতে পারেন সে পারিবে বই কি। মেরিয়ার একমাত্র ব্রত সকলকে ভালোবাসা এবং সব কিছু নীরবে সহ্য করা।

এণ্ড্রু সেই যে শীতের সময় একবার আসিয়া কয়েকদিন থাকিয়া গেল—যেমন হঠাৎ আসিয়াছিল তেমনই অপ্রত্যাশিত ভাবে চলিয়া গেল। মেরিয়া জানে না কেনই বা দাদা অমন ভাবে চলিয়া যায়—তাহার যে একটা কিছু হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। দাদা চলিয়া যাইবার পর হইতেই তাহার বাবার মেজাজ বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে। কি লইয়া যে পিতাপুত্রে মতভেদ হইয়াছে

মেরিয়া আজও জানে না—এমন কি নাতাশার সঙ্গে এণ্ড্রুর বিবাহ সম্পর্কিত কোনো কথার আভাস পর্যন্ত তাহার কাছে এণ্ড্রু গোপন রাখিয়াছে এই দীর্ঘকাল।…এণ্ড্রু অনেক দিন হইল চলিয়া গিয়াছে, মেরিয়া শুনিয়াছে এণ্ড্রুর স্বাস্থ্যটা সেই অসটারলিজের দুর্ঘটনার পর খারাপ হইয়াছে এবং বর্তমানে সেই স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য এণ্ড্রু দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছে। যেমন সরল মেরিয়া তেমনি সাদা খবর তাহার জানা আছে। কাজেই মস্কাউ হইতে জুলিয়া দ্রুবেগীন যখন চিঠি লিখিল, "তোমার দাদার সঙ্গে রোস্তভ্-এর ছোট মেয়ের বিয়ের গুজব আমাদের কাছেও পৌঁছে গেছে" তখন মেরিয়া কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। মেরিয়ার ধারণা এণ্ড্রু তাহার স্ত্রীর শোক কখনও ঢালো করিয়া ভুলিতে পারে নাই; তা ছাড়া জুলিয়ার উপর মেরিয়া অনেকখানি ভরসা করে, যদি সত্যই তাহার দাদা দ্বিতীয়বার বিবাহ করে তবে—। মেরিয়ার মনে মনে ইচ্ছা যে এণ্ড্রু যেন জুলিয়াকেই বিবাহ করে। এই প্রিয়তমা সখীটিকে সারাজীবন আপনার করিয়া পাইবে মেরিয়া—এ বড় কম কথা নয়। আর কোথায় ওই রোস্তভ্দের একরত্তি মেয়ে—কীই বা আছে ওদের। না আছে পয়সাকড়ি,—না তেমন কিছু। —অবশ্য এসব কথা ত আর লেখা চলে না—তাই মেরিয়া লিখিল—"বিয়ে আমার দাদা করবে না। বাজে গুজব, স্রেফ পিটার্সবার্গ থেকে তোমার কাছে মস্কাউতে খবর হাওয়ায় উড়ে হাজির হয়েছে—ভারি তাজ্জব ত! কিন্তু তুমি ভাই বিশ্বাস করো না, আমার ভাইপোকে সৎমায়ের হাতে তুলে দেবার মত মানুষ নন আমার দাদা। তাঁর মত ভালো মানুষ আমি আজ পর্যন্ত আর একটিও দেখিনি।……আর আমি এবার মস্কাউ যাবো কি না জানতে চেয়েছো।—যাওয়া বোধহয় হবে না। কারণ ঐ তোমাদের নাপোলেঁও। তবে সবটা খুলেই বলি। আমার বাবা আজকাল খুব খিটখিটে হয়েছেন, তাঁর মতের বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বললে একটুও সইতে পারেন না, খুব চ'টে যান। —বিশেষ করে রাজনীতির আলোচনা বা তর্কের সময় আরও রেগে যান। তাঁর এমনিতেই শরীর খারাপ, তারপর এসব হলে আর রক্ষে নেই। আর নাপোলেঁওকে ত তিনি কিছুতেই পৃথিবীর অন্য সব বনিয়াদি সম্রাটদের সঙ্গে সমান সম্মান দিতে প্রস্তুত নন। আমিও ভালো করেই জানি যে, একমাত্র আমাদের এই লিশিগোরিতেই বেচারী নাপোলেঁওর এই দুরবস্থা, আর কোথাও নয়। কারণ নিজের শক্তি দিয়ে যে বীর নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করল তাকে

সবাই সমান জেনেই ত। আমার বাবার কথা আমরা জানি, পারিস্ মস্কাউএর মত জায়গায় কি আর তা থাক্‌বে? কাজেই মস্কাউতে গেলে বিষম—বাবার স্বাস্থ্যহানি। আমার কিন্তু যেতে খুব ইচ্ছে। যাক, সে যা হয় হবে—ঠিক করবার মালিক আমি নই।"

আরও অনেক কথাই মেরিয়া লিখিয়াছে, সে জুলিয়ার ভ্রাতৃবিয়োগের জন্ত নানা উপায়ে সান্ত্বনা দিয়াছে—ভগবানের মূল উদ্দেশ্যটা শুনাইয়া দিয়াছে। তিনি যে নিষ্পাপ নির্ম্মল হৃদয়গুলিকে আপনার কাছে টানিয়া লন, পড়িয়া থাকে যাহারা, কষ্ট ভোগ করিবার জন্তই তাহাদের এই মর্ত্ত্যে বাস ইত্যাদি কথাও আছে তার মধ্যে।

অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে—তা প্রায় মাস-চারেক হইবে। এণ্ড্রু স্বইৎসারল্যাণ্ড হইতে মেরিয়াকে চিঠি লিখিয়াছে। সে চিঠির মধ্যে শুধু নাতাশার কথাই আছে—এবারে এণ্ড্রু আর বোনের কাছে কোন কথা গোপন রাখে নাই। কবে তাহাদের প্রথম দেখা হয়, এবং কেমনভাবে আপনার অজ্ঞাতে এণ্ড্রু তাহার হৃদয় দিয়া ফেলিয়াছে—সব কথাই সে লিখিয়াছে। যথার্থ ভালোবাসা যে কি জিনিষ এণ্ড্রু তাহার সত্তার বিনিময়ে আজ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। নাতাশা তাহার জীবনের মর্য্যাদা বাড়াইয়া দিয়াছে। তাহার জীবনে নূতন এক আলোকসম্পাত করিয়া ভগবান তাহা মূল্যবান করিয়া, সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন—একথাও এণ্ড্রু নিজে লিখিয়াছে। …"আমি এতদিনে জীবনের উদ্দেশ্য দেখতে পেয়েছি।…যাক, এ আমার পরম সৌভাগ্য। আমি তোমায় এর আগে জানাইনি তার জন্ত ক্ষমা চাচ্ছি—আর তা ছাড়া এতদূর গড়ায়নি ব্যাপারটা তখনও। তোমার কিন্তু একটা কাজ করতে হবে, যেমন করে হোক বাবার কাছ থেকে অনুমতিটা আদায় করে দিতে হবে। মানে, আমি অবশ্য স্বাধীনভাবে যে কোনো কাজ করতে পারি না তা নয়—কিন্তু তাতে আমার মনের অর্দ্ধেক আনন্দই নষ্ট হয়ে যাবে, নইলে সে স্বাধীনতাবোধ আমার আছে। বাবার এইসব মতামতের প্যাঁচ আর বরদাস্ত করব না। যাক্‌, তোমার চিঠির সঙ্গে ওঁকে যে চিঠি দিলাম সেটা নিয়ে তুমি বার বার চেষ্টা করো যাতে এ বিয়ের তারিখটা অন্তত মাস-তিনেক আগে করা যায়। আমার ভারি বিশ্রী লাগ্‌ছে এই সময়টা।"

মেরিয়া অনেক বার ইতস্ততঃ করিয়া এবং ভগবানের কাছে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়া অবশেষে একসময়ে দাদার অনুরোধ রক্ষা করার জন্ত বাবার

কাছে গিয়া হাজির হইল। তিনি চিঠিখানি আগাগোড়া পাঠ করিলেন— প্রশান্ত সহজ মুখভাব, পড়িতে পড়িতে একটুকু উত্তাপ চিহ্নও মুখে ফুটিয়া উঠিল না। চিঠিটা শেষ করিয়া সহজ ভাবেই তিনি জবাব দিলেন—"তোমার ভাইকে লিখে দাও আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে, আমার মরতে ত আর দেরি নেই, আমি বিদেয় হলে তার পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

মেরিয়া তবুও মৃদুস্বরে ভ্রাতার পক্ষ লইয়া দু'একটা কথা তুলিতেই তাহার বাবা বাধা দিয়া গলা চড়াইয়া বলিল—"আঃ বাপু, যাও যাও ভাই-এর বিয়ে দাও গে। বিয়ে, বিয়ে—উঃ। করুক তাই করুক গে—বিয়েই করুক ও। চমৎকার অভিজাত পরিবার বটে যোত্তভরা, চালচুলো নেই, খাসা শ্বশুরবাড়ি হবে বটে। তোমরা ধরে বেঁধে কচি ছেলেটাকে সংসারের হাতে তুলে দাও।...আমিও বুরিয়েন্‌কে বিয়ে করব—ওরও একটা সংস্থা হয়ে যাবে তাহলে। আবার বাড়িতে এতগুলো মেয়েছেলে ত আর থাকা চলে না—বাবাজীকে দয়া করে অন্য কোথাও থাকতে হবে—হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমিও তার সঙ্গে যোগ দেবে, এবাড়ি ছেড়ে চলে যাবে...চমৎকার, তাই হবে—যাও। পরমেশ্বর তোমাদের কল্যাণ করুন।"...

এতবড় কাণ্ড হইয়া যাইবার পর আর এ প্রসঙ্গ কোনোদিন মেরিয়া তুলিতে সাহস করে নাই। কিন্তু বৃদ্ধ প্রিন্সের রাগ যেন এর পর আরও বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি আজকাল অকারণে মেরিয়াকে ঠেস দিয়া কথা বলেন, তাহাকে কষ্ট দিবার জন্য প্রায়ই বুরিয়েন-এর প্রশংসা করেন, যেন সত্যসত্যই ফরাসী তরুণীটিকে তিনি বিবাহ করিতে পারেন।...ছেলের উপর রাগটা তাঁহার এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, অবশ্য তাহার সবটাই মেরিয়ার ঘাড়ে গিয়া পড়ে। সে রাগ ষোলোআনা আজকাল সহ্য করা মেরিয়ার পক্ষেও রীতিমত কঠিন হইয়া পড়িতেছে। তবু না সহিয়া কী-ই বা করিবে সে।...মেরিয়া স্পষ্টই দেখিতে পায় যে বুরিয়েনের সঙ্গে ব্যবহারের ধারা তাহার পিতা একবারেই বদলাইয়া ফেলিয়াছেন—সে যে কারণেই হউক। আজকাল তিনি অধিকাংশ সময়ই মাদ্‌মোয়াজেল বুরিয়েন্‌-এর সঙ্গে কাটাইয়া থাকেন।

ছোট ভাইপো নিকোলাস, ধর্মবিশ্বাস এবং প্রিন্স এণ্ড্রু—এই তিনটি মাত্র বিষয়ে মেরিয়ার দুর্বলতা, ভালোবাসা এবং আশ্রয়। বারবার পিতার কাছে এইগুলিতে ঘা খাইয়া মেরিয়া বড় ব্যথা পাইয়াছে। তাহার মাঝে মাঝে মনে হয় কোথাও চলিয়া যাইবে সে। সংসারের সুখময় কল্পনায় কাটাইয়া

মেরিয়া মুক্তির সন্ধানে দেশে-দেশান্তরে পরিব্রাজকের মত ঘুরিয়া ফিরিবে। কেনই বা এখানে পড়িয়া থাকে? এখানে বসিয়া বসিয়া মানুষের জড়তা দেখিতে ভালো লাগে না। তাহার যে দাদা লিশাকে অত ভালোবাসিত সে আজ কেমন করিয়া তাহা ভুলিয়া স্বচ্ছন্দে আর একজনের স্বপ্নে বিভোর!... শুধু আত্মতৃপ্তির জন্য ইহারা পরস্পরকে আঘাত করিতে পারে—সেখানে পিতাপুত্রের পবিত্রতম সম্পর্কও ম্লান হয়!...এ সংসারে এই যে মানুষ এত দুঃখ ভোগ করে তার মূলে আছে পরস্পরের অন্যায়। একে অপরের অন্যায়ের ফলাফল ভোগ করে। এই ত তাহার বাবা অকারণে দাদার উপরে রাগিয়া গেলেন। কেবল সকলকে জব্দ করিবার জন্যই না আজ তিনি আবার বিবাহ করিবেন সংকল্প করিয়াছেন—যদিচ মেরিয়ার বিশ্বাস তাহার বাবা বিবাহ কিছুতেই করিবেন না, তাহাদের ভয় দেখাইবার জন্যই তিনি এরকম ভাব দেখাইতেছেন। পরমেশ্বরের বাণী আজ মানুষের মন হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর এই জীবন ও চলিবার পথ, এখানে বসিয়া সুখভোগের কল্পনা করিলে কি করিয়া পথ চলিবে মানুষ। পথের কথা ভুলিয়া শুধু বসিয়া আনন্দ আহরণের চিন্তা করিলে আমাদের সত্যকার উদ্দেশ্য বিস্মরণের অন্ধকারে অবলুপ্ত হইয়া যাইবে যে। মেরিয়া ভাবিয়া দেখে যে, যে-কয়জন সন্ন্যাসিনী তার কাছে আসা-যাওয়া করে বাড়ির খিড়কি দিয়া গোপনে তাহার পিতার অজ্ঞাতে ওদের আসা-যাওয়া করার কারণ নিজেদের বাঁচানোর জন্য নয়, পাছে মেরিয়ার বাবা বকাবকি করিলে তাঁহার নিজের পাপ হয় এইজন্য তাহারাই শুধু সত্যকে সার করিয়াছে। গৃহ ছাড়িয়া আত্মীয়পরিজনের মায়া কাটাইয়া, পৃথিবীর সব আকর্ষণকে অতিক্রম করিয়া একটা ভালোরকমের সন্ন্যাস-নাম লইয়া খাদি পরিয়া দেশে দেশে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ভ্রমণ করার মধ্যেই ত জীবনের চরম সার্থকতা, আত্মার পরম পরিতৃপ্তি।

মেরিয়ার কেবলই মনে হয় এক প্রৌঢ়ার কথা—তিনি আজ ত্রিশবৎসর ধরিয়া এমন করিয়া পথে পথে ফেরেন। এখন তাঁহার বয়স পঞ্চাশ। খালিপায়ে ত্রিশবৎসর একটা পশমের ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়া অম্লান বদনে কাটাইয়া দেওয়ার মধ্যেই ত তৃপ্তি। একদিন সত্যসত্যই মেরিয়া সন্ন্যাসিনীদের মত পোশাক-পরিচ্ছদ কিনিয়া বলিল—সকলকে বলিল যে তাহার এক সন্ন্যাসিনী বান্ধবীকে উপহার দিবার জন্য সে ওগুলো কিনিয়াছে।...তাহারপর কতবার যে নিজেকে আপনাকে প্রশ্ন করিয়াছে, এই বারে যাবার সময় হয়েছে কি?

মনে মনে ছবি আঁকে সে এক অজানা নির্জন পথ বাহিয়া গৈরিক জামা পরিয়া, পায়ে খড়ের চটি পরিয়া উদাসিনী সন্ন্যাসিনী চলিয়াছে—কোথায় যাইবে জানা নাই, সে কোন দেশের পথ তাও ত সে জানে না—শুধু জানে চলিতে চলিতে একদিন এই পথের কোনো প্রান্তে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে করিতে আপনি মরিয়া যাইবে ময়লা চাদরটায় মুখ ঢাকিয়া। শুধু-শুধুই চলা —অকারণে দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ানো—এইত সন্ন্যাস! কেহ করিবে না শোক, আহা বলিয়া আক্ষেপ করিবার মত কেহ রহিবে না—সেই মৃত্যুই ত পরম শান্তি, শান্তির স্বর্গ।

এসব কথা মেরিয়া দিনের মধ্যে কতবার যে ভাবে তাহার ঠিক নাই। কিন্তু তাহার পরক্ষণে যখন তাহার বাবাকে দেখে, অথবা নিকোলাস আসিয়া পিসিমাকে জড়াইয়া ধরে তখন মেরিয়ার সে কঠোর সংকল্প ভাসিয়া যায় কোথায়! নিজের এই দুর্ব্বলতার জন্য,—মানুষের প্রতি মায়ার জন্য যে পাপ হয় তাহার কথা ভাবিয়া নিভৃতে মেরিয়া চোখের জল ফেলে। ঈশ্বরের চেয়ে কিনা তাহার কাছে মানুষই বড় হইল? এ দুঃখে মেরিয়া মরমে মরিয়া যায়।·· আর তাহার ঈশ্বরকে আরাধনার জন্য সংসার ত্যাগ করা হয় না।

৬

নিকোলাস বেশ নিশ্চিন্ত হইয়াই চাকুরী করিতেছিল। সামরিক বিভাগের চাকুরীর মজা হইতেছে এই যে, চুপচাপ অলস দিন-যাপন করাই একমাত্র কাজ, অবশ্য যখন লড়াই চলে তখন আলাদা কথা। হাজার হাজার মানুষ শুধু খাওয়া-দাওয়া আর নাচগান-হল্লা ছাড়া কোনো কাজই করে না—কবে আবার যুদ্ধ বাধিবে তাহার ঠিকানা নাই, তাহা লইয়া মাথাও ঘামায় না কেউ। আপন নিয়মে দিনরাত্রি পার হইয়া যায়—নিরুদ্বেগ, কর্ম্মহীন, অলস ভাবে। নিকোলাসের দিনের কাজ ছকেফেলা নিয়মে চলে, কোথাও কোনো বৈচিত্র্য নাই, নাই উত্তেজনা। সে আজকাল ছোটোখাটো দলপতি—ইতিপূর্ব্বে মেজর দেনিসভ্‌ যে দলের সর্দ্দার ছিল নিকোলাসই এখন সেই পদে বহাল হইয়াছে। মেজাজটা আজকাল তার পুরাদস্তুর সামরিক কায়দা-মাফিক কড়া হইয়া গিয়াছে—তাহার মস্কাউএর বন্ধুবান্ধবেরা দেখিলে হয়ত নিন্দা করিতে পারে। কিন্তু এখানকার সবাই নিকোলাসকে ভালোবাসে—আফসর কর্ম্ম-

চাকরীরা খাতির করিয়া চলে তাহাকে। মাঝে মাঝে বাড়ি হইতে চিঠিপত্র আসে—মায়ের চিঠিই তাহার মানসিক অশান্তি ঘটায়। ইদানীং তাঁহার চিঠি খুব ঘন ঘন আসিতেছে এবং তাহাতে কোনো না কোনো দুঃসংবাদ থাকে। তাহার পিতার অপটুতার ফলে কেমন করিয়া জমিজায়গা, ক্ষেতখামার নষ্ট হইয়া যাইতেছে, দেনার দায়ে এদিকে ত মাথার চুল বিকাইয়া যাইবার দাখিল হইয়াছে। আর্থিক দুর্গতি চরমে পৌঁছিয়াছে অতএব নিকোলাস একবার যদি চলিয়া আসে তবেই রক্ষা, নহিলে কি যে হইবে তার ঠিকানা নাই।—বার বার এই একই সংবাদ—। 'তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো চলে এসো বাবা—আমরা বুড়ো হয়েছি, এখন তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা।"

বাড়ি যাইবার নামে নিকোলাসের গায়ে জ্বর আসে। এই চাকুরীর আরাম ছাড়িয়া কোথায় অকারণ দুঃখভোগ করিতে যাইবে সে? এখানকার এই আনন্দ পরিবেশ ফেলিয়া ওই হিসাব-নিকাশের গোলক ধাঁধায় পাক খাইবার কথাটা তাহার কাছে উৎসাহজনক মনে হয় না। সামাজিক লৌকিকতা আর দৈনন্দিন জীবনের ধারাবাঁধা একঘেয়ে জীবনের কীই বা অর্থ হয়? নিকোলাস জমিদারি সেরেস্তায় কাজকর্ম মোটেই বোঝে না, অথচ তাহাকে কি না সেই বিরক্তিকর ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়িতে হইবে। তাহাছাড়া আর একটা সমস্যা—সোনিয়ার কথা ভাবিতে ভাবিতে নিকোলাস যেন একটু চিন্তিত হইয়া পড়ে। সে এবারে আর সোনিয়াকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না—নিজে যাচিয়া সেই ভালোবাসার কথা জানাইয়া আসিয়াছে। শেষ পর্যন্ত সে আর মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া জীবনের স্বপ্নকে বিসর্জন দিতে না হয়। সোনিয়াকে ভালো সে বাসে কিনা ভাবিতে ইচ্ছা হয় না—তবে যে প্রতিজ্ঞায় সে নিজেকে বাঁধিয়াছে বাড়িতে থাকিলে সেটা যেন শয্যাকণ্টক হইয়া দাঁড়ায়। এটাও নিকোলাসের বাড়ি যাওয়ার মস্ত বাধা! তাই এতদিন সে আপনার চাকুরীর গুরুত্ব দর্শাইয়া মায়ের অনুরোধ এড়াইয়া আসিতেছিল—কিন্তু এবারে আর তাহা সম্ভবপর হইল না। তাহার মা অত্যন্ত দুঃখ করিয়া চিঠি দিয়াছেন এবং স্বামীকে গোপন করিয়াই তিনি এই জরুরি চিঠিখানি পাঠাইয়াছেন। মা লিখিয়াছেন—"বাবা! আমাদের চরম দুর্দশা দেখবার বাসনা যদি না থাকে তবে অবশ্যই তুমি আমার চিঠি পেয়েই চলে আসবে। অন্যথায় আমাদের পথে বসতে হবে দু'চার দিনের মধ্যেই। মিটেন্কার জন্য বিষয়সম্পত্তি আর বুঝি কিছুই রাখা গেল না। যাইহোক পত্রপাঠমাত্র চলে আসবে—দেরি করো না।"

এই চিঠি পাইয়া নিকোলাস আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে তখনই ছুটির ব্যবস্থা করিয়া লইল। এমনকি পরের মাসে যে পদোন্নতির আশা ছিল তাহার জন্য অপেক্ষা পর্য্যন্ত করিতে পারিল না।—দু'এক দিনের মধ্যে রাজসরকার হইতে একটা স্মারক উপহার আসিবার কথা ছিল। কিছুদিন আগে কোনো এক যুদ্ধে বীরত্ব সহকারে জয়লাভ করার সম্মান-স্বরূপ এই উপহার। কিন্তু সেজন্যও নিকলাস এতটুকু দেরি করিল না। সোজাসুজি ছুটি আদায় করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। এদিকে তাহার সহকর্মীরা এখবর পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে একটা বিদায়-ভোজের বন্দোবস্ত করিল—সেইদিন সন্ধ্যায় নাচগান পানভোজন চলিল পুরাদস্তুর। পরদিন দলের সবাই তাহাকে আগাইয়া দিল অনেকটা পথ।

প্রথমে নিকলাসের বেশ কষ্ট হইতেছিল সঙ্গীদের ছাড়িয়া আসিতে, সকলের উপরেই যেন কেমন মায়া পড়িয়া গিয়াছে। চলিতে চলিতে বার বার সেনাদলের কথাই ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনকে ঘিরিয়া রহিল।

বাড়ির কাছকাছি আসিতে কিন্তু নিকোলাসের সে ভাবটা অনেকটা কাটিয়া গেল। তখন তাহার কাছে গৃহের আকর্ষণটা নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। বাড়িতে গিয়া সে যে কি কি দেখিতে পারে তাহারই কল্পনায় তাহার মন ভরপুর। শেষ পথটুকু যেন হঠাৎ অকারণে দীর্ঘতর হইয়া পড়িয়াছে। বাড়ি ফিরার আনন্দে নিকোলাস অধীর হইয়া পড়িয়াছে।

বাড়ি ফিরার প্রথম উত্তেজনাটুকু কাটিয়া যাইবার পর নিকোলাসের চোখে ধরা পড়িল যে আগেকার মত তাহাদের বাড়ির সেই কলহাস্যমুখর চেহারাটা যেন কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। আগে যেমন সর্ব্বদাই বাড়িতে একটা উৎসবের স্রোত বহিয়া চলিত এখন তেমনটি আর হয় না। নিকোলাসের মনটা খুব দমিয়া গেল, সাত-তাড়াতাড়ি বাড়ি আসার কী যে দরকার ছিল তার ঠিক নাই, শুধু শুধু তাড়াহুড়া করিয়া আসিয়া এই থমথমে আবহাওয়াতে পড়িলে কাহার মন না নিরুৎসাহ হয়! অবশ্য বড় রকমের একটা উলটপালট যে হয় নাই এও ঠিক। আগের মতই সব চলিতেছে—তবে নিকোলাস যেটা কল্পনা করিয়াছিল পথে চলিতে চলিতে তাহা সে পায় নাই, আসলে সেইজন্যই দমিয়া গিয়াছিল সে।

নিকোলাসের মনে হয় আজকাল বাবা-মার বয়স যেন অনেক হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে ছোটখাট বিষয় লইয়া প্রায়ই মনোমালিন্য ঘটে, আচার-ব্যবহার দেখিয়া

মনে হয় তাঁহাদের সম্পর্ক যেন কেমন পর পর হইয়া গিয়াছে—সেটা সহজেই নিকোলাসের চোখে ঠেকে। সবটাই যেন ওই আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য।

এদিকে সোনিয়া কুড়ি বছরে পড়িয়াছে। তাহার পরিপূর্ণ যৌবনের সৌন্দর্য-সম্পদ অনবগুণ্ঠিতা রজনীগন্ধার মতই সহজ-বিকশিত—সোনিয়া এখন যুবতী, যৌবনবতী। তাহাকে দেখিয়া নিকোলাস যেন নূতন করিয়া এইবারে তাহার প্রেমে পড়িল। সোনিয়াও তাহার বীর যোদ্ধা প্রেমাস্পদকে দেখিয়া হাস্য-পুলকোচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে নিকোলাস।

নিকোলাস সবচেয়ে বেশি অবাক হইয়াছে তাহার ছোট ভাই পিটিয়াকে দেখিয়া। পিটিয়া এই অল্প দিনের মধ্যে যেন হঠাৎ বড়-সড় হইয়া গিয়াছে। নবীন কিশোর পিটিয়া—বালকের মত তাহার আগেকার জড়তা আর নাই। চোখেমুখে তার বুদ্ধির দীপ্তি, চলাফেরায় একটা সহজ স্বাচ্ছন্দ্য। পিটিয়া এই তেরোতে পা দিয়াছে।

আর নাতাশা! সে ত একবারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে—তাহাকে দেখিয়াই নিকোলাস বলিয়া উঠিল, "বাঃ, তুই যে একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছিস রে, এঁ্যা! নতুন যাকে বলে, এতটুকু চেনবার উপায় রাখিস নি!"

—"তার মানে আমাকে কি ভারি বিশ্রী লাগছে তোমার, হাঁ্যা, দাদা?"

—"না, ঠিক তার উল্টো। তোকে দেখলেই সমীহ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার কথা মনে হয়। একেবারে রাজকুমারী—!" শেষের কথাগুলি নিকোলাস গলা নামাইয়া আস্তে বলে।

—"সত্যি বল্‌ছ?" নাতাশা উল্লাসিত ভাবে দাদার পানে চাহিল। তাহার পর সে তাহাদের প্রণয়কাহিনী আদ্যন্ত বলিতে শুরু করিল।

সব কথা শেষ করিয়া নাতাশা সম্প্রতি এণ্ড্‌ যে চিঠিখানি তাহাকে লিখিয়াছে সেখানি দেখাইল।—"আচ্ছা দাদা, তোমার কি মনে হয়? আমার যে কী মনে হয়, কী আনন্দ হয় কতটুকু বা তোমায় বল্‌ব। আচ্ছা, এসব শুনে তোমার ভালো লাগ্‌ছে না?"

নিকোলাস জবাব দেয়—"অবিশ্যি, এর চেয়ে আনন্দের আর কী বা হ'তে পারে? খুবই সুখবর—তবে আমার একবার তোমাদের দু'জনকে একসাথে দেখতে ইচ্ছে করে! একসঙ্গে তোমাদের দেখলে বুঝতে পারতাম—। এণ্ড্‌

খুবই ভালো ছেলে। আচ্ছা, একটা কথা ঠিক করে বল দেখি, তুই কি সত্যিই ওকে ভালোবাসিস?"

—"আমি সে কথা কি করে বলব—যাও! আমি ত বোরিসকে ভালোবেসেছিলাম, তারপর আমার গানের মাষ্টারের সঙ্গেও প্রেমে পড়েছি, তোমার বন্ধু দেনিসভের কথাও তো জানো—কিন্তু এবারে সেরকম কিছু নয়। সত্যি এ একেবারে আলাদা ব্যাপার। আমি এবারে কিরকম শান্তিতে, সুখে আছি। মনে হয় যে সত্যিকার আসল বস্তুর উপর যার গাঁথুনি সে ত মিথ্যা হবার নয়—তাই বুঝি আমার এত ভরসা দাদা।"

নিকোলাস যখন বলিল—"সবই ত বুঝলাম, কিন্তু আমার ভালো লাগছে না—বিয়েটা যদি তাড়াতাড়ি চুকে যেত ত বেশ হ'ত। তা নয় এখন এক বছর—"

নাতাশা বাধা দিয়া বলে,—"তুমি ভারি জানো। যদি কোনো উপায় থাকত তবে কি আর ও-ই এত দেরি করত নাকি। ওর বাবার মত নেই যখন তখন কে আর কি করতে পারে বলো?" নাতাশা আরও বলিল যে, তাহার শ্বশুরের অমতে নাতাশা কিছুতেই শ্বশুরবাড়ি যাইতে প্রস্তুত নহে।

অন্য সময়ে নাতাশাকে বারবার পরীক্ষা করিয়া নিকোলাস দেখিল যে, প্রিয় বিরহে প্রেমিকার বেদনাতুর অন্তর যে মিলনের আশা সতত উন্মুখ করিয়া রাখে, নাতাশার মনে তাহার এতটুকু বিকাশ নাই,—কিছু মাত্র বিষাদের ছায়া তাহার মনে পড়ে নাই। বরং আগের চেয়ে নাতাশা যেন আরও চঞ্চলা হইয়াছে, তাহার হাসির স্রোতধারা প্রবাহিত হইতেছে। এই কী বিরহিনীর বেদনা-বিধুর মূর্তি?

একদিন তাহার মায়ের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে নাতাশার বিবাহের কথা উঠিতে মা একটু উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন—"একবার তার আক্কেলখানা দেখ, বলিহারি আক্কেল বাবা, এণ্ড্রু কি লিখেছে জানো, সে নাকি ডিসেম্বরের আগে ফিরতে পারবে না। না ফেরার কি এমন কারণ থাকতে পারে—হয় ত বা তার শরীর খারাপ হয়েছে, এমনিতেই ত ওর স্বাস্থ্য মোটে ভালো নয়। সে যাক, এখন ভালোয় ভালোয় ফিরলে বাঁচি। দেখো বাপু, নাতাশাকে এ সব কথা বলে কাজ নেই। যত হাসিখুশি থাকে ও ততই ভালো, আর ক'টা দিনই বা—নিক দু'দিন হেসেখেলে নিক। এণ্ড্রুর চিঠি এলেই ও যেন আজকাল কেমন হয়ে যায়—আমার মায়ের প্রাণ—সবই বুঝি ত বাবা।...যাক্ এখন ওরা

হুতাশাজারি মুখে-স্বচ্ছন্দে যবকম্ম করুক, ভগবান এইটুকু করলেই সে মানি।"

নিকোলাস যে কাজের জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ি আসিয়াছে সে দায়িত্বের বোঝা যেন তাহার বুকে পাষাণ হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ সব সময় সে এই কথাটা ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। মায়ের অনুরো তাহাকে রাখিতেই হইবে—অথচ কি করিয়া সে হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করিে সে ত তাহার জানা নাই। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল যেম করিয়া হউক অবিলম্বে যা হয় একটা হেস্তনেস্ত করিয়া ফেলা দরকার।

বাড়ি আসিবার পরদিনই দুপুর বেলায় নিকোলাস ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয় মিটেঙ্কার ঘরের দিকে চলিল। মিটেঙ্কার সঙ্গে আজেবাজে কোনো কথা ন বলিয়া সে সোজাসুজি বলিয়া বসিল—"তোমার হিসাবপত্র ষোলআনা আমাকে আজই, এখনই দেখাতে হবে।"

আসলে "ষোল-আনা" হিসাবপত্র যে কত জটিল এবং দুর্বোধ্য তাহা ত নিকোলাস জানে না, এমনকি মিটেঙ্কার নিজেরও সে বিষয়ে ধারণা নিকোলাসের চেয়ে পরিষ্কার নয়। কাজেই অতর্কিতে এমনতর আক্রমণে মিটেঙ্কা রীতিমত বিপন্ন হইয়া পড়িল। সে যে কি করিবে কি বলিবে ভাবিয়া কোনো কূল-কিনারা পাইল না। তারপর যতই সে সাজাইয়া গুছাইয়া কথা বলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ততই ব্যাপারটা গোলমেলে হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত তাহার কৈফিয়ৎগুলি এতই এলোমেলো হইয়া দাঁড়াইল যে নিকোলাসের মত আনাড়ি হিসাব-পরীক্ষকও বুঝিতে পারিল—ইহার ভিতর গলদ আছে। যে মুহূর্তে নিকোলাসের মাথায় এ কথাটা গেল তখনই তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিল, রাগে তাহার চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল। নিকোলাস চীৎকার করিয়া উঠিল—"পাজি, উল্লুক, হিসেব দাও—। আজ তোমাকে শেষ করে দেব—কুত্তা কাঁহাকা।" তাহারপর সে মিটেঙ্কাকে ধাক্কা মারিতে মারিতে ঘরের বাহিরে টানিয়া আনিল। লাথি মারিয়া সে মিটেঙ্কাকে বাড়ির বাহিরের একটা ঝোপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া বলিল—"বেরো! হতভাগা শয়তান—দূর হ'। আর এ বাড়িমুখো হ'লে। না—"

মিটেঙ্কা মার খাইতে খাইতে যে ঝোপের মধ্যে আশ্রয় লইল সেটা অনেক দিক দিয়া নিরাপদ বলিয়া অনেক দিন হইতেই বাড়ির চাকর-বাকরেরা বিপদের

একমাত্র আশ্রয় হিসাবে ব্যবহার করে। কতদিন এমন হইয়াছে যে বাড়ির কোনো চাকর শহর হইতে মদ খাইয়া আসিয়া মনিবের কাছে ধরা পড়িবার শেষ কালে এই কোণের মধ্যে ঢুকিয়া রক্ষা পাইয়াছে, তাহাছাড়া আরও নানা কারণে এই অমূল্য ছুর্গটি সকলেরই প্রিয়।

*নিকোলাস মার-ধোর করিয়া যখন চলিয়া যাইতেছিল তখন মিটেঙ্কার বৌ-বোনেরা ঘরের দরজা একটু ফাঁক করিয়া ভয়ে ভয়ে উঁকি মারিয়া তাহাকে দেখিতেছিল, নিকোলাস সে-সব লক্ষ্য না করিয়া সরাসরি নিজের বাড়ির দিকে চলিল। ওদিকে নিকোলাসের মায়ের কাছে খবর পৌছিতে দেরি হইল না, ঝিয়েরা সবিস্তারে হাত-পা নাড়িয়া যাহা ঘটিয়াছিল তাহার তিনগুণ বলিল। এবং অবশেষে এই রায় দিল যে, আর কোনো চিন্তা নাই। এরপর মিটেঙ্কা তাহার পৈতৃক প্রাণের মায়ায় হিসাব-নিকাশ ঠিক রাখিবে। কিন্তু রোস্তভ-গৃহিণী মনে মনে যথেষ্ট খুশি হইয়াও ছেলের জন্য একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ওই রকম কাণ্ড করিয়া নিকোলাস অসুস্থ হইয়া পড়ে নাই ত? অথবা তাহার মনে কোনোরকম কিছুই হইয়াছে কি না তাহাই বা কে বলিতে পারে? এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি উঠিয়া গিয়া ছেলের পড়ার ঘরে উঁকি দিয়া দেখিলেন, সে শান্তভাবে পাইপ টানিতেছে।

পরদিন সকালে নিকোলাসের বাবা তাহাকে বলিলেন যে, নিকোলাস অকারণে মিটেঙ্কার উপরে রাগ করিয়াছে, কারণ যে সাতশ' টাকার হিসাব লইয়া এত কাণ্ড, তাহার পাতা উল্টাইয়া দেখিলেই নিকোলাস খুঁজিয়া পাইত না কি। এসব কথাই কাল রাত্রে মিটেঙ্কা আসিয়া কাউন্টকে লাগাইয়াছে।

নিকোলাস বলিল "ওটা একটা চোর, বদমায়েস, আপনি সে কথা ভালো করেই জানেন বাবা। তাই ওর ন্যায্য-পাওনা যা তাই দিয়েছি, আমি কিছু অন্যায় করিনি। তবে আপনি যদি বারণ করেন, বেশ ত আমি আর একটা কথাও বল্‌তে চাইনে—"

—"না বাবা, সে কথা নয়—আমি তোমায় হিসেব-পত্তর দেখবার অনুরোধ করছি—বুড়ো মানুষ আমি। কিছু বুঝি না ওসব…" বলিতে বলিতে কাউন্টের স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, চুপ করিয়া গেলেন। তিনি নিজে কোনোদিনই সংসারের এতটুকু উপকারে আসেন না। যে ভুল তিনি করিয়া আসিয়াছেন তাহারই ফলে হয়ত তাঁহার সন্তানকে পথে বসিতে হইবে। কিন্তু সে ভুল আজ আর শোধ্‌রাইবার সময় কই!

নিকোলাস বলে—"আপনার চেয়েও আমি হিসেব-পত্তর ঢের কম বুঝি বাবা। চুলোয় যাক আপনার হিসেব-নিকেশ আর দাতশ টাকার জমাখরচ বরাবর জেনে এসেছি কি করে তুরুক করতে হবে আর ডবল দিয়ে বাজি চড়াতে হয়—আর ত কিছুই জানি না আমরা বাবা।"

নিকোলাস সঙ্কল্প করিল সে দিন হইতে সে আর কোনো দিন সংসারের স্নাতেও থাকিবে না পাঁচেও না।

একদিন তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করি বল তো বাবা? বোরিসের মা মিখাইলোভ্না দু'হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন। তার আজও পর্য্যন্ত শোধ দেবার নাম নেই। অনেকদিন হয়ে গেল। অবিশ্যি লেখাপড়ার দিকে সব পাকা বন্দোবস্ত আছে।"

নিকোলাস বলিল—"আমায় বাপু ও বোরিসই বলো আর তার মাই বলো কাউকেই ভালো লাগে না, তবে আত্মীয়ের মতই যখন ব্যবহার করে এসেছ আর ওরাও গরীব ত—কাজেই সবচেয়ে সোজা কাজ হচ্ছে তোমার ওই দু'হাজার টাকার হাতচিঠি রসিদখানা ছিঁড়ে ফেলে রেহাই দেওয়া।" বলিয়া সে কাগজখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার মাও ইহাতে খুশি হইয়া উঠিলেন ছেলের উপর।

নিকোলাসের বিষয়-আশয় দেখাশুনার পালা ওইখানেই শেষ। আজকাল সে দীর্ঘ অবসর সময় কি করিয়া কাটাইবে ভাবিয়া পায় না। শেষে সে শিকার করিবে ঠিক করিল।

কাউণ্ট রোস্তভের রাজকীয় আয়োজন বিলাসের সকল মহলে। বিশেষ করিয়া শিকারের ব্যবস্থাটা তাঁহার একটু অসাধারণ রকমের। প্রায় ষাটটি গ্রেহাউণ্ড কুকুর, কুড়িটি ঘোড়সওয়ার, ভালো ভালো কয়েকজন শিকারী তদুপযুক্ত আনুষঙ্গিক হাতিয়ার-পাতি, শিকারের জন্য নিজেদের জঙ্গল—এসব কাউণ্ট রোস্তভের ছিল। অবশ্য ইদানীং তিনি শিকার করা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তবু আয়োজনের কমতি কোনোদিনই হয় না। কাজেই নিকোলাসের শিকারে কোনোই অসুবিধা হইল না। তাহার দেখাদেখি কাউণ্টও যোগ দিল। তারপর পিটিয়া, এমনকি নাতাশাও একদিন তাহাদের সঙ্গে গেল।

কাউণ্ট রোস্তভ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সরকারী পদগৌরবটি পরিত্যাগ করিয়াছেন—সম্রান্ত সমাজে সেনাপতিত্ব বজায় রাখিতে গেলে আনুষঙ্গিক

অনেক খরচপত্র আছে। কাউন্ট হিসাব করিয়া দেখিয়া শুনিয়া এই বাজে খরচের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই পদত্যাগ করিলেন। কিন্তু তবুও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় না, নাতাশা আর নিকোলাস প্রায়ই দেখে যে বাবা-মা একান্ত নির্জনে বসিয়া পরামর্শ করিতেছেন কি করিয়া পাশের গ্রামের জমিদারিটা বিক্রয় করা যায়, নয় ত বা তাহাদের মস্কাউএর বাড়িটা বিক্রয়ের কথা হইতেছে। সর্ব্বদা তাঁহারা দু'জনে গোপনে এসব পরামর্শ করেন, যাহাতে ছেলেমেয়েরা কেউ টের না পায়।...আজকাল কাউন্ট গ্রামে আসিয়া কোনো উপলক্ষ্যে খাওয়ানো-দাওয়ানোর পাট তুলিয়া দিয়াছেন—সেকালের আনন্দকোলাহলমুখরিত জমিদার বাড়ির সঙ্গে যেন এখনকার উৎসববিহীন রোস্তভ্-বাড়ির কোথাও মিল নাই এতটুকু। তবু বাড়িতে আগে যেমন চাকরবাকর, লোকজন ছিল এখনও ঠিক তেমনই আছে। আজও রোস্তভ্-পরিবার বিশ-পঁচিশজন জমায়েত হইয়া খাইতে বসে—এছাড়া অনুগত, আশ্রিত এবং ভৃত্য ত আছেই। বাড়ির কর্ত্তা ও গৃহিণীর দৃঢ়বিশ্বাস যে, আশ্রিত অনুগত, আত্মীয়-অনাত্মীয় যাহারা অকারণেই ঐখানে বাস করে তাহারা পর নহে—তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলার কথাটা তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন না। এককালে যাহারা ছেলেমেয়ের শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী হইয়া এ বাড়িতে স্থান পাইয়া ছিল, তাহাদের সে কাজ ফুরাইয়া যাইবার পরও তাহারা রহিয়া গিয়াছে। এমনি করিয়া গানের মাষ্টার একজনও সপরিবারে বসবাস করেন।

নিকোলাস নূতন করিয়া শিকারে যোগ দেওয়াতে সেদিকের খরচ আরও বাড়িয়া গেল। এমনি ভাবে একটার পর একটা করিয়া খরচ বাড়িয়াই গিয়াছে। কাহারও জন্মদিনের নিমন্ত্রণে জমিদারের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যথোপযুক্ত উপহারও দিতে হয়। তাহা ছাড়া কাউন্ট নিজে এখনও তাস খেলা ছাড়িতে পারেন নাই। স্বভাবতঃ তিনি এমন ভাবে হাতে ধরেন যে সহজে পাশের লোক তাঁহার তাস দেখিতে পায়। ফলে বার বার কাউন্ট বাজী হারিয়া

অভ্যস্ত জীবনের উপান্তে দাঁড়াইয়াছে তাহার পথ বদলাইয়া দিবার মত ক্ষমতা রোস্তভ্-গৃহিণীর নাই। তিনি জানেন যে এইভাবে আর চলিলে ছেলেমেয়েরা পথে দাঁড়াইবে। কিন্তু বৃদ্ধ স্বামীর উপর খবরদারী করা আজ আর সাজে না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রোস্তভ্-গৃহিণী একটি উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। এমন কতকগুলি রোগ আছে যাহার লক্ষণ দেখিয়া আগেই বুঝিতে পারা যায় যে ব্যাধিটা কি, কিন্তু বুঝিতে পারিলেও সে রোগকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না—এ ক্ষেত্রেও রোস্তভ্-পরিবারের দারিদ্র্য সেই রকম অনিবার্য্য ব্যাধির মতই অবশ্যম্ভাবী। তাই রোস্তভ-গৃহিণী স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন যে নিকোলাসের বিবাহ দিবেন রীতিমত ধনীর ঘরে—বংশের একমাত্র কন্যা এবং উত্তরাধিকারী হইলে আরও ভালো হয়। পাত্রীটিও তিনি মনে মনে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। জুলিয়া কারাগীন। সম্প্রতি জুলিয়ার মেজো ভাই মারা যাওয়াতে জুলিয়াই এখন তাহার বাপের বিপুল সম্পত্তির মালিক। পাছে ও তরফ হইতে কোনো আপত্তি হয় এই আশঙ্কায় তিনি নিজেই জুলিয়ার মায়ের কাছে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। এ চিঠির কথা বাড়ির কেউ জানে না।

কারাগীন-গৃহিণীর এ বিবাহে এতটুকু আপত্তি নাই। তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে রোস্তভ্-গৃহিণীর মনে মনে একটু গর্ব্বও যে হয় নাই একথা বলা যায় না। তিনি লিখিয়াছেন, "আপনার প্রস্তাব আমার কাছে পরম-সৌভাগ্যের কথা। বেশ ত, আপনার যদি আপত্তি না থাকে ত নিকোলাসকে একবার আমাদের এখানে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করছি। তাকে একবার আমাদের মস্কাউএর বাড়িতে আসতেই হবে।"

নিকোলাসের মা মাঝে মাঝে ছেলেকে আদর করিয়া অশ্রু গদগদকণ্ঠে বলেন "বাবা, তোর একটা বিয়ে দিতে আমার বড্ড ইচ্ছে করে!" তিনি বলেন যে, মেয়েরা ত একে একে সব পরের ঘরে চলিয়া যাইতেছে, এখন তিনি কেমন করিয়া একলা থাকিবেন? জীবনের যে কয়টী দিন বাকী আছে তাহা যেন সুন্দরী পুত্রবধূর আশ্রয়ে থাকিয়া কাটাইতে পারেন তিনি—এ ছাড়া নিকোলাসের মা আর কিছুই চাহেন না।...আবার এইসঙ্গে তাঁহার কল্পিত সেই সুন্দরী পুত্রবধূ ঠিক কেমনটি হইবে, কেমন মেয়ের সঙ্গে নিকোলাসের

ফেলিলেন যে, সামনের বড়দিনের আগে যদি নিকোলাস একবার মস্কাউ ঘুরিয়া আসে ত ভাল হয়—তারপর তিনি জুলিয়ার গুণপনার অদ্ভুত সব উদাহরণ দিতে শুরু করেন। মস্কাউতে গেলে নিকোলাসের কোনো অসুবিধা হইবে না—সে ভরসাই তিনি দিলেন। কিন্তু নিকোলাস তবু উৎসাহ দেখাইল না। যদিও সব কথাই সে অনুমান করিয়াছিল তবু নিকোলাস মাকে জিজ্ঞাসা করিল—"মা, ঠিক করে বলো দেখি, কেন আমায় যেতে বল্‌ছ।"

তিনি এবারে সহজেই মনের কথাটি খুলিয়া বলিলেন,—"আমার ইচ্ছে জুলিয়াকে আমার ঘরে নিয়ে আসি। তাতে করে আমাদের অবস্থা আবার ভালো হয়ে যাবে। মেয়ে হিসেবে জুলিয়া ত সত্যিই ভালো বাবা।"

—"আচ্ছা মা, আমি যদি কোনো গরীবের ঘরের মেয়েকে ভালোবাসতাম? তাহলেও কি তুমি একথা বল্‌তে পারতে? আমার অন্তরের,—আমার বাসনার আমার নিজের কি কোনো মর্য্যাদা, কোনো মূল্য নেই? কেবল টাকার জন্যে বিয়ে?"

তাহার মা একথার কি জবাব দিবেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন না, ব্যস্তভাবেই বলেন,—"না রে না, তা নয়—মোটেই সেকথা বল্‌ছি না আমি। তুই আমাকে ভুল বুঝিস না বাবা। তোদের সুখের জন্যই সব বাবা।"

কথাগুলি বলিবার পরমুহূর্ত্তেই নিকোলাসের মা বুঝিতে পারিলেন যে তিনি সন্তানের কাছে যেকথা বলিতেছেন তার সঙ্গে তাঁহার অন্তরের যোগ নাই। কথাটা আদৌ সত্য নয়। আর সেটা বুঝিবার সঙ্গেই কাঁদিয়া ফেলিলেন।

—"মা তুমি কেঁদো না, মা। তুমি শুধু আমাকে বলো যে সত্যিই তুমি এটা চাও—এই যদি তোমার ইচ্ছে হয় তবে আমি আমার জীবনের বিনিময়েও তোমার মুখে হাসি ফোটাবো। তোমাকে সুখী করবার জন্যে আমি সব ত্যাগ করতে পারি, এমন কি আমার প্রেমও।"

কিন্তু তাহার জননী ত চান না যে তাঁহার সন্তান ত্যাগ স্বীকার করিয়া অসুখী হইয়া জীবন যাপন করুক। যদি সম্ভব হইত তবে তিনি ত্যাগস্বীকার করিয়া আজই এখনই এই পরিবারের কল্যাণ সাধন করিতে প্রস্তুত আছেন। সেকথা ত কাহাকেও বলিবার নয়, তাই সহজ, সম্ভব উপায়টা যাহা হাতের কাছে পাইয়াছেন তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন।

চোখ মুছিতে মুছিতে তিনি শুধু বলিলেন—"বাবা, এ নিয়ে আর কোনো কথা ব'ল না তুমি—তুমি আমার কথাটা বুঝলে না।"

নিকোলাস ভাবিতেছিল—বাস্তবিক কি সোনিয়া গরীব বলিয়াই তাহার মা সোনিয়ার সঙ্গে বিবাহে আপত্তি করিতেছেন। আর ওইরকম একটা কাঠের পুতুলকে গলায় গেঁথে দিতে চান কেবল টাকার খাতিরে? ভালোবাসা কি গরীব-বড়লোক বিচার করিয়া চলে? হোক সোনিয়া কপর্দক-শূন্য তবু তাহাকে বিবাহ করিয়া নিকোলাস সহস্র গুণে সুখী হইবে।

নিকোলাস বাড়িতেই রহিয়া গেল। এরপর আর তাহার মাও জুলিয়াদের প্রসঙ্গে কোনো কথাই তোলেন নাই। কিন্তু তিনি চোখের উপর যতই দেখেন যে নিকোলাসের সঙ্গে সোনিয়ার অন্তরঙ্গতা আগের চেয়ে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে ততই তিনি সোনিয়ার উপর বিরক্ত হন। তাঁহার মনে হয় সোনিয়া যেন কি একটা গুরুতর অপরাধ করিতেছে। ইদানীং তিনি সোনিয়াকে বিশেষ আদরযত্ন ত করেনই না, মুখের মিষ্ট কথাও যেন সোনিয়াকে সহজে বলিতে চাহেন না। কখনও বা নিজের এই অসঙ্গত আচরণের জন্য রোস্তভ্-গৃহিণী আপনার উপরই বিরক্ত হন—তবু কেমন একটা ভাব-বিরূপতা তাঁহার মনে গড়িয়া উঠিয়াছে সোনিয়ার বিরুদ্ধে। সোনিয়া কেন মুখ বুজিয়া হীনতা স্বীকার করিয়া নিঃশব্দে তাঁহার যাবতীয় তীক্ষ্ণ বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করে?—এজন্যও সময়ে সময়ে তাহার উপর নিকোলাসের মা রাগিয়া যান। তাঁহার মনে হয়, বুঝিবা এমনি করিয়াই হতভাগা মেয়েটা আর সকলের প্রশংসা আদায় করে। কেন, সোনিয়া ত অনায়াসে বাদ-প্রতিবাদ করিতে পারে। তবু যে ও করে না তাহার একমাত্র কারণ নিজের কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ও আনুগত্য দেখানো ছাড়া আর কিছুই নয়। নিকোলাসকে ও মনে-প্রাণে ভালোবাসে এ কথাটা এরকম নীরবে প্রচার করিয়া বুঝি বা মেয়েটা তাঁহার সন্তানের মন কাড়িয়া লইতে চায়—। তা যদি হয় তবে তিনি অনায়াসেই সোনিয়ার উপর চটিয়া যাইতে পারেন।

এই সময়ে একদিন এণ্ড্রুর চিঠি আসিল। সে এখন রোমে আছে। এতদিনে তাহার বাড়ির পথে যাত্রা করিবার কথা কিন্তু সে লিখিয়াছে যে এ দেশে অতিরিক্ত গরম পড়ায় তার পুরাতন ক্ষতস্থানে নূতন করিয়া যন্ত্রণা শুরু হইয়াছে কাজেই আরও কিছুদিন এখানে থাকিয়া অসুখ সারাইয়া যাইবে। অর্থাৎ তাহার দেশে ফিরিতে ফিরিতে আবার নূতন বছর ঘুরিয়া আসিবে—

সেই জানুয়ারী মাসে সে আসিবে। কথাটা নাতাশার মোটেই ভালো লাগে না। এতদিন নাতাশা তাহার নূতন প্রেমের সৌরভ-রসের প্রভাবে নব নব স্বপ্ন-কল্পনার মায়ালোকে লঘু মনে বিহার করিত—বিরহের বেদনা তাহাকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু আজ এণ্ড্রুর এই চিঠিখানা যে নাতাশার সমস্ত আশা-ভরসায় বাদ সাধিল। কতদিন ত হইয়া গেল তবু সে আসিল না, কবে যে আসিবে কে জানে! সহসা আজ যেন নাতাশার ভাগ্য-বিপর্যায় ঘটিল। জীবনের যে সময়টা সে মিলনের মধুর পরিবেশ রচনা করিয়া কাটাইয়া দিতে পারিত সেই অমূল্য সময়টা শুধু আশ-পাশ চাহিয়া বিলাপবিধুর দীর্ঘশ্বাসের বোঝা বহিয়া পার করিতে হইবে।

বড়দিন আসিল। কিন্তু রোস্তভ্‌দের পরিবারের সেই জাঁকজমকের বহর এতটুকু দেখা গেল না। শুধু নিয়ম-অনুষ্ঠানগুলি কোনোরকমে বজায় রাখা হইল। আর সামান্য যেটুকু জাঁকজমক তা ওই সারি-সারি গ্রামবাসীদের নূতন পোশাক-আশাক পরিয়া জমিদারবাড়ি আসার মধ্যে। ব্যতিক্রম দেখা গেল শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বিকাশে—সেখানে কোনো দৈন্য, কোনো কার্পণ্যই নাই। সকালের দিকে প্রচুর তুষারপাত হইয়াছে, তাহার উপর রবিরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া দিগ্‌দেবী হাস্যকরোজ্জল, এই অনবদ্য রূপের বিশেষ করিয়া আজিকার এই দিনটিকে স্মরণীয় করিবার জন্যই যেন প্রকৃতির এই আয়োজন। নক্ষত্রমালামণ্ডিত রজনীর জোৎস্না যেন নূতন রূপ ধরিয়া মানুষের কাছে কিছু একটা দাবী করিতেছে।

সেদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বাড়ির সকলেই বিশ্রাম করিতেছে, বাড়িটা নিঝুম, কোথাও কোনো কলরব কোলাহল নাই।

নিকোলাস আজ সকালে সারা গ্রামটা ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া বৈঠকখানায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহার বাবাও নিজের ঘরে তন্দ্রা উপভোগ করিতেছেন। সোনিয়া বসিয়া বসিয়া ছবি আঁকিতে ব্যস্ত। আর বাড়ির গৃহিণী একেলা বসিয়া পেসেন্স খেলায় মগ্ন।

নাতাশা ঘরে ঢুকিয়া সোনিয়ার ঘাড়ের উপর ঝুঁকিয়া কিছুক্ষণ তাহার কার্য্যকলাপ পরীক্ষা করিয়া তাহার মায়ের কাছে চলিয়া গেল।

মা মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন, "ওরকম ছিটফিটিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন, কি হয়েছে মা? কিছু দরকার আছে?"

নাতাশা সংক্ষেপে জবাব দেয়—"দরকার ? হ্যাঁ আছে—ওকে চাই। এখুনি, এখানে তাকে—"

মায়ের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল।

নাতাশা মায়ের মুখের পানে চাহিয়া বলে—"মা, তুমি অমন করে তাকিয়ে আছো কেন ? না, না—আমি তাহ'লে কেঁদে ফেলব।"

কন্যার পিঠে হাত দিয়া রোস্তভ্-গৃহিণী বলিলেন—"ব'স আমার কাছে।"

—"মা আমার ভালো লাগ্‌ছে না। এমন করে কতদিন আর বাঁচব। ও আসবে কবে ?" তারপর আপন মনেই বলে, "তাই চাই, আমি ওকে এখুনি কাছে চাই।"

কথা বলিতে বলিতে নাতাশার গলা ভারি হইয়া আসিল, তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া দেখিল যে একটা বুড়ি ঝি ছোট একটা মেয়েকে খুব বকিতেছে। মেয়েটা তখনও হাঁপাইতেছে, বোধহয় এইমাত্র খেলাধুলা করিয়া ফিরিয়াছে। ঝি খুব ধম্‌কাইতেছে, "সব কাজেরই সময় আছে। এতক্ষণ ধরে কোথায় আড্ডা দেওয়া হ'চ্ছিল শুনি ?—"

নাতাশা তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "আহা, একটু জিরোতে দাও ওকে।" তারপর মেয়েটিকে বলিল—"পালিয়ে যা এখান থেকে, যা তো—"

তারপর সহসা নাতাশার মনে হইল যে চাকর-বাকরদের উপর একটু হুকুম করিলে কেমন হয়! মাঝে মাঝে তার এরকম খেয়াল হয়, সেদিন বাড়ির ঝি-চাকরদের উপর অনবরত ফরমাস করিয়া উদ্ব্যস্ত করিয়া তোলে। এমনিতেই নাতাশার অকারণে হুকুম করা অভ্যাস! অনেক সময় সে হাতের কাছে চাকরদের দেখিলে ছুতা খুঁজিয়া বাহির করে, তাহাদের খাটাইয়া পরীক্ষা করে ভৃত্যের মনোভাব। আজও তাহাই হইল, চাকরদের মহলে গিয়া সামনে যাহাকে পাইল তাহাকেই বলিল—"আচ্ছা নিকিটা, তুমি এক কাজ করতে পারো ?—তাইত কি কাজই বা দিই। হ্যাঁ, ঠিক কথা, আমার জন্যে একটু মুরগী—আনবে—আর মিংকা, তুমি কতকগুলো শস্য।"

চাকরেরা ভাবিয়া পায় না দিদিমণি হঠাৎ শস্য লইয়া কি করিবে ? কিন্তু উপায় নাই, দিদিমণির কথার উপরে কথা বলিবার স্পর্দ্ধা কাহার আছে ?

চাকরদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে অবাধ্য মেয়েটিকে নাতাশা বলিল—"উনুনটা ধরাও ত, এখুনি।" সে মনে মনে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইল,—এখন চা

খাইবারও সময় হয় নাই, অকারণে এই ভরা দুপুরের বিশ্রামটা মাটি। মনে মনে গজরাইতে লাগিল সে,—মুখে শুধু বলিল—"এরপর আপনার কি হুকুম দিদিমণি?"

নাতাশা অপেক্ষা করে কবে চাকরেরা তাহার এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঁকিয়া বসিবে, আজও মনে মনে এই কথা ভাবিয়াই অসময়ে চাকরদের নাচাইতে শুরু করিল, ফলে উল্টা হইল, চাকরেরা হাওয়ার আগে হুকুম তামিল করিবার জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিল। অবশেষে নাতাশার বিশ্বাস হইল যে তাহার রাজ্যের প্রজাগুলি এখনও অনুগতই আছে।…কিন্তু এরপর সে কি করিবে, কোথায় যাইবে? অবশেষে নাতাশা একটা অন্ধকার ঘরে গিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিল।

নাতাশা একা একা সুপরিচিত একটা সুর তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আসলে তাহার মন ছিল না কোনো কাজেই, অন্যমনস্কভাবে যন্ত্রের মোটা তারগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া ভাবিতেছিল, সুরটা ত ঠিক উঠিতেছে। নাতাশার মনে পড়ে পিটার্সবার্গে এণ্ড্রু তাহার পাশে বসিয়া কোন্ নাট্যশালাতে এই গানটি শুনিয়াছিল। এণ্ড্রুর সেদিনের কথাবার্তাগুলি যেন নাতাশার কানে এখনও বাজিতেছে। গানটা এণ্ড্রুর খুব ভালো লাগিয়াছিল।…তাহারপর নাতাশার মনে পড়িয়া যায় একে একে সব কথা—স্মৃতিপথে ভিড় করিয়া আসে অনেক ছবিই। নাতাশা তন্ময় হইয়া সেই দিনগুলির কথা ভাবিতেছিল। এদিকে সুর যে কোথায় গোলমাল হইয়া গিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার মত অবস্থাও তাহার নাই।

সোনিয়া এধার দিয়া যাইতেছে, একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিয়া নাতাশা আবার আপন মনে বাজনাতে মন দিল। আপন মনেই সে লক্ষ্য করে, হাঁ, সুরটা ঠিকই উঠিয়াছে—তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই; একেবারে হুবহু।

সোনিয়াকে ডাকিয়া বলিল—"আচ্ছা সোনিয়া, বল ত এটা কোন গানের সুর?"

সোনিয়া লক্ষ্য করে নাই ওই অন্ধকারের মধ্যে কেহ বসিয়া আছে, নাতাশার গলা পাইয়া বলিল—"আরে, তুমি ওখানে?" তারপর অনেক চেষ্টা করিয়াও সে বুঝিতে পারিল না, অবশেষে বলিল—"না ভাই বুঝতে পারছি না। কোন গানের—"

কথাটা নাতাশার পছন্দ হইল না, সে হাসিয়া জবাব দেয়—"এটা বলতে পারলে না—যাও, তোমার মাথাটা বিগ্‌ড়ে গেছে। আচ্ছা, আর একবার শোনো। আরে যাচ্ছ কোথায়—?"

—"একটু জল চাই, ছবিটা শেষ করতে হবে।"

—"তুমি বড় ব্যস্তবাগীশ আর আমি একলা বসে থাকি চুপচাপ, আমার হাতে কাজ থাকে না। আচ্ছা হাঁ, দাদা কোথায় জানো?"

—"ঘুমোচ্ছে বোধহয়—"

—"তাকে তুলে নিয়ে এস, যাও। ও এলে একটু গান করা যাবে, যাও।"

সোনিয়া চলিয়া গেল। নাতাশা আবার দিবাস্বপ্নে তন্ময় হইয়া কত কথাই কল্পনা করিতে লাগিল। কিন্তু আজ এণ্ড্রুকে লইয়া যে সমস্যায় সে উতলা হইয়াছে তাহার কোনো সমাধানই হইল না। আপনার সমস্ত সত্তা দিয়া দূর দেশান্তরের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া সে তাহার দয়িতের কাছে অন্তরের আকুল মিলনবাসনার বার্তা পাঠাইবার চেষ্টা করিল। নাতাশা এখনই বুঝি চীৎকার করিয়া বলিয়া ফেলিবে—"ওগো তুমি ফিরে এসো, তাড়াতাড়ি এসো।" পরক্ষণে তাহার মনে সন্দেহ জাগে, সে বুঝি আর আসিবে না কোনো দিন।…"আমার বয়স দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, হয়ত ও যখন ফিরবে তখন আর আজকের এই আমি থাকবো না, সে এক আলাদা মানুষ হয়ে যাবো।" আবার সে ভাবে কখনও, "সে যে আজই ফিরে আসবে না তাই বা কে জানে। হয়ত আজ এতক্ষণ ও ফিরে এসেছে, বৈঠকখানায় বসে গল্প করছে সবার সঙ্গে। কে জানে হয়ত কালও এসেছিল—আমার মনে নেই।"

নাতাশা উঠিয়া পড়িল, সেতার রাখিয়া পাশের ঘরে গেল। সেখানে বাড়ির সবাই বসিয়াছে চায়ের টেবিলে। আশ্রিত, অতিথি অভ্যাগত এবং সুহৃৎ সকলেই নাতাশার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সবাই আছে, কিন্তু সে কোথায়?—প্রিন্স এণ্ড্রু! না, সে ত নাই।

বাবা আদর করিয়া নাতাশাকে তাঁহার পাশে বসিতে বলিলেন। সে দিকে না চাহিয়াই নাতাশা সটান মায়ের পাশে গিয়া মনে মনে বলিল—"ওগো মা, তাকে এনে দাও এখুনি, এখুনি।" কোনোরকমে চোখের জল সামলাইয়া লইয়া মায়ের গা ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়িল।

নাতাশার আর এসব ভালো লাগে না। সেই একঘেয়ে জীবনযাত্রার ধরাবাঁধা ছক, কোথাও এতটুকু বৈচিত্র্য নাই, পরিবর্তন নাই, সবই যেন পুরাতন হইয়া গিয়াছে। তাহার বাবা কাল যেমন ভাবে চায়ের পেয়ালা ধরিয়াছিলেন, আজ ঠিক তেমনি করিয়াই ধরিয়াছেন আবার আগামী কালও হয়ত এই দেখিতে হইবে। এই অসহ্য একঘেয়েমির উপর নাতাশার মন বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কেন, এ বাড়িতে কি কিছুই নূতন দেখিবার উপায় নাই?

চায়ের পর্ব শেষ করিয়া নাতাশা, সোনিয়া আর নিকোলাস বৈঠকখানায় গেল। এখানে বসিয়া তাহারা মন খুলিয়া স্বচ্ছন্দে গল্প করে।

নাতাশা আজ তাহাদের ছেলেবেলার গল্প শুরু করিল। সেই কবে তাহার কাকাবাবু নিগ্রোর ভয় দেখাইয়াছিলেন—সে নিগ্রোটা কি রকম মিশমিশে কালো, এখনও নাতাশার সব মনে আছে। নিকোলাসও সেকথা ভুলিয়া যায় নাই। সোনিয়াকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া নাতাশা বলিল—"আচ্ছা তোমার মনে আছে সোনিয়া—সে কাকাবাবুর কথা?"

সোনিয়া মাথা নাড়িয়া বলে—"আছে বটে, তবে খুব আব্‌ছা আব্‌ছা—"

আসলে সোনিয়ার এসব কিছুই মনে পড়ে না ভালো করিয়া, তাই সে মোটে আলোচনায় যোগ দিবার সুযোগ পাইতেছিল না। কিন্তু তাহার দুঃখ নাই সেজন্য, নিকোলাস আর নাতাশার আনন্দেই তাহার আনন্দ। তাই ত তাহাদের ছন্দে নিজের তাল মিলাইয়া চলিতে চায় সোনিয়া। ওরা দু'জনে কি রকম একটার পর একটা গল্প করিয়া চলিয়াছে। কেবল একদিনের কথা সোনিয়ার মনে পড়ে—যেদিন সে প্রথম এই বাড়িতে পা দিয়াছিল সেই দিনটির কথা তার বেশ মনে আছে। নিকোলাসকে দেখিয়া প্রথমে সোনিয়া কি ভয়টাই না পাইয়াছিল! একে ত তাহার অদ্ভুত ধরণের জামা দেখিয়াই সোনিয়ার বুক শুকাইয়া গিয়াছিল—তাহার উপর আবার সোনিয়ার দাই-মা বলিয়াছিল যে ওই জামার মধ্যে সোনিয়াকে পুরিয়া রাখা হইবে।

নাতাশা বলিল—"আমার মনে আছে বেশ, আমি তোমায় দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আর আমায় সবাই বলেছিল যে তোমায় নাকি কপি গাছের তলায় কুড়িয়ে পাওয়া গেছে। অবিশ্যি আমার তখন কথাটা ঠিক বিশ্বাস হয়নি, তবে একেবারে মিথ্যে বলে উড়িয়েও দিতে পারিনি।"

গায়ক ডিম্লার আসিয়া তাহাদের দেখিয়া বলিলেন—"তোমরা যে দেখছি ঠাণ্ডা হয়ে বসে আছো সব, ব্যাপার কি?"

নাতাশা গম্ভীরভাবে জবাব দিল, "আমরা দর্শনশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করছি।"

গায়ক মহাশয় আর কোনো কথা না বলিয়া আপনার কাজে মন দিলেন। গান শুরু হইয়াছে দেখিয়া নাতাশা মোমবাতিটা পাশের ঘরে রাখিয়া আসিতেই জানালা দিয়া চাঁদের আলো আসিয়া ঘরটা স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় ভরাইয়া দিল।

আবার তাহাদের গল্প চলে ফিসফিস করিয়া। নাতাশা এক সময়ে বলে—"জানো, ছেলেবেলার কথা ভাবতে ভাবতে এক এক সময় এমন হয় যে আমার মনে হয় আমার জন্মের আগের কথাও বুঝি আমি ভুলিনি। যেন দেখতে পাই এর আগে কি সব ঘটেছিল…"

সোনিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া বসে—"ও কিছু নয়, গভীর ভাবে চিন্তা করতে করতে মনটা কেমন হয়ে যায়। অবিশ্যি ঈজিপ্টের লোকেদের বিশ্বাস যে মানুষের আত্মা আগে পশুদেহের মধ্যে থাকে, আবার মানবজন্ম শেষ হয়ে গেলে পশুদেহ আশ্রয় করে।

নাতাশা চাপা গলায় আরো জোর দিয়া বলে—"না, আমি মোটেই সে কথা মানতে রাজি নই। আমি বেশ বুঝতে পারি যে, আমরা জন্ম নেবার আগে সবাই পরী ছিলাম। কোথায়? কেউ বা কোনো দূরদেশে আবার হয়ত বা কেউ এখানেই ছিলাম, কিছুই বলা যায় না। সেইজন্যই পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করতে হয়।"

ডিমলার গান শেষ করিয়া আসিয়া বসিয়াছে। সে ফট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা আমাদের সবাই যদি পূর্ব্বজন্মে দেবদূত ছিলাম তবে এমন পতন হল কেন?"

—"পতন? এতে পতনের আছে কি?" নাতাশা বাধা দিয়ে বলে, "আত্মা অমর, তার জন্ম-মৃত্যু নেই। যেমন আজকের দিন পার হলে কালকের দিন আসবে তেমনি আত্মা এ দেহ থেকে অন্য দেহ ধারণ করবে। বর্ত্তমান যেমন আছে তেমনি অতীত আর ভবিষ্যতেরও অস্তিত্ব সত্য। শুধু আধারের পরিবর্ত্তন হয়—আত্মার ত হয় না, কাজেই তার উন্নতি-অবনতি বলেও কিছু নেই। অনন্ত কালের যাত্রী আমি চলে এসেছি আমার পশ্চাতে অনাদিযুগের ইতিহাস অতিক্রম করে, সামনে রয়েছে আরও কত শতসহস্রলক্ষকোটি অন্তহীন যুগান্তর—আত্মার চলার কি শেষ আছে? সে চলেছে, চলছে, চলতে থাকবে।"

ডিম্‌লারের মুখের সে কৌতুকরহস্যের ভাব মিলাইয়া গিয়াছে, সে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলে—"কিন্তু তোমার সেই অনন্তের কল্পনা ধারণা করা বড় কঠিন।"

নাতাশা হাসিয়া বলে—"কেন? আজকের পর কাল আসবে এটা আপনি ধারণা করতে পারেন ত? আগামী কাল যেমন আছে তেমন গত কালও ছিল। এগুলো যদি সহজে ধারণা হয় তবে - "

নাতাশার মা পাশের ঘর হইতে ডাকিলেন—"নাতাশা, এবারে তোমার গাইবার পালা, তুমি ওখানে আঁধারে বসে বসে করছ কি, এসো এদিকে।"

নাতাশা মুখে বলিল বটে যে তাহার আজ কিছুই ভালো লাগিতেছে না, তবে গাহিবার জন্য উঠিতে হইল তাহাকে। নিকোলাস গিয়া পিয়ানোতে বসিল আর নাতাশা ঘরের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইল।

নাতাশার মন খারাপ থাকা সত্ত্বেও সেদিন সে অসাধারণ রকমের ভালো গান গাহিল। অনেকদিন হইল সে এত ভালো গান গাহে নাই এবং এরপরও বহুদিন এত সুন্দর গাহিতে পারে নাই। আজ তাহার গলা খুলিয়া গিয়াছে। সঙ্গীতজ্ঞ ডিম্‌লার চোখ বুজিয়া গান শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া আপন মনেই বলিল—"ভগবানের অপূর্ব্ব দান ওর কণ্ঠ, ওর কিছু শেখবার নেই। এত মিষ্টি, এত ভরাট, এত মধুর!"

ওদিকে কাউণ্ট মিটেঙ্কার সঙ্গে কি একটা বৈষয়িক বিষয় লইয়া ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু নাতাশার কণ্ঠের সুর কানে আসিয়া লাগিতেই দু'চার কথায় মিটেঙ্কাকে বিদায় দিয়া নিশ্চিন্ত মনে গান শুনিতে লাগিলেন।

গান শুনিতে শুনিতে নাতাশার মায়ের মন কিন্তু অন্য দিকে ধাবিত হইল। তাঁহার এই আদরের মেয়েটির ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করিয়া আশা ও আশঙ্কায় রোস্তভ-গৃহিণীর মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আহা, এমন মেয়ের জীবনে যদি কোনোদিন কোনো দুঃখকষ্ট আসে তবে কি হইবে? "এণ্ড্রুর সঙ্গে নাতাশার প্রণয় গভীর হোক, নাতাশা সুখী হোক"—এখন তাঁহার এই একমাত্র আশা-ভরসা। পরক্ষণেই মনে হয় "কিন্তু তা যদি না হয়—" তিনি আর কিছু ভাবিতেও পারেন না।

নাতাশা তন্ময় হইয়া গাহিতেছে, সকলেই সব কিছু ভুলিয়া গানের স্রোতে ডুবিয়া গিয়াছে। এমন সময় পিটিয়া সামরিক কায়দায় জুতার আওয়াজ করিতে করিতে ঘরে ঢুকিয়া স-কলরবে জানাইল যে একদল "বহুরূপী" আসিয়াছে।

নাতাশা এরকমভাবে বাধা পাইয়া পিটিয়াকে ধমকাইয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিতে শুরু করিয়া দিল। সে কান্নার বেগ সামলাইতে তাহার বেশ খানিকটা সময় কাটিয়া যায়। আবার আপনা হইতেই নাতাশা বলিয়া উঠিল, "ও কিছু নয় মা, সত্যি বলছি কিছু হয় নি—পিটিয়া এমন ভয় লাগিয়ে দিল যে—আর কিছুই নয়।" এ কথা বলিবার পরও কিন্তু নাতাশার দুই গালের উপর অশ্রুধারা অবিরাম বহিয়া চলে।

বাড়ির চাকরেরা নানারকম সাজে সং সাজিয়াছে। কেহবা ভালুক, কেহবা তুরকী, কেহবা সরাইখানার মালিক আবার কেহবা সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা সাজিয়া আসিয়াছে। আজ উৎসবের দিন, এমন করিয়া আমোদ-প্রমোদ তাহারা প্রতি বৎসরই করিয়া থাকে। দেখিতে দেখিতে সং-এর দল নাচিয়া কুঁদিয়া আসর জমাইয়া ফেলিল। রোস্তভ-গৃহিণী একটু পরেই উঠিয়া গেলেন কিন্তু কর্ত্তা বসিয়া বসিয়া মজা দেখিতে লাগিলেন।

ছেলেমেয়েরা কোন ফাঁকে সরিয়া পড়িয়াছিল কিন্তু আধ ঘণ্টা পরে তাহারা ফিরিল 'ভোল' বদলাইয়া। নিকোলাস সাজিয়াছে বৃদ্ধার সাজে, নাতাশা একজন অশ্বারোহী, সোনিয়া আরও অদ্ভুত—এক পুরুষের সাজে সজ্জিত। ছেলেমেয়েরা আসিয়া ধরিয়া বসিল, এই সাজে তাহারা কোথাও যাইবে। একথা শুনিয়া কাউণ্ট উৎসাহিত ভাবে বলিলেন, "আলবৎ যাওয়া হবে, দাঁড়াও আমিও চেহারা পাল্টে আসি।"

গৃহিণী একথায় ষোল আনা রাজি নহেন, তিনি কর্ত্তার যাওয়া নাকচ করিয়া দিলেন। এই ঠাণ্ডা লাগিয়া কর্ত্তার বাতের ব্যথা বাড়িলে আর রক্ষা নাই। অতএব নিকোলাসের দল কাউণ্টকে রাখিয়াই তিনখানি স্লেজ লইয়া অভিযানে রওনা হইল। পাশের গ্রামেই তাহাদের এক আত্মীয়ের বাড়ি,—নিজেদের অপরূপ সাজ দেখাইবার জন্য তাহারা সেখানেই যাইবে।

আজ সন্ধ্যায় সোনিয়ার মনে যেন কি এক নূতন হাওয়া লাগিয়াছে। আজিকার উৎসবের অন্তর্নিহিত গোপন গভীর রহস্য যেন তাহার কাছে ধরা দিবার জন্য উৎসুক। তুষার-কণার কোমল শীত-স্পর্শ যে এমন পুলক-শিহরণ আনিয়া দিতে পারে ইতিপূর্ব্বে সোনিয়া কোনোদিন তাহা অনুভব করে নাই। পথে চলিতে চলিতে গাড়ির দোলা যে কী ভালোই লাগিতেছিল। কিন্তু এই ভালোলাগার মধ্যে এই নূতন আনন্দ অনুভূতির মধ্যে, কোথায় যেন

আশঙ্কায় করুণ—কেন এ ভয়! সোনিয়া ভাবিয়া পায় না কিসের এত ভীরুতা তাহার! আজ বুঝি তাহার ভাগ্যপরীক্ষার দিন। গাড়ির একটানা ঘর্-ঘর্ শব্দ যেন তাহাকে ভাগ্যদেবতার পায়ের কাছে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। একদিকে কল্পনা-রঙীন আনন্দ-স্বপ্ন আর একদিকে অজ্ঞাত রহস্যাবৃত ভাগ্যের চরম নির্দ্দেশ।...আরও ত সবাই চলিয়াছে,—একই যাত্রা, কিন্তু কেহ ত জানে না সোনিয়ার মনের খবর। সবাই চলিয়াছে সাধারণ উৎসবের আনন্দ লইয়া। কিন্তু সোনিয়া...! শুধু সোনিয়া নয়—নিকোলাসও। নিকোলাসের কাছে সোনিয়ার মনের খবর পৌছিয়াছে। আজিকার এই তুষার-স্নাত জ্যোৎস্না, বাহিরের উন্মুক্ত আকাশ...এ ছাড়া আরও কিছু আছে। তাঁহার মনে হয়, হয়ত বা ভিজা বাতাসে কোন মোহ আছে, নহিলে এত উৎসাহ কোথা হইতে আসিল!

এ বাড়িতে সকলেই অবাক হইয়া গেল। ছেলেমেয়েরা ত আনন্দে লাফাইয়া উঠিল—বৈচিত্র্যের লোভে। এ কথা সে কথা হইতে হইতে এক সময়ে আলোচনা শুরু হইল ভাগ্যপরীক্ষার বিষয়। কবে কাহার ভাগ্যে কি ঘটিয়া গিয়াছে তাহারই গল্প। আজিকার শুভদিনে মানবের মঙ্গলামঙ্গলের ইঙ্গিত ঈশ্বরের ভাষায় অভিব্যক্তি লাভ করে। এ বাড়ির গৃহিণী বলিলেন, "আমার একবার ইচ্ছে হয়েছিল, গোলাবাড়িতে গিয়ে কান পেতে শুনেছিলুম ঝর ঝর করে ধান পড়ছে। এটা অবিশ্যি ভালো, সুলক্ষণের চিহ্ন। আর যদি আখো খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে তবে বুঝবে অমঙ্গল হবে—ভালো ফলের লক্ষণ ওটা নয়।"

—"সে কথা যাক—এখন বলো না মা তোমার কি হয়েছিল।" বাড়ির ছোট মেয়ে প্রশ্ন করিল। গৃহিণী চোখ বুজিয়া বলিলেন—"সে কি আজকের কথা! স্পষ্ট মনে নেই, মা—। ভুলে গেছি। তবে এটাও ঠিক যে এরকম ভাবে ভাগ্যপরীক্ষা করার সাহস তোমাদের কারুর নেই। এই রাত্তির বেলায় সেখানে যেতেই বুক কাঁপবে।"

সোনিয়া রীতিমত প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"আমি যেতে পারি—খুব পারি।"

গৃহিণী বিজ্ঞ-হাসি হাসিয়া বলিল—"পারো তো যাও দেখি। কিন্তু ভয় পেলে জানি না।"

আজ সারা সন্ধ্যাটা নিকোলাস সর্ব্বদাই সোনিয়ার কাছে কাছে আছে, একবারও নড়ে নাই। কেন যেন তাহার কেবলই মনে হইতেছে সোনিয়া

সুন্দরী, তাহার রূপের মাধুর্য্য অনাস্বাদিত, অতুলনীয় লাবণ্য। এই রূপ, এই মাধুর্য্য অনুভব করিবার মত সহজ দৃষ্টিও কি নিকোলাসের ছিল না! হায়, মূর্খ! বার বার নিকোলাস আপনাকে ধিক্কার দেয়। এই অপূর্ব্ব সন্ধ্যায় আজ যেন সে নূতন করিয়া নিজের দৃষ্টি ফিরিয়া পাইল। না, না আর কিছুতেই এ অমৃত সে ত্যাগ করিতে পারিবে না। নিকোলাস মুগ্ধ হইয়া সোনিয়ার পানে চাহিয়া থাকে।

সোনিয়া যখন বাজি জিতিবার জন্ত গোলাবাড়ির দিকের দরজা খুলিয়া চলিয়া গেল তখন নিকোলাস সদরের দিক দিয়া ঘুরিয়া গোলাবাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। পিছন হইতে সে বলিল "শোনো, ভয় পেয়ো না যেন। আর পিছন ফিরে চেয়ো না ভুলেও।"

সোনিয়া সপ্রতিভ ভাবে জবাব দেয়—"ভয় পাইনি একটুও।" একথা বলিয়াই সোনিয়া নিকোলাসের কাছে চলিয়া আসে। তাহাকে দেখিয়া নিকোলাসের মনে দ্বিধা জাগে, "এই কি সেই আমাদের সোনিয়া? না, আর কেউ? কোথায় যেন এই মেয়েটির সঙ্গে সোনিয়ার খুব মিল আছে—।" আবার মনে হয়, "বুঝি এর সঙ্গে সেই সোনিয়ার কিছুই মেলে না।" সোনিয়ারও ওইরকম একটা অদ্ভুত মনোভাব হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রত্যহের সেই পুরাতন নিকোলাসের সঙ্গে এই যুবকের সাদৃশ্য এতটুকু নাই, এই নবীন বীরের মহানুভবতা বুঝি সর্ব্বকালকে ছাড়াইয়া সিদ্ধিলাভ করিতে চলিয়াছে। "হে আমার সুন্দর।" সোনিয়ার সমস্ত অন্তর আবাহনের অর্ঘ্য লইয়া অপেক্ষমান। "এসো এসো দেবতা আমার!" তাহার চোখে পূজার অভিব্যক্তি।

ফিরিবার সময় সারা পথ নিকোলাস আর সোনিয়া পাশাপাশি বসিয়া পরস্পরকে অনুভব করিয়াছে, আহ্বান করিয়াছে মনে মনে, পুলক-শিহরণে থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছে।

সোনিয়া কম্পিত হাতে নিকোলাসের মুখে গালে হাত বুলাইয়া দিয়াছে, ডাকিয়াছে "নিকোলাস!"

নাতাশার অনুসন্ধানী দৃষ্টির কাছে এ ব্যাপারটা ধরা পড়িয়াছে। সে বুঝিতে পারিল সবই—আহা! বাস্তবিকই ত সোনিয়া তাহার দাদাকে ভালোবাসে। সোনিয়ার প্রণয় মিথ্যা নয়, তাহা আন্তরিকভাবে গভীর। তাহা নাতাশা জানে বলিয়াই তাহার উপর এত শ্রদ্ধা তার।

নিকোলাস আয়নার আড়ালে এক সময়ে নাতাশাকে স্পষ্ট বলিয়া ফেলিল, "আমি এবার ঠিক করে ফেলেছি সোনিয়ার সম্বন্ধে।"

নাতাশা অমনি হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি আজ বিয়ের কথা কিছু বলেছ নাকি! ওকে বিয়ে করবে?" কিন্তু একথার জবাব দিল না নিকোলাস। সে হাসিয়া বলিল, "গোঁফ জুড়ে দিলে ওকে এমন অদ্ভুত দেখায় কি বলব নাতাশা। আচ্ছা, তুই কি সত্যিই খুশি হয়েছিস, বল ত সত্যি ক'রে?"

—"আর তুমি কি যে বলো দাদা, আমার যেন নাচতে ইচ্ছে করছে। আমি তোমার ওপর খুব চটে ছিলাম এতদিন কিন্তু কিছু বলিনি। অনেক আগেই তোমার বিয়ে করা উচিত ছিল। ও একেবারে খাঁটি সোনার মত নিখাদ। যাও খুব হয়েছে, এখন সোনিয়ার কাছে যাও দাদা, আজকের এই সময়টা আমার সঙ্গে মিথ্যে বোকে নষ্ট হতে দেওয়া ঠিক নয়, যাও, যাও বলছি।"

—"না, একটা কথা বলি শোন, আজকে বুঝি হঠাৎ ওকে আবিষ্কার করলাম —এমন ত আগে কখনও দেখি নি? যাক্ এখন ত হয়েছে—তুই খুশি হয়েছিস! আমি অন্যায় করিনি ত!"

—"হয়েছি, সত্যি খুশি হয়েছি। আর, তুমি যা করেছ এর বিপক্ষে কেউ কিছু বলতে এলে শুন্‌ব না।"

বাড়ি ফিরিয়া নাতাশার মনটা কি রকম ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল। বার বার-তার মিলনোৎসুক মনে মর্মরিয়া উঠিতেছে কথাটা, "আর কতদূর— কত দেরি? ওগো, কবে তুমি আস্‌বে?"

নাতাশার অধীর আগ্রহ আর সহিতে পারে না এই দীর্ঘ বিরহ। সে বৈঠকখানার সামনাসামনি দুই আয়নার মাঝখানে দাঁড়াইয়া আপনার আপাদমস্তক দেখিতে দেখিতে আপন মনে অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, "সেই সুদিন বুঝি আর এলো না! আসবে ত?"

আবার একবার মনে হয় এ সংশয় দূর করিয়া দিতে পারিলে সবচেয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। এই ত কত লোকে আপনার ভবিষ্যতের কথা বুঝিতে পারে—শুধু চিন্তা করিয়াই ত পড়িতে পারা যায় ভাগ্যের লিখন। এইত সোনিয়া কেমন মনোদর্শনে দেখিতে পাইল আপনার মঙ্গল।...আচ্ছা, সোনিয়াকে দিয়া একবার যদি নাতাশা নিজের ভাগ্যলিপি জানিতে পারে সে বেশ হয়। একথা মনে হইতেই নাতাশা সখীকে ধরিয়া বলিল—"আমি

কিন্তু ভাই কিছুই দেখতে পাইনে—তুমি আমার হয়ে দেখ দেখি, কিছু বুঝতে পার কি না। ব'লো—ভাবো তো।"

সোনিয়া স্থির অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবিবার চেষ্টা করিল—কল্পনায় আন্দ্রুকে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ সোনিয়াকে ওরকমভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ডুনিয়াশা বলিল, "আমাদের সোনিয়া দিদিমণি ঠিক একটা কিছু দেখতে পাবেন। নিশ্চয় পাবেন—সেই মনে নেই গত বছরেও ত—"

সোনিয়া একহাতে মুখ ঢাকিয়া সহসা "নাতাশা" বলিয়া কাঁপা গলায় ডাকিল।

নাতাশা আর থাকিতে পারিল না, ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কি, কি দেখলে ভাই সোনিয়া?"

সোনিয়া যে কি দেখিল তাহা সেও জানে না, বোধকরি এমনিই হয়—আসলে কেহই কিছু দেখিতে পায় না, আপনার কল্পনায় যাহা আসে তাহাই খুশিমত বলে।

তাই নাতাশা যখন প্রশ্ন করিল—"সত্যি তুমি তাকে দেখেছ সোনিয়া—সত্যি?" তখন সোনিয়া অম্লান-কণ্ঠে বলিল—"হুঁ।" আসলে সোনিয়া কিছুই দেখিতে পায় নাই।

সোনিয়া বলে—"দাঁড়া একটু—হুঁ, তাকে ত দেখ্‌লাম।"

—"আচ্ছা ও কিরকম ভাবে আছে?—দাঁড়িয়ে—বসে, না শুয়ে?"

সোনিয়া অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া বলিল—"প্রথমে কিছু ছিল না—তারপরে মনে হ'ল যেন ও শুয়ে আছে।"

নাতাশার বুক ভয়ে কাঠ হইয়া গেল—"এও্ শুয়ে আছে?—তবে কি সে খুব অসুখে পড়েছে?" ভীতা হরিণীর মত চকিত-বিহ্বল দৃষ্টিতে নাতাশা সখীর মুখের পানে চাহিল। "সত্যি ওর অসুখ, অসুখ করেছে ওর?"

সোনিয়া আপনার আবিষ্কৃত তথ্যটুকু সত্য ধরিয়া লইয়া যেন সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল—"না, না অসুখ এমন কিছু নয়—ওকে ত বেশ হাসিহাসি দেখলাম ভাই।"

—"আর, আর কি দেখ্‌লে তুমি?"

সোনিয়া ভাবিয়া পায় না এরপর কি দেখিলে ঠিক সত্য দেখার মত আনানসই হয়—অবশেষে কতকটা নিরুপায় হইয়া বলিল—"তারপর ঠিক বুঝতে

পারলাম না। লাল-নীল সব কী যেন।" তাহার সেকথা শুনিয়া নাতাশা অস্ফুটস্বরে বলে—"তবে কী হবে সোনিয়া! ও কবে আসবে? আমার শরীরটা কিরকম আনচান করছে। তার কথা ভাবতে গেলে যেন কীরকম ভয় ভয় করছে।"

কথাগুলি কোনোরকমে বলিয়াই নাতাশা দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া সবেগে চলিয়া গেল। সেদিন গভীর রাত্রে যখন জমিদার বাড়ির সব আলো একে একে নিভিয়া গেল তখনও নাতাশা ঘুমাইতে পারে নাই। ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে, সেইদিকে স্থির নিঃস্পন্দ দৃষ্টিতে চাহিয়া নাতাশার গণ্ড বাহিয়া দু'ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়াছিল কি না তাহা নাতাশা নিজেও জানে না।

৬

সেই স্মরণীয় সন্ধ্যার অবিস্মরণীয় প্রণয়লীলা নিকোলাসের জীবনে সহসা নূতন গতি নির্দেশ করিয়া দিল বোধহয়—কিন্তু তবু সে কথা নিকোলাস চট্ করিয়া মায়ের কাছে বলিতে পারিল না। বলি বলি করিতে করিতে কয়েকদিন কাটিয়া গেল, তবু বলা হইল না। এ সংশয়ের কারণ কিছু ছিল বই কি। নিকোল্যাস যখন মায়ের কাছে এ সংবাদ ভাঙিল—সে সোনিয়াকে বিবাহ করিবে তখন তিনি চুপ করিয়া শুনিলেন এবং অবশেষে ক্ষুন্নকণ্ঠে বলিলেন—"তা অবিশ্যি পারো বাবা—তোমরা এখন বড় হয়েছ, স্বাধীন হয়েছ—যাকে ইচ্ছা তাকে বিয়ে করগে এতে আর কার কি বলবার থাকতে পারে। তবে যদি তোমার মা-বাপের মতামত জিগ্যেস কর তবে বলব যে তাঁরা কোনো দিনই এবিয়েতে মত দিতে পারেন না।"

নিকোলাস প্রথমে কথাগুলি বিশ্বাস করিতে পারে নাই—তাহার মাথা ঠিক আছে ত? কিন্তু না, তাহার মায়ের অসন্তোষপূর্ণ চাহনী চোখে পড়িতে নিকোলাস স্তব্ধ হইয়া গেল। অবশেষে তাহার জননীর কাছে শুনিতে হইল একথা। যে মা তাহাকে এত ভালবাসেন আজ তাঁহার সেই গভীর স্নেহকে অতিক্রম করিয়া এই বাধা কোথা হইতে আসিল। কেন? রাগের কারণ যাহাই হোক নিকোলাসের এটুকু বুঝতে দেরি হইল না যে তাহার মায়ের এ সিদ্ধান্ত কোনো মতেই পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নহে।

নিকোলাসের মা তখনই কর্তাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কর্তার সামনে তিনি শান্তভাবে ছেলের ঋণের কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না, অন্তরের সমস্ত ক্ষোভ অলক্ত অধ্যায়ের মত আত্মপ্রকাশ করিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হইয়া আসিল। যখন কিছুতেই আর চোখের জল বাধা মানিতে চাহিল না, সমস্ত চেষ্টাকে নিষ্ফল করিয়া জননীর আহত অন্তর অভিমানে ভাঙিয়া পড়িল, নিকোলাসের মা ঘর হইতে সবেগে বাহির হইয়া গেলেন।

বৃদ্ধ কাউণ্ট কতকটা বিব্রত হইয়া পড়িলেন, অনেকবার ভাবিয়া ইতস্তত করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে ছেলেকে বলিলেন—"ও কাজটা না করলেই ভালো হয়।"

কিন্তু নিকোলাস সোজাসুজি বলিয়া দিল—"আমি যে কথা দিয়েছি বাবা, কি ক'রে ঘুরিয়ে নেবো?"

এরপর কাউণ্ট আর কিছু বলিতে পারিলেন না, নিরুপায় ভাবে ঘাড় নাড়িলেন। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল তাঁহার বুকের মধ্য হইতে। আজ তাঁহার কেবলই মনে হইতেছিল যে তাঁহার সন্তানের এই আর্থিক দুরবস্থার জন্যই এ বিবাহ সম্ভব নহে—আর দারিদ্র্যের জন্য তিনি নিজেই ত সম্পূর্ণ দায়ী। সোনিয়াকে ঠেলিয়া বড়লোকের মেয়েকে ঘরে আনার ইচ্ছার মূলে ত ওই একটি প্রশ্নই আছে, নতুবা পাত্রী হিসাবে সোনিয়ার মত মাধুর্যময়ী মেয়ে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। নিকোলাস যে সোনিয়াকে ভালোবাসিয়া বাস্তবিক কোনো অন্যায় করিয়াছে এ কথা তিনি কি করিয়া বলিবেন? ইহাতে নিকোলাসের এতটুকু দোষ আছে বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। আজিকার এই সমস্ত অশান্তির মূলে কাউণ্টের অমিতব্যয়িতার ইতিহাস আর মিটেঙ্কার সুচতুর মন্ত্রিত্ব। অতীত ইতিহাস বার বার বৃদ্ধ রোস্তভ্‌কে পীড়া দিতেছে এমন করিয়া। সংসারে শান্তি নাই, স্বস্তি নাই, স্বাচ্ছন্দ্য নাই—পদে পদে সহজ সুন্দর জীবনযাত্রাকে দলিত বিকৃত করিয়া তুলিতেছে ওই প্রাক্তন।

এই ঘটনার পর কয়েকদিন কাটিল শান্তভাবে—প্রবল প্রচণ্ড ঝড়ের পর একটানা অবসাদের মত। কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলার প্রকাশ নাই।

কিন্তু এ শান্তদিনের অন্তরে অন্তরে যে আগুন ধূমায়িত হইতেছিল সকলের অগোচরে, তাহা কেহ অনুমান করে নাই। সহসা একদিন সাজে বাড়ির গৃহিণী সোনিয়াকে নিজের ঘরে ডাকিয়া যা নয় তাই বলিয়া তিরস্কার করিলেন—এতবড় অকৃতজ্ঞ ও হীন যে কোনো মানুষ হইতে পারে তাহা নাকি তিনি

এই প্রেম দেখিয়াছে। এতবড় কড়া কথা সোনিয়াকে কোনোদিন শুনিতে হয় নাই। সোনিয়া নাকি তাঁহার ছেলেকে ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়াছে, নহিলে—নহিলে অনেক আশা-সম্ভাবনায় কল্পনা তাঁহার নিকোলাসের জন্যে ছিল বই কি। ছেলে ত তাঁহার এমন ছিল না—তাঁহার নিকোলাসের মত সুন্দর স্বভাবের ছেলে আজকাল দেখা যায় না। কিন্তু সেই ছেলেকে পর করিয়া দিয়াছে এই মায়াবিনী। এত তীব্র তিরস্কারের জবাবে সোনিয়া শুধু মাথা হেঁট করিয়া থাকে, মুখ বুজিয়া সহ্য করে সকল অন্যায়, অপমান ও লাঞ্ছনা। সোনিয়া জানে না, বোঝে না তাহার কি করা উচিত। সত্যই যাহারা তাহার এত উপকার করিয়াছে, যাহাদের আশ্রয়ে সে মানুষ হইয়াছে তাহাদের কল্যাণের জন্য সব কিছুই ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু আজ, এখন কি করিবে সোনিয়া? নিকোলাসকে সোনিয়া ভালোবাসে—আর নিকোলাস, সে-ও ত সোনিয়াকে ছাড়া পৃথিবীর কোনো স্বর্গেই সুখী নয়। তবে—তবে এ সমস্যার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায়! নিকোলাসকে সে কিছুতেই দুঃখের মধ্যে ঠেলিয়া দিতে পারিবে না। তবে, তবে কি উপায়? সোনিয়া কি করিবে?

জননীর এই অন্যায় ব্যবহারে নিকোলাস আরও চটিয়া গেল, সে রাগত বলিল—"ভাখো, তুমি যদি এ নিয়ে বেশি গোলমাল করো তবে—।" তবে সে একদিন গোপনে সোনিয়াকে বিবাহ করিয়া বসিবে,—কাজেই এ বিবাহে তাঁহার মত দেওয়াই সঙ্গত। কিন্তু একথার উত্তরে নিকোলাসের মা অবজ্ঞাভরে জানাইয়া দিলেন,—"তোমরা বড় হয়েছ—আমাদের আর কেন এর মধ্যে জড়াও বাবা! ওই ত এণ্ড্রু তার বাবার অমতে নাতাশাকে বিয়ে করছে, তুমিও না হয় তাই করবে। কিন্তু তাই বলে ওই বেবকহাতার মেয়েকে ছেলের বউ করতে পারব না আমি।"

মায়ের একথায় নিকোলাস জ্বলিয়া উঠিল, রূঢ় কঠিন কণ্ঠে সে বলিল—"ভালোবাসাকে অর্থের বিনিময়ে বেচতে পারব না—সে মায়ের কথাতেও নয়। তুমি চাও আমি পয়সাওয়ালা লোকের ঘরে বিয়ে করি। তুমি ভালো করে বিচার করো, বিবেককে শেষবার জিজ্ঞাসা করো—। নইলে এই আমার শেষ—" বলিয়া নিকোলাস বোধকরি একটা ভয়ানক কিছু প্রতিজ্ঞা করিতে যাইতেছিল। এমন সময় ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিয়া নাতাশা ভাইএর মুখে হাত চাপা দিয়া থামাইয়া দিল।

—"দাদা, তুমি চুপ করো—মাকে কি বলছ তুমি খান্তা একবার ভেবে দেখেছ? আর একটি কথা নয়—চুপ।" তাহারপর মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া নাতাশা বলে—"মা, মা গো—সত্যি দাদা তোমায় ওকথা বলে নি, ও কিছু বলেনি তোমায় মা—। দাদা মোটেই বুঝতে পারেনি মা—"

ভয়ার্ত জননী ব্যাকুলভাবে সন্তানের পানে চাহিয়া যেন অন্তরে অন্তরে আপন আশঙ্কার কারণ খুঁজিতে চেষ্টা করিলেন।—তবে কি চিরবিচ্ছেদ? তবু, তবু নিকোলাসের উদ্ধত স্পর্দ্ধিত প্রতিরোধের কথাটা স্মরণ করিয়া জননীর অভিমান-ক্ষুব্ধ হৃদয় কথাহীন ভাবে মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানায়। আপনার অধিকারের আসন হইতে অপসৃত হইয়া পরাজয় মানিয়া লইতে রোস্তভ্-গৃহিণী পারিবেন না। ওই মেয়েটার কাছে পরাজয়—যাহাকে কাল অপমানে লাঞ্ছনায় মাটিতে মিশাইয়া দিয়াছেন তিনি—আজ তাহারই প্রেমের কাছে নতি স্বীকার? অসম্ভব।

এদিকে নাতাশা ব্যস্ত বিব্রত ভাবে বলে—"দাদা, আমি সব বুঝিয়ে দিচ্ছি আসল ব্যাপারটি কী। আর মা তুমিও শোনো—" নাতাশা কি বলিতে কি বলে তাহার ঠিক নাই, কি যে বুঝাইবে সে তাহাও জানে না, তবু এমনি করিয়া সে অক্ষম গুটিকয়েক কথায় মাতাপুত্রের আসন্ন বিরোধটা সামলাইয়া লইল। তাহার জননী মেয়ের ঘাড়ে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আর নিকোলাস দুই হাতে নিজের মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়।

নাতাশা মনস্থ করিয়াছে কোনোরকমে এই ব্যাপারটা মিটাইয়া দিবেই সে। অনেক করিয়া মাকে বুঝাইয়া মিনতি করিয়া তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিল। ঠিক হইয়া গেল যে রোস্তভ্-গৃহিণী আর কখনও সোনিয়াকে বকাবকি করিবেন না এবং নিকোলাসও তাহার পক্ষ হইতে কথা দিল যে বাপ-মায়ের অজ্ঞাতে সে বিবাহ করিবে না। এর পর দু'চার দিন থাকিয়া নিকোলাস ছুটি না ফুরাইতেই বাড়ি হইতে চলিয়া গেল—এখানে থাকিয়া পদে পদে গুরুজনদের প্রতিপক্ষ হইয়া চলা তাহার কাছে মোটেই শ্রেয় নয়, তাই সে দূরে থাকিতে চায়। সে যাইবার সময় মনে মনে ঠিক করিয়া গেল যে এবারে অল্পদিনের মধ্যেই চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া সে ফিরিবে এবং সোনিয়াকে বিবাহ করিবেই। তাহার বিশ্বাস, এত গভীর ভাবে সে সোনিয়াকে ভালোবাসিয়াছে যে বিবাহ করা ছাড়া আর কিছুই কল্পনা করা যায় না।

আবার রোস্তভ-পরিবারে সেই দুঃস্বপ্নমলিন দিনগুলি ফিরিয়া আসে—হাসি নাই, আনন্দ গান থামিয়া গিয়াছে। রোস্তভ-গৃহিণী অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। প্রিয়-বিরহে সোনিয়া স্তব্ধ, শান্ত, যেন রিক্ত, বেদনায় তাহার অন্তর কাঁদিতেছে। এদিকে প্রতিকথায় তাহার প্রতি গৃহিণীর তিক্ত কটূক্তির বিষ যেন অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে ক্রমশ। আর কাউণ্ট তাঁহার জমিদারীর বিশৃঙ্খলা ও জটিল সমস্যার সর্ব্বশেষ সমাধান করিবার জন্ত উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন—বিক্রী করিয়া দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় তাঁহার মাথায় আসে না। মস্কাউএর বাড়িটাও বিক্রী করিয়া দিলে হয়, আর সেই সঙ্গে একটা মহাল। এ সব বৈষয়িক ব্যাপারে নিজের উপস্থিত থাকা খুব প্রয়োজন, কিন্তু গৃহিণীকে অসুস্থ রাখিয়া একপাও নড়া চলিতে পারে না, অতএব—। এদিকে নাতাশাও মনমরা হইয়া পড়িয়াছে, এণ্ড্রু চলিয়া যাইবার পর প্রথম মাসকয়েক একরকম কাটিয়াছিল কিন্তু এখন যেন আর চলে না। যে দিনগুলি সে তার প্রিয়তমকে আদর করিয়া আনন্দ উচ্ছ্বাসের প্রগল্‌ভতায় মাতাইয়া রাখিতে পারিত সে মুহূর্ত্তগুলি শুধু আশাপথ চাহিয়া গণিয়া গণিয়া অতিক্রম করিতে হইবে। আপন মনেই নাতাশা কল্পনা করে, হয়ত এখন এণ্ড্রু বিদেশের কোনো মনোরম জায়গায় আছে, নূতন নূতন লোকের সঙ্গে আলাপ হয় তাহার, কত বিচিত্র তাহার জীবন—আর নাতাশা কেবল স্বপ্ন দেখিয়া, আশার প্রদীপ জ্বালাইয়া বসিয়া আছে। আজকাল এণ্ড্রুকে চিঠি লিখিতেও উৎসাহ পায় না নাতাশা—শুধু কতকগুলো কালো কালির আঁচড় আঁকিয়া হৃদয়ের গভীর অনুভূতিকে কি প্রকাশ করা যায়! ওষ্ঠ-প্রান্তের এতটুকু হাসি দিয়া যে কথা বলা যায়, চকিত চোখের চঞ্চল চাহনী যে মর্ম্মবাণী বহন করিয়া আনে—তাহার কতটুকু প্রকাশ করা যায় সাদা কাগজের উপর কালির রেখা টানিয়া!

বাড়ি বিক্রী হোক আর নাই হোক, মস্কাউতে তাহাদের যাওয়া দরকার, ইতিমধ্যে গৃহিণী ভালো হন ভালো কথা—নতুবা তাঁহাকে এখানে রাখিয়া নাতাশা ও সোনিয়াকে লইয়া কাউণ্টকে মস্কাউ যাইতে হইবে। সম্ভবতঃ সেখানেই প্রিন্স এণ্ড্রুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হইবে। নাতাশার বিশ্বাস এতদিনে তাহার এণ্ড্রু দেশে ফিরিয়াছে নিশ্চয়।

ব্যবসাব্যাপারের সঙ্গে নিজেকে জড়িত থাকিয়াও পিটার আপনার জীবনের সহজ গতিকে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। একদিকে তাহার ধর্মজীবনের অনুষ্ঠান ও দায়িত্ব আর একদিকে সেই আগের মত মদ খাওয়া, আড্ডা দেওয়া। একদিন যেমন পিটারের কাছে এই ধর্মবন্ধন বড় একটা আকর্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল আজ তেমনি আজই ইহার মোহ ও মহত্ত্ব কোথায় তলাইয়া গিয়াছে। যেদিন সে জানিল যে নাতাশার সঙ্গে প্রিন্স এণ্ড্রুর বিবাহ হইবে সেইদিন হইতে সমস্ত পৃথিবীর চেহারা তাহার কাছে কেমন রসহীন, রিক্ত, বিশীর্ণ বিস্বাদ হইয়া উঠিয়াছে। জীবনে কোথাও স্পন্দন নাই। শুষ্ক রিক্ত হাড়ের মত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে জীবনের স্বরূপ। তাহার এই বিপুল ঐশ্বর্য্য, প্রাসাদোপম গৃহ ও গৃহসজ্জা, বিবাহিতা পত্নী, সমাজের পরিচিত-অপরিচিত, আত্মীয়-অনাত্মীয়—সব মিথ্যা কথা। প্রকাণ্ড পৃথিবীর মধ্যে কেবল বাহ্যিক কর্ত্তব্য মানিয়া চলা ছাড়া আর কিছু দরকার নাই! এত বড় পরিহাসকে জীবনযাত্রা বলিয়া স্বীকার করা পিটারের মত মানুষের পক্ষে বিরক্তিকর বিড়ম্বনা। সে আর আশ্রমে যায় না মোটেই, ক্লাবেই দিনরাত পড়িয়া থাকে এবং বিবাহের পূর্ব্বযুগে যেমন মদ খাইত প্রচুর পরিমাণে আবার মদ ধরিল। একদিন একথা হেলেনের কানে উঠিল এবং হেলেন ইহাতে নিজেকে অপমানিত বোধ করিল। অপমান মিথ্যা হইলেও তাহা সহ্য করিবার মত মেয়ে হেলেন নয়, সে ধমকাইয়া দিল স্বামীকে। তাহাতে পিটার কোনো প্রতিবাদ করিল না, হেলেনের সব কথা মুখ বুজিয়া শুনিল এবং একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেল মস্কাউ।

মস্কাউ শহর যেন তাহাকে সাদর অভিনন্দন জানাইল। তাহাদের বিরাট বসতবাটির প্রতিটি ঘর, ঘরের সেই সুপ্রাচীন আসবাবপত্র, লোকজন যেন তাহার আগমনে সজীব হইয়া উঠিল। কি মন্ত্রবলে সবাই যেন পিটারের অভাবে ধীরে ধীরে মরণের পথে যাত্রী হইয়াছিল, তাহাকে পাইয়া বাঁচিয়া গেল। মস্কাউএর চিরাচরিত জীবনযাত্রা যেন নূতন হইয়া উঠিয়াছে। স্বর্ণচূড় ক্রেমলিন তোমার শুভ্র তুষারশোভায় সুন্দর, সুন্দর ওই মস্ত দীপমালাসজ্জিত উপাসনামন্দির। ওদিকে দোকানপসার সাজানো বাজারটাও যেন অভিনব হইয়া উঠিয়াছে। আরও ওই যে বুড়ো-বুড়িরা আপনার জমিতে ফসল ফলান-ফলান করিতেছে—ওদের জীবনে এর চেয়ে বড় আশা যেন আর কিছুই নাই।

পিটার আবার ইংলিশ ক্লাবে যায়, সামাজিক নাচের আসরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে, মস্কাউএর বাড়িতে যেন সে অনেকটা আরামে থাকে, বস্তুতঃ, সহজ দিনগুলিই যেন সর্বাকার আপনজন হইয়া পিটারের মনে স্বস্তির অবকাশ আনিয়া দিয়াছে। পুরাতন মলিন একটু ছেঁড়া কাপড় পরিয়া বাড়িতে থাকার যে আনন্দ এ যেন সেই রকম একটা কিছু।

এই আত্মভোলা সদাশিব ধনী লোকটি সকলেরই প্রিয়। যে কোন কারণে চাঁদা আদায় করিতে হইলে সবাই আগে পিটারের কাছে আসে, গির্জা তৈরী করার প্রস্তাব লইয়া রোজই লোকজনের আসা-যাওয়া লাগিয়া আছে, মোটা মোটা বই ছাপার খরচ আসিয়া চাপে পিটারের ঘাড়ে—এমনি আরও কত কি। কাহাকেও ফিরাইয়া দিবার ক্ষমতা পিটারের নাই। সে পারে না। ছেলেবুড়ো সবাই তাহাকে খোশামোদ করিয়া চলে। কি বিবাহিতা, কি কুমারী মেয়েরা সবাই পিটারকে পছন্দ করে। পিটারকে তারা আর পাঁচজন অবসরপ্রাপ্ত সম্ভ্রান্ত মানুষের মত দেখে।

আজ যেন পিটার অলস গতানুগতিক পথে চলিয়াছে—সাত বছর আগে যে পিটার এ ধরণের মানুষ দেখিলে ক্ষেপিয়া যাইত। তাহার কল্পনায় দেখা গণতান্ত্রিক রাশিয়া কোথায়! কোথায় বা গেল সেই কল্পিত নাপোলেঁওর মত বীরের আদর্শ। কোথায় গেল সেই বিজয়ী বীর—যার আশা-আকাঙ্খা নাপোলেঁওকে পরাজিত করিয়া নিজে পরিবে জয়তিলক! সেই উৎপীড়িত মানবাত্মার ত্রাণকর্তা পিটার কোথায় গেল! জনকল্যাণের মহামন্ত্রে দীক্ষিত সে সমাজনেতার কি অপমৃত্যু ঘটিয়াছে!—একী সেই পিটার! যে পিটার প্রত্যহ ইংলিশ ক্লাবে আড্ডা দেয়, মাথা নাড়িয়া তর্কে সায় দেয়, মদ খায় সেই কি তার পশ্চাতে বিভিন্ন আদর্শের স্বপ্ন রচনা করিয়া আসে নাই! কিন্তু আজ তাহার কোনো দায়িত্ব নাই, আশা, কল্পনা, স্বপ্ন কিছুই নাই। মস্কাউতে আর দশজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী সভাসদ যেমন অনায়াসে অলস মন্থর গতিতে দিন কাটাইয়া মাথার কাঁচা চুল পাকা করিয়া একদিন সমাধিতলে আশ্রয় পায়—তেমনিই ত পিটারের জীবনের গতি। এ ছাড়া অসাধারণ সে কিসে? বড়লোকের ছেলে বলিয়া তাহার পর্যাপ্ত অর্থসম্পদ আছে আর আছে অবিশ্বাসিনী পত্নী—ব্যস, আর কিছু নয়।

মাঝে মাঝে পিটারের মনে হয় যে সে আর পাঁচজনের মত নিতান্ত সাধারণ মানুষ নয়, তখন মনে মনে এই বলিয়া আপনাকে প্রবোধ দিত—"আমার মনে

শান্তি নেই। কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট থাকতে পারি না—কেবলই মনে হয় যেন এমন কিছু করা চাই যাতে মানুষের উপকার হয়! আমি যে এমন ভাবি তা কেউ জানে না, কারণ এ কথা তাদের কখনও মনে হয় না।" আবার কখনও কখনও তাহার মনে হয় যে, "হয়ত এদের মধ্যে সত্যকার হিতকামী মানুষ ছিল, কিন্তু জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে তার সেই উদার প্রকৃতির আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি।" একথা ভাবিয়া অনেক সময় সে তাহার সঙ্গীদের দুঃখে মনে কষ্ট পায়, তাই তাহাদের ভালোও বাসে। সে ভাবে, "আচ্ছা, জীবনের শেষ কোথায়? চরম লক্ষ্য কি আমার জীবনের? কেন এই মানব-জন্ম?" সারাদিনে শতবার সে নিজেকে এই প্রশ্ন করে, কিন্তু তাহার মন চিরনিরুত্তর।

কখনও বা তাহার মনে হয়—"আমার বৌ, সে ত নিজেকেই ভালোবাসে। সে নিজের সুখসুবিধা কামনা-বিলাস ছাড়া আর কিছুই জানে না, জানতে চায় না। অথচ তাকে আমাদের দেশের সুধীসমাজ একবাক্যে বুদ্ধির জাহাজ ব'লে আদিখ্যেতা করে বেড়ায়। কিন্তু আমি জানি হেলেনের মত নিরেট বোকা আর নেই। আর সবাই সেলাম করে—এ নতি কি বুদ্ধির কাছে, না, মোহের পদতলে? মানুষের মোহ অদ্ভুত—। এই বোনাপার্ত যখন সত্যকার বীর ছিল তখন সবাই তাকে ঠাট্টা-তামাসা করে উড়িয়ে দিতে—কিন্তু আজ সে কেবল চালবাজ—আসল বীরত্ব যখন হারিয়ে গেছে তখন সম্রাট ফ্রান্সিস তার হাতে পায়ে ধরছে, তাকে মেয়ে দিয়ে ধন্য হবে রাজা ফ্রান্সিস! মানুষের এমনি কত মতিভ্রম হয়! আমার আশ্রমের ধর্ম্মভাই যারা তারা মুখে দুনিয়া দান করতে পারে, বড় বড় বুলি লেগে আছে তাদের মুখে কিন্তু যাও চাঁদা চাও দিকি, দেখবে সব এক পয়সার মা-বাপ।..." এমনি আরও কত কি পিটার ভাবে। তাহার চোখে ধরা পড়িয়া যায় পৃথিবীর বিচিত্র ছলনাময়ীরূপ। এতবড় চক্রান্ত চলিয়াছে জগৎ ব্যাপিয়া। কিন্তু একথা সে কাহাকে বলিবে। বলিলেই বা কে তাহার কথা বুঝিতে পারে? মিথ্যা, মিথ্যা তাহার এ চেষ্টা। সবাই চলিয়াছে আপন স্বার্থের বেড়াজাল ছড়াইয়া, সবাই অন্ধ। জানে না কি সত্য আর কি মিথ্যা।... এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে পিটারের মাথার মধ্যে সব চিন্তাধারা গোলমেলে হইয়া যায়, তখন সে হাল ছাড়িয়া দিয়া আপনার মনকে এড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করে। বই পড়ে সে—গাদা গাদা বই। তাহার পর ক্লাবে যায় অথবা আর কোথাও আড্ডা দেয়। মদ আর মেয়েদের সঙ্গ এই নিয়া সময়টা সে আপনাকে অন্যমনস্ক রাখে। ইদানীং মদটা সে অতিরিক্ত

রাস্তায় বাড়াইয়া ফেলিয়াছে। ডাক্তারেরা নিষেধ করেন, নিজেও সে আপনার অন্যায় বুঝিতে পারে তবু নেশা কাটাইয়া উঠিতে পারে না। কারণ মনের নেশায় আচ্ছন্ন না হইলে সে কিছুতেই স্বস্তি পায় না যে।

বৃদ্ধ প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কিও মস্কাউতে আসিয়াছেন। সেকালের লোক বলিয়া তাঁহাকে সকলেই সমীহ করিয়া চলে। তাঁহার উগ্র ফরাসী-বিদ্বেষ এবং তীব্র স্বদেশপ্রেমের বক্তৃতাও সবাই হাসিমুখে শুনিয়া থাকে। শহরের মাতব্বরেরা বল্‌কনস্কির সঙ্গে মেলামেশা করাটা খুব গৌরবের কথা মনে করেন।

প্রিন্স বলকন্‌স্কির যে রীতিমত বয়স হইয়াছে সেকথা তাঁহার আচার-ব্যবহারে সুপরিস্ফুট। আজকাল কথা বলিতে বলিতে খেই হারাইয়া ফেলেন মাঝে মাঝে। তবু তাঁর তীক্ষ্নবুদ্ধির উপর সকলেরই যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তা ছাড়া ঝক্‌ঝকে তখমা-আঁটা বেয়ারা আর সেকালের মূল্যবান আসবাবপত্রের সঙ্গে প্রাচীন কালের কথা ও কাহিনী যেন নূতন পরিবেশের সৃষ্টি করে। আরও আকর্ষণ অছে—সুশ্রী ফরাসী তরুণীর উচ্ছল চপল চাহনী আর শান্ত ভীতচকিত মারিয়ার বিনম্র ব্যবহার, এগুলিও বড় কম আকর্ষণ নহে। কাজেই অতিথি-অভ্যাগতদের কাছে প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কির বাড়ি আসাযাওয়াটা গতানুগতিক আড্ডার মত না হইলেও এমন কিছু আসিয়া যায় না। বেশ লাগে। তবে বাইরের লোকের কাছে 'বেশ' লাগিলেও এ বাড়ির আবহাওয়া সব সময়ে ঠিক্ *এতখানি মধুর থাকে না। দিনের মধ্যে লোকজনের যাতায়াত মাত্র দু'ঘণ্টার জন্য আর বাকী বাইশ ঘণ্টার খবর ত কেহ রাখে না। পারিবারিক অশান্তি ইদানীং চরমে পৌঁছিয়াছে। প্রিন্স এণ্ড্রুর বিবাহের দিন যত কাছাইয়া আসিতেছে বৃদ্ধ প্রিন্সের মেজাজ ততই দিন দিন রুক্ষ হইয়া উঠিতেছে, মেয়ের প্রতি বিদ্বেষও অধিকতর তীব্র আকারে প্রকাশ পাইতেছে। মেরিয়াকে সদাসর্ব্বদার জন্য শঙ্কিত থাকিতে হয়—কোন ব্যাপারে কি অপরাধ আবিষ্কৃত হইতে পারে কিছুই বলা যায় না। আর সামাজিক কোনো উৎসবে যাওয়া-আসাও মেরিয়ার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কারণ প্রিন্স তাঁহার মেয়েকে কোথাও একলা ছাড়িয়া দেওয়া পছন্দ করেন না। কোথাও যাইতে হইলে একমাত্র বাবার সঙ্গেই তাহাকে যাইতে হয়—কিন্তু তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার জন্য প্রিন্স কোথাও যান না—কাজে কাজেই দিনরাত সেই খাঁচার মধ্যেই থাকিতে হয় মেরিয়াকে। ফলে মেরিয়ার জীবনে বিবাহের আশা সুদূর-পরাহত। যাহারা

তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইতে পারিত তাহারা পায় না কোনো সুযোগ। সুব চেয়ে না আছে তেমন কোনো আত্মজন। আজকাল জুলিয়াকে আর মেরিয়ার ভালো লাগে না। জুলিয়া কেবল স্থূল সাংসারিক জীবনের দিকে লিপ্সালিপ্ত দৃষ্টিতে তাকায়। কথায় কথায় অভিজাত সমাজের বিচিত্র কাহিনীর অবতারণা করে। একদিন মেরিয়াকে সে বলিয়াছে যে, সে ফরাসী ভদ্রলোকে জুলিয়ার প্রতি প্রণয়াসক্ত, জুলিয়াকে না দেখিয়া যে একদিন থাকিতে পারে না, অথচ সে কিছুতেই জুলিয়াকে বিবাহ করিতে রাজি নয়। বলে কিনা—"তোমাকে যদি বিয়ে করি তবে সন্ধেটা এমন আনন্দে কাটবে কার কাছে গিয়ে!" বিবাহ করিব না কেবল প্রজাপতির মত মধু আহরণ করিব—এ মন্দ পথ নয়! ...মেরিয়া অবাক হয় এই ধরণের জীবনযাত্রার নগ্ন বীভৎস রূপের কথা ভাবিয়া।...সে যাই হোক জুলিয়াকে কেন যেন মেরিয়ার তেমন ভালো লাগে না। সংসারের ছোটখাট খুঁটিনাটি সুখদুঃখের কথা মন খুলিয়া বলা চলে এমন অন্তরঙ্গতা তাহার সঙ্গে নাই।

এতও আজকালের মধ্যেই আসিয়া পড়িতে পারে। তাহার বিবাহের দিন যত নিকটে আসিতেছে বৃদ্ধ গ্রিল ততই বাঁকিয়া বসিতেছেন। আর যত রাগ কি ওই নিরীহ মেয়েটার উপর! কথায় কথায় যা খুশি তাই বলিয়া লাঞ্ছনা। এর চেয়ে যদি তাহার বাবা দিনরাত মারধোর করিতেন, তাহাকে দিয়া জল-তোলা বাসন-মাজার কাজও করাইয়া লইতেন তবু মেরিয়া সে সব পরিশ্রম সহিতে পারিত—অকারণে মানসিক যন্ত্রণা দিয়া মেরিয়াকে কাঁদাইয়া কাঁদাইয়া বুড়া বাপ যে কি আনন্দ পায় তা কে জানে। সবচেয়ে বড় দুঃখের কথা যে, বৃদ্ধ বাস্তবিকই মেয়েকে ভালোবাসেন তাই এত লাঞ্ছনা করেন! তাহার উপর আজকাল যুবিএনের আদর বাড়িয়া গিয়াছে। মেরিয়ার সামনেই একদিন বৃদ্ধ ফরাসী মেয়েটাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিলেন। কথায় কথায় ভয় দেখান যে এ বিদেশিনীকে হয়ত তিনি বিবাহ করিয়া বসিবেন। অবশ্য মেরিয়া ভালো করিয়াই জানে যে এসব তিনি তাঁহার ছেলেমেয়েকে কষ্ট দিবার জন্য করেন—আসলে ওসব কিছুই নয়। তবু ইদানীং যেন ফরাসী মেয়েটাকে লইয়াই বড্ডই বাড়াবাড়ি হইতেছে। সেদিন মেরিয়ার সামনে যুবিএনকে জড়াইয়া ধরিতেই মেরিয়া মাথা হেঁট করিয়া মুখ-চোখ লাল করিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল। এবং পরে যখন ফরাসী মেয়েটা তার কাছে হাসিতে হাসিতে কি একটা কথা বলিতে আসিয়াছিল তখন মেরিয়া আর আপনাকে সংযত

করিতে পারে নাই, বাপের মাথায় কয়েকটা শক্ত কথাই শুনাইয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল,—"তোমার এ ব্যবহার অত্যন্ত নীচ, নীচ বললে ঠিক বলা হয় না—শত্রুর মত মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া যাদের স্বভাব তাদের আমার ঘরে না আসাই ভালো।" বলিতে বলিতে মেরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

পরদিন এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত মেরিয়াকে ভালো করিয়াই করিতে হইল। মেরিয়ার বাবা মুখে কোনো কথা প্রথমে বলেন নাই, তবে একটা ব্যবহারে সমস্ত ব্যাপারের চেহারাটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। অন্যদিন বাবুর্চিরা প্রথমে মেরিয়াকে পরিবেশন করে তারপর আর সবাইকে। কিন্তু আজ সব আগে, বুরিএনের পাতে খাবার দেওয়া হইল এবং সব শেষে মেরিয়াকে। দৈবাৎ ভুল করিয়া বাবুর্চি 'কফি'টা মেরিয়াকে আগে দিয়াছে—আর যায় কোথা, বৃদ্ধ একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাহার পিঠে হাতের বেত ঘা'কতক বসাইয়া দিয়া বলিলেন—"এতবড় আস্পর্দ্ধা তোর, আমার হুকুম ভুলে যাস্! বদমায়েস শুয়ার-কী-বাচ্চা—জানো না তুমি বুরিএন্ আমার প্রিয়-বান্ধবী! এ বাড়ির কর্ত্তাকে চেন না বদমায়েস—!" তারপর কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তুমিও ভুলে যাও কার কি মর্য্যাদা! কাল সন্ধ্যে বেলাতে ওকে একলা পেয়ে খুব গলাবাজি হচ্ছিল যে—। আজ তোমায় ভালো করেই শিক্ষা দেবো—এবাড়ির মালিক কে টের পাবে এখুনি। যাও, দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে—আর যদি ভালো চাও তবে মাপ চাইবে ওর কাছে—"

মেরিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল এবং অতিকষ্টে চাকরটার দোষ সামলাইয়া লইল। এ যাত্রা চাকরটা বাঁচিয়া গেল।

মেরিয়া এরপর মনে মনে পরমেশ্বরের কাছে বাবার হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে। বাবা বুড়া হইয়াছেন, তাঁহার মাথার ঠিক নাই কাজেই—। এমনি করিয়া আপন মনের বিদ্রোহ দমন করে মেরিয়া।

কিন্তু এখানেই মেরিয়ার লাঞ্ছনার শেষ হয় না।

মস্কাউতে এক ফরাসী ডাক্তার আছেন, তাঁহার অভিজাতমহলে একটু নামডাক আছে—তাঁহার সঙ্গে বুরিএনেরও পরিচয় ছিল। বৃদ্ধ প্রিন্স ডাক্তার-বৈদ্যের চিকিৎসা মোটেই বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। বুরিএন অনেক করিয়া বলিয়া শেষে ডাক্তার আনিবার অনুমতি পাইয়া সেই বিখ্যাত ফরাসী ডাক্তারকে আনিল। ডাক্তার আজকাল হপ্তায় দু'বার আসিয়া প্রিন্সকে দেখিয়া যান, নানারকমের গল্পগুজব হয় প্রিন্সের সঙ্গে তাঁহার।

প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কির জন্মতিথিতে অনেকে আসিল তাঁহার দীর্ঘজীবনকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে, কিন্তু তিনি কাহারও সঙ্গে দেখা করিলেন না। মাত্র কয়েকজন অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবকে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সেই ক'জন ছাড়া আর কাহারও সঙ্গে তিনি দেখা করিলেন না।

সেদিন ডাক্তার আসিয়া প্রিন্সের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলেন, মেরিয়াও বলিল, "যান, তাঁর ঘরে যান।"

কি কারণে সেদিন সকাল হইতেই বৃদ্ধের মেজাজ তেমন ভালো ছিল না। হঠাৎ ডাক্তারকে অসময়ে দেখিয়া তিনি পাগলের মত গালাগালি জুড়িয়া দিলেন। মেরিয়া দৌড়াইয়া গিয়া দেখিল যে ডাক্তার আর তাহার বাবা দু'জনেই খুব চড়া গলায় কথা কাটাকাটি চালাইয়াছেন। অবশেষে তাহার বাবা খোলা দরজা দিয়া ঠেলিয়া ডাক্তারকে বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন—"তোমরা কেউ জানো না লোকটা ফরাসী গোয়েন্দা—নাপোলেঁওর গুপ্তচর, আমি জানি।"

ডাক্তার প্রথমটা ঘাব্‌ড়াইয়া গিয়াছিলেন, বোধহয় তিনি এর আগে এরকম ভাবে অপমানিত হন নাই। গোলমাল শুনিয়া বুরিএন ডাক্তারকে ওই অবস্থায় দেখিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন—"আপনি কিছু মনে করবেন না, ওঁর শরীরটা ভালো নেই বোধ হয়। বোধ হয় ভালো হজম হয়নি।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা আজ থাক, আমি কাল আর একবার দেখব এসে। আপনারা ব্যস্ত হবেন না। ওরকম হয়—"

ডাক্তার চলিয়া যাওয়ার পরক্ষণেই প্রিন্স ক্ষিপ্রগতিতে চটি ঘসিতে ঘসিতে বাহির হইয়া আসিলেন—"শয়তান! চারিদিকে চক্রান্ত—উঃ। গোয়েন্দা—কোথাও শান্তি নেই, নিজের বাড়িতেও নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই!"

একটু পরেই আসল আসামীর ডাক পড়িল। মেরিয়াকে সামনে পাইয়া প্রিন্স তাঁহার সমস্ত রাগের ঝাল ঝাড়িলেন, এ ত মেরিয়ারই দোষ, ষোল আনার উপর আঠারো আনা দোষ মেরিয়ার। তিনি ত মেরিয়াকে জানাইয়া দিয়াছেন আজ তাঁহার বাড়িতে কে কে নিমন্ত্রিত তবুও, তারপরও ওই ফরাসী দেমায়েস গোয়েন্দাটাকে তাঁহার ঘরে ঢুকিতে দেওয়া হইয়াছে কেন? শুধু মেরিয়ার জন্যই তাঁহার শান্তি নাই—"তোমার জন্যে আমার বেঁচে শান্তি নেই, শান্তিতে মরতেও পারব না তোমার জন্যে। যাক্ আর নয়, আজ থেকে তুমি তোমার পথ দেখে নাও—হাঁ, তোমার সঙ্গে আর আমার বাস করা চলবে না। না, না আলাদা নয়—তুমি তোমার পথ দেখে নাও—। বুঝলে?"

ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় আর একবার বলিলেন, "তুমি মনে করো না যে আমি রাগের মাথায় একথা বলছি! আমার প্রত্যেকটি কথা ওজন করে ভেবে বলা, তা জানো? আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়া চাই। যেখানে খুশি চলে যাও—"

যাইতে যাইতে আপন মনে হাত নাড়িয়া বলিলেন—"ওর মত বুদ্ধিহীন মেয়েকে বিয়ে করবে এমন আহাম্মক দুনিয়ার চিড়িয়াখানাতে নেই, নেই—নেই।"

তাহারপর আপনার ঘরে ঢুকিয়া তিনি বুরিএন্‌কে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

অন্তত কিছুক্ষণের জন্য সারা বাড়িটা স্তব্ধ শান্ত হইল।

মাত্র ছ'জন অতিথি। এঁদের মধ্যে কাউন্ট রস্তপ্‌শীনও আছেন, আর আছে পিটার, বোরিস, তাহা ছাড়া আর তিনজন নামজাদা বড়লোক। বোরিস অল্প কয়েকদিন হইল অনেক তদ্‌বির করিয়া প্রিন্সের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টিতে পড়িয়াছে, নতুবা তাহার জীবনে এতবড় সৌভাগ্য কল্পনাতীত। বোরিস তাহার এ সৌভাগ্যকে প্রথমটা গ্রাহ্য করে নাই। কিন্তু সেদিন একটা ব্যাপারে সে অভিভূত হইয়াছে। সে যখন প্রিন্স রস্তপ্‌শীনের বাড়িতে তাঁহার সঙ্গে গল্প করিতেছিল সেই সময়ে শহরের গভর্ণর আসিলেন রস্তপ্‌শীনকে নিমন্ত্রণ করিতে। কিন্তু রস্তপ্‌শীন সবিনয়ে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন—"আপনি বোধ হয় জানেন না যে মাননীয় প্রিন্স নিকোলাস বল্‌কন্‌স্কি আমাকে ওই দিনেই ডেকেছেন। তাঁর সম্মানটা—।"

গভর্ণর সসম্ভ্রমে বলেন—"তা ত নিশ্চয়—আচ্ছা, আচ্ছা আর বলতে হবে না, আপনার সৌভাগ্যে ঈর্ষা হচ্ছে মশাই।"

সুতরাং আজিকার নিমন্ত্রণসভায় আসার গৌরব বড় সামান্য নহে।

তবে সমবেত কয়েকটি প্রাণীর ভাবভঙ্গি দেখিলে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে ইহারা বাস্তবিকই কোনো আনন্দোৎসব উপলক্ষে মিলিত হইয়াছে। মনে হয় যেন এই বিরাট সুসজ্জিত ঘরে বসিয়া ইহারা রাজতন্ত্রের কোনো একটা গুরুতর সমস্যা লইয়া মাথার চুল পাকাইয়া ফেলিবে। গম্ভীর, শান্ত, মৌন পরিবেশ।

খাওয়া-দাওয়া এবং বর্ত্তমান রাজনৈতিক আলোচনার পর যখন সবাই বিদায় লইল তখনও পিটার রহিয়া গেল, সে মেরিয়ার সঙ্গে একটু গল্প-গুজব

করিবে। মেরিয়া যেন আজ ভোজের আসরে একটাও কথা বলে নাই সবাই একে একে চলিয়া গেলে পিটার বলিল,—"আচ্ছা, কতদিন ওর সঙ্গে তোমার পরিচয়—"

—"আপনি কার কথা বলছেন ?"

—"বোরিস—"

—"বেশি দিন নয়, এই ত সেদিন আলাপ হয়েছে—"

—"আচ্ছা, ওকে তোমার কেমন লাগে ?"

—"দেখে ত মনে হয় বেশ ভালো। আচ্ছা, কেন বলুন ত, আপনি ওকথা জিজ্ঞেস করলেন ?"

মুখে একথাটাও বলিল বটে মেরিয়া কিন্তু মনে মনে সকালের সমস্ত ঘটনাটা তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল।

—"না, আর কোন কারণ নেই। তবে এটা ঠিক যে, মস্কাউতে তরুণ যুবকেরা বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করার জন্যেই আসে। তাই—"

—"আপনি ভালো করে জেনে একথা বলছেন না কি ?"

—"তা নয় ত কি। আমি ওকে জানি, বইএর পাতার মত ওর মনের কথা পড়ে ফেলতে পারি। ও ছোকরা বরাবর বড়লোকের মেয়েদের কাছাকাছি ঘুর্ ঘুর্ করে। এখন ও পড়েছে দোটানায়—একবার ভাবে যে তোমায় বিয়ে করবে আবার কখনও বা ভাবে যে জুলিয়াকেই বিয়ে করা উচিত।"

—"ও বুঝি সেখানে ঘনঘন যায় ?"

—"তা ত বটেই, হরদম। মেয়েদের মন যোগাবার নতুন কায়দা ধরেছে মন্দ নয়। ও বুঝে নিয়েছে মস্কাউএর মেয়েদের খুশি করতে হলে সমবেদনার চেহারা নিয়ে দাঁড়াতে হয়। ও যখন জুলিয়ার কাছে থাকে তখন সব সময়েই কাঁদ-কাঁদ হয়ে থাকে।"

—"সত্যি ?" বলিয়া মেরিয়া আপন মনে ভাবে, "আমি কিন্তু হাসিখুশি পছন্দ করি। এই যেমন পিটার, কিরকম সব সময়েই হাসিহাসি ভাব। আমার মনে হয় ওর কাছে আমি সদুপদেশ পেতে পারি।"

পিটার বলে—"তুমি ওকে বিয়ে করবে ?"

অশ্রুমুখী মেরিয়া জবাব দেয়—"এমন অনেক সময় আসে যখন ও কেন পৃথিবীর যে কোনো পুরুষকে মেয়েরা বিয়ে করতে পেলে বাঁচে। কোনো একটা আশ্রয়, একটা কিছু আশার আলো—। মানে, যখন আত্মীয় প্রিয়জনের

কাছে মেয়েরা বিড়ম্বনা ও গলগ্রহ হয়ে দাঁড়ায় তখন এছাড়া তাদের আর কি উপায় থাকতে পারে ?—কিন্তু আমি কি করব ? কোথায় যাব, বলতে পারেন ?

—"তুমি কি বলছ মেরিয়া ?"

চোখের জল আর বাধা মানে না, মেরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—"জানিনে আজ আমার কি হয়েছে। কিন্তু আপনি যেন কিছু ভাববেন না। কি বলতে কি বলেছি—"

পিটারের সে উজ্জ্বল হাস্যোদ্দীপ্ত দৃষ্টি নিমেষে ম্লান হইয়া গেল। সমবেদনায় তাহার চোখ-দুটি স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। সে মেরিয়াকে অনুরোধ করিল সমস্ত ব্যাপারটা খুলিয়া বলিবার জন্য। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত 'কিছু নয়' বলিয়া মেরিয়া ব্যাপারটা চাপিয়া গেল। কেবল এইটুকু বলিল যে—"দাদার বিয়ে যত কাছিয়ে আসছে আমার ততই ভয় হচ্ছে—এ নিয়ে না বাবার সঙ্গে দাদার বিচ্ছেদ হয়ে যায়।"

তারপর মেরিয়া বলে—"আচ্ছা, দাদার শ্বশুর-বাড়ির লোকেরা কেমন মানুষ জানেন আপনি ? শুনলাম ওরা নাকি এখানে আছে। ওদের সঙ্গে দেখা হয় না ?"

পিটার সে কথার জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"উনি কি বলছেন ?"

মেরিয়া মাথা নাড়িয়া বিষণ্ণ ভাবেই বলে—"একচুলও মত বদলায় নি। আমি শুধু ভাবি সেই মেয়েটির কথা, আমাদের বাড়িতে এসে বেচারী কি না অশান্তিই পাবে! বাবার ত এই ব্যাপার। আচ্ছা, আপনার সঙ্গে ত ওদের অনেকদিনের পরিচয় ; ঠিক করে বলুন ত মেয়েটি কেমন ? একবারে সত্যি কথা শুনতে চাই।"

পিটারের মনে হইল এমন করিয়া নাতাশার সম্বন্ধে জানিবার কৌতূহলের পিছনে মেরিয়ার একটা বিদ্বেষ আছে বইকি। হয় ত মেরিয়া নাতাশার নিন্দা শুনিলেই খুশি হইবে।

তাই সে বলিল—"তোমার একথার জবাব দেওয়া কঠিন—কারণ ঠিক বিচার করে দেখিনি ত। কতখানি মূল্য নাতাশার আছে জানি না, তবে এই পর্য্যন্ত বলতে পারি যে মেয়েটি মূর্ত্তিমতী কল্পনা, ওর চেহারার মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত রূপশ্রী আছে যা সত্যিই অসাধারণ।"

মেরিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। যা সে আশঙ্কা করে এ যে তাই !—"আচ্ছা বুদ্ধিশুদ্ধি আছে ত ?"

পিটার আত্মগত ভাবে বলে—"হয় ত ও বুদ্ধিমতী—হয়ত বা তা নয়। তবে আপনার বুদ্ধি প্রচার করবার দিকে ওর দৃষ্টি নেই—ও শুধু রূপশ্রীময়ী। তার এতটুকু এদিক-ওদিক ভাবা যায় না ওর সম্বন্ধে।"

মেরিয়া বলিল—"যদি তার সঙ্গে দেখা হয় ত বলবেন, আমার সমস্ত অন্তর ওকে ভালোবাসবার জন্য উন্মুখ, বলবেন ত, এঁ্যা"—

—"আমার মনে হয় ওরা আজকালের মধ্যে এসে পড়বে এখানে।"

বোরিস পিটার্সবার্গে সুবিধা করিতে না পারিয়া মস্কাউ আসিয়াছে। কিন্তু এখন তাহার বড় সমস্যা এই যে, কাহাকে বিবাহ করা উচিত তাহা ঠিক করিতে পারিতেছে না। একদিকে জুলিয়া আর একদিকে মেরিয়া। দুজনেই অগাধ অর্থসম্পদের অধিকারিণী। মেরিয়া অবশ্যই পরিবর্ত্তীকালে উত্তরাধিকার-সূত্রে অনেক কিছু পাইবে—আর জুলিয়া এখনই বিষয়সম্পত্তি হাতে পাইয়াছে। তবে মেরিয়ার বয়স অনেক কম, জুলিয়া সাতাশ বছরে পা দিয়াছে। সেদিক দিয়া মেরিয়া যৌবনবতী। তাই সে মেরিয়ার মন বুঝিবার জন্যই আশা-যাওয়া করিতেছিল—এদিকের হাওয়া কিন্তু সুবিধার নয়। মেরিয়া মোটেই কান দিয়া বোরিসের কথা শোনে না, তাহার কথার জবাবেও যাহা মনে আসে তাহাই বলে। অথচ জুলিয়া বোরিসকে কাছে পাইলে কত খুশি হয়, তাহার কথা মন দিয়া শোনে। জুলিয়া বোরিসের দিকে যতটা মনোযোগ দেয় মেরিয়া যদি তাহার এক শতাংশও দিত! তবে এটা ঠিক যে জুলিয়ার হাতে জমিদারী আসিয়াছে কিন্তু তাহার আগে যৌবনের যে দীপ্তি ছিল সেটুকু ম্লান, স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। অবশ্য জুলিয়া কোনোদিন দেখিতে সুন্দরী নয়—তবু যৌবনশ্রী একটা ছিল বইকি!

আজকাল শহরের বড়লোকেরা অনায়াসে জুলিয়ার বাড়ি সন্ধ্যাবেলা আসিয়া জমে। এখানে আর আসিতে কাহারও বাধে না, যে বয়সের মেয়েদের সংসর্গ বিপদজনক জুলিয়ার বোধ করি সে বয়স পার হইয়া আসিয়াছে। যাহারা দশবছর আগে জুলিয়ার সঙ্গে মেলামেশা করিত সাবধানে, তাহারা আজ পরিচিত বন্ধুর মতই সহজ দৃষ্টিতে দেখিতে পারে। ইদানীং এবাড়িতে খাওয়াদাওয়া লাগিয়াই থাকে। হঠাৎ এতবড় সম্পত্তি জুলিয়ার হাতে আসিবার পর হইতে আনন্দ-উৎসব চলিয়াছে অবিরাম। এত উৎসবের মধ্যেও কিন্তু জুলিয়া বিষণ্ণ-মলিন মুখে থাকে। তাহার জীবনের উপর দিয়া যে কত ঝড়

ঝড়-ঝাপটা বহিয়া গিয়াছে একথা জুলিয়ার মুখে নিখুঁতভাবে যেন আঁকা আছে। জুলিয়া নিজে মনে মনে ধরিয়া লইয়াছে যে তাহার মত এত দুঃখ আর কেহ কোনোদিন পায় নাই—এবং আস্তে আস্তে তাহার আচার-ব্যবহার দ্বারা আর সকলের কাছেও একথাটা সত্য প্রমাণ করিয়াছে। একথাও ঠিক যে, সকলেই তাহার দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তাহারপর যথারীতি গল্পগুজব, খেলাধুলা, নাচগানে মন দেয়।

যে অল্প কয়েকজন তরুণ জুলিয়ার মানসিক বেদনায় বেশিমাত্রায় সহানুভূতি দেখায় তাহাদের মধ্যে বোরিসও আছে। বলা বাহুল্য যে বোরিসের দিকে জুলিয়ার টান একটু বেশি। কারণ বোরিসও তাহারই মত সারাজীবন দুঃখসাগর পার হইয়া তবে আজ কূলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। জুলিয়া আপনার বন্ধুত্বের মধ্য দিয়া বোরিসের ব্যথাহত অন্তরে শান্তি সিঞ্চন করিতে উন্মুখ। জুলিয়া তাহার ছবি আঁকার খাতাতে নিজে হাতে ছবি আঁকে। একদিন বোরিস খাতাটা টানিয়া লইয়া পাশাপাশি দুটি গাছ আঁকিয়া তাহার তলায় লিখিল—"ওগো বনের গাছ—তোমাদের ডালপালার ছায়ায় আমার ভাগ্যাকাশে আঁধার নেমেছে আর বিষাদের ছায়া পড়েছে আমার মনোমুকুরে।" আর একটা পাতায় গোরস্থানের ছবি আঁকিয়া লিখিল নীচে—"মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান—শান্তি আছে তোমার মধ্যে অঙ্কুরের মত! কারণ সমাধি-মন্দিরেই দুঃখের অবসান।"

এসব লেখা দেখিয়া জুলিয়া খুশি হইয়া উঠে, এই রকমই যেন আশা করে। তাহার সঙ্গে এদিক দিয়া যেন বোরিসের আন্তরিক মিলন ঘটিয়াছে। তাহার মনে পড়ে এমনি ধরণের একটা কথা কোন্ উপন্যাসে পড়িয়াছে,—"বিষাদের মৃদু হাসির কি অপরূপ ছন্দ! কি সৌরভ তার—কি অপূর্ব্ব সুন্দর রূপ বিষাদের মৃদু হাসির! এ যেন আঁধারের মাঝে আধো-আলোর আগমনী—দুঃখ আর নিরাশার সংমিশ্রণ—যেন…"

বোরিস একথাগুলির তাৎপর্য্য ষোলো আনা বুঝিতে পারে, সে এর জবাবে আবার একটি কবিতা লিখিয়া বসিল।…এমনি করিয়া গল্পে গানে কবিতায় তাহাদের ভাববিনিময় চলে অবিরাম।

বোরিসের মা আজকাল কুরেগীনদের বাড়িতে প্রায়ই আসা-যাওয়া করেন। জুলিয়ার মাকে তিনি একান্ত আপনার বলিয়া মনে করেন। জুলিয়ার মায়ের কাছে নিজের ছেলের কথা বলিতে গেলে বলেন, "আমার বোরিস বলে কি

জানোশুভাই,—ও নাকি তোমাদের এখানে থাকলে সবচেয়ে শান্তিতে থাকে। এত নরম ওর মন—কিন্তু কি কষ্টই পেয়েছে সেইজন্তে।"

আর জুলিয়াকে দেখিয়া বোরিসের মা বলেন—"আহা, এত মিষ্টি তোমার মুখের আদল—কিন্তু অমন মনমরা হয়ে সব সময়ে থাকো কেন, মা?"

ছেলের কাছে কুরেগীন্‌দের গল্প করেন—"বাবা, আমার কিন্তু জুলিয়া মেয়েটিকে বড় ভালো লাগে। আহা, ওকে যে আমার কী ভালোই লাগে—অবিশ্যি এও ঠিক যে, একবার দেখলে ওকে ভালো না বেসে পারা যায় না। মনে হয় যেন মায়া দিয়ে গড়া। আর মেয়েটির মা, সেই কী কম—বড় ভালোমানুষ ওর মা। কিন্তু কি করবে বল, দেখাশুনো করে এমন মানুষ একজনও নেই। মেয়েমানুষের কাজ নয় অতবড় জমিদারীর হিসেবপত্তর দেখাশুনো করা—ফলে সবাই ঠকিয়ে খাচ্ছে।"

এসব কথার অর্থ বোরিস বোঝে।

ওদিকে জুলিয়া সাগ্রহে কান পাতিয়া অপেক্ষা করে—কখন বুঝি বোরিস আসল কথাটা বলিয়া ফেলিবে। আশায় আগ্রহে তাহার বুক কাঁপে। কেবলই মনে হয়,বুঝি আজ সেই পরমমুহূর্ত্ত আসিবে। জুলিয়া শুধু বোরিসের মুখে কথাটা একবার শুনিতে চায়, তাহারপর ত রাজি হইবার জন্ত হাত ধুইয়া বসিয়া আছে।

বোরিসও রোজ এখানে আসিবার সময় বিবাহের প্রস্তাব করিবে বলিয়া তৈরী হইয়া আসে কিন্তু জুলিয়ার 'চাহিবার পূর্ব্বে দিবার' সম্মতির চেহারাটা এতই সুস্পষ্ট যে শেষ পর্য্যন্ত সেদিনের মতই বোরিস কথাটা চাপিয়া যায়। এ ধরনের কাঙালপনা তাহার ভালো লাগে না। তাহাছাড়া জুলিয়ার চেহারায় উৎসাহ পাইবার মত কিছু নাই। সেই পাউডার-ঘষা মুখের মধ্যে কুঞ্চন রেখা লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, চোখের দৃষ্টিতে ক্ষুধা আছে কিন্তু দীপ্তি নাই, সে মুখের দিকে চাহিলে মনে হয় স্থির শান্ত স্রোতোহীন একটা মন এর আড়ালে বাস করে। সে-মনে বোধ হয় ভাব-তরঙ্গের উত্থান-পতন নাই, অপরাহ্নের ম্লান আলো আসন্ন রাত্রির গভীর অন্ধকারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।—বোরিস স্থির করে "আজ থাক—কাল হবে।"

এমনি করিয়া তাহার ছুটি ফুরাইয়া আসিল কিন্তু কাজ সারা হইল না।

হঠাৎ ধূমকেতুর মত আনাতোল আসিয়া আবহাওয়া বদলাইয়া দিল। সে মস্কাউতে আসিবার পর সহসা যেন জুলিয়া হাস্তকল্লোচ্ছ্বাসে গা ভাসাইয়া

দিয়াছে। আজকাল জুলিয়ার বাড়িতে আনাতোলের খাতির বেশি। জুলিয়ার বিষাদের মেঘ কি যাদুমন্ত্রবলে কাটিয়া গেল!

বোরিস ব্যাপারটা লক্ষ্য করিল।

তাহার মা সেদিন বলিলেন—"শুনলাম নাকি আনাতোল এসেছে—বাসিল তার ছেলেকে নাকি নিজের বিয়ের ঠিক করতে পাঠিয়েছে। বাসিলের নাকি মনে মনে মতলব জুলিয়ার সঙ্গে আনাতোলের বিয়ে দেবে। বাবা! কথাটা শুনে পর্য্যন্ত আমার কি কষ্টই হচ্ছে—শেষে কিনা ওই বাঁদরের গলায়—।"

বোরিস কথাটা শুনিয়া নিজেকে ধিক্কার দিল। এই দীর্ঘদিনের এত চেষ্টা আর পরিশ্রম কি বৃথাই যাইবে? তাহার মুখের গ্রাস কিনা আনাতোল কাড়িয়া লইবে! এই ভাবিয়া বোরিস মনে মনে তাতিয়া উঠিল। স্থির করিল, কালই জুলিয়াকে বলিবে সে বিবাহের কথা, আর দেরি নয়।

তাহাকে দেখিয়া জুলিয়া ম্লান হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল, তাহারপর কিরকম নাচগানে আনন্দে গতরাত্রি কাটিয়াছে সে গল্প করিল। এসব শুনিয়া বোরিস আপনার সংকল্প ভুলিয়া গেল, সে মনে মনে কাব্যময় প্রেমিকের ভূমিকা ভাঁজিয়া আসিয়াছিল কিন্তু এখন মেয়েদের শালীনতা সম্বন্ধে তর্ক জুড়িয়া দিল। মেয়েদের বেহায়াপনার নিন্দা করিল যা-নয় তাই বলিয়া। মেয়েরা নাকি চঞ্চল, তাহারা কোনো বিশেষ একজনকে ভালোবাসিতে পারে না, নবাগত কাহাকেও পাইলে পুরাতন বন্ধুকে তাহারা অতি সহজে অবজ্ঞা করিতে পারে, একটুও বাধে না। তাহার কথায় জুলিয়া আঘাত পাইয়া বলিল—"তা তুমি ভুল বলনি কিছু। একঘেয়ে কিছুই ভালো নয়—"

বোরিসও একথার পাল্টা জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু সংকল্পচ্যুত হইবার আশঙ্কায় চুপ করিয়া গেল। জীবনে কোনোদিন সে পরাজয়ের গ্লানি বহন করিতে চায় না। তাই নিজের জলন্ত রোষকটাক্ষ গোপন করিবার জন্য সে মাথা নীচু করিয়া চোখ বুজিয়া সামলাইয়া লইল। তাহারপর গলা নামাইয়া আস্তে আস্তে বলিল—"আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসিনি। বরং বলতে পারো ঠিক তার বিপরীত—" বলিয়া একবার জুলিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিল কথাটা এখন বলা চলিবে কি না। সে দেখিল জুলিয়া উৎকণ্ঠ দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে একান্তভাবে চাহিয়া আছে।

তাহারপর বোরিস তাহার প্রেম নিবেদন করিল। এক্ষেত্রে যেসব কথা বলা দরকার তা বলেই সে বলিল—"আমি তোমায় ভালোবাসি, এরকম গভীর

ভালবাসা যে মানুষের জীবনে আসতে পারে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি— তোমাকে ছাড়া আমার জীবন মরুভূমি"...ইত্যাদি। অবশ্যই সে এসব কথা বলিতে বাধ্য—জুলিয়ার মত মেয়ে, যার অধিকারে দু'দুটা মহাল, যার জমিদারীতে সহস্র প্রজার বাস, নিজ্‌নি নভ্‌গোরোডে যাহার বিরাট জঙ্গল, জোত-জমা আছে—এ তাহার ন্যায্য পাওনা। এ তাহার জমিদারীর পরিবর্ত্তে অবশ্যপ্রাপ্য মূল্য বই কি!

তাহাদের বিষাদ-বৃক্ষ শাখাপ্রশাখাসহ কোথায় মিলাইয়া গেল, কোথায় বা গেল সেই গোরস্থানের ছবির উপর দার্শনিক বাণীর তাৎপর্য্য—সে সব গেল শূন্যে মিলাইয়া, এখন শুরু হইল আসন্ন বিবাহিত জীবনের বিচিত্র কল্পনা ও বাস্তবের ছবি আঁকা। দিনরাত জুলিয়া আর বোরিস নিজেদের ভাবী দিনগুলির স্বপ্নবিলাস ছাড়া কথা কহে না।

৮

সেদিন সন্ধ্যায় নাতাশা আর সোনিয়াকে সঙ্গে করিয়া কাউণ্ট রোস্তভ্‌ এক আত্মীয়ার বাড়িতে আসিয়া উঠিলেন। অনেক দিন হইতে এই আত্মীয়ার নিমন্ত্রণ জমা হইয়া ছিল, তাহা ছাড়া নিজের বাড়িতে ওঠার একটু অসুবিধাও ছিল। আগে খবর না দেওয়ার ফলে বাড়িঘর অপরিষ্কার হইয়া আছে—মাত্র কয়েকদিনের জন্য অত হাঙ্গামা করিবার অবসর নাই। কাউণ্ট কাজ সারিয়াই দেশে ফিরিবেন, সেখানে গৃহিণী অসুস্থ। এই সম্পত্তিটা বিক্রীর বন্দোবস্ত করা, নাতাশার বিবাহের জামা-কাপড় তৈরী করানো, আর সুবিধা হইলে বৃদ্ধ প্রিন্সের সঙ্গে নাতাশার পরিচয় করাইয়া দেওয়া—এই কয়টি কাজ আর ফেলিয়া রাখা চলে না।

যাঁহার বাড়ীতে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করিলেন সে বাড়ির গৃহিণী বয়সে প্রৌঢ়া, পাকা গৃহিণী, সমস্ত দিকে তাঁর দৃষ্টি। বাড়ির দরজায় গাড়ি আসিয়া থামিতেই মিত্রিয়েভ্‌না উঠিয়া আসিলেন, নাকের ডগায় চশমাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে তাহারই মধ্য হইতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'কি, কাউণ্টের গাড়ি না?'

চাকরবাকরদের ডাকা হইল। এমন বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে বাড়ির কর্ত্রী দাঁড়াইয়া আছেন যে সহসা দেখিলে মনে হইতে পারে তিনি অতিথিদের

দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছেন। যাহারা তাঁহার বাড়িতে আসিয়াছে তাহাদের কুশলবার্ত্তা না লইয়াই মালপত্র গোছগাছ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন ভদ্রমহিলা। একটা চাকরকে ধমক দিয়া বলিলেন—"কি যে হাঁ করে দেখছিস উল্লুক।" আর একজনের মাথায় বাক্সপ্যাটরা দেখিয়া বলিলেন—"ওগুলো মেয়েদের বুঝি—দাঁড়াও, ডানদিকের কোণে—হ্যাঁ। আর কাউন্টের জিনিসপত্র বাঁদিকের ঘরে বুঝলে হাঁদারাম।" এদিকের কাজ সারা হইবার পর উনুনে আগুন দিবার হুকুম দিয়া এবারে তিনি আসিয়া নাতাশার গালে হাত বুলাইয়া বলিলেন—"তারপর তোমরা এলে শেষ পর্য্যন্ত। তা বেশ চেহারা ফিরেছে তোর, একটু মোটা হয়েছিস যে রে নাতাশা!" বলিয়া নাতাশাকে কাছে টানিয়া আদর করিতে গিয়া দেখিলেন তাহার জামায় বিন্দু বিন্দু বরফ জমিয়া ভিজিয়া গিয়াছে।—"আরে আরে এ যে সপ্ সপ্ করছে, ওপরের জামা খুলে ফ্যালো বাপু তোমার।" চাকরদের ডাকিয়া তিনি বলিলেন—"ওরে বাবা, চা আর মদ নিয়ে আয়। তারপর, সোনিয়া তুমি কেমন আছ?"

চায়ের আসরে বসিয়া গৃহকর্ত্রী বলিলেন—"তারপর, কাল কা'কে কা'কে বলা হবে আমাদের বাড়ি। আনা মিখাইলোভ্না—তার ছেলেও আছে যে এখানে। তার বিয়ে—। পিটার আছে, তাকেও খবর দেবো, কি বল? আর কাল মেয়েদের নিয়ে সকালবেলা বেরোবো। বুড়ো তো এখানে রয়েছে এণ্ড্রুও আসছে—ওদের বাড়ি যাওয়া আমাদের খুব উচিত... আচ্ছা, এ সব কথা পরে হবে।" বলিয়া অপর দিকে ক্রিমিয়েভ্না সোনিয়ার পানে চাহিলেন—অর্থাৎ সোনিয়ার সামনে তিনি এসব আলোচনা করিতে চান না।

কাউন্টকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ক্রিমিয়েভ্না আবার কথা বলিতে লাগিলেন—"তারপর তোমার আর কি কাজ আছে এখানে?"

—"সবই আছে, এই ধরো মেয়েদের কাপড়জামা, বাড়িটা বিক্রীর ব্যবস্থা করা, জিনিসপত্রও কিছু কিছু বিক্রী করা দরকার। তা আমি বলছিলাম কি, তুমি না হয় মেয়েদের নিয়ে এদিকের কাজগুলো সারো, আমি একবার মহালে যাই জমিজায়গার শেষ রফা করে আসি।"

—"বেশ ত, খুব ভালো কথা, ওদের কোনো অসুবিধে হবে না। আমি ওদের বকব, ধমকাবো, খুব জব্দ করে রাখব'খন।" বলিয়া তিনি সাদরে তাঁহার 'ধর্ম্ম-মেয়ে' নাতাশার দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিলেন।

পরে নাতশাকে একলা পাইয়া ক্রিমিয়েভ্না বলিলেন—"যাক বাবা, এবারে

আমরা মনের কথা খুলি বলি বাছা। নাতাশা তোর ভাগ্য ভালো, ওরকম সুন্দর ছেলে আর দেখিনি আমি। আমি যে এ বিয়েতে কি খুশি হয়েছি। ছেলেবেলা থেকেই ত এণ্ডুকে দেখছি। আর বাড়ির সবাই ভালো ওদের। হাঁ, শোনো একটা দরকারী কথা বলে রাখি, বুড়োর কিন্তু এ বিয়েতে মোটেই মত নেই। যাক, যাতে সেটা মিটে যায় তার জন্যে তোমারও চেষ্টা করতে হবে। তুমিও তো আর তেমন বোকা নও, একটু কায়দা করে বুড়োর মন ভেজাতে চেষ্টা করবে।"

নাতাশা মুখে কিছু বলিল না বটে কিন্তু মনে মনে বলিল যে এণ্ডুর জন্য সে সব কিছু করিতে পারে। তাহার মনে হয় যে পৃথিবীর কোনো প্রাণী তাহাদের দুজনের গভীর প্রণয়ের কোনো কথা বুঝিতে পারিবে না—তাহারা দু'জনেই মাত্র দুজনের একান্ত আপনার। আর ক'টা দিনই বা, এণ্ডু আসিতেছে। তাহারপর আর কিছু নাতাশা গ্রাহ্য করে না।

মিজিয়েভ্না বলিলেন—"এণ্ডুর বোন মেরিয়া মেয়েটি খুব লক্ষ্মী। লোকে বলে বটে ননদ-ভাজে চুলোচুলি নাকি হবেই হবে—কিন্তু আমি বলি কি জানো, মেরিয়া তেমন মেয়ে নয়, কোনোদিন কারুকে এতটুকু কষ্ট দিতে দেখিনি! আমি বলি কি কাল একবার যা না ওদের বাড়ি—তোর অত লজ্জা কি, তুই ত ওর চেয়ে ছোটো বয়সে। এণ্ডু আসবার আগেই তার বাপের সঙ্গে দেখা হবে আর তোর বাবাকে নিয়ে। কি, তুই কি বলিস, ভালো হবে না?"

নাতাশা কতকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলিল, "হাঁ, আমারও তাই মনে হয়।"

সেই কথামত কাউণ্ট রোস্তভ মেয়েকে সঙ্গে করিয়া বল্‌কন্‌স্কির বাড়ি যাইবেন স্থির হইল। কিন্তু কাউণ্টের মনে মনে একটা সংশয় ছিল। একবার কি কারণে যেন প্রিন্স তাঁহাকে খুব বকাবকি করিয়াছিলেন—মোটের উপর লোকটা ভারি বদমেজাজের। নহিলে বাড়িতে নিমন্ত্রণ-সভায় কেহ অমন করিয়া কোনো ভদ্রসন্তানকে গালাগালি দিতে পারে? আর নাতাশা যে সাজে তাহাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায় সেই জামাকাপড় পরিয়া মনে মনে বলিল —"আমায় ওরা কিছুতেই ভালো না বেসে পারবে না। জীবনে যা হয়নি তা আজ কিছুতেই হতে পারে না। তা ছাড়া কেনই বা ওরা আমাকে অকারণে কষ্ট দেবে? ওদের সব কথা শুনব, যেমন ভাবে চললে ওরা খুশি হবে তেমনি ভাবে ওদের কথামতই চলব আমি। আর ওর বাবা বলে বুড়ো প্রিন্সকে আমি ভক্তি করব বই কি—ওরই বাবা যে তিনি! মেরিয়াকেও

ভালোবাসব—সে যে ওর বোন তাই,—হ্যাঁ তাই, তাকে ভালোবাসব। এক কথায় ওদের সকলকে আমি ভালোবাসব।"

সেদিন সন্ধ্যায় নাতাশাদের থিয়েটারে যাবার কথা, নাতাশার যাইতে ইচ্ছা ছিল না মোটেই। তাহার আর কিছু ভালো লাগে না। কিন্তু তবু যাইতেই হইবে, কারণ সে না গেলে সবাই মনমরা হইয়া যাইবে, সে আরও বিশ্রী। তাহার চেয়ে যাওয়াই ভালো।

জামাকাপড় পরিয়া বৈঠকখানা ঘরে নাতাশা তাহার বাবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। চকিতে তাহার চোখ পড়িয়া গেল সামনের আয়নার দিকে। বড় আয়নার উপর তাহার নিজের চেহারাটা যেন নূতন লাগিতেছে। সে কি এত সুন্দর? নাতাশা স্তব্ধ অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে তাহার নিজের সুন্দর দেহের পানে। অপূর্ব্ব! নাতাশা নিজেকে ভালোবাসে, ভালোবাসে তাহার আয়ত চোখের গভীর দৃষ্টি, ভালোবাসে তাহার দেহের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে, সে ভালোবাসে তাহার নিজের প্রেমকে। তাহার মনে হয়—"আজ এখন যদি ও থাকত আমার কাছে! তবে, তবে শুধু সলজ্জ একটি চুম্বনে অভিভূত হয়ে পড়তাম না। সেই আগের মত নতুন অনুভূতির শিহরণে আজ আমার সারা দেহমন অবশ হয়ে যেত কী! না, না, আজ আমি ওকে আমার এই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতাম। ওর গলা জড়িয়ে ধরে ওর বুকের কাছে কাছাকাছি হয়ে তাকাতাম সোজা ওর চোখের দিকে। আর কিছু না। ওকে আমি আপনার করে পেতে চাই। কি করবে ওর বাবা, ওর বোন? ও যে আমায় ভালোবাসে, ওকেই ত আমি ভালোবাসি আর কাউকে নয়। ওর চোখের তারা, কপালের চকচকে মসৃণ কমনীয়তা, ওর মুখ, ওর হাসি—সেই ছেলেমানুষের মত হাসি, সেই বড় মানুষের মত হাসি—। না, না আমি আর ওসব কথা ভাবব না, তাহলে ধৈর্য্য থাকে না, মনে হয় এখনই ওকে কাছে না পেলে আমি বুঝি মরে যাব, বুঝি পাগল হয়ে যাব। থাক, ওসব কথা ভুলে যাই—"

পরক্ষণে নাতাশার মনে পড়ে আজ সকালের কথা—সকালে প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কির সঙ্গে তাহার বাবা দেখা করিতে গেলেন কিন্তু তাহাদের মেরিয়ার ঘরে বসানো হইল। প্রিন্স নাকি দেখা করিতে পারিবেন না। আসলে মেরিয়া তাহাদের সঙ্গে প্রিন্সের দেখা হওয়াটা চাই নাই বলিয়াই এ রকম কথা হইল।

পাছে একটা অপ্রীতিকর কিছু করিয়া ফেলেন প্রিন্স, মেরিয়ার এই ভয়। তাহারপর কাউন্ট রোস্তভ্ একটা কাজের অছিলায় মেয়েকে ওখানে রাখিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। মেরিয়াও নাতাশার ওইরকম সাজপোশাক দেখিয়া শহুরে মেয়ে ভাবিয়া লইয়া কেমন আড়ষ্ট ভাবে কথা কহিতেছিল। মোটের উপর ব্যাপারটা যেন কেমন খাপছাড়া হইয়া গেল। তাহার উপর বৃদ্ধ প্রিন্স হঠাৎ অতর্কিতে এ ঘরে আসিয়া নাতাশাকে দেখিয়া মুখের চেহারা কঠিন করিয়া বলিলেন—"ও, আপনি রোস্তভ্-এর মেয়ে না,—আমি জানতাম না আপনি এখানে আছেন, এ ঘরে এসেছেন, তাহলে এখনই আসতাম না। আমি জানতাম না আমাদের এত সৌভাগ্য হয়েছে যে আপনি আমাদের বাড়ি এসেছেন—আমি আমার মেয়ের কাছে একটা হিসেবের কথা কইতে এসেছিলাম। মাপ করবেন, আমি ধারণা করতে পারিনি যে আপনি এখানে আছেন।" শেষের কথাটায় জোর দিয়া প্রিন্স যেমন সহসা আসিয়াছিলেন তেমনি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। মেরিয়া বাবাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারে নাই, নাতাশার মুখের পানে চাহিবার মত শক্তিও তাহার ছিল না, সে মাথা হেঁট করিয়া মাটির দিকে চাহিয়াছিল। তাহার দেখাদেখি নাতাশাও দাঁড়াইয়াছিল।

প্রিন্স চলিয়া যাইবার পর নাতাশা একবার বিব্রতভাবে মেরিয়ার মুখের দিকে চাহিল। মেরিয়াও তাহার পানে চাহিয়াছিল—মুখে তাহার কথা নাই। কি বলিবে ভাবিয়া পায় না মেরিয়া। অস্বস্তিকর স্তব্ধতায় তাহাদের দুজনের মনের অপ্রসন্নতা আরও গুমরাইয়া উঠিল।

তাহারপর কাউন্ট আসিতেই নাতাশা ব্যস্ত হইয়া বিদায় লইল। অত তাড়াতাড়ি করাটা অশোভন জানিয়াও নাতাশা এখানে একমুহূর্ত্ত থাকিতে রাজি নয়। এ হীনতা আর সহ্য হয় না। কেন, কী অপরাধ সে করিয়াছে যাহার জন্য এদের কাছে এতখানি নতি স্বীকার করিয়া ছোট হইয়া থাকিতে হইবে!

নাতাশা সকালের কথাটা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না। থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনে ক্ষুব্ধ আত্মমর্য্যাদা ধিক্কার দিতেছে। তাহার সবচেয়ে বিশ্রী লাগিয়াছিল মেরিয়ার ব্যবহারটা। অতক্ষণের মধ্যে মেরিয়া একবারও এণ্ড্রুর কথা বলে নাই। তাহাদের বাড়ি গিয়া ত নাতাশা আগু বাড়িয়া এণ্ড্রুর কুশল প্রশ্ন করিতে পারে না, এটা মেরিয়া কি বোঝে না? বিশেষ করিয়া সেই

ফরাসী মেয়েটার সামনে কেমন করিয়া লজ্জায় মাথা খাইয়া নাতাশা [illegible] ভাবী পতির কথা বলে ! অবশ্য নাতাশা যদি একটু ভাবিয়া দেখিত ত বুঝিতে পারিত যে ওই ফরাসী মেয়েটার সামনে মেরিয়াও এণ্ড্রুর প্রসঙ্গ তুলিতে ইতস্তত করিতেছিল। সে যাই হোক, মোটের উপর আজিকার আলাপ-পরিচয়ের প্রথম পর্বটা মোটেই মধুর হয় নাই। অবশ্য নাতাশা যখন চলিয়া আসিতেছে তখন মেরিয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া মৃদুস্বরে বলিয়াছিল—"একটা কথা নাতাশা আমি তোমায় না বলে পারছি না, তোমায় আমাদেরই বাড়ির একজন হতে দেখে, তুমি আমার বৌদি একথা ভাবতে পেয়ে যে কী খুশি হয়েছি তা মুখে বলতে পারি না।" কথাটা বলিবার সময় মেরিয়ার নিজের কানেই কথাগুলি বাজিয়াছিল, মনে হইল একথার সঙ্গে সমগ্র অন্তর তাহার সাড়া দিতেছে না কেন ! এ কি শুধু তাহার মুখের কথা ছাড়া আর কিছু নয় ?

নাতাশা মোটেই একথায় খুশি হয় নাই, তাই ঠোঁটের ডগায় বিদ্রূপের হাসি টানিয়া আনিয়া বলিয়াছে—"আমার মনে হয় ভাই, একথা বলবার উপযুক্ত সময় এ নয়। পরেই ওকথা বলা ভালো।" বলিয়া গম্ভীর ভাবে মুখ ফিরাইয়া চোখের জল চাপিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

তাহারপর বাড়িতে আসিয়া কাঁদিয়াছে সারাক্ষণ। কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ দুটি তাহার রাঙা জবার মত লাল হইয়া গিয়াছে। এখনও চোখেমুখে উত্তেজনার রেশ মিলাইয়া যায় নাই।

নাতাশার কেবল মনে হইয়াছে—আজ এমন দিনে এণ্ড্রু কেন কাছে নাই।

সে ভাবে—সোনিয়া যেমন নিকোলাসকে ভালোবাসিয়াই খুশি এমনটা তাহার হয় না কেন ? সে যেন শুধু আপনার প্রেম বিলাইয়া দিয়া বাঁচিতে পারে না। আর একজন তাহাকে ভালোবাসে, একথা শুধু জানিয়াই নাতাশার শান্তি নাই, স্বস্তি নাই, সে তাহার প্রেমাস্পদকে, তাহার প্রিয়তমকে আপনার বাহুবন্ধনে নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে পাইতে চায়। মনে মনে নাতাশা কল্পনা করে কেমন করিয়া সে তাহার প্রিয়তমের গলা জড়াইয়া আতপ্ত ওষ্ঠে চুম্বন করিবে, আর তাহার প্রিয়তম এণ্ড্রু কি বলিয়া আদর করিবে। তাহার অন্তরে একটি প্রেমিক আর প্রেমিকার প্রণয়লীলা অবিরাম চলিয়াছে। নাতাশার অশান্ত হৃদয় সে লীলাসহচরীরূপ আপনাকে দেখিবার অধীর আগ্রহে আকুল। তাহাদের গাড়ি যখন রাস্তা দিয়া ঘর্-ঘর্ শব্দ করিতে করিতে একটানা একঘেয়ে ছন্দে

চলিয়াছে তখন বাহিরে রাস্তার স্তিমিত আলোর দিকে চাহিয়া নাতাশা আপন মনে দিবা-স্বপ্নের জাল বুনিয়া যাইতেছে।

তাহারা নিজেদের 'বক্সে' আসিয়া বসিতে আশেপাশে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। তাদের পাশের বক্সের একটি মহিলা নাতাশার দিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে চাহিলেন। সকলের দৃষ্টিই এদিকে। মেয়ে দুটি যে অসাধারণ সুন্দরী একথা এই চাঞ্চল্য দেখিয়া আরও বেশি করিয়া মনে হয়। যেমন নাতাশা তেমনি সোনিয়া—দু'জনেই উনিশবিশ। তাছাড়া কাউন্ট রোস্তভ এদিকে অনেকদিন শহর ছাড়া, আজ হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়া অনেকেই অবাক হইয়া গেল। আর নাতাশার সঙ্গে যে এণ্ড্রুর বিবাহের কথা হইয়াছে একথা অনেকেই আবছা আবছা শুনিয়াছে, বিবাহের কথা পাকা হইবার পর হইতে রোস্তভরা শহরের বাইরে ছিল, কাজেই অনেকে আজ এই সুযোগে এণ্ড্রুর ভাবীবধূকে দেখিয়া লইবার কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিতেছে না।

ইদানীং নাতাশা যেন হঠাৎ খুব বেশি সুন্দরী হইয়া উঠিয়াছে, তা ছাড়া আজিকার সারাদিনের উত্তেজনার জন্যও যেন আজ সন্ধ্যায় আরও ভালো দেখাইতেছে তাহাকে। চারিদিকের কোনো কিছুতেই যেন নাতাশার মন নাই, সে এই বাহিরের পৃথিবীর প্রতি উদাসীন—এ ঔদাসীন্য যেন তাহার সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া দিয়াছে। নাতাশা একবার চারিদিকে চোখ বুলাইয়া আত্মস্থ হইয়া প্রোগ্রাম দেখিতে লাগিল।

সোনিয়া তাহাকে বলিল—"ওই ত আমাদের এলিনিনের বৌ, সঙ্গে ওটি বুঝি মেয়ে—'

কাউন্ট বলিলেন—"কিরিলোভিচটা আরও মুটিয়েছে।"

সোনিয়া আবার একবার চারিদিকে তাকাইয়া লইয়া বলে—"আচ্ছা, দেখেছ মাইলোভ্‌না মাথায় কি যেন পরেছে।"

কাউন্ট লক্ষ্য করিয়া বলেন—"হাঁ, ওর সঙ্গে বোরিস আছে। আর এপাশে জুলিয়া। আরে বা, ওদের বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।"

শিনশিন কোথা হইতে আসিয়া বলিলেন—"আপনি জানেন না নাকি যে ওদের বিয়ের তারিখ পর্য্যন্ত ঠিকঠাক—"

নাতাশা পিতার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিল জুলিয়া খুব সাজিয়া গুজিয়া খুসি মুখে তার মায়ের পাশে বসিয়া আছে। তাহার গলায় মুক্তার মালা ঝক ঝক করিয়া জ্বলিতেছে। তাহার পিছনে বোরিসের মুখখানি দেখা যাইতেছে,

সে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে জুলিয়াকে কানে কানে কি বলিতেছে—বোধহয় নাতাশাদেরই কথাই।

নাতাশা নিজের মনে বলে—"ওরা আমাদের কথা বলছে, আমার কথা—হয়ত বা জুলিয়াকে বলছে, আমায় দেখে ও যেন হিংসে না করে। হ্যাঁ তাই হবে—তা ছাড়া আর কিছু নয়। যাক্ সে ওরা যা ইচ্ছে বলুক। আমার বয়েই গেল তাতে।"

বোরিসের মায়ের মুখে বিজয়গর্ব্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হয় যে, এসবই সেই পরমকারুণিক পরমেশ্বরের দয়াতে।

নাতাশা উহাদের দিক হইতে মুখ ঘুরাইয়া লইল বিরক্তভাবে। তাহাদের সকলের হাসিখুশি ভাব দেখিয়া নাতাশার নিজের কথাটা বড়ই যেন বুকে বাজিল। যত রাগ গিয়া পড়িল বুড়ার উপর—"কী অধিকার আছে ওই বুড়োর আমাকে অপমান করবার? আমায় অমন করে কথা শোনাবার?... আচ্ছা, আমি এসব কী ভাবছি, কেন ওই সব কথা নিয়ে মন খারাপ করা? ও আসুক ফিরে—আগে ও আমার কাছে ফিরে আসুক।"

তারপর নাতাশা ইচ্ছা করিয়া সামনে, আশপাশে যাহারা বসিয়া আছে তাহাদের দেখিতে লাগিল।

ওদিকে ঠিক মাঝখানটায় দলোগভ্ বসিয়া আছে চেয়ারের হাতলের উপর—ষ্টেজের দিকে পিছন করিয়া। তাহার পরনে পারস্যদেশের পোশাক। এক কথায় সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য এমন করিয়া বসিয়াছে। ভাবখানা এই যে, অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে নব্য তরুণদের সঙ্গে গল্প করিতেছে যেন। অল্পবয়স্ক যুবকরা তাহাকে ঘিরিয়া আছে—দলোগভ্ ইহাদের কাছে মাতব্বর।

কাউণ্ট রোস্তভ্ সোনিয়ার হাতে চাপ দিয়া দেখাইলেন তাহার প্রাক্তন ভক্তকে—"চিনতে পারো? হঠাৎ কোথা থেকে যেন গজিয়ে উঠ্‌ল ছোকরা!"

শিন্‌শিন বলিলেন—"হ্যাঁ, মাঝে ও যেন উপে গেছ্‌ল। শুনেছি, ও নাকি ককেশাসের ওদিকে গিয়েছিল। লোকে বলে ও বুঝি পারস্যের কোন্ এক রাজার মন্ত্রীও হয়েছিল। তারপর নাকি সেই শাহের ভাইকে খুন করে। এখানকার মেয়েরা ত দলোগভের জন্য পাগল। যা কিছু বলো দলোগভ, মেয়েরা ওর নামে দিব্যি গালে। দলোগভ আর আনাতোল কুরেগীন এদের বুদ্ধবাক্ বানিয়ে দিয়েছে।"

ঠিক এই সময়ে এ পাশের বক্সে একটি তরুণী আসিয়া বসিল—বেশ লম্বা, দেহের গঠন পাথরে খোদাই করা মূর্তির মত নিখুঁত এবং বিকশিত। গলায় জড়ানো মুক্তার হার আর ঘাড়ের যে অংশটা বুকের দিকে নামিয়া আসিয়াছে; আধুনিক রুচির পোশাক পরার গুণে সে অংশ অনাবৃত—শুভ্র মসৃণ কমনীয় অঙ্গরেখা সুস্পষ্ট ভাবে অনুমানের অপেক্ষা না রাখিয়া প্রকাশিত। নাতাশা সেই তরুণীটির দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল। এমন সুন্দর! নাতাশার বাবার সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই তরুণীটি হাসিয়া নমস্কার করিল। কাউন্ট গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা সব ভালো তো? এখানেই আছো নাকি? তারপর, কাউন্ট কোথায় আছেন, এখানেই ত?"

তরুণীটি হেলেন, সে জবাব দেয়—"তাঁরও আসবার কথা ছিল।" বলিয়া সে নাতাশার দিকে চাহিল।

কাউন্ট আপনার চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন এবং মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন নিম্নস্বরে—"কেমন, বেশ সুন্দরী না?"

নাতাশা বলিল—"অদ্ভুত রূপসী, আমার এত ভালো লাগল, সত্যি বাবা—"

ইতিমধ্যে হঠাৎ গোলমাল থামিয়া গেল। সবাই চুপচাপ—এবারে ঐক্যতান আরম্ভ হইবে। সবাই স্টেজের দিকে মুখ করিয়া বসিল।

একসময়ে অভিনয়ও আরম্ভ হইয়া গেল। যদিও নাতাশা সবে পাড়াগাঁ হইতে আসিয়াছে তবু তাহার চোখে এই অভিনয়ের ছেলেমানুষী ভালো লাগিতেছে না। সারাদিনের উত্তেজনার কাছে এ যেন নিতান্ত হাস্যকর। ওই গান, ওই পটভূমিকার পরিকল্পনা, হাত-পা নাড়িয়া নাচ—এ সবই নাতাশার চোখে নিরর্থক মনে হইতেছে। অবশেষে সে লক্ষ্য করিতে লাগিল তাহার মত আর কাহারও কি এমনই খাপছাড়া মনে হইতেছে না? বারবার এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিল, সবাই তন্ময় হইয়া অভিনয় দেখিতেছে—অখণ্ড মনোযোগ। নাতাশার ইচ্ছা করিতেছিল একটা কিছু করিয়া এদের এ ছেলেমানুষী দূর করা যায় ত কেমন হয়! যদি এক লাফ দিয়া স্টেজের উপর উঠিয়া যাইতে পারা যায়, কিম্বা তার পাখা দিয়া ওই বুড়োটার পিঠে খোঁচা দেওয়া যায়—অথবা হেলেনের পিঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুড়সুড়ি দেওয়া যায় তবে খুব মজা হয়।

দৃশ্যপরিবর্তনের বিরতির অবসর আসিল। কাহাকে যেন দেখাইয়া শিন্‌শিন বলিলেন—"ওই যে আনাতোল আসছে।"

হেলেন ঘাড় ঘুরাইয়া একটি সুদর্শন যুবকের দিকে তাকাইয়া হাসিল। নাতাশা দেখিল যুবকটি সুশ্রী, তাহার পোশাকে অনুমান হয় পদস্থ সামরিক কর্মচারী। যুবকটি তাহাদের বক্সের দিকে আসিতেছে। বেশ সপ্রতিভ তাহার চলাফেরা। নাতাশার মনে পড়ে পিটার্সবার্গে নাচের আসরে ইহাকে দেখিয়াছে সে। দেখিলেই মনে হয় যে, এর কাছে সহজে পরাজিত হওয়া কোনো মেয়ের পক্ষেই আশ্চর্য্য নয়। পর্দা উঠিয়া গেল তবু কিন্তু যুবকটি ধীরেসুস্থে চলিতেছে, তাহার শাণিত তরবারি আলোতে ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। পাশ দিয়া যাইবার সময় সে নাতাশার দিকে ভালো করিয়া তাকাইল। উৎসুক তাহার দৃষ্টি। তারপর বোনের কাছে গিয়া ফিসফিস করিয়া কি যেন বলিল —খুব সম্ভব নাতাশার কথাই।

নাতাশা বেশ বুঝিতে পারিল যে আনাতোল তাহার বোনকে বলিতেছে, "বেশ দেখতে, না ? অদ্ভুত !"

তাহার পর সে দলোগভের পাশে গিয়া গায়ে ঠেসান দিয়া দাঁড়াইল।

কাউণ্ট মেয়েদের বলিলেন—"দেখেছ, ভাইবোন একরকম দেখতে। দুজনেই কি রকম সুন্দর, না ?"

শিন্‌শিন ফিসফিস্ করিয়া কাউণ্টকে আনাতোলের অধুনাতন কীর্তিকলাপের কথা বলিতে লাগিলেন। এবং তাহার প্রত্যেকটি কথাই নাতাশা একমনে শুনিল, তাহার কারণ আনাতোলকে নাতাশার ভালো লাগিয়াছে এবং ওই যুবকটির চোখে নাতাশা সুন্দরী।

প্রথম অঙ্ক শেষ হইল। লোকে বাহিরে যাইতেছে, কেহ বা ভিতরে আসিতেছে—অনবরত যাতায়াত, কোলাহল চলিতেছে। বোরিস উঠিয়া আসিয়াছে রোস্তভদের সঙ্গে দেখা করিতে। তাহার বিবাহের কথা শুনিয়া সবাই আনন্দ প্রকাশ করিল। নাতাশা তাহার সঙ্গে দিব্যি হাসিয়া হাসিয়া গল্প করিতেছে—সেই বোরিসের সঙ্গে যে এখনও এরকম হাসিয়া কথা কহিতে পারিবে নাতাশা নিজেই ইতিপূর্ব্বে ধারণা করিতে পারে নাই। ছেলেবেলা হইতে এই লোকটির সঙ্গে তাহার কত প্রণয়লীলা। আর আজ—। সুন্দরী হেলেন যেমন সকলের সঙ্গে হাসিয়া কথা বলিতেছে—নাতাশাও ঠিক ওইরকমভাবে হাসিয়া বোরিসের সঙ্গে গল্প করিতেছে।

আস্তে আস্তে হেলেনের বক্সের চারিদিকে ভিড় জমিয়া গেল। ভক্তের দল আসিয়া জমিয়াছে, সবাই প্রচার করিতে চায়—"হেলেনের রূপ অপূর্ব্ব, বিখ্যাত

সুন্দরীর সঙ্গে পরিচয় আছে আমার।" এত বড় গৌরব হাতে পাইয়া ছাড়িতে কেহ চায় না। আনাতোল স্টেজের দিকে পিছন ফিরিয়া বোনের বক্সের একটা চেয়ারের হাতলে ঠিক দলোগভের মত কায়দা করিয়া বসিয়া নাতাশার দিকে তাকাইয়া আছে। অন্য কোন দিকে তাহার লক্ষ্য নাই। নাতাশা ধরিয়া লইয়াছে যে ভাইবোনে তাহারই কথা বলিতেছে—এবং মনে মনে সে ইহাতে গর্ব্বিত হইতেছে বই কি। একসময়ে সে আলোর দিকে মুখ ঘুরাইয়া এমন ভাবে বসিল যাহাতে তাহাকে আরও বেশি ভালো দেখায়। দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হইবার একটু আগে পিটার আসিয়া পড়িল। ভগ্নীপতিকে আনাতোল কি একটা বলিল যেন। পিটার তাহার আগেই নাতাশাকে দেখিয়াছে, সে ঘাড় হেঁট করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নাতাশার সঙ্গে গল্প করিল। গল্প করিতে করিতেও একটা অপরিচিত পুরুষকণ্ঠের কথা নাতাশার কানে আসিতেছিল, নাতাশা কেমন করিয়া যেন অনুমান করিল যে এ কণ্ঠস্বর আনাতোলেরই। একবার ফিরিয়া তাকাইতেই তাহার সহিত নাতাশার দৃষ্টিবিনিময়ও হইয়া গেল। অবশ্য তাহার পরও আনাতোল অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লয় নাই, নাতাশার দিকেই তাকাইয়া ছিল—তাহার চোখের চাহনীতে এমন একটা প্রশংসমান স্নিগ্ধতা রহিয়াছে নাতাশার কাছে তাহা যেন অস্বস্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য এ অস্বস্তিতে বিরক্তি নাই। নাতাশার কেমন একটা কুণ্ঠা, সঙ্কোচ হইতেছে আনাতোলের দিকে চাহিতে। এত কাছাকাছি থাকিয়া ওই দৃষ্টি যেন নাতাশার মনের দিকে তাকাইয়া আছে। নাতাশা ভুলিতে পারিতেছে না সে কথাটা।

ওদিকে দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে যখনই নাতাশার অভিনয় ভালো লাগিতেছে না তখনই সে আনাতোলের দিকে তাকাইতেছে—আনাতোল তাহারই পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে। নাতাশার ইহাতে অত্যন্ত আনন্দ। এমন ভাবে এত সহজে অমন সুন্দর, সুদর্শন পুরুষের মন ভুলাইয়া দিয়াছে সে নিজে।

ইহার পর তৃতীয় অঙ্ক শুরু হইবার একটু আগে হেলেন ঘাড় ঘুরাইয়া কাউণ্টকে ইসারায় ডাকিল, তাহার পর নানারকম পারিবারিক গল্প জুড়িয়া দিল। ওদিকে যে কত ভক্ত আসিয়া উৎসুক ভাবে দাঁড়াইয়া আছে হেলেনের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। অবশেষে বলিল—"আপনার মেয়েদের

সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিন—বা রে! মস্কাউতে আপনার বাড়ির মেয়েদের কথাই শুনে আসছি—আলাপ করবার সৌভাগ্য হয় নি।"

নাতাশা উঠিয়া নমস্কার করিল।

হেলেন হাসিয়া বলিল—"কাউণ্ট, এ কিন্তু আপনার খুব অন্যায়। এমন দুটি রত্ন আপনি লুকিয়ে রেখেছেন পাড়াগাঁয়ের জঙ্গলে।" হেলেনের সৌন্দর্যের তুলনা নাই, তাহার মত সুন্দরীর মুখে একথা শুনিয়া কে না খুশি হইবে!

তাহার পর হেলেন বলিল—"কিন্তু কাউণ্ট, আমি এখানে অল্পদিনই থাকব, এর মধ্যে এদের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ করতে চাই। তোমাদের সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছি ভাই।" বলিয়া হেলেন মেয়েদের দিকে চাহিল।

—"আমার পরম ভক্ত বোরিসের কাছে শুনেছি। আর আমার স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এণ্ড্রুর কাছেও শুনেছি।" বলিয়া হেলেন নাতাশার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহে—অর্থাৎ এণ্ড্রুর সঙ্গে তাহার বিবাহের কথাটা হেলেন জানে। তাহার পর হেলেন নাতাশাকে বলিল—"এসো না, একসঙ্গে বসে থিয়েটার দেখি।"

আবার অভিনয় শুরু হইয়া গেল। সব চুপচাপ। এবারে অভিনয় দেখিতে দেখিতে নাতাশার এত হাসি পাইতেছিল যে মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তার কল্পনায় সে আপনার মনকে ভয়ার্ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নতুবা নবপরিচিতা এই মেয়েটির পাশে বসিয়া অকারণে হাসিলে সে-ই বা মনে করিবে কী!

সে অঙ্ক শেষ হইলে হেলেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "খুব উঁচুদরের অভিনয়, না?"

নাতাশা বিরক্তভাবে সায় দেয়—"হাঁ, নিশ্চয়!"

আবার আনাতোল তাহার বোনের কাছে আসিয়া বসিল। এবারে হেলেন তাহাদের দুজনের পরিচয় করাইয়া দিল। এতক্ষণ দূর হইতে নাতাশা দেখিতেছিল আনাতোল খুব সুন্দর, সুশ্রী, সুপুরুষ, সে এত কাছে আসিবার পরও তাহাকে সেই রকম অসাধারণ সুদর্শন দেখাইতেছে—নাতাশার মনে হয়। আনাতোল বেশ সহজভাবে যার-তার সঙ্গে আলাপ করিতে পারে, বিশেষ করিয়া মেয়েদের সঙ্গে কথা বলিতে গেলে তাহার কখনও কথার অভাব হয় না। নাতাশা তাহার অমায়িক ব্যবহারে অবাক

হইয়া গিয়াছে, খুব ভালো লাগিয়াছে তাহার অকপট আচরণ। এত ভালো লাগিয়াছে যে আনাতোলের বিরুদ্ধে নানারকমের দুর্নাম শুনিবার পরও নাতাশা খুব সহজে তাহার সঙ্গে মেলামেশা করিতে পারিতেছে।

কথায় কথায় আনাতোল বলিল—"আমাদের একটা 'বহুরূপী' নাচের উৎসব আছে, আপনি আসবেন ত? আসুন না।"

নাতাশা সহাস্য দৃষ্টি মেলিয়া ঘাড় ঘুরাইয়া তাহার দিকে চাহিল। নাতাশার মনে হইতেছে আনাতোলের সপ্রশংস দৃষ্টি যেন তাহার হাতে, কানের পাশে, ঘাড়ে নিবদ্ধ আছে—সহাস্য মধুর দৃষ্টিটুকু বুঝি একান্তই তাহার বাহুতে আবদ্ধ। কেন এমন মনে হয়? এর আগে নাতাশার এরকম কথা মনে হয় নাই ত! এইটুকু সময়ের মধ্যে এই প্রায় অপরিচিত মানুষটির সঙ্গে তাহার মনের এ কি গ্রন্থি পড়িল! কেন নাতাশার মনে হইতেছে, বুঝি অতর্কিতে ওই লোকটি পিছন হইতে তাহার গণ্ডদেশে চুম্বন করিতে পারে। এ ধরণের অনুভূতি নাতাশার ইতিপূর্ব্বে আর কাহাকেও দেখিয়া ত হয় নাই! নাতাশা একবার হেলেনের দিকে চাহিল কিন্তু সে মুখে সেই পরিচিত হাসিহাসি ভাব—নাতাশা তাহার বাবার মুখের পানে তাকাইল, তাহার মুখেও কোনোরকম পরিবর্ত্তনের চিহ্ন নাই।

আনাতোল সোজাসুজি নাতাশার মুখের উপর তাহার পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, কুণ্ঠা নাই, সঙ্কোচ নাই,—স্পষ্ট নির্ভীক তাহার চাহনী। নাতাশা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, কথা কহিয়া সেটা কাটাইবার জন্য বলিল—"আচ্ছা, এ জায়গাটা আপনার কেমন লাগে?"

একটু হাসিয়া আনাতোল বলে—"প্রথম যখন এখানে এসেছিলাম, ভালো লাগেনি! আমার মনে হয় স্থান-মাহাত্ম্যের অনেকখানি মেয়েদের উপর নির্ভর করে। আপনি কি বলেন? ভালো ভালো মেয়ে থাকলেই সে জায়গা ভালো। সেবারে তেমন কেউ ছিল না। ও, আপনি আসছেন ত কারাগীনদের বাড়ি 'বহুরূপী' নাচের আসরে? সবাই নতুন সাজে সেজে যাবে। আমার বিশ্বাস আপনি সে আসরে সুন্দরীদের সেরা রাণী হবেন—আমার কিন্তু—"

নাতাশা তাহার কথার বিশেষ মর্য্যাদা দেয় না, তবু আনাতোলের স্পর্দ্ধাটুকু লক্ষ্য করিল। একথায় কি জবাব দিবে ভাবিয়া পায় না সে, অবশেষে, যেন কিছুই সে শোনে নাই এমন ভাবে মুখ ফিরাইয়া থাকিল। কিন্তু নাতাশার কেবল মনে হইতেছে তাহার ঠিক পিছনে সে তাহার কাছাকাছি বসিয়া

আছে। এই সান্নিধ্যবোধও কম অস্বস্তিকর নয়। একবার তাহার মনে হইল, বোধহয় আনাতোল নিজের ব্যবহারে লজ্জিত হইয়াছে। আবার মনে হইল নাতাশার উপর বিরক্ত হয় নাই ত সে? নাতাশা ভাবে—"আমার কি করা উচিত?"

শেষকালে সে আনাতোলের দিকে ফিরিয়া চাহিল—তাহার মুখে সেই ভুবনজয়ী হাসি, চোখের দৃষ্টিতে আত্মপ্রত্যয় স্বপ্রকাশ। আনাতোলের চুম্বকের মত আকর্ষণী শক্তির কথা ভাবিতে গিয়া নাতাশার মনে কিসের শঙ্কা জাগে। তাহার আর ওই লোকটির মধ্যে দূরত্ব নাই, মাঝখানে কোনো বাধাও কিছুই নাই। যদি—

তারপর আবার ঘণ্টা বাজে। আনাতোল চলিয়া যায় নিজের জায়গায়। নাতাশা ফিরিয়া আসিয়া বসে তাহার বাবার পাশে। সে যেন কোন এক স্বপ্নরাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিল। তাহার মন হইতে তাহার প্রণয়ীর কথা, আজ সকালের কথা, সারাদিনের উত্তেজনাময় অনুভূতিটুকুও যেন মুছিয়া গিয়াছে।

নাতাশার একটা চোখ সব সময়ের জন্য আনাতোলের দিকেই ছিল। তাহার আর কোনো কিছুতেই মন নাই।

অভিনয়ের শেষে আনাতোল আবার আসিল। রোস্তভ্‌দের গাড়ি খোঁজ করিয়া ডাকিয়া দিল সে। এবং শেষে গাড়িতে তুলিবার সুযোগে সে নাতাশার বাহুতে একটু চাপ দিল। লজ্জায় নাতাশার শুভ্র সুন্দর গালও লাল হইয়া উঠিল। সে মুখ না তুলিয়াই অনুভব করিল—একটা কোমল উত্তপ্ত কটাক্ষ তাহার সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া রহিয়াছে। সে দৃষ্টি উজ্জ্বল, সে দৃষ্টি হাস্যোজ্জ্বল, ভুবনবিজয়ী সে হাসি!

বাড়ি ফিরিয়া চা ও খাবার খাইবার পর নাতাশা একান্তে বসিয়া আজিকার মোহাচ্ছন্ন অবস্থার কথা ভাবে। এইবার সে বুঝিতে পারে এতক্ষণ ধরিয়া তাহার মনোজগতে যে আলোড়ন চলিয়াছে তাহা সুস্থ, প্রকৃতিস্থ মনের পক্ষে সম্ভব নয়। এ তাহার উচিত হয় নাই। যা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার পরও কি নাতাশা তাহার প্রণয়ীর ভালবাসার যোগ্য? এগুলির কথা মনে হইতে নাতাশা যেন বিভীষিকা দেখিল। লজ্জায়, ধিক্কারে, আত্মতিরস্কারে নিজের

কাছেই নাতাশা এতটুকু হইয়া যায়। সে ছুটিয়া আপনার ঘরে চলিয়া গেল—'আমি কেন তাকে এমন কাজে বাধা দিই নি? কেন, কেন? কেন?'

দুই হাতে মুখ গুঁজিয়া নাতাশা অনেকক্ষণ ভাবে—কিন্তু কিছুতেই কূল-কিনারা পায় না। তাহার চোখের সামনে প্রেক্ষাগৃহের উজ্জ্বল আলো জ্বলিয়া উঠিল, মঞ্চের উপর অভিনয় চলিতেছে, চারিদিকে লোকজন, কোলাহল—এ ছাড়া নাতাশার মনে আর কিছু ভাবিবার শক্তি নাই বুঝি।

অবশেষে সোজা হইয়া বসিয়া সে ভাবে—"আমার এত কিসের ভাবনা—কি হয়েছে? আমি কেন এত ভয় পেয়েছি, কি হয়েছে?" নাতাশা নিজেকে প্রশ্ন করে।

আজ যদি তাহার মা কাছে থাকিতেন নাতাশা তাঁহার কাছে সব কথা খুলিয়া বলিতে পারিত—কিন্তু তিনি আজ কত দূরে। সোনিয়া এসবের কিছু বোঝে না, বরং শুনিলে ভয় পাইবে। কাজে কাজেই নাতাশা এই ভয়ের জন্য আপনার মনকেই বার বার বিড়ম্বিত করিতে লাগিল।

একবার ভাবে সে, "আমি কি এণ্ড্রুর প্রেমের অযোগ্য?" আবার নিজের এই অসম্ভব কল্পনাকে নিজেই হাসিয়া উড়াইয়া দেয়—"কি পাগলমি! আমি ত কিছুই করিনি—আমার কোনো দোষ নেই—ওসব কথা ত আর আমি ওই লোকটার কাছে কানে কানে বলতে যায় নি। তা ছাড়া এ কথা ত আর কেউ জানতে পারবে না—হয়ত জীবনে আর কোনোদিন ওর সঙ্গে দেখাই হবে না। আলবাৎ আমার কোন দোষ নেই। আর প্রিন্স এণ্ড্রু, আমি এখন যেমন আছি তাতে আমায় ভালো বলতে পারবে না। ঠিক এখন যেমন আছি আমি—। আচ্ছা, এণ্ড্রু কেন আজ এখানে নেই? কেন, কেন নেই?"

নাতাশা অনেক যুক্তি-তর্ক দিয়া তাহার আজিকার অসংযত মনের পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু কিছুতেই তার সেই অজ্ঞাত আশঙ্কার কালো ছায়াটুকু মনের কোণ হইতে দূর করিতে পারিল না। সে যে কিছুতেই ওই সামরিক পোশাক পরা যুবকটির ভুবনজয়ী হাসির কথা ভুলিতে পারিতেছে না, ভুলিতে পারিতেছে না তাহার হাতের মৃদু স্পর্শ! তাহার সেই কোমল সহাস্য উজ্জ্বল দৃষ্টিটুকু নাতাশার সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া রহিয়াছে।

১

আনাতোলকে তাহার বাবা পিটার্সবার্গ হইতে জোর করিয়া ঠেলিয়া এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সে নাকি পিটার্সবার্গে বসিয়া বছরে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা উড়াইতেছিল। তা ছাড়া এধার-ওধারে যে কতটাকা দেনা করিয়াছে তাহার খবর কে জানে? তাহার পাওনাদারেরা ঘন ঘন তাগাদায় আসে বাসিলেরই কাছে। ইহাতে কোন্ ভদ্রলোক না বিরক্ত হয়। অবশেষে তিনি ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবা, তুমি মস্কাউতে গিয়ে যা হোক একটা ব্যবস্থা করে নাও। আমার ক্ষমতায় আর ত কুলোয় না।" অর্থাৎ কোনো বড়লোকের মেয়েকে বিবাহ করিতে বলিলেন তিনি। সেখানে মেরিয়া আছে, জুলিয়া আছে—ইহাদের যে কোনো একজনকে গাঁথিতে পারিলে আনাতোলের যাহোক একটা সুরাহা হইবে। আনাতোল এক কথায় মস্কাউতে চলিয়া আসিল এবং ভগ্নীপতির বাড়িতে উঠিল। পিটার তাহার সম্বন্ধীকে দেখিয়া মোটেই খুশি হয় নাই। তাহারপর অবশ্য তাহাকে দেখিতে দেখিতে এখন অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

আনাতোল মস্কাউতে আসিল বটে কিন্তু বিবাহের দিকে তাহার বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না। সে কেবল বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করিয়া থিয়েটার-নাচ এই সব লইয়াই দিন কাটায়। যত সব অভিনেত্রীদের সঙ্গে তাহার মেলামেশা। বড় ঘরের মেয়েদের সে আমল দেয় না, যুক্ত মাখামাখি ওই নর্তকী আর অভিনেত্রীদের সহিত। কোন এক বিখ্যাত নটীর সঙ্গে তাহার প্রণয় খুব বেশী। আর একটা কুখ্যাতি তাহার আছে, সে নাকি বিবাহিতা তরুণীদের সঙ্গেও প্রকাশ্যে ঢলাঢলি করিয়া বেড়ায়। তাহাছাড়া বিবাহ সে আপাতত করিবে না এটা ঠিক। তাহার কারণ দু-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া আর কাহারও জানা নাই। কারণ সে বিবাহিত। বছর দুই আগে আনাতোল পোলাণ্ডে ছিল। সেখানে যে চাষীর বাড়িতে সে থাকিত তাহার মেয়েকে আনাতোল বাধ্য হইয়া বিবাহ করে। কারণ চাষীর চোখে সে ধূলা দিতে পারে নাই। অল্পদিন পরেই সে তাহার স্ত্রীকে সেখানে রাখিয়া চলিয়া আসে। মেয়ের বাপকে সে কিছু কিছু টাকা পাঠাইবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়া তবে সে ছাড়া পাইয়াছে। অবশ্য তাহার শ্বশুরও কোনোদিন তাহার বিবাহের কথা ফাঁস করিবে না, এ সর্তও আদায় করিয়াছে আনাতোল।

আনাতোল জুয়া খেলে না, বাজি জিতিবার লোভ তাহার মোটেই নাই তাহার বিশ্বাস যে, সে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, চরিত্রে দোষ ধরিবার মত অসঙ্গত কিছু নাই তাহার। সময়-অসময়ে বন্ধুদের টাকা ধার দিয়া সাহায্য করা, মদ খাওয়া আর মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশায় পুরুষ-মানুষের দুর্নাম কি থাকিতে পারে? সে অসচ্চরিত্র, বদমায়েস জাতের লোককে ঘৃণা করে।

নির্ব্বাসনের পর দলোগভ্ ফিরিয়া আসিবার পর হইতে আনাতোল তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে। হাঁ, বন্ধুত্ব করিতে হইলে দলোগভের সঙ্গেই করা উচিত। আর দলোগভ্ সে আর পাঁচটা বড়লোক ছেলে দলে টানিবার জন্য আনাতোলের খোশামুদী করিয়া চলে বই কি!

হঠাৎ নাতাশাকে দেখিয়া আনাতোল মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে কিছুতেই নাতাশার কথাটুকু মন হইতে মুছিতে পারিতেছে না, অবশ্য সেজন্য তাহার কোনরকম ক্ষোভ নাই। সেদিন রেস্তোরাঁয় খাইবার সময় সে বন্ধুমহলে প্রচার করিয়া দিল যে, নাতাশাকে সে ভালোবাসে! অতএব নাতাশাকে আপনার করিয়া পাইতে হইবে—যেমন করিয়া পারে সে আপনার বাসনা সফল করিবেই করিবে। তাহার পরিণতির কথা একবারও আনাতোল ভাবে না, কারণ ওসব বাজে কথা লইয়া মাথা ঘামাইবার অবসর তাহার নাই।

দলোগভ্ বলিল "কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ বন্ধু, ছুঁড়ির রূপ আছে মানি। কিন্তু ও আমাদের জন্যে নয়।"

আনাতোল বলিল—"আমার বোনকে দিয়ে নেমন্তন্ন করাবো! কেমন, ঠিক হবে না?"

দলোগভ্ সংক্ষেপে বলে—"দাঁড়াও, বিয়েটা ওর হতে দাও, তারপর—"

—"নাহে, ওসব নয়। জানো তো কাঁচা বয়সের মেয়েদের আমি বেশি পছন্দ করি। ওদের মাথা চট করে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়।"

—"খুব সাবধান। একটি কচি মেয়ের ফাঁদে পা দিয়ে বাঁধা পড়েছ, সেটা মনে আছে ত।" বলিয়া দলোগভ্ তাহার বিবাহের কথাটা স্মরণ করাইয়া দেয়।

পরদিন সকালে উঠিয়া গৃহকর্ত্রী নাতাশার বাবার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন আর একবার প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কিকে আক্রমণ করা হইবে। নাতাশা আন্দাজে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে বিরক্ত হইল। আজ তাহার কেন যেন মনে হইতেছে যে এণ্ড্রু নিশ্চয়ই আসিবে। সারাদিনে ছ'টিন বার

সে খোঁজ লইল এণ্ড্র আসিয়া ফিরিয়া যায় নাই ত? এ আশা স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়! নাতাশার মনে সংশয় জাগে—এণ্ড্র বুঝি আর ফিরিবে না কোনোদিন। বুঝি নাতাশার জীবনে একটা বিরাট বিপর্যয় আসন্ন। তাহার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ঘনায়মান, মেঘের মত সারা মনে কালো ছায়া ফেলিয়াছে যেন। নাতাশার ভালো লাগে না কিছুই। সে বার বার কাল সন্ধ্যায় যাহা ঘটিয়াছিল তাহার মধ্যে নিজের অপরাধ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু শত চেষ্টার পরও সে আনাতোলের সঙ্গে অসঙ্গত আচরণের কথা আবিষ্কার করিতে পারিল না। সেই ভুবনজয়ী দৃষ্টির মধ্যে, উজ্জ্বল হাসিতে, সুশ্রী মুখের কোথাও কোনো পাপের অভিব্যক্তি ছিল কি? না। এমনি করিয়া নাতাশা নিজের মনে বার বার আনাতোলের সুদর্শন চেহারার প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়।

দরজির বাড়ি হইতে একটি মেয়ে আসিয়াছে নাতাশার পোশাক-পরিচ্ছদ লইয়া। নাতাশা তাহাকে লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। তবু কতকটা সান্ত্বনা—কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক থাকিতে পারিবে সে! একা থাকিলে ওই এক চিন্তা নাতাশাকে পাইয়া বসে।

আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া ব্লাউসের পিছন দিকটা ঠিক হইয়াছে কিনা দেখিতেছে এমন সময় বাহিরে তাহার বাবার গলার আওয়াজ শুনিল—সেই সঙ্গে একটা মেয়েও যেন কথা বলিতেছে মনে হইল। নাতাশার বুঝিতে দেরি হইল না, এ কণ্ঠস্বর হেলেনের। তাহার বুকের মধ্যে যেন কেমন করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে গায়ের জামাটা ঠিক করিতে যাইবে এমন সময় দোর ঠেলিয়া হেলেন ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

হেলেন হাসিতে হাসিতে বলিল—"ওগো সুন্দরী শুনছ, তোমায় বাদ দিয়ে আমাদের আর কোনো উৎসব চলে না যে। এমন করে গোপন ঘরে লুকিয়ে থাকা চলবে না। আমাদের বাড়ি কাল একটা আবৃত্তির ব্যবস্থা করেছি, বিখ্যাত নটী জর্জেস আবৃত্তি করবে। যাওয়া চাই। দেখুন কাউন্ট, আপনি মেয়েদের না নিয়ে গেলে কিন্তু আপনার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যাবে। আমাদের উনি বাড়ি নেই, নইলে উনিই এসে এদের নিয়ে যেতে পারতেন। কাল নটার কিছুতে যেন না ভুল হয়।"

হেলেন আজ নাতাশার রূপের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিল। কথায় কথায় দরজির মেয়েটির দিকে চাহিয়া কথা বলিল—"আমার যে সেই নতুন জামা করে

নিয়েছ—বেশ চমৎকার, একেবারে নূতন ধরণের বুঝলে নাতাশা—তা তোমারও ওরকমের একটা করিয়ে নাও না! অবিশ্যি তার দরকার নেই এমন কিছু—তুমি যা পরো তাতেই তোমায় সুন্দর মানায়।"

একথায় নাতাশার চোখে মুখে খুশি উছ্‌লাইয়া উঠিল। এতদিন নাতাশা যে হেলেন সম্বন্ধে নানারকম অদ্ভুত ধারণা করিয়া আসিয়াছে—ভাবিয়াছে বুঝি হেলেন খুব গর্ব্বিতা, হয় ত নাতাশার সঙ্গে ভালো করিয়া কথা কহিবে না—সেই হেলেন আজ নিজে যাচিয়া তাহার রূপের প্রশংসা করিতেছে। এ সৌভাগ্যে কাহার মাথা ঠিক থাকিতে পারে।

বিদায় লইবার সময় হেলেন তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে বলিল—"আমার ভাই আনাতোল কাল খাবার সময় যা কাণ্ড করল—আমরা ত হেসে মরি। সে ত কিছুতেই খায় না—কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর থেকে থেকে মাথা নাড়ে। বুঝলে ভাই, সে তোমার প্রেমে পড়ে গেছে।"

নাতাশার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখে কে যেন আবির ঢালিয়া দিল।

হেলেন তাহার আরক্ত মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"কেন, এতে রাঙা হবার কি আছে? তুমি একজনকে ভালোবাসো বলেই কি তোমায় ঘরের কোণে বন্দী হয়ে থাকতে হবে? তোমার হবু স্বামী শুনে বরং খুশিই হবে যে তার অবর্ত্তমানে ঘরের মধ্যে পচে নষ্ট হওয়ার চেয়ে এক-আধবার বাইরে বেরিয়েছিলে।"

একথা শুনিয়া নাতাশা মনে মনে আশ্বস্ত হয়—"যাক, তাহলে হেলেন আমার বিয়ের কথা জানে? এসব জেনেশুনেও যখন হেলেন পিটারের সঙ্গে আনাতোল আর তার ব্যাপার নিয়ে হাসি-তামাসা করেছে তখন আর কোনো ভাবনা নেই। পিটার কোনোদিন কোনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে পারে না। অতএব আমি নিশ্চিন্ত।"

হেলেনের কথাবার্ত্তার গুণে নাতাশার মনটা হাল্কা হইয়া গেল। এতক্ষণ যে সংশয়দোলায় তাহার মন শঙ্কিত ছিল তাহা যেন কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তবে নাতাশা কোনো অন্যায় করে নাই। এমন ঘটনা সকলের জীবনেই ঘটে সত্য, হেলেনের মত উঁচু দরের মেয়ে নাতাশা এর আগে দেখে নাই। সাধে কি আর নাতাশার অত ভালো লাগে হেলনকে! এ ত জানা কথা যে প্রত্যেক মানুষেরই আনন্দ-উৎসবে যোগদান করিয়া একটু সুখের মুখ দেখিবার অধিকার আছে।

হেলেন যখন আসিয়াছিল তখন বাড়ির গৃহিণী গিয়াছিলেন বৃদ্ধ প্রিন্সের সঙ্গে দেখা করিতে। তিনি ফিরিয়া কিন্তু সে সব কথা লইয়া উচ্চবাচ্য করিলেন না। সহজেই নাতাশা বুঝিল যে বৃদ্ধের কাছে মিত্রিয়েভ্না পরাজিত হইয়াছেন। নাতাশার বাবা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তিনি বলিলেন—"সব ঠিক হয়ে যাবে। আজ থাক, কাল সব শুনবেন 'খন।" হেলেন আসিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছে শুনিয়া মিত্রিয়েভনা চটিয়া গেলেন। বলিলেন "ওদের সঙ্গে মেলা-মেশা করা আমি পছন্দ করি না। যাক্‌গে যখন কথা দেওয়া হয়েছে তখন এবারের মত যাও, মনটা একটু ভালো হবে।"

সেদিন ভোজসভায় আনাতোল সর্ব্বদা নাতাশার কাছাকাছি থাকিয়া ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিল। নাচের সময় প্রত্যেকবার সে নাতাশার সঙ্গে নাচিয়াছে। তাহার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া নাচিতে নাচিতে কতবার তাহার দিকে ভুবনজয়ী কটাক্ষ হানিয়াছে। নাচের শেষে নাতাশা অনুভব করিল তাহার বাহু মূলে একটা মৃদু স্পর্শ, চাহিয়া দেখিল আনাতোলের হাত। মুখ তুলিয়া সে আনাতোলের দিকে তাকাইয়া বলিল—"দোহাই অমন ক'র না—আমি আর একজনের বাগদত্তা।"

আনাতোল এ কথায় এতটুকু বিচলিত হইল না। বলিল—"আমায় ওকথা কেন বলছ। আমার ত কিছু এসে-যায় না তাতে। আমি শুধু এই জানি যে, আমি তোমায় ভালোবাসি। তোমায় ভালোবেসেই আমার আনন্দ—তা সেটুকুও যদি তুমি সহ্য না কর সে দোষ আমার নয়।...যাক, এবারে আমাদের নতুন নাচ শুরু করতে হবে।"

ওদিকে নাতাশার বাবা যাইবার জন্ম ব্যস্ত হইয়াছেন—তবু নাতাশা নড়িতে চায় না, বলে—"বাবা, এই এবার হলেই শেষ হয়, একটু ব'স।"

এবাড়ির আব্‌হাওয়া কাউন্টের ভালো লাগে না। যে সব পুরুষ ও মেয়েদের সমাজে দুর্নাম আছে, তাহাদের প্রায় সবাই এবাড়ির অতিথি। অবাধ মেলামেশার ঢালা ব্যবস্থা।

নাচ শেষ করিয়া নাতাশা নিজের পোশাক লইবার জন্ম মেয়েদের সাজঘরে যখন গেল তখন তাহার সঙ্গে হেলেনও গেল। তাহারা যে ঘরে ঢুকিল ইতিমধ্যে আনাতোল সে ঘরে গিয়া বসিয়া আছে। তাহাদের দু'জনকে সে-ঘরে রাখিয়াই হেলেন কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল।

আনাতোল অত্যন্ত করুণভাবে বলিতে আরম্ভ করিল—"তুমি জানো—আমি তোমার বাড়ি গিয়ে দেখা করতে পারব না। তবে কি, তাই বলে কোনোদিনই তোমায় দেখা পাব না? আমি, আমি তোমায় ভালোবাসি। সে ভালোবাসা কত গভীর তা তুমি বুঝবে না।—আমি কি তোমায় কোনোদিনই—"

নাতাশা চলিয়া যাইতেছিল, আনাতোল বাধা দিয়া তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার নিঃশ্বাসের স্পর্শ নাতাশার গায়ে লাগিতেছে। সে সোজাসুজি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলিয়া দিল নাতাশার মুখের উপর, বলিল,—"নাতাশা"।

আবার অস্ফুট স্বরে আনাতোল ডাকে—"নাতাশা", নাতাশার হাত তাহার মুঠোর মধ্যে চাপিয়া ধরে সে। নাতাশার দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, সে যেন কিছুই বুঝিতে পারে না—মুখে তাহার কথা সরে না। সে ক্যাল ফ্যাল করিয়া তাকায়—যেন বলিতে চায়—"আমি তোমায় কিছুই বলতে পারি না।"

আনাতোলের ওষ্ঠের উত্তপ্ত চুম্বনের স্পর্শ নাতাশার সর্ব্ব অনুভূতিকে অবশ করিয়া দেয়। সহসা সে নাতাশাকে দূরে ঠেলিয়া দিল! কাহার পদশব্দ শোনা যাইতেছে।

নাতাশা দেখিল, হেলেন আসিতেছে। নাতাশার হাত-পা থর্‌-থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে, কানের পাশ দিয়া যেন আগুন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতেছে।

কি করিবে নাতাশা!

তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আনাতোল ব্যাকুলভাবে বলে—"নাতাশা—একটা কথা। একবার—" নাতাশা থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া যায়। সে বোধহয় আনাতোলের মুখে চরম কথাটা শুনিতে চায়।

কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া আনাতোল আবার বলে—"কেবল একটা কথা নাতাশা—"

ততক্ষণে হেলেন আসিয়া গেল। নাতাশা তাহার সঙ্গে নাচঘরে ফিরিয়া যায়। তাহারপর তাহারা বাড়ি চলিয়া আসিল।

সে রাত্রে নাতাশা জাগিয়া কাটাইল। একটা সমস্যা বার বার তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতেছে। কিন্তু নাতাশা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না যে এদের মধ্যে কোন্‌ মানুষটিকে নাতাশা ভালোবাসে। এণ্ড্রুকে সে নিশ্চয়ই ভালোবাসে, তাহার প্রতি গভীর প্রণয় কিছুতেই মিথ্যা হইতে পারে না—

অনন্তর। স্বয়ং আনাতোলকেও সে ভালোবাসে কই কি? নতুবা এসব ব্যাপার কিছুতেই ঘটিত না। তাহার হাস্যোজ্জল মুখের পানে চাহিলে নাতাশার মুখ অকারণে উদ্ভাসিত হইবার আর কি হেতু থাকিতে পারে? নাতাশা মনে মনে স্বীকার করে—"আমি তাকে যে মুহূর্তে দেখেছি তখনই ওকে ভালোবেসেছি, অর্থাৎ আনাতোল ভালোমানুষ। সে উদার, কারণ সুন্দর। যে মানুষ সুন্দর, রূপবান এবং উদার তাকে ভালো না বেসে কি পারা যায়। কিন্তু আমি এখন কি করব? আমি যে একেও ভালোবাসি, ওকেও ভালো না বেসে পারি না।"

আবার প্রভাত হয়, বাড়ির সবাই জাগিয়া উঠিয়াছে। সাদা বাড়িটা যেন জাগিয়া উঠিয়া জামাকাপড় পরিয়াছে। দরজিবাড়ির লোক আসা-যাওয়া করিতেছে, চাকর-বাকরেরা কাজে ব্যস্ত হইয়া ঘোরাফেরা করিতেছে—দিবসের স্বাভাবিক কর্মমুখরতা সর্ব্বত্র সুপ্রত্যক্ষ। রাত্রি জাগরণের ফলে নাতাশার চোখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। সে বারবার সকলের দিকে তাকাইয়া সহজ হইবার চেষ্টা করিতেছিল। বাড়ির গৃহিণী সকালের জলযোগের আসরে প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কির প্রসঙ্গ তুলিলেন।

তিনি বলিলেন—"শুনুন, আমি অনেক ভেবে চিন্তে তারপর বলছি; কাল আমি বুড়োর সঙ্গে দেখা করেছি তা সবাই জানেন। কিন্তু বুড়ো কি করলে জানেন, গলা চড়িয়ে চীৎকার করে যা-নয় তাই বলে গেল। আমিও অবিশ্যি অত সহজে দমবার পাত্রী নই। গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত জবাব দিয়ে এসেছি।"

কাউণ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—"তারপর?"

মিত্রিয়েভ্‌না বুঝাইয়া দিলেন, "বুড়ো অবুঝ, কারুর কথা কানেই তোলে না—যা ইচ্ছে তাই বলে। ওর সঙ্গে মিছামিছি চেঁচিয়ে লাভ কি? মেয়েটিকে অনেক কষ্ট দেওয়া হয়েছে, আমি বলি কি এবারে কাউণ্ট, আপনার কাজ তাড়াতাড়ি সেরে ওকে নিয়ে দেশে ফিরে যান।"

নাতাশা অধীরভাবে বলে—"না, না, না।"

গৃহকর্ত্রী বলিলেন—"হাঁ হাঁ, তোমায় যেতেই হবে, দেশে গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে তোমায়। এখানে যদি তুমি আর এণ্ড্রু থাকো তবে বাপ-বেটাতে ঝগড়া হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং এণ্ড্রু একলা এখানে থেকে তার বাপকে বলে কয়ে ঠাণ্ডা করুক। তারপর তোমায় নিয়ে আসতে কতক্ষণ।"

কাউণ্ট এ প্রস্তাবে রাজি আছেন। কথাটা মন্দ নয়, বুড়োর মত হইলে এখানেই আনিয়া বিবাহ হইতে পারিবে—আর যদি তেমন অসুবিধা থাকে, বৃদ্ধ অমত করে তবে ওত্রাদবনায়েও বিবাহ চুকাইয়া দেওয়া যায়। কাউণ্ট বলেন,—"আপনি ঠিকই বলেছেন। এখন আমার দুঃখ হয় এই ভেবে যে, নাতাশাকে ওবাড়িতে না নিয়ে গেলে ওকে এত দুঃখ পেতে হত না।"

—"এতে দুঃখের কি থাকতে পারে। আপনার দিক থেকে এ সম্মানটুকু দেখানো ঠিকই হয়েছে, তবে কেউ যদি তার প্রতিদান না দেয়—সে তার দোষ। যাক্, বিয়ের পোশাক-পরিচ্ছদ মোটামুটি তৈরি হয়ে গেছে, বাকী যা রইল আমি পাঠাবার বন্দোবস্ত করব। আপনাদের ছেড়ে দিতে মন চায় না, তবু আপনাদের এখানে থাকার চেয়ে চলে যাওয়াই মঙ্গল। ভগবানের দয়ায় সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বলিয়া তিনি একখানা চিঠি নাতাশার হাতে দিলেন, বলিলেন—"তোমায় মেরিয়া দিয়েছে এটা। পাছে তুমি তাকে ভুল বোঝো—"

—"তার মানে—"

—"হয় ত তুমি ভাবতে পারো যে মেরিয়া তোমায় ভালোবাসে না।"

—"বাঃ, যা সত্যি তার মধ্যে ভাববার কি আছে। ও আমায় দেখতে পারে না।"

—"চুপ করো, বেশি বাজে কথার দরকার নেই।"

নাতাশা তেমনি গম্ভীর ভাবে জবাব দেয়—"আমি কারও মতামতের জন্তে ব্যস্ত নই, আমি জানি, সে আমায় দেখতে পারে না।" তাহার কণ্ঠস্বরে মনের অসন্তোষ সুব্যক্ত।

একথায় মিত্রিয়েভ্না ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—"আমার কথার প্রতিবাদ করতে যেয়ো না—স্পর্দ্ধার সীমা আছে। যা বলেছি আমি, ঠিক বলেছি। যাও চিঠির উত্তর দাও গে!"

নাতাশা এরপর আর কোনো কথা না বলিয়া চলিয়া গেল।

মেরিয়া চিঠিতে বার বার মিনতি করিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া লিখিয়াছে—"আমার বাবার ওপর তুমি ভাই রাগ কর না। বুড়ো হয়েছেন, ওরকম খিটখিটে মেজাজ বটে—কিন্তু মনে মনে উনি তোমাকে স্নেহ করেন নিশ্চয়ই। দেখো, বিয়ের পর উনি তোমার মনে কষ্ট দেবেন না।" মেরিয়া তাহার সঙ্গে আর একবার দেখা করিতে চায়।

পড়া শেষ করিয়া নাতাশা কাগজ-কলম টানিয়া লইয়া একটানে লিখিল— "প্রিয় মেরিয়া।" এই পর্য্যন্ত লিখিয়া তাহার কলম থামিয়া যায়। তাহার পর কি লিখবে সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না। কাল সন্ধ্যায় নাতাশার ভাগ্যপথে যে বিবর্ত্তন আসিয়াছে তাহার প্রভাব অস্বীকার করিবার শক্তি তাহার নাই। নাতাশা কি করিবে? মেরিয়াকে কি লেখা উচিত?

তখন আর একটা কথাও লেখা হয় না। তাহার পর দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সে মেরিয়ার চিঠিটা আবার পড়িল। চিঠিখানা শেষ করিয়া ভাবিতে লাগিল—"তবে কি সত্যিই ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল? আমার সে অতীত কালের কোনো কিছুর সঙ্গে আমার অন্তরের যোগ নেই? সব মুছে যাবে?" ভাবিতে ভাবিতে নাতাশার মনে হয় এণ্ড্রুকে সে কী ভালোই বাসিত। এণ্ড্রুর জন্য বিরহ-বেদনাতুর হৃদয়ের অশ্রান্ত ক্রন্দন—সে ত মিথ্যা নয়। তাহাদের প্রণয়ের নব প্রভাতে যে পুলক-শিহরণ সমস্ত সত্তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আপন রশ্মিরেখা বিচ্ছুরিত করিয়াছিল, সে আলোর রেশ স্মৃতিপথ-প্রান্তে আজও আছে হয়ত।

কিন্তু নাতাশা যে আনাতোলকে ভালোবাসে। আনাতোলের সঙ্গে যে প্রেমের সূচনা হইয়াছে তাহার মূল্যও বড় কম নয়। কাল সন্ধ্যায় যা যা ঘটিয়াছে তাহার প্রত্যেকটি চিত্র নাতাশার মর্ম্মমুকুরে প্রতিবিম্বিত।

অকস্মাৎ নাতাশার মনে হয়—"আচ্ছা, আমি ওদের দু'জনকেই ভালোবাসি না কেন? এই একমাত্র উপায়, তা ছাড়া আর কোনো পথ নেই।"

আবার মনে হয়—"কিন্তু এণ্ড্রুকে কেমন করে এসব কথা বলব? না বলে চেপে যাওয়া আরও অসম্ভব, কিছুতেই এণ্ড্রুর কাছে একথা গোপন করা যাবে না।"

তবে কি, যে প্রেমের প্রদীপ নাতাশার এ আনন্দ আশার একমাত্র উৎস ছিল এণ্ড্রুর সেই প্রেমকে বিদায় দিয়া নাতাশা নূতনজীবন শুরু করিবে?

যখন এই সব কথা লইয়া নাতাশার মনে ভাঙাগড়া চলিতেছে ঠিক সেই সময়ে একটি ঝি আসিয়া একখানি চিঠি তাহার হাতে দিয়া বলিল যে, কে একটা অচেনা লোক এই চিঠিখানি দিয়া গেল। লোকটি বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছে যে এ চিঠির কথা যেন আর কেহ না জানে।

বলাবাহুল্য, নাতাশাকে এ চিঠি দিয়াছে আনাতোল।

চিঠিখানা হাতে পাইয়া নাতাশার দৃঢ়বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল—আনাতোল বাস্তবিকই তাহাকে ভালোবাসে। আর সে—সেও নিশ্চয়ই ভালোবাসে।

নাতাশা নিজের মনকে শোনায়—"আমি তাকে ভালোবাসি। নইলে কাল তাকে আমি মেনে নিতে পারতাম না আর আজ এই চিঠি আমার হাতের মধ্যে এমন আদর করে ধরতে পারতাম না।" এ যেন শুধু চিঠি নয়, তাহার চেয়ে অনেক বেশি···ব্যাকুল বাসনাতপ্ত হৃদয়ের বহ্নিমান দীপ্তি।

নাতাশার বুক কাঁপে, চিঠি পড়িতে পড়িতে আবেগে তাহার চোখের চাহনি ঝাপ্‌সা হইয়া আসে। তবু অধীর আগ্রহে সে পড়ে। এ চিঠির প্রতি ছত্রে যে তাহার মনের গোপন কামনা বাণীরূপ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

আনাতোলের এ চিঠির 'বয়ান' দলোখভ্‌ রচনা করিয়াছে।

চিঠি এমন কিছু বড় নয়, অল্প কথা, কিন্তু ওজন ইহার সামান্য নহে, অসামান্য—"কাল সন্ধ্যায় আমার ভাগ্য বেঁধে দিয়েছ তুমি। আমায় তুমি ভালোবাসো—নইলে আমি মরব। তা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই আমার।"

আনাতোল আরও লিখিয়াছে যে কতকগুলি অপ্রকাশ্য কারণে তাহার বাবা-মা তাহাদের বিবাহে সম্মতি দিবেন না। কারণগুলি সে অবশ্য নাতাশাকে বলিতে প্রস্তুত আছে—কিন্তু তাহার আগে তাহাদের প্রণয়সূত্র প্রগাঢ় হওয়া দরকার। আনাতোল লিখিয়াছে যে তাহাদের প্রেমের মন্দাকিনী প্রবাহিত হইবে স্বপ্নস্বর্গের দুই তীর প্লাবিত করিয়া—আনন্দের কলতান তুলিয়া। প্রেমের বিজয়কেতন মানুষের সকল বাধা-বিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া আপনার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে। আনাতোল তাহাকে পৃথিবীর কোন অজ্ঞাত প্রান্তে লইয়া যাইবে, তাহা কেহ আবিষ্কার করিতে পারিবে না।

নাতাশা আবার আপনার মনকে শোনায়—"আমিও তাকে ভালোবাসি।" বার বার তাহার কম্পিত ওষ্ঠে এই কথাই অস্ফুটস্বরে উচ্চারিত হয়—"ভালোবাসি।"

সেদিন সন্ধ্যায় কোথায় যেন নিমন্ত্রণ ছিল। সবাই গেল, কিন্তু নাতাশা বাড়িতে থাকিল—তাহার মাথা ধরিয়াছে।

বাড়ি ফিরিতে সোনিয়াদের দেরি হইল। তাহাদের ঘরে ঢুকিয়া সোনিয়া দেখিল যে নাতাশা সোফাতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এরকম ত কখনও হয় না। দিনের জামাকাপড় পরিয়াই নাতাশা ঘুমাইতেছে যে। পাশের টেবিলে একখানি খোলাচিঠি পড়িয়া আছে। সেদিকে চোখ পড়িতেই সোনিয়া

চিঠিখানা পড়িল। সোনিয়া অবাক হইয়া যায়—সে একবার চিঠিখানা পড়ে আর এক একবার ঘুমন্ত মেয়েটির পানে তাকায়। নাতাশার মুখের কোথাও কোনে চিহ্ন আছে কি! এ চিঠির সঙ্গে নাতাশার মনের যোগ আছে বলিয়া সোনিয়ার মনে হয় না। শান্ত, সুন্দর চিন্তা-লেশহীন নিদ্রিতা নাতাশার মুখশ্রী—সেখানে কোনো কিছু দুর্জ্ঞেয় ভাষা নাই ত?…ভাবিতে ভাবিতে সোনিয়ার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল, তাহার হাত-পা কাঁপিতে লাগিল। ভয়ে তাহার বুকের ভিতর কেমন মোচড় দিতে থাকে, মনে হয় বুঝি এখনই নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে। সে দুহাতে নিজেকে জড়াইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

বার বার সে আপনাকে ধিক্কার দিতে থাকে—"আমি এর কিছুই দেখিনি—কেন দেখতে পাইনি? এত দূর গড়িয়েছে ব্যাপারটা, অথচ আমি নাতাশার পাশে থেকেও টের পেলাম না কেন? তবে কি ও আর এণ্ড্রুকে ভালোবাসে না—! ওই বদমায়েস আনাতোলের ফাঁদে পা দিয়েছে নাতাশা! কী সর্ব্বনাশ! একথা নিকোলাস শুনে কি বল্‌বে? তাহার সম্মান, তাহার গৌরব, তাহার বংশমর্য্যাদা—!"…সোনিয়া আর ভাবিতে পারে না।…তাহারপর একে একে মনে পড়ে এ ক'দিনের সমস্ত ঘটনা, নাতাশার অস্বাভাবিক রহস্যময় আচরণ—এখন যেন সমস্ত ব্যাপারটা স্বচ্ছ জলবৎ হইয়া তাহার চোখে ধরা পড়িল। কিন্তু এ কিছুতেই সত্য হইতে পারে না—নাতাশা ওই ইতর, চরিত্রহীন বেকারটাকে ভালোবাসিতে পারে না। হয়ত এমন হইয়াছে যে কোথা হইতে আসিতেছে না জানিয়াই নাতাশা চিঠিখানা খুলিয়াছে। হয়ত চিঠি পড়িয়া বিরক্ত হইয়াছে নাতাশা। সোনিয়া তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে।

পরক্ষণে সে চোখ মুছিয়া নাতাশার কাছে গিয়া আবার তাহার মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করে, আর মুখের কাছে মুখ আনিয়া দেখিতে থাকে—অবশেষে আস্তে আস্তে তাহার ঘুম ভাঙাইয়া দিল। নাতাশা চম্‌কাইয়া উঠিল।

তাহাকে দেখিয়া দু'হাতে তাহার গলা জড়াইয়া বলে—"যাক, ফিরেছ তাহলে—"

তাহারপর বান্ধবীর বিবর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া নাতাশার হর্ষিত ভাবটা লুপ্ত হইয়া যায়—নাতাশা গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করে—"তুমি চিঠিটা পড়েছ সোনিয়া—?"

সোনিয়া মৃদু ঘাড় নাড়াইয়া জবাব দেয়—"হাঁ।"

নাতাশা আবার খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, হাসিতে হাসিতে বলে—"জানো সোনিয়া, আমিও আর তোমায় না বলে থাকতে পারতাম না। সোনিয়া, সোনিয়া, আমরা দু'জনে দু'জনকে ভালোবাসি, তা জানো? দেখেছ ও আমায় চিঠি দিয়েছে!"

সোনিয়া নিজের কানে যে কথা শুনিল সে কথাও যে বিশ্বাস করা যায় না! তাহার সন্দেহ হয় শুনিতে ভুল করে নাই ত সে।

—"সোনিয়া তুমি যদি জানতে আমার মনের আনন্দের খবর—আমি যে কি সুখে আছি তা তুমি বুঝতে পারবে না। প্রেম কি তা যদি জানতে।"

—"কিন্তু নাতাশা, তুমি এণ্ড্রুকে কি একেবারে ভুলে গেছ। তুমি কি ও বিয়ে ভেঙে দেবে?"

কথাটা নাতাশা যেন শুনিতেই পায় না।

সোনিয়া বলে—"আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না, আমি বুঝতে পারি না নাতাশা তোমাকে—এক বছর ধরে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্ত যার সঙ্গে তোমার হৃদয়ের বন্ধন নিবিড়তর হয়েছে তাকে কি করে হঠাৎ এক নিমিষে অস্বীকার করবে! এ যে অসম্ভব। আর যাকে তুমি ভালোবাসো বলছ তাকে মাত্র দু'তিনবার দেখেছ। সেটা এতবড় হল?"

তিনদিনে এই সযত্ন লালিত, হৃদয়ের অশ্রু-পূজিত প্রণয়কে যে কোনো নারীর মন ঠেলিয়া ফেলিতে পারে একথা সোনিয়া বিশ্বাস করে না।

—"তিন দিন কি বলছ সোনিয়া? আমার মনে হয় আমি তাকে শত যুগ ধরে ভালোবেসেছি। এতদিন শুধু কানে শুনে এসেছি যে, প্রেম কখনও সময়কে স্বীকার করে না। তার আসন অন্তরে, আজ সেকথা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝি। তাকে দেখে আমার কী যে হয়ে গেল বলতে পারব না। তবে সে অসাধারণ, পৃথিবীর আর কারও মত সে নয়। ওকে দেখেই আমার মনে হ'ল—'আমি চরণের দাসী'। ও আর কেউ নয়, আমার ভাগ্য-দেবতা। তার আদেশ আমার কাছে বেদ। তুমি এ বুঝবে না সোনিয়া, আমার ও এখন যা বলবে আমি তাই করব। শুধু তার ইঙ্গিতের অপেক্ষা—।"

—"কিন্তু আমি এসব শুনতে চাই নে। এ চলবে না বলে দিচ্ছি। লুকিয়ে ও কেন চিঠি দেয়? তুমিই বা তা খুলে পড় কি করে!"

—"বলছি ত আমার নিজের ইচ্ছে বলে আলাদা কিছু নেই। আমি তাকে ভালোবাসি!" বলিতে বলিতে নাতাশা উত্তেজিত হইয়া উঠে।

—"তাই যদি হয় তবে আমিও বলছি যেমন করে পারি এর বিহিত করব, বলে দেব সব কথা।" বলিয়া সোনিয়া তাহার অশ্রুসিক্ত দৃষ্টিতে নাতাশার মুখের পানে তাকায়।

—"দোহাই তোমার, সোনিয়া ও কাজ কর না ভাই। তা হ'লে জীবনের মত কথা বন্ধ হয়ে যাবে। তুমি আমায় কষ্ট দিতে চাও এমনি করে? আমাদের দু'জনের বিচ্ছেদ এনে দেবে? তা পারবে না তুমি প্রাণে ধরে! আমি যে ওকে ভালোবাসি।"

সোনিয়া কহিল, "তোমাকে যদি সে এতই ভালোবাসে, তবে এ বাড়িতে এলেই ত পারে সোজাসুজি।"

—"সোনিয়া তোমার পায়ে পড়ি এমন ক'রে আঘাত কর না আমায়। সে আমায় ভালোবাসে কি না তা দেখবার দরকার নেই, তোমায় বিশ্বাস করি তাই একথা বলেছি, আশা করি তুমি সেই বুঝে চলবে।"

—"কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না, এত লুকোচুরি করবার এতে আছে কি? সে এখানে এসে তোমায় বিয়ে করতে চাইলেই ত পারে, সব চুকে যায়। এমন ত নয় যে প্রিন্স এণ্ড্রুকেই তোমায় বিয়ে করতে হবে, সে যাবার সময় তোমায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে গেছে। তুমি কি একবার ভেবে দেখেছ গোপন কারণটা কি হতে পারে?"

কথাটা শুনিয়া নাতাশা ভয়ে শিহরিয়া ওঠে, শূন্য দৃষ্টিতে সে সোনিয়ার মুখের দিকে তাকায়। এ প্রশ্ন নাতাশার মনে জাগে নাই। সোনিয়ার কথার কি জবাব দিবে সে ভাবিয়া পায় না। অবশেষে বলে, "তার গোপন কারণ একটা কিছু আছে—নিশ্চয় আছে।"

সোনিয়া অসহায় ভাবে হাত নাড়িয়া ঘাড় ঘুরাইয়া বলে—"সে যদি সৎ-স্বভাবের ছেলে হ'ত…"

নাতাশা তাহাকে কথা শেষ করিতে দেয় না, ডাক দিয়া বলে—"সোনিয়া, এসব তোমার কি কথা। তাকে আমি সন্দেহ করতে পারি না, আমার মনে হয় তোমারও—"

—"আচ্ছা, ও কি তোমায় ভালোবাসে?"

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া নাতাশা বলে—"সে আমায় ভালোবাসে কি না ?" বলিয়া অত্যন্ত কৃপা কটাক্ষ করিয়া নাতাশা বলে, "এই চিঠি পড়বার পরও তুমি আমায় একথা বলতে পারলে !"

—"কিন্তু যদি সে বাজে লোক হয়। যদি তার আত্মসম্মানবোধ না থাকে—"

—"কী ! তার সম্মান-অসম্মান জ্ঞান নেই ! তুমি জানো না তাকে।"

—"যদি তার এতটুকু সভ্যতাবোধ থাকত তবে হয় সে প্রকাশ্যে তোমায় ভালোবাসা জানাতো অথবা তোমায় কোনোদিনই জানতে দিত না তার ভালোবাসার কথা। একথা তাকে জানানো দরকার—তুমি না পারো আমি লিখব তাকে।"

—"কিন্তু সোনিয়া, তাকে ছাড়া আমার বাঁচা অসম্ভব। সে আমার জীবনের একমাত্র সম্বল।"

—"নাতাশা আমি তোমার গতিবিধির হদিস পাইনে, তোমার কথাও বুঝতে পারছি না ঠিক। তোমার বাবার কথা স্মরণ রেখো, তোমার দাদা নিকোলাসের কথাও ভুলে যেয়ো না।"

—"আমি আর কিছু জানি না, কারুকে আমার দরকার নেই। তাকে ছাড়া জগতের আর কা'কেও ভালোবাসি না। কিন্তু সেকথা থাক, তোমার সাহস ত কম নয়—তাকে আত্মসম্মানহীন, অসভ্য বলতে তোমার মুখে একটু বাধল না ? আমি তাকে ভালোবাসি সেটা বুঝি কিছু নয় ? চলে যাও—আমার ঝগড়া করবার ইচ্ছে আদৌ নেই। দোহাই তোমার, যাও এখান থেকে—"

সোনিয়া তাড়াতাড়ি অত্যন্ত বিপন্ন ভাবে সেখান হইতে চলিয়া যায়।

নাতাশা অমনি চেয়ারে বসিয়া গেল মেরিয়ার চিঠির জবাব লিখিতে। অল্প কথায় সে লিখিল যে প্রিন্স এণ্ড্রু তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া গিয়াছে এবং তাহার সে উদারতার সদ্ব্যবহার করিতে নাতাশা প্রস্তুত। অনেক ভাবিয়া সে স্থির করিয়াছে যে তাহার পক্ষে মেরিয়াদের বাড়ির বধূ হওয়া অসম্ভব। যদি নাতাশা কোনো কারণে তাহাদের অসম্মান করিয়া থাকে মেরিয়া যেন তাহা নিজগুণে মার্জনা করে। অতীতের কথা ভুলিয়া যাওয়াই ভালো।...এ চিঠি লিখিবার পর নাতাশার সমস্ত বিপদ কাটিয়া গেল। সে মুক্ত।

সেদিন সকালে কাউণ্ট রোস্তভ্ একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া মহালে গিয়াছেন—সম্ভবত এই ভদ্রলোকই জমিদারীটা শেষে কিনিবেন। কাজেই মেয়েদের সঙ্গে করিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষার ভার পড়িল এ বাড়ির গৃহিণীর উপর। জুলিয়া কারাগীনের বাড়ি নিমন্ত্রণ। সেখানে আনাতোলও আসিয়াছে। সোনিয়া লক্ষ্য করিল যে এক ফাঁকে নাতাশার সঙ্গে আনাতোল কি যেন বলিল। খাওয়া-দাওয়ার সময় সোনিয়ার মনটা ছিল ওদের দিকেই। বাড়ি ফিরিয়া নাতাশা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—"জানো সোনিয়া, আমাদের সব ঠিক হয়ে গেছে। তুমি এবারে নিশ্চয় খুশি হবে।"

—"আচ্ছা, সে হবে। আসল ব্যাপারখানা কি? কি ঠিক হয়েছে। যাক্, তুমি যে আজ প্রসন্ন, এ আমার সৌভাগ্য। এখন আসল কথাটা শোনা দরকার।"

নাতাশা কি যেন ভাবিতেছিল চুপ করিয়া। একটু পরে বলিল, "সে আমায় জিজ্ঞাসা করলে, এণ্ড্রুর সঙ্গে আমার বিয়ে কি রকম এগিয়েছে।' যখন শুনলে, সে বিয়ে হবে না তখন কী খুশিই হ'ল।"

—"কিন্তু বিয়ে আবার ভেঙে গেল কবে শুনিনি ত?"

—"মনে কর আমি ভেঙে দিয়েছি। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আমার সঙ্গে এণ্ড্রুর কোনো সম্পর্কই আর নেই। আমার সম্বন্ধে তোমার এত খারাপ ধারণা কেন বলত?"

—"না, আমার ধারণা কিছুই খারাপ নয়। তবে বুঝতে পারি না—"

—"আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে বইকি। দেখবে কেমন চমৎকার মানুষ ও।"

এসব কথায় সোনিয়ার মনের সন্দেহ কাটে না। সে আনাতোলের ব্যবহারটা ঠিক বরদাস্ত করিতে পারে না, তাই আবার বলে—"আমায় আব এসব কথা তুলতে বারণ করেছিলে তাই, কিন্তু আজ যখন তুমি নিজেই আমাকে শোনাচ্ছ তখন একটা কথা বলি, ওকে আমি বিশ্বাস করি না। এত লুকোচুরি কেন করা?"

নাতাশা বলে—"সেই সন্দেহ এখনও?"

—"তোমার জন্যেই যত ভয়। আমার মনে হয় তুমি নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছ।"

—"বেশ, আমি যদি আমার সর্বনাশ ডেকে আনি তাতে কার কি?

তোমার মত নীচতা আমার মনে নেই। তোমায় ঘৃণা করি। যাও চলে যাও।"

৭

আনাতোল কয়েকদিন হইল তাহার বন্ধু দলোগভের কাছেই আছে। নাতাশাকে লইয়া গোপনে পলায়নের মতলবটাও দলোগভই আনাতোলকে দিয়াছে।

নাতাশার সঙ্গে ঠিক হইয়াছে যে, সে সদর দরজার কাছে অপেক্ষা করিবে রাত দশটার সময়। আনাতোল গাড়ি আনিয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়া যাইবে এখান হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে কোন্ এক গ্রামে। সেখানে কোন্ একজন কর্মচ্যুত পুরোহিত আছেন যিনি তাহাদের বিবাহ দিবেন—তারপর সেখান হইতে ওআরশ, এবং অবশেষে রুশ সীমান্ত ছাড়াইয়া তাহারা বাহিরে চলিয়া যাইবে। এ সবের জন্য আনাতোল অনুমতিপত্র জোগাড় করিয়াছে, দলোগভ্ এবং হেলেনের কাছে সে মোটামুটি হাজার-বিশেক টাকাও সংগ্রহ করিয়াছে। সব প্রস্তুত। মায় বিবাহের সাক্ষী পর্য্যন্ত জোগাড় হইয়া গিয়াছে, তাহারাও মস্কাউ হইতে যাইবে।

দলোগভ বলিল—"ছাখো, অমুক সাক্ষী হবে, তবে তাকে দু' হাজার টাকা দিতে হবে।"

আনাতোল কথাটা ভালো করিয়া না বুঝিয়াই বলে—"তা সে পাবে—দেওয়া হ'ক না কেন।"

দলোগভ বলে—"আর অমুক অবিশ্যি টাকা-পয়সা নেবে না, সে তোমার জন্যে জলে ঝাঁপ দিতে পারে। যাক তাহ'লে হিসেবপত্র মিট্‌ল ত। ছাখো বুঝে নাও ভালো করে।" বলিয়া দলোগভ তাহার দিকে একটা লম্বা কাগজ আগাইয়া দিল।

—"অলরৎ ঠিক হ্যায়।" বলে আনাতোল। আসলে সে কিছুই শোনে নাই। তাহার ওদিকে মন দিবার মত মানসিক অবস্থা নয়।

দলোগভ দেরাজের টানায় চাবি বন্ধ করিয়া বলিল—"আরে রাখো, যাবার এখনও ঢের দেরি। অত তাড়া কিসের—"

আনাতোল বলে—"বুড্‌ড়! থামো, বেশি বাজে বক্‌তে হবে না। তুমি যদি জান্‌তে—যাক গে চুলোয় যাক।"

—"আমি ভালো করেই জানি, তাই বলছি এখনও সময় আছে ফিরে এস। যাবার দরকার নেই।"

—"আঃ ফাজলামো রাখো। ওসব হিতোপদেশ তুলে রাখো দেখি।"

দলোগভ অত্যন্ত চটিয়া গিয়া বলে—"ছেলেমানুষী ক'র না, আমি সত্যি বলছি এখনও আমার কথা শোনো। আমি এই শেষ বারের মত বলছি, আমি ত তোমার জন্য সবই করলাম—পুরুত বল, সাক্ষী বল, টাকা ধার দেওয়া বল সবই এই শর্মা ঠিক করে দিয়েছে।"

—"আমিও সেজন্যে খুব কৃতজ্ঞ। তুমি কি মনে কর আমি এতই নেমকহারাম ?"

—"যতটা পারি আমি তোমায় সাহায্য করেছি, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এ আগুন নিয়ে খেলা। বিপদ পদে পদে। এ অসম্ভব ব্যাপার। আচ্ছা, বলত তুমি তাকে নিয়ে গিয়ে থাকবে কোথায়। একদিন একথা চাউর হ'য়ে যাবে। তখন তুমি যে আরও একটা বিয়ে আগেই সেরে রেখেছ সে কেলেঙ্কারীও জানাজানি হয়ে যাবে। তখন শালা জেলখানায় পচে মরবে। তার চেয়ে—"

—"রাবিশ! রাবিশ! এসব বাজে কথায় আমি থাকতে চাই নে। আমি তোমায় বুঝিয়ে দিয়েছি ত সব কথা। আর নয়।"

—"আমার কথা শোনো, এখনও উপায় আছে। যেও না। কিন্তু এরপর একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে শেষে হাত কামড়াতে হবে—"

গলা চড়াইয়া আনাতোল বলিল—"গোল্লায় যাও।" তারপর বন্ধুর হাত টানিয়া নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"দেখছ কেমন ঢেউ উঠেছে, এর শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। তাকে আমার পেতেই হবে। আহা, তার সেই অপরূপ পায়ের গঠন, আর সেই মন-মাতানো চোখ—দেবী, সে দেবী প্রতিমা।"

দলোগভের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, সে বলিল—"তারপর যখন টাকা ফুরিয়ে যাবে, তখন কি করবে ?"

একথার কোনো সদুত্তর আনাতোলের জানা নাই, সে ব্যস্তভাবে বলে—"তারপর, তারপর যা হয় হবে। কিন্তু আর নয়, মিছেমিছি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। যাবার সময় হ'ল।" ঘড়ি দেখিয়া বলিয়া উঠিল "আরে এই, তোদের হ'ল ?" চাকরদের তাড়া দেওয়া দরকার।

দলোগভ আনাতোলকে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া লইতে বলিল, কিন্তু খাওয়ার মত তুচ্ছ কাজের সময় আরও ঢের পাওয়া যাইবে, তবে মদটা ছাড়া ঠিক নয়, সে মদ খাইল।

গাড়ি ছাড়িবার সময় দলোগভ বলিল—"একটা মেয়েদের গরম জামা নিয়ে নাও হে। মেয়েরা যখন বাড়ি ছেড়ে আসে তখন মাথার ঠিক থাকে না। আমার বিশ্বাস সে এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়বে। রাস্তায় শীতে কষ্ট পাবে।"

হুকুম করিতেই একটি নর্ত্তকী (সে একজন নিম্নশ্রেণীর নর্ত্তকী, প্রায়ই এখানে থাকে) তাহার গায়ের লোমের জামাটা খুলিয়া দিল। দলোগভ আনাতোলের গায়ে জামাটা জড়াইয়া দিয়া বলিল—"প্রথমে এমনি, তারপর এমনি করে, বুঝলে। তারপর এমনি করে—" বলিয়া নর্ত্তকীটিকে আনাতোলের গায়ের উপর ঠেলিয়া দিল। আনাতোল তাহাকে চুম্বন করিল।

—"আচ্ছা তাহলে বিদায়, আমার সৌভাগ্য কামনা কর তোমরা। আমার জীবনের ভেসে-বেড়ানো স্বভাবকে ভাসিয়ে দিয়ে ঘর বাঁধি এবারে।"

গাড়ি চলিতে শুরু করিয়া দিল—এক গাড়িতে আনাতোল আর দলোগভ আর একটিতে সাক্ষী দু'জন।

গাড়ি আসিয়া থামিতেই একটি চাকরাণী আসিয়া বলিল—"গাড়ি এধারে এগিয়ে লাগাও নইলে বাড়ির লোক দেখতে পাবে। আসছেন দিদিমণি।"

দলোগভ দরজার কাছে দাঁড়াইল, আর আনাতোল দাসীর সঙ্গে ঘুরিয়া বাড়ির ওপাশে খিড়কি দরজার দিকে আগাইয়া গেল। কিন্তু সে বাড়ির সম্মুখ ভাগ পার হইবার পরই একটি লম্বাচওড়া দারোয়ান হেঁড়ে গলায় বলিয়া উঠিল—"বাড়ীর গিন্নী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

আনাতোলের বুকের রক্ত হিম হইয়া যায়। সে ঢোঁক গিলিয়া বলে—"কে? কে তোমার গিন্নী? কেন, কি দরকার?" ভয়ে দিশাহারা হইয়া যায় আনাতোল।

—"এস, তোমায় নিয়ে যেতেই হবে, তাঁর হুকুম।"

ওদিক হইতে দলোগভ চীৎকার করিয়া বলে—"আনাতোল! পালাও, চক্রান্ত আছে! পালাও!" দারোয়ান তাড়াতাড়ি তাহাকে আটকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ওদিক হইতে দলোগভ আসিয়া ধস্তাধস্তি করিয়া জোরজবরদস্তি তাহার হাত হইতে আনাতোলকে ছাড়াইয়া লইয়া দৌড়

দিল। প্রাণপণে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া গিয়া গাড়িতে উঠিয়া তবেই রক্ষা পাইল এবারা।

সোনিয়া প্রথমে নাতাশার ষড়যন্ত্রের কথটা কাহাকেও ভাঙে নাই, কারণ তাহাতে হয়ত সকলে সোনিয়াকে ভুল বুঝিতে পারে। এ বাড়ির গৃহিণী স্বভাবত নাতাশাকে ভালোবাসেন কাজেই তাঁহার কাছে একথা বলিলে শেষে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন—বাজে কথা মনে করিয়া। আর ত কেহ নাই, যাহাকে বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু দেহে প্রাণ থাকিতে সোনিয়া কিছুতেই নাতাশাকে এ অন্যায় করিতে দিবে না। এ শুধু অন্যায় নয়, এ অপমান,—অপমান বলিলেও কিছু বলা যায় না, নিজের সর্ব্বনাশ নাতাশা নিজে বরণ করিতে যাইতেছে। একদিন এই নাতাশার বাবা-মার কাছে অসহায় বালিকারূপে সোনিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আজ তাঁহাদের অন্নে পুষ্ট এ দেহ থাকিতে যদি এতবড় সর্ব্বনাশ ঘটিয়া যায় তবে তাহার চেয়ে সোনিয়ার পক্ষে লজ্জার আর কী থাকিতে পারে! সে স্থির করিয়াছিল রাত্রে দুচোখের পাতা এক করিবে না, জাগিয়া অপেক্ষা করিবে। নাতাশা বাহির হইলে বাধা দিবে! যদি প্রয়োজন হয় সোনিয়া পর পর তিন-চার রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া দিবে, এ পরিবারকে এতবড় অপমানের হাত হইতে বাঁচাইতে হইবে। সেদিন সন্ধ্যার এক যথারীতি অন্ধকার সিঁড়ির কাছে সোনিয়া পায়চারী করিতেছিল। তাহাকে এরকম ভাবে ঘুরিতে দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন—"কি হয়েছে। তুমি এখানে কি করছ অন্ধকারে?"

আর না বলিয়া উপায় নাই, অগত্যা সোনিয়া তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথাই খুলিয়া বলিল। শেষকালে সোনিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহাকে সঙ্গে লইয়া গৃহিণী নাতাশার ঘরে গিয়া ঢুকিলেন—"বেহায়াপনার সখ হয়েছে, হতভাগা মেয়ে—তোমার কোনো কথা শুনতে চাইনে—" বলিয়া তিনি নাতাশাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন। তাহার পর ঘরের দরজায় তালা লাগাইয়া দিয়া দারোয়ানকে বলিলেন—"এই, কেউ গাড়ি করে এখানে এলে সোজা আমার কাছে নিয়ে আসবি।"

যখন চাকর আসিয়া খবর দিল যে লোকটা তাহার হাত ছাড়াইয়া পলাইয়াছে তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এবারে কি করা উচিত। বাড়ি

গভীর হইয়া আসিয়াছে। তিনি আবার নাতাশার ঘরের চাবী লইয়া গেলেন। সোনিয়া তখনও দুয়ারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল।

তাঁহাকে দেখিয়া সোনিয়া মিনতিকাতর স্বরে বলিল—"আমায় ওর কাছে যেতে দেবেন একবার ?"

একথার কোনো জবাব না দিয়া তিনি কঠিন মুখে চাবী খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন, সোনিয়া তাঁহার পিছু পিছু ঢুকিয়া পড়িল।

—"এত কেলেঙ্কারী আমার বাড়িতে হ'তে পারে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। এতবড় বুকের পাটা তোমার—!" বলিয়া তিনি নাতাশার দিকে ভ্রূকুটী কটাক্ষ করিলেন।

নাতাশাকে যেমন ভাবে তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন ঠিক তেমনি ভাবে চেয়ারে বসিয়া আছে সে। একবার মুখ তুলিয়া চাহিলও না। সে কাঁদিতেছে।

গৃহিণী আরও ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন—"চমৎকার। আমার বাড়িতে বসে নাগরের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি ! তুমি কোথায় নেমে গেছ, তা খেয়াল আছে ? পাঁকের মধ্যে, বুঝলে ! তবে একটা কথা বলে রাখি, আমি তোমার বাবাকে এসব বলব না। ভদ্রলোকের সৌভাগ্য বল্‌তে হবে যে তিনি এখানে নেই।"

তাহারপর তাহার পাশে বসিয়া বলিলেন—"কিন্তু এও ঠিক যে, আমি তাকে হাতের মধ্যে পাবো।" বলিয়া নাতাশার অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন। এ কী, নাতাশার চোখের জল শুকাইয়া গিয়াছে, জ্বলন্ত স্থির তাহার দৃষ্টি, দাঁতে দাঁত চাপিয়া মুখ বুজিয়া আছে, গাল বসিয়া গিয়াছে ! এসব দেখিয়া সোনিয়া অবাক হইয়া যায়। বৃদ্ধারও মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

—"আমায় একলা থাকতে দাও। যাও তোমরা এখান থেকে। আমি মরব।" বলিয়া নাতাশা সজোরে মুখ সরাইয়া লইল।

মিজিয়েভ্‌না বলিলেন—"নাতাশা, আমি তোমায় কষ্ট দিতে চাই নে। যদি ওরকম ভাবে থাকলে আরাম পাও থাকো। আজ তোমার সম্বন্ধে যে কথা বল্‌ছি আর কোনোদিন আমার মুখে এ কথা শুনতে পাবে না। কিন্তু পোড়ারমুখী, আমায় বলে যে তোর বাবাকে আমি কি কৈফিয়ৎ দেব !"

নাতাশা একবার ঢোঁক গিলিল মাত্র—জবাব দিবার তাহার কি আছে।

বৃদ্ধা আবার বলিলেন—"একথা তাঁর কানে উঠ্‌বেই ; তা ছাড়া তোমার দাদা, তোমার ভাবী স্বামী—"

নাতাশা এবারে ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—"আমার কোনো ভাবী স্বামী বলে কিছু নেই। আমি তাকে বিয়ে করব না জবাব দিয়েছি।"

—"তাতে কি এসে যায়, তারা কি বল্‌বে একবার ভেবে দেখেছ? না হয় মানহানি যে তোমার বাবা যাহ'ক করে সহ্য করবেন। কিন্তু তারপর, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেছ?"

—"আমায় একলা থাকতে দাও। কে তোমাদের বাধা দিতে বলেছিল।" নাতাশা এবারে সোজা হইয়া বৃদ্ধার মুখোমুখি বসিয়া অগ্নিময় দৃষ্টিতে তাকায়।

—"কিন্তু তোমার মতলবটা কি ছিল একবার শুনি? আমি ত তোমায় তালাচাবী দিয়ে আটকে রাখিনি। সে ইচ্ছে করলে অনায়াসে আমার বৈঠকখানায় এসে দেখা করতে পারত তোমার সঙ্গে, পালাবার দরকার কি ছিল শুনি। বদ্‌মায়েস, অসভ্য—"

এত নিন্দা নাতাশা আর সহ্য করিতে পারে না, সে পাগলের মত চীৎকার করে "দূর হও তোমরা—চলে যাও। আমি একলা থাকব।" বলিয়া সে ডুক্‌রাইয়া কাঁদিতে থাকে।

বৃদ্ধা তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু সে আরও বিরক্ত হইয়া বলে—"চলে যাও তুমি।"

মিত্রিয়েভ্‌না এত সহজে হাল ছাড়িবার পাত্রী নহেন! তিনি বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। তাঁহার আসল কথা, এ কেলেঙ্কারীর কথা নাতাশার বাবা ঘুণাক্ষরেও যদি টের পান? তবে তার চেয়ে মর্ম্মান্তিক আর কিছু কল্পনা করা যায় না। অবশ্য নাতাশা একটু সাবধান হইলে এ কথাটা প্রকাশ হইবে না তাহাও ঠিক। তাঁহার কথায় নাতাশা হাঁ-না কোনো জবাব দিল না। তাহার কান্নার বেগ একটু কমিয়াছে বটে কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া কি রকম অস্বাভাবিক শিহরণে সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। তাহা লক্ষ্য করিয়া মিত্রিয়েভ্‌না নাতাশার মাথার নীচে বালিশ গুঁজিয়া দিয়া, বেশ করিয়া তাহার গায়ে একটা কম্বল ঢাকা দিয়া বলিলেন—"এবার একটু ঘুম পাচ্ছে?" কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

ঘুম কি নাতাশা ভুলিয়া গিয়াছে! সে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি যেন রাত্রির রহস্যময় স্তব্ধতার মধ্যে কিছু খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। চোখের জল শুকাইয়া গিয়াছে, মুখ ফ্যাকাসে বিবর্ণ—যেন রক্তলেশ নাই।

সোনিয়া কতবার দ্বিধাবিজড়িত পদক্ষেপে আসাযাওয়া করিল কিন্তু কিছুতেই কি একটা কথা পর্যন্ত বলিবার মত সাহস হইল না তাহাকে।

পরদিন সকালে কাউণ্ট ফিরিলেন। তাঁহার হাসিখুশি ভাবটা আবার ফিরিয়া পাইয়াছেন যেন। জমিদারী বিক্রীর পাকাপাকি ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে —অতএব এর চেয়ে সুখবর আর কিছু নাই। তিনি এবারে বাড়ি ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আজ কতদিন হইল তিনি গৃহিণীকে একা রাখিয়া আসিয়াছেন অসুস্থ অবস্থায়।

নাতাশার অসুখের খবর পাইয়া কাউণ্ট ব্যস্ত হইয়া মেয়েকে দেখিতে আসিলেন।

সকাল হইতে নাতাশা উৎকণ্ঠিত ভাবে লোকজনের চলাফেরা লক্ষ্য করিতে-ছিল। তাহার মনে এখনও আশা আছে, কখন বুঝি আনাতোলের নিকট হইতে হঠাৎ কিছু খবর আসিবে। বাবার পায়ের শব্দ পাইয়া নাতাশা একটু উৎসুক ভাবে কান পাতিয়া ছিল, চোখে তাহার আশার উজ্জ্বল দ্যুতি সুব্যক্ত—কিন্তু হঠাৎ সামনে তাঁহাকে দেখিয়া যেন সবটা নিভিয়া গেল। নাতাশার চোখের চাহনি ম্লান হইয়া যায়।

—"কি হয়েছে রে বেটি! অসুখ করল আবার!" কাউণ্ট বলেন। মেয়েকে দেখিয়া তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন, খুশিও হইলেন বলা যায়— অসুখের জন্যই যা একটু ভাবনা।

নাতাশা শুধু বলে—"হ্যা।"

কি অসুখ, কেন হইল ইত্যাদি নানা সম্ভব এবং অসম্ভব প্রশ্নে কাউণ্ট নাতাশাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। হঠাৎ এরকম অসুস্থতায় তিনি খুব বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বলিলেন—"হাঁ মা, এগুর জন্যে মন খারাপ করছে না কি? আমায় খুলে বল দেখি।"

নাতাশা বিরক্ত ভাবে বলে—"না, না ওসব কিছু নয়। তোমায় ভাবতে হবে না কিছু বাবা।"

এবাড়ির গৃহিণীও বলিলেন—"আপনি ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে, ওসব কিছু নয়।"

কাউণ্ট কিন্তু অত সহজে ভুলিলেন না। কন্যার চোখমুখের চেহারা, বাড়ির গৃহিণী এবং সোনিয়ার মুখে চোখে গভীর উদ্বেগের চিহ্ন তাঁহার চোখকে ফাঁকি দিতে পারে নাই। তাঁহার কেমন যেন মনে হইতেছে যে গুরুতর একটা

বিপর্য্যয় হইয়া গিয়াছে তাঁহার অবর্তমানে। পাছে কোনো হুলস্থূল বাধিতে হয় এই আশঙ্কায় তিনি আর এসব লইয়া হৈচৈ করিলেন না, ইহারা যাহা বলিল সোজাসুজি তাহাই মানিয়া লইয়া আপনার খোশমেজাজটা বজায় রাখিতে পারা গেল ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

১০

যেদিন তাহার স্ত্রী মস্কাউতে পা দিয়াছে সেইদিন হইতেই পিটার মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিয়াছে কোথাও চলিয়া যাইবে সে। তা ছাড়া নাতাশা মেয়েটি তাহার মনে যে গভীর রেখাপাত করিয়াছে তাহার জন্যই পিটারের বাহিরে যাওয়ার দিনটা কাছাইয়া আসিল। গত কয়েক মাসে পিটারের মন নাতাশার দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে একথা সে নিজের কাছে কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারে না। তাই যখন রোস্তভ্‌রা মস্কাউতে আসিয়া পড়িল তখন পিটার একটা জরুরী কাজে দিন কয়েকের জন্য বাহির হইয়া পড়িল।

ফিরিয়াই মিত্রিয়েভ্‌নার চিঠি পাইল সে। তিনি একবার দেখা করিতে লিখিয়াছেন। এণ্ড্‌ আর নাতাশার সম্পর্কে কিছু দরকারী কথা আছে। কিছুদিন হইতে পিটার নিজেকে ভয় করিতে শুরু করিয়াছে—নাতাশার সঙ্গে সে সাধারণত নির্জ্জনে কথা বলে না। কি যেন মোহের আভাসে তাহার মানবচেতনা সজাগ উৎসুক হইয়া উঠে নাতাশাকে কাছে পাইলে। তাই সে তাহার প্রিয়তম বন্ধুর ভাবী পত্নীকে দূরে সরাইয়া রাখিবার জন্য সচেষ্ট। কিন্তু ভাগ্য বিপরীত পথে নিজের চক্র নিয়ন্ত্রণ করে।

মিত্রিয়েভ্‌নার চিঠি পাইয়া তাহার মনে হয়—"কি হল আবার? আর আমিই বা কি করতে পারি? কেন আমায় ডাকা হ'ল? এণ্ড্‌ এলে ওদের বিয়েটা চুকে গেলে নিশ্চিন্তি।"

পিটারকে একান্ত গোপনে নিজের ঘরে বসাইয়া মিত্রিয়েভ্‌না আনাতোলের সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল,—"বাবা, দেখ দেখি এর চেয়ে লজ্জার কি হতে পারে? ষাট বছর বয়স হতে চলল, মাথার চুল শাদা হয়ে গেল কিন্তু এমন কথা কখনও শুনিনি।" নাতাশা তার মা-বাপের পরামর্শ না লইয়া যে বিবাহ করিবে না বলিয়া জবাব দিয়াছে একথাও তিনি বলিলেন। এ ষড়যন্ত্রে হেলেনও সাহায্য করিয়াছে তাও তিনি গোপন করিলেন না।

পিটার কথাগুলি শুনিয়াও যেন বিশ্বাস করিতে পারে না। নাতাশার মত মধুর স্বভাবের মেয়ে কি করিয়া এমন হইতে পারে পিটারের কাছে তাহা দুর্বোধ্য। বিশেষ করিয়া যখন এণ্ড্রুর মত ছেলে তাহাকে ভালোবাসে—সে প্রণয় কত গভীর তা কি নাতাশা বোঝে না! এ নিষ্ঠুরতা, এ হীন মনোবৃত্তির সঙ্গে নাতাশার সেই অকলঙ্ক সুন্দর মুখের কোনো সামঞ্জস্য পিটার খুঁজিয়া পায় না।

অবশেষে আপন মনেই বলে—"মেয়েরা সবাই সমান। শুধু যে আমি হতভাগ্য তা নয়, কোনো মেয়েকেই বিশ্বাস করা যায় না।"

বন্ধুর দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া পিটারের মন খারাপ হইয়া যায়। এ আঘাত এণ্ড্রুর অক্ষুণ্ণ গৌরবকে পদদলিত করিয়া মাটিতে মিশাইয়া দিবে।

নাতাশার চেহারাটা তাহার মনে পড়িয়া যায়। আজ একটু আগেই সে নাতাশাকে দেখিয়াছে, কিন্তু তাহার সুন্দর শান্ত চেহারার আড়ালে সেই চিরন্তন নারী-প্রবৃত্তি আছে একথা পিটার আগে বুঝিতে পারে নাই ত!

সে মুখে বলে—"বিয়ে করবে? সে কি, আনাতোলের বিয়ে হয়ে গেছে যে!"

—"বিয়ে হয়ে গেছে। না, না! কি বলছ?"

—"ঠিকই বলছি।"

—"বাঃ, আরও সুখবর! শয়তান! নরকের কীট!...আর তারই আশাপথ চেয়ে উনি বসে আছেন! যাক্ আর বসে থাকবে না, খবরটা গিয়ে দিই, সুখবর"!

তাহারপর তিনি বলিলেন যে, এণ্ড্রু মস্কাউ আসিয়া পড়িলে সমূহ বিপদ, তাহার আগে যেমন করিয়া হউক পিটার যেন তাহার গুণধর শ্যালককে এখান হইতে সরাইয়া ফেলে। নতুবা একথা এণ্ড্রুর কানে উঠিতে পারে। যাহাতে ব্যাপারটা লোকজানাজানি না হয় তাহার ব্যবস্থা আগে করা দরকার।

পিটার তাঁহার কথামত কাজ করিতে প্রস্তুত আছে বলিয়া অভয় দিল।

তারপর মিত্রিয়েভনা বলিলেন—"তা হলে বুঝলে, কাউণ্ট যেন একটুও আঁচ না পায়। খুব হুঁশিয়ার। একটু ব'স, আমি নাতাশার কাছে খবরটা দিয়ে আসি।"

মিত্রিয়েভনা চলিয়া গেলেন এবং কাউণ্টও তাহারপরই ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার মুখ গম্ভীর। একটু আগেই মেয়ে তাঁহাকে বলিয়াছে—"আমি ও বিয়ে ভেঙে দিয়েছি।"

ঘরে ঢুকিয়াই তিনি বলিলেন—"মেয়েরা যখন বাড়ন্ত হয়ে ওঠে তখনই মুস্কিল—মানে মায়ের কাছছাড়া করেছ কি অমনি বিগড়েছে, বুঝলেন মশাই। এখন ভাবি তাই যে ওকে এখানে নিয়ে এসে কাজটা ঠিক হয় নি। জানেন, সে কি করেছে? আপনাকে বলি শুনুন মশাই, মেয়ে আবার নিজেই নিজের বিয়ে ভেঙে দিয়েছে। একবার একটা কথা জিগ্যেসবাদ নেই, নিজের খেয়াল—। অবশ্যি আমার এ বিয়েতে খুব মত ছিল না, এক যা এগু, ছেলেটি খুব ভালো, কিন্তু যে বিয়েতে তার বাপের অনুমতি পেলে না—। আর কিছু ভাবি না, নাতাশার পাত্র জুটে যাবেই। তবে কথাটা অনেকদূর এগিয়েছিল এই ভেবে যা মনটা একটু কি রকম হয়ে যায়—এতদূর যখন হয়েছিল তখন মা-বাপকে না জানিয়ে—। মেয়েটার আবার অসুখ করল—কেন এমন হ'ল। বুঝলেন মশাই, আমি দেখেছি ওদের মা কাছে না থাকলেই সব গোলমাল হয়ে যায়।"

পিটার বুঝিল কাউণ্ট খুব বিচলিত হইয়াছেন, তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য সে বার বার নানাপ্রসঙ্গ তুলিতে লাগিল কিন্তু কাউণ্ট ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই একটা কথাই বলিতে লাগিলেন।

সোনিয়া আসিয়া পিটারকে বলিল—"নাতাশার শরীর তেমন ভালো নেই ত, আপনি একবার আসুন না তার ঘরে। সেখানে মিত্রিয়েভ্‌না-ও আছেন।"

মিত্রিয়েভনার কথা নাতাশা বিশ্বাস করে নাই। আনাতোলের বিবাহ হইয়া গিয়াছে—এ কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া সে উড়াইয়া দিয়াছে। তাহার মুখ হইতে আসল কথাটা শুনিবার জন্যই সে উৎকণ্ঠিত হইয়া পিটারকে ডাকাইয়াছে। পিটার নিশ্চয় মিথ্যা কথা বলিতে পারিবে না।

পিটারকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া নাতাশার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে পিটারের চেহারা হইতে সত্যটুকু বুঝিয়া লইবার জন্য বার বার সতৃষ্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল। নাতাশার সন্দিগ্ধ চাহনি যেন প্রশ্ন করিতে চায়—'তুমি বন্ধু, না শত্রু আনাতোলের'?

এখানে আর কোনো কথা নাই, পিটারের দীর্ঘ গম্ভীর চেহারার আর কোনো সংজ্ঞা নাতাশার কাছে নাই।

পিটার যখন সত্য কথাটা বলিল তখনও নাতাশা কোনো আনা বিশ্বাস করিতে পারিল না, বলিল—"আপনি বলুন ধর্মের দিব্যি—একথা সত্যি।"

পিটার জবাব দেয়—"আমি ধর্ম সাক্ষী করেই বলছি।"

নাতাশা অস্ফুটকণ্ঠে বলে—"সে এখনও এখানে আছে ?"

—"হাঁ, আমার সঙ্গে পথেই দেখা হয়েছে।"

নাতাশা আর কিছু বলে না, মাথা নীচু করিয়া অধীরভাবে হাত নাড়িয়া সে সবাইকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করে।

ক্লাবে পা দিয়াই পিটার বৈঠকখানার আসরে শুনিল যে আনাতোল নাকি রোস্তভ্‌দের মেয়েকে লইয়া উধাও হইয়াছে। সে একথার প্রতিবাদ করিল। অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল—"আমি এই মাত্র রোস্তভ্‌দের বাড়ি থেকে আসছি। এ আজগুবি গাঁজাখুরি গল্প।"

তারপরই সে আনাতোলের খোঁজ করে। তাহার কথা কেউ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না, তবে হয়ত আনাতোল এখানে আসিবে আজ। আজ পিটারের কিছুতেই এখানে মন বসিল না। আনাতোলের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শেষে বাড়ি চলিয়া গেল।

আনাতোল ওদিকে তাহার পরমবন্ধু দলোগভের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছিল, আবার কি করিয়া নাতাশাকে সরাইবার ব্যবস্থা করা যায়। অন্ততঃ নাতাশার সঙ্গে একবার দেখা তাহাকে করিতেই হইবে। তাই সে তাহার বোনের কাছে আসিল, আর একবার যাহাতে নাতাশার সঙ্গে দেখা হয় তাহার ব্যবস্থা হেলেনকে দিয়া করিতে হইবে।

পিটার বাড়ি ঢুকিয়াই চাকর-বাকরের কাছে খবর পাইল যে বৌদিদিমণি তাঁহার ভাই-এর সঙ্গে গল্প করিতেছেন, আরও অনেক লোকজন আছে সেখানে। সেই কথা শুনিয়া পিটার সোজা আনাতোলের কাছে চলিল।

তাহাকে দেখিয়া হেলেন বলিল—"ওগো শুনছ, আমাদের আনাতোলের কি হয়েছে……" কি যে হইয়াছে হেলেন তাহা বলিতে পারিল না, পিটারের চেহারা দেখিয়া তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। এ চেহারার সঙ্গে হেলেনের পরিচয় আছে—সেই যে দলোগভের সঙ্গে লড়াই-এর পরের দিনের কথা, হেলেন সে কথা কোনোদিন ভুলিবে না।

হেলেনের পাশ দিয়া যাইবার সময় ধরা গলায় পিটার বলিয়া গেল—"পাঁকের পচা গন্ধ তোমার কাছে এলেই পাওয়া যায়। পাপ আর বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কি তুমি থাকতে পারো না ?" তাহারপর আনাতোলের দিকে তাকাইয়া বলে—"আনাতোল আমার সঙ্গে এস, কথা আছে।"

ভাইবোনে চোখাচোখি হইয়া গেল। আনাতোল একরকম উঠিয়া পড়িল। তাহার হাত ধরিয়া পিটার বাহির হইয়া গেল, হেলেনের ভ্রূকুটি কটাক্ষের দিকে সে ফিরিয়া চাহিল না পর্য্যন্ত।

পিটার নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আনাতোলের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল—"তুমি নাতাশাকে বিয়ে করবে বলেছিলে—তাকে নিয়ে পালাবার মতলব ছিল তোমার?"

আনাতোল অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, বলিল—"এরকম ভাবে আমায় জিগ্যেস করলে উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে মুস্কিল। কেমন বিশ্রী লাগছে।"

রাগে পিটারের হাত-পা ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল, একথা শুনিবার পর সে যেন ক্ষেপিয়া গেল। শ্যালকের জামার কলার চাপিয়া ধরিয়া বেশ জোরে ঝাঁকানি দিল। আনাতোলের সর্ব্বদেহে আসন্ন বিপদের আশঙ্কা বেশ সুব্যক্ত।

পিটার বলিল—"আমি তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাই—"

ছাড়া পাইয়া আনাতোল জামা ঠিক করিতে করিতে বলে—"না, না এ একেবারে পাশবিক ব্যাপার—" সে দেখিল কোটের বোতাম ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

—"পাজি, বদমায়েস, তোমার মাথা গুঁড়িয়ে ছাতু করে দিতে পারলে—" বলিয়া পিটার জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহার টেবিল হইতে একটা কাগজ-চাপা তুলিয়া আনাতোলের দিকে আগাইয়া আসে, আবার পরমুহূর্ত্তে সেটা রাখিয়া দিয়া বলে—"তুমি ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল কি না! জবাব চাই।"

—"আমি……আমি, আমি ঠিক তা ভাবিনি। আসলে আমি একথা বলতেই পারি না।"

—"তার কাছ থেকে যে চিঠি এসেছিল দাও আমাকে।" বলিয়া পিটার আগাইয়া যায়। আনাতোল তাহার দিকে একবার তাকায়, একবার জামার পকেটের দিকে আড় চোখে চায়। আস্তে আস্তে পকেট হইতে চিঠি বাহির করিতেই পিটার সেটা ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়া তাহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিল।

আনাতোলের বিবর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া পিটার বলে—"ভয় নেই, তোমার গায়ে হাত তুলব না। আর বাকী চিঠিগুলি চাই আর তারপরে মস্কাউ থেকে বিদায় হতে হবে তোমাকে।"

—"কিন্তু যে আমি কি করে যাই ?"

—"তৃতীয়তঃ, এ সম্বন্ধে আর একটি কথা কারুর কাছে বলতে পারবে না। এটা ঠিক যে মানুষের মুখ বন্ধ কেউই করতে পারে না। তবু বলছি যদি এতটুকু বাঁচবার ইচ্ছে থাকে, একটুও শোভনতা-বোধ থাকে তবে তুমি আমার কথা শুনবে।"

পিটার বিচলিতভাবে পায়চারী করিতে থাকে। আনাতোলের দৃষ্টি তাহাকে অনুসরণ করিতেছে, সে চেয়ারে বসিয়া আছে পিটারের সেই ধাক্কা খাইয়া।

পিটার বলে—"একটা কথা তুমি বুঝতে পার না কেন যে, তোমার যেমন আনন্দ করবার অধিকার আছে পৃথিবীতে আর যে সব মানুষ আছে তাদেরও তেমনি সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার আছে। জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলে না। কেবল তোমার আনন্দের খোরাক জোগাবার জন্যে একজনকে ঘরের বাইরে বার করতে চাও কোন সাহসে ? ফুর্তি করতে হয় তোমার বোনের মত মেয়েদের নিয়ে করো, তারা বোঝে যে তোমরা কী চাও—তোমাদের হাত থেকে বাঁচবার মত অস্ত্রও তাদের কাছে আছে। কিন্তু একটি নিরীহ কচি মেয়েকে বিয়ে করবার লোভ দেখিয়া ঠকানো, তার সামাজিক মর্য্যাদা নষ্ট করে দেওয়ার মত নীচ কাজ আর কী হতে পারে ?"

বলিয়া পিটার থামিয়া যায়। আনাতোল জবাব দেয়—"কিন্তু আমি এসব কিছুই বুঝতে পারছি না। আর জানতেও চাইনে। কিন্তু তুমি আমায় যেসব কথা বলছ তাতে রীতিমত অপমান করা হয়েছে আমাকে। আমি সহ্য করব না।" আনাতোল সাহসে ভর করিয়া কথাগুলি বলিয়া ফেলে। সে বুঝিয়াছে যে পিটারের রাগ এতক্ষণে অনেকটা পড়িয়া গিয়াছে—তাই এত ভরসা।

তাহার কথা পিটার বোঝে না, সে অবাক হইয়া আনাতোলের মুখের পানে তাকায়। আনাতোল বলে—"যদিও এর সাক্ষী কেউ নেই। কিন্তু এ অপমান আমি কিছুতেই সইব না, বলে দিচ্ছি।"

—"অর্থাৎ ?"

—"অন্ততঃ তুমি তোমার কথা তুলে নাও। তারপর আমি তোমার কল্যাণকর কাজ করতে পারি।"

পিটার আনাতোলের বোতাম ছেঁড়া জামাটার দিকে তাকাইয়া অন্যমনস্ক ভাবেই বলে—"আচ্ছা, আমি কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি—মাপ করো। দরকার হলে রাহাখরচার টাকা আমি তোমায় দিতে পারি।"

আনাতোল হাসিল। এ হাসি পিটারের সুপরিচিত—ঠিক এমনি মেকী হাসি-হেলেনের ওষ্ঠের প্রান্তে অহরহ দেখিতে পায় সে।

পরদিন আনাতোল মস্কাই হইতে বিদায় হইল।

পিটার অবিলম্বে মিত্রিয়েভনাকে খবর দিতে গেল তাঁহার কথামত সব কাজ হইয়া গিয়াছে। সেখানে গিয়া শুনিল যে নাতাশা খুব অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। সেদিন রাত্রে যখন প্রমাণ করা হইল যে আনাতোল বিবাহিত, তাহার পরই নাতাশা গোপনে আর্সেনিক খাইয়াছে। খানিকটা খাইবার পর সে ভয় পাইয়া সোনিয়ার ঘুম ভাঙাইয়া সব কথা বলিলে পরে ঔষধপত্র দেওয়া হয়, এখন বিপদ অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। তবে সে খুবই দুর্বল, এ অবস্থায় তাহাকে কোথাও লইয়া যাওয়া চলে না। ওদিকে তাহার মাকে আনিবার জন্য লোক পাঠানো হইয়াছে। আজই হয়ত তিনি আসিয়া পড়িবেন। কাউন্টের সঙ্গে পিটার দেখা করিল—তাঁহার মনের অশান্তি মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, একটা প্রবল ঝঞ্ঝা যেন সমস্ত সত্তার মর্মমূলে নাড়া দিয়া গিয়াছে।

সেদিন পিটার ইংলিশ ক্লাবে খাওয়া-দাওয়া করিল। সেখানে সবাই আনাতোল আর নাতাশার কথাই আলোচনা করিতেছে। সমস্ত কথাই সবাই জানে। পিটার যতটা পারিল তাহাদের বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে আসলে আনাতোলকে নাতাশা আমল দেয় নাই। নাতাশা বরং তাড়াইয়া দিয়াছে আনাতোলকে।

পিটারের সবচেয়ে ভয় এণ্ড্রুকে। সে ফিরিয়া কি বলিবে?

শহরে যে সব গুজব রটিয়াছে একদিন কথায় কথায় বুরিয়েন-এর মারফত প্রিন্স বলকনস্কি তাহার সবিস্তার বিবরণ পাইলেন, তাহাছাড়া আরও যাহা পাইলেন তাহা এই ফরাসী মেয়েটির কল্পনা-প্রসূত। তাহারপর তিনি মেরিয়ার কাছে নাতাশা কি লিখিয়াছে তাহাও না দেখিয়া ছাড়িলেন না। কোটের উপর সংবাদ পাইয়া তাঁহার মেজাজটা হঠাৎ খুশি হইয়া উঠিল। তিনি সাগ্রহে এণ্ড্রুর ফিরিয়া আসার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

আনাতোল এখান হইতে যাওয়ার কয়েকদিন পরেই এণ্ড্রু মস্কাউতে আসিয়া পড়িল। সে আসিয়াই পিটারকে চিঠি দিল, 'একবার দেখা কর, বিশেষ দরকার।'

পিটার তাহার বাড়ি গিয়া দেখিল সে তাহার বাবার সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করিতেছে, স্পেরানস্কিকে বিপদে ফেলিবার জন্ত যে চক্রান্ত গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারই ইতিহাস লইয়া আলোচনা। পিটার আসিয়াছে খবর পাইয়া মেরিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে বসাইল। মেরিয়া যেন পিটারের বিপদের কথা জানিয়া সহানুভূতি দেখাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহার আপাতকরুণ দৃষ্টির অন্তরালে যে পরিতৃপ্তির চেহারা আত্মগোপন করিয়া আছে তাহা পিটারের বুঝিতে দেরি হইল না। এ বিবাহ ভাঙিয়া যাওয়াতে যে মেরিয়া খুশি হইয়াছে তাহা পিটার জানে।

মেরিয়া নিজে হইতেই বলিল—"দাদা বললে, এ যে হবে তা ও আগেই জানত। অবশ্চি একথা যে কতকটা আত্ম-সান্ত্বনা তা জানি। তবে মনে হয় যে ও অনেকটা সহজ দার্শনিক দৃষ্টিতে এতবড় বিপর্য্যয় মেনে নিয়েছে। খুব বিচলিত হয়নি।"

পিটার প্রশ্ন করিল—"বিয়ে কি সত্যিই ভেঙে গেল ?"

তাহার এ কথার জবাবে মেরিয়া অবাক হইয়া তাকায়,—অর্থাৎ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে নাকি ?

পিটার এবারে পাশের ঘরে যায়। এখানে আছেন বৃদ্ধ প্রিন্স, আর একজন অতিথি এবং এণ্ড্রু। এণ্ড্রুর শরীর সারিয়াছে বটে, তবে তাহার চোখের দৃষ্টিতে কোথায় কি যেন একটা গোলমাল হইয়া গিয়াছে, সম্ভবত ভ্রূযুগলের মধ্যে একটা রেখা ফুটিয়া ওঠার ফলে এমন মনে হইতেছে পিটারের।

এইমাত্র খবর আসিয়াছে যে স্পেরানস্কিকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। সেই সম্পর্কে কথাবার্ত্তা হইতেছে।

এণ্ড্রু বলিল—"একমাস আগে যারা তার মতে সায় দিয়েছে—অবিশ্চি কেউই স্পেরানস্কির কথা বুঝত না—তারাই আজ তার বিচার করতে বসেছে, সমস্ত দোষ চাপিয়েছে তারা স্পেরানস্কির ঘাড়ে। বিপন্ন মানুষকে সবাই দোষ দেয় এবং সুযোগ পেলেই আর সকলের অপরাধের শাস্তি তাকেই ভোগ করতে হয়। এও তাই হ'ল। তার উপর আমার একটুও মোহ নেই, তবু বলব যে এই যুগে যদি আমাদের রাজ্যে কোনো ভালো কিছু হয়ে থাকে তবে ওই স্পেরানস্কির জন্তেই হয়েছে।"

পিটারকে দেখিয়া সে মুহূর্তের জন্য থামিয়া গেল, তাহারপর বলিল—"এত ভালো লোকের কাজের বিচার করতে রইল অনাগত কালের নিরপেক্ষ মানব-মন।"

দু'এক কথায় সে পিটারের কুশল সংবাদ লইল। পরক্ষণেই আবার রাজনৈতিক আলোচনায় যোগদান করিল। কিন্তু কথা বলিবার সময়েও তাহার ভ্রূকুটির কুঞ্চিত রেখা রহিয়া যায়।

পিটারের কথার জবাবে সে অত্যন্ত অবজ্ঞাভাবে বলিল—"হাঁ, আমি ভালোই আছি।" সে যেন বলিতে চায় আমি ভালো থাকি আর নাই থাকি তাতে কার কি এসে যায়?

আবার সে অন্য কথায় চলিয়া যায়। জীবনের অন্তরঙ্গপথের সঙ্গে যে কথার যোগ নেই, এণ্ড্রু সেই সব আলোচনার মধ্যে আপনাকে অন্যমনস্ক রাখিতে চায়।

—"যদি বাস্তবিক নাপোলেঁর সঙ্গে কোনো ষড়যন্ত্র করেই থাকে স্পেরান্স্কি, তবে নিশ্চয় প্রকাশ তা পেতো এতদিন।"

বৃদ্ধ অতিথিটি চলিয়া গেলে এণ্ড্রু তাহার বন্ধুকে লইয়া নিজের ঘরে গেল। ঘরময় জিনিসপত্র ছড়ানো, অগোছাল অবস্থায় পড়িয়া আছে। একটি তোরঙ্গের ভিতর হইতে এণ্ড্রু একটি মোড়ক বাহির করিয়া পিটারের দিকে তাকাইয়া বলিল—"তোমায় কষ্ট দিয়েছি তার জন্য দুঃখিত।"

পিটার বুঝিল এবারে এণ্ড্রু নাতাশার কথাই বলিতে চায়। তাহার মুখেচোখে সমবেদনা ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে কিন্তু এণ্ড্রু মনে মনে কঠিন হইয়া পড়ে—তাহার অন্তর-বহ্নির দাহ আরও প্রবল হইয়া সমস্ত সত্তায় অগ্নি সঞ্চার করে। তবু এণ্ড্রু যতদূর সম্ভব সহজ দৃঢ় কণ্ঠে কথা বলিতে চেষ্টা করে—"আমার নামঞ্জুরী খবর পেয়ে গেছি—নাতাশা আমায় জবাব দিয়েছে, জানো। হাঁ, একটা গুজব যেন কানে এসে পৌঁছল, তোমার শালা নাকি আবার বিয়ে করতে চায়, না ওইরকম গোছের কি একটা কথা—সত্যি নাকি?"

—"কতকটা সত্যি আবার সত্যি না মোটেই—তা বলা চলে।"

—"যাক্ এই তার লেখা সমস্ত চিঠি, এই হচ্ছে তার একটি ছবি, যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয় দিয়ে দিও।"

—"তার খুব অসুখ—"

—"তাহ'লে সে এখনও এখানেই আছে? আর প্রিন্স আনাতোল কুরেগীন, সে কোথায়?"

আগ্রহ-সহকারে এণ্ড্রু প্রশ্ন করে।

—"কয়েকদিন হ'ল সে চলে গেছে। নাতাশা খুব বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল।"

—"তার অসুখ শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল।" বলিতে বলিতে এণ্ড্রুর ওষ্ঠপ্রান্তে একটা তিক্ত হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল—এ যেন তার বুড়ো বাপের মতই কঠিন তিক্ততা। সে বলে—"তাহলে, প্রিন্স কুরেগীন তার পাণি-গ্রহণে অসম্মত।"

—"না, সে আর বিয়ে করতেই পারে না—তার অনেকদিন আগেই বিয়ে হয়ে গেছে।"

এণ্ড্রু আবার হাসে—তার বাবার মত কঠিন তিক্ত হাসি।

তারপর বলে—"তাহলে প্রিন্স কুরেগীন বর্তমানে কোথায় আছেন?"

—"ঠিক জানি না, বোধ হয় পিটার্সবার্গে।"

—"যাকগে, দরকার নেই। হাঁ, একটা কথা নাতাশাকে বলতে পারো তুমি—তার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ আছে, আগে যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। সে যাতে সুখী হয় তাই সে করুক।"

পিটার চিঠিগুলি হাতে লইল।

এণ্ড্রু ভাবিতেছিল যে কথাগুলি তাহার বলিবার ছিল তাহা ষোলো আনা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইল কি না—আরও কিছু বলা কি দরকার?

কথায় কথায় পিটার যখন বলিল—"আচ্ছা, তোমার একটা কথা মনে পড়ে? সেই পিটার্সবার্গে—"

—"খুব। সেই যে একদিন আমরা বলেছিলাম মেয়েরা যদি ভুল করে তবে সে ভুল ক্ষমা করা উচিত—এই কথা ত? কিন্তু আমি কখনই বলিনি যে, সে ভুলের কুফল যদি আমাকে ভোগ করতে হয় তবে আমি তা ক্ষমা করব। সে আমি পারব না।"

—"কিন্তু এ অন্য কথা, আন্দ্রে—"

পিটারের কথায় বাধা দিয়া এণ্ড্রু অশিষ্ট ভাবে বলে—"আবার আমায় প্রস্তাব পেশ করে উদারতা দেখানো—নিজের মহত্ব প্রচার করা—কিন্তু আমি তা চাই না। আনাতোলের ফেলে দেওয়া মালা আমার কণ্ঠে দোলাবার সৌভাগ্য চাই না। তোমার বন্ধুত্ব রাখতে চাও তো ওদের কথা আর তুলো না। আচ্ছা, আজকের মত বিদায়। হাঁ, চিঠিগুলো তুমি ওকে পৌঁছে দিচ্ছ ত?"

চলিয়া যাইবার আগে পিটার একবার মেরিয়ার সঙ্গে দেখা করিল, তার বাবার ঘরে। বৃদ্ধকে দেখিয়া মনে হইল এখন যেন মেজাজটা খুশি খুশি আছে। মেরিয়া আর তার বাপকে দেখিয়া পিটারের বুঝিতে দেরি হইল না যে এরা রোস্তভ-পরিবারের উপর কতদূর বিরক্ত, এরা তাদের অবজ্ঞা করে, ঘৃণা করে।

সেদিন সন্ধ্যায় পিটার নাতাশার কাছে গেল। সে এখনও নাকি শয্যাগত, তাহার বাবা কোথায় আড্ডা দিতে গিয়াছেন। কাজেই পিটার সোনিয়ার হাতে চিঠিগুলি দিয়া বাড়ির গৃহিণীর সঙ্গে দেখা করিতে গেল। মিত্রিয়েভনা আগ্রহসহকারে শুনিতেছিলেন এণ্ড্রুর কথা—সে এতবড় দৈবাতে কতখানি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে জানিবার কৌতূহল তাঁহার খুব বেশি।

ইতিমধ্যে সোনিয়া আসিয়া বলিল—"নাতাশা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। একবার যেতেই হবে—"

গৃহিণী বলিলেন—"কিন্তু তার ঘরে উনি কি করে যাবেন? ঘরময় জিনিসপত্র ছড়ানো নৈরেকার, সেখানে—"

—"না, না, সে ত উঠে এসেছে বসবার ঘরে।"

গৃহিণী ঘাড় নাড়িয়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সোনিয়ার দিকে চাহিলেন—তারপর পিটারকে বলিলেন—"তারপর এখন ওর মা এসে পড়লে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি, যাহোক একখানা লেখালে বাবা। দেখো পিটার, খুব সাবধানে ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'ল বাবা। সব শুনিয়ে দরকার নেই। এত মায়া হয় ওকে দেখলে যে ও কোনো আঘাত পাবে এ কথা ভাবতেও কষ্ট হয় আমার।"

নাতাশার চেহারা একটু শুকনো শুকনো দেখাইতেছে, তাহার কমনীয় পেলব গণ্ডে একটু সাদাটে বিবর্ণতায় যেন সুন্দরতম মনে হয়। পিটার ভাবিয়াছিল নাতাশা বোধ হয় মুষড়াইয়া পড়িয়াছে কিন্তু এখনও দেখিয়া মনে হইতেছে যেন তেমন কিছু হয় নাই। তাহাকে দেখিয়া নাতাশা ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িল—আগাইয়া গিয়া পিটারকে অভ্যর্থনা করিবে কি না ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। নাতাশার মুখে আর কোনো কথা যোগাইল না, সে প্রথমেই বলিয়া ফেলিল—"প্রিন্স এণ্ড্রু আপনার বন্ধু ছিলেন—এবং এখনও আপনার বন্ধু। তিনি একটা কথা আমায় বলেছিলেন, যদি কখনও কোনো দরকার হয় আপনাকেই জানাতে বলেছিলেন তিনি।"

পিটার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। এতক্ষণ তাহার মনে যে বিরুদ্ধ মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল, নাতাশাকে মনে মনে সে বিচার করিয়া যতখানি দোষী ভাবিয়া রাখিয়াছিল এর মধ্যেই বোধ করি তাহার সবটুকু এলোমেলো হইয়া গিয়াছে। পিটার বেশ বুঝিতে পারে যে সে হয়ত বা নাতাশাকে ভুল বুঝিয়াছিল। কি এক অদ্ভুত উপায়ে সে নাতাশাকে মার্জনা করিল—।

নাতাশা বলে—"তিনি এখানে এসেছেন জা।ন, আমি—তাঁর—ক্ষমা,—ক্ষমা ভিক্ষা করছি," বল্‌বেন।" বলিতে বলিতে আবেগে তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া যায়। কিন্তু নাতাশা কাঁদিল না, তাহার চোখের তারা শুষ্ক, উজ্জ্বল।

পিটার শুধু বলিল—"আচ্ছা, আমি তাকে বলবখন।" আর কিছু বলা ঠিক কিনা সে ভাবিয়া না পাইয়া থামিয়া গেল।

—"অবশ্যি সব সম্পর্কই শেষ হয়ে গেছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি যে আর কোনো দিনই আগের সম্পর্ক ফিরতে পারে না। শুধু এই ভেবেই কষ্ট হয়, তাঁকে আঘাত দেওয়া হ'ল। তাঁকে বল্‌বেন আমায় ক্ষমা করেন যেন—ক্ষমা।"

নাতাশা আর দাঁড়াইতে পারে না, অবসন্ন দেহে চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

পিটার বিচলিত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল—"আচ্ছা, সব বলব তাকে। কিন্তু একটা কথা—"

—"কি বলুন—"

—"আচ্ছা, তুমি কি ওই হতভাগাকে ভালোবেসেছিলে?"

—"আপনি তার সম্বন্ধে ও কথা বলবেন না। আমি জানি না···আমার এখন কিছুই মনে নেই যেন।"

পিটার জীবনে এত গভীর ভাবে কাহারও বেদনায় নিজে ব্যথা পায় নাই, কি এক অনাস্বাদিত বেদনায় তাহার সমস্ত সত্তা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে যেন। সে না কাঁদিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিল না। নিজেকে সংযত করিবার কোনো কথাই তাহার মনে হইল না একবার। চোখের জলে চশমাটা তার ভাসিয়া গেল।

কতকটা প্রকৃতিস্থ হইবার পর সে বলিল—তুমি আর ওকথা ব'ল না লক্ষ্মীটি। আর নয়। আমি তাকে বলব সব। কিন্তু একটা দাবি আমার আছে, আমি তোমার বন্ধু, এ অধিকার আমায় দেবে ত! যখন তোমার কোন দরকার হবে জানবে আমি তোমায় সাহায্য করবার আশায় আছি, একবার ডাকবে, কেমন? তোমার কোনো কাজে লাগতে পারি যেন।"

নাতাশা—"এমন কথা বলবেন না—আমি তার যোগ্য নই।" বলিয়া সে পিটারকে আগাইয়া দিবার জন্ত উঠিয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু পিটার নড়িল না, তাহার আরও যেন কিছু বলিবার আছে। সে নাতাশাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল—"ভাখো, 'আমি অযোগ্য' একথাটা তোমার বলা সাজে না, সামনে পড়ে রয়েছে তোমার ভবিষ্যতের অনাগত দিনগুলি। তোমার মধ্যে রয়েছে বিপুল সম্ভাবনার অবকাশ।"

কথাগুলি পিটার একটুও ভাবিয়া বলে নাই—কিন্তু বলিবার পর সে তাহার নিজের কথা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল। এত সহজে কি করিয়া সে একথা বলিতে পারিল!

নাতাশা মাথা নাড়িয়া বলে—"না, না আমার কিছুই নেই—সব শেষ। শেষ হয়ে গেছে সব।"

পিটার সে কথার প্রতিবাদ করে, "না, তোমার সব শেষ হয় নি, তা হ'তে পারে না নাতাশা! আজ আমি যদি এই আমি না হয়ে আর কেউ হতাম—আমি যদি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মোহনতম রূপের অধিকারী হতাম, যদি আমার অতুলনীয় বুদ্ধি বিদ্যা থাকত—এ জগতে শ্রেষ্ঠতম পুরুষ যদি হতাম তবে সেই মুক্ত অবিবাহিত কুমার হয়ে আমি আজ এই মুহূর্ত্তে তোমার জানু ধরে তোমার প্রণয় প্রার্থনা করতে এতটুকু দ্বিধা করতাম না। তোমার প্রেম—"

এতক্ষণ নাতাশা কাঁদে নাই—কিন্তু এবারে সে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। নাতাশা পিটারের মুখের দিকে চোখ মেলিয়া চাহিল। তাহার ডাগর দুটি চোখ যেন অশ্রুসাগরের প্রবাহে বাধা মানে না। নাতাশা তাকায়, করুণ কৃতজ্ঞ তাহার চোখের দৃষ্টি। পূর্ণ দুটি আঁখিতট অশ্রুপ্লাবিত—সে চোখে যেন বিশ্বের সমস্ত সুষমা। কিন্তু এ মহামুহূর্ত্তে যেন কয়েক নিমিষের জন্ত পিটারের ভাগ্যে বিপর্য্যয় আনিয়া দিয়া চলিয়া গেল। নাতাশা আর দাঁড়াইল না, ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল।

পিটারও আপনার অশ্রুবেগ সংযত করিতে পারিল না, অতিকষ্টে ক্লান্তপদে গাড়িতে গিয়া বসিল।

গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাব হুজুর।

পিটার ভাবিতে লাগিল—"কোথায়? কার কাছে যাব আমি? ক্লাবে নয় সেখানে বড় ভিড. মানুষের মাথা ঠোকাঠুকি।"

তাহার নবাবভূত প্রেমবস্তার কাছে আজ সমস্ত পৃথিবীটা যেন নিতান্ত ছোট, সাধারণ, তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।

যে বেদনাবোধে তাহার চিত্ত আজ অভিভূত তাহা অসামান্য, দুর্লভ বস্তুর মতই সে বেদনাবোধের দিকে তাহার অন্তর ধাবিত হইতে চায়। নাতালীর দুটি অশ্রুপূর্ণ নয়নমণি, তাহার শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টির অনুভূতি পিটারের মনের মরুপথে অমৃতধারা সিঞ্চন করিয়াছে। এ দৃষ্টি পিটারের অন্তরের দিকে যেন অহরহ চাহিয়া আছে বলিয়া পিটারের মনে হয়।

সে অন্যমনস্কভাবে বলিল—"বাড়ি।" তাহারপর গায়ের গরম ওভার কোটটা খুলিয়া ফেলিল। খুবই ঠাণ্ডা পড়িয়াছে, তুষারপাত হইতেছে তবু সে গরম জামা গায়ে রাখিতে পারিল না। তাহার বুক কাঁপিতেছে—বুকের ভিতরে যেন হাতুড়ি পিটিতেছে—ধ্বক ধ্বক শব্দ।

শহরের নোংরা রাস্তাগুলি চাঁদের আলোয় ঝকঝক্ করিতেছে। আকাশ পরিষ্কার, ফুটফুটে তারা আকাশ-ভরা। একটু আগে যে পৃথিবীর সামান্য সাধারণ পরিবেশ তুচ্ছ মনে হইয়াছিল তাহার সে বাস্তব যেন মায়াময় স্বপ্ন-রাজ্যের কোমল সবুজ তৃণাস্তৃত পথে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। এ রহস্যময় পৃথিবী যেন তাহার মনের গভীর রহস্য-লোকের সঙ্গে এক তন্ত্রীতে সুর বাঁধিয়াছে, নিত্যদিনের ম্লান বাস্তবময় পৃথিবী আর নাই।...কোন্ এক মাঠের পাশ দিয়া গাড়ি চলিয়াছে—আকাশের সঙ্গে মাটির গভীর গাঢ় আলিঙ্গন, জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ হাসি পিটারের মনে নিবিড় অনুভূতি জাগাইয়া দিয়াছে। এ অনুভূতি আনন্দময় নয়, এ অনুভূতি বেদনার নয়—আনন্দ-বেদনার অতীত একটা কিছু, যাহা বুঝাইয়া বলা যায় না, যে বোধ করে কেবলমাত্র সেই জানে আর কেহ নয়। নক্ষত্রের আকাশে একটি তারা খুব উজ্জ্বল, এর আলোতে অনন্ত লোকের সীমাহীন মহাশূন্য পরিব্যাপ্ত।...পিটারের মনের মালিন্য যেন এই অলৌকিক প্রভাবে অপসারিত হইয়া গেল। এ আলো যেন কোনো নূতন জীবনের উজ্জ্বলতীর্থ পথের নির্দেশ বহিয়া আনিয়াছে।—নূতন ভবিষ্যৎ।

১১

পশ্চিম ইউরোপের রাজারা ১৮১১ সালে নূতন করিয়া শক্তি সঞ্চয়ে মনোযোগ দিলেন। তাহারপর ১৮২২ সালে বিভিন্ন রাজ্যের মিলিত শক্তি বল

সীমান্তের দিকে আগাইয়া চলিল; এদিকে রুশবাহিনীও সজ্জিত হইয়া তাহাদের সীমান্তের পথে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই বছর জুন মাসের বারো তারিখে পশ্চিম ইউরোপে মিলিত শক্তি রুশ এলাকায় প্রবেশ করে এবং যুদ্ধ শুরু হইল সেইদিন হইতেই—মানবতার সকল ধর্মকে লঙ্ঘন করিয়া, ঈশ্বরের শান্তসুন্দর প্রভাবকে অস্বীকার করিয়া মানুষে মানুষে হানাহানি করে,—তারা ভুলিয়া যায় সভ্যতার সত্য বন্ধন, পশুর মত পদে পদে হিংসাবৃত্তি লালিত হয় উন্মত্ততার প্রশ্রয়ে; নরহত্যা, লুণ্ঠতরাজ, বঞ্চনা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, চৌর্য্যবৃত্তি ও অগ্নিকাণ্ডের প্রচণ্ড তাণ্ডবনৃত্য চলে দেশ জুড়িয়া। এত বর্ব্বরতা বোধ করি পৃথিবীর দীর্ঘজীবনের ইতিহাসে কখনও হয় নাই। কিন্তু যাহারা এই অগ্নিলীলার নায়ক তাহারা নিজেদের অপরাধী বলিয়া মনে করে নাই—তাহাদের বিশ্বাস তাহারা নিষ্পাপ, অকলঙ্ক, তাহাদের বিশ্বাস তাহারা বীর এবং দেশপ্রেমিক।

কিন্তু কোন্ মহাপাপে ইউরোপের ভাগ্যাকাশে এতবড় দানবীয় তাণ্ডবের ধ্বংসলীলা সংঘটিত হইল? এই সংগ্রামের মূল কারণটি আবিষ্কার করিতে গিয়া ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, ওলডেনবার্গের ডিউককে অপমান করা হইয়াছিল বলিয়া অথবা, ইউরোপের অবরোধনীতি অমান্য করা হইয়াছিল বলিয়া এই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। ইহা ছাড়া রহিয়াছে একদিকে নাপোলেওঁর উন্মত্ত জয়তৃষ্ণা এবং অপর পক্ষে সম্রাট আলেকজান্দারের দুর্লঙ্ঘ্য বিপক্ষতাচরণ, একথা বিশ্বাস করিলেও অবশ্য বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের সুলিখিত তথ্যসম্ভারের মর্য্যাদা দেওয়া হয়, কিন্তু—। যদি সম্রাট আলেকজান্দারকে নাপোলেওঁ লিখিতেন,—"আমি ডিউককে ওলডেনবার্গে আবার প্রতিষ্ঠিত করব," তাহা হইলে কি এ যুদ্ধকে রোধ করা যাইত? অবশ্য সমসাময়িক লোকেরা যে রকম বুঝিয়াছেন সেই মতই লিখিয়া গিয়াছেন। এর কিছু দিন পরে নাপোলেওঁ সেন্ট হেলেনায় বসিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই যুদ্ধের জন্য শুধু ইংলণ্ডের চক্রান্তই দায়ী। আর ইংলণ্ডঃদোষ দেয় তাঁহার অদম্য রাজ্যলোভের। ওলডেনবার্গের ডিউক অবশ্য প্রচার করেন যে তাঁহাকে অপমান করায় ফলেই এত বড় যুদ্ধটা ঘটিয়া গেল। বাণিজ্য ব্যবসায়ীরা বুঝিল যে অবরোধের ফলে তাহাদের ব্যবসায় বাণিজ্য সব মাটি হইতে বসিয়াছিল অতএব এ যুদ্ধ বাধিতে বাধ্য; আর সৈনিকেরা ভাবিল এ যুদ্ধ হইল কেবল তাহাদের বেকারযন্ত্রণা দূর করিবার জন্য। এমন করিয়া প্রত্যেকে আপন আপন কেন্দ্রকোণ হইতে যুদ্ধের কারণ

আবিষ্কার করিল। রাজনীতিবিশারদেরা বলিলেন যে, ১৮০৯ সালে রাশিয়ার সঙ্গে অস্ট্রিয়ার যে গোপনে সন্ধি হইয়াছিল তাহার সংবাদ ফ্রান্সের টুইলারীতে অবিদিত ছিল না বলিয়াই এই যুদ্ধ।...এ ত গেল সমসাময়িকদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির কথা। কিন্তু আমরা পরবর্তীকালের মানুষ, সাময়িক প্রভাব আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই, সত্যকার কারণ অনুসন্ধানের ষোলো আনা সুযোগ লাভ করিয়াছি—অন্তর্গূঢ় পরম সত্যটিকে নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিতে পারি। আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, কেবলমাত্র নাপোলেঅঁর দুরাকাঙ্খার বেদিমূলে লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন বিসর্জ্জন করিতে সঙ্কল্প করিল, তাহারা শুধু এই জন্যই কি হাজার জীবন ধ্বংস করিতে ছুটিয়াছিল? আমাদের বিশ্বাস হয় না যে আলেকজান্দারের দৃঢ়তা অথবা ইংলণ্ডের উগ্রতা কিম্বা ওল্‌ডেন্‌বার্গের অপমানের ফলেই এত বড় যুদ্ধ লাগিয়া গেল। এই সব ঘটনার সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধিবার মূল সূত্রটি কোথায়? ইহার সঙ্গে হানাহানির সম্পর্ক কতটুকু!

আমরা ইতিহাস রচনা করিতে বসি নাই এবং অনেক চেষ্টা করিয়াও এই যুদ্ধের যথাযথ কারণ নির্ণয় করা যাইবে না। হয়ত চেষ্টা করিলে সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যে সমসাময়িক ঘটনাবলী বিচার করিতে পারা যায়, তাহাতে হয়ত কিছুটা সান্ত্বনা মেলে। কিন্তু ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলে সংগ্রামের গুরুত্বের সঙ্গে তুলনায় কারণগুলি এত তুচ্ছ মনে হয় যে, সেগুলি উপেক্ষা করাই যুক্তিসঙ্গত। যে রক্তস্রোতে রাশিয়ার মাটি লাল হইয়া গেল, যে ঘটনাপ্রবাহে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মানবতার বাণী উৎকণ্ঠিত উদ্বেগে, রুদ্ধনিশ্বাসে মহাপ্রলয়ের অপেক্ষা করিতেছিল সেই বিরাট তাণ্ডবের কাছে ওই কারণগুলি নিতান্তই তুচ্ছ এবং অবিশ্বাস্য। আমরা ত মনে করিলে করিতে পারি এই ঘটনাটা যদি এই ভাবে না ঘটিত তাহা হইলে অমুক ব্যাপারটা হইতে পারিত না—আমরা ত বলিতে পারি,—"যদি একজন সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যেত, তার সঙ্গে সঙ্গে দেখাদেখি আরও কয়েকজন চলে যেত তাহলে আর সবাই চলে যেত—এমনি করে ফরাসীদের সামরিক শক্তি দুর্ব্বল হয়ে পড়ত—তা হলে আর যুদ্ধই হ'ত না।" অবশ্য এটা ঠিক যে, ইংলণ্ডের লোকেরা যদি নাপোলেঅঁকে কতকগুলি সুবিধা হইতে বঞ্চিত না করিত, যদি আলেকজান্দার স্বকীয় পণ বজায় রাখিবার চেষ্টা না করিতেন, যদি ইংলণ্ড চক্রান্ত না করিত, আর যদি এই রকম কতকগুলি ঘটনা না ঘটিত তাহা হইলে অবশ্যই [illegible] অন্য কিছুই হইত।

অতএব একথা সচ্ছন্দে বলা যায় যে, কতকগুলি ঘটনার প্রবাহে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা দাঁড়াইল তাহারই ফলে এই যুদ্ধ বাধিল—কোনো একটি বিশেষ ঘটনার উপর দায়িত্বভার চাপাইতে চেষ্টা করিলে ভুল হইবে। ঘটনাসমষ্টির সমবেত ফল এই যুদ্ধ। আসলে সেই জন্যই লক্ষ লক্ষ মানুষ বুদ্ধিবিবেচনা রহিত হইয়া পরস্পরকে হত্যা করিতে লাগিল, তাহারা আগাইয়া চলিল পঙ্গপালের মত পূর্ব্বদিকে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এমনি করিয়াই একদিন পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমে পঙ্গপালের দল ধাইয়া আসিয়াছিল—চলার পথে তাহারা যাহা দেখিত তাহাই বিনষ্ট করিত ঠিক এমনি ভাবেই।

আর যদি নাপোলেওঁ বা আলেকজান্দারের ব্যক্তিগত স্বাধীন মতের উপর বিশেষ দায়িত্ব আরোপ করা হয় তাহা হইলেও খুব সুবিচার করা হইবে না। অবশ্য তাঁহাদের আদেশে-ইশারায় এক একটা রাজ্য ওঠে-বসে, কিন্তু তাঁহাদের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব কতটুকু তাহাও ভাবিয়া দেখা দরকার। এই যে সামান্য দুটি মানুষের ইঙ্গিতে লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধোদ্যমে আগাইয়া আসিল, এই দুটি মানুষ কি? কতটুকুই বা তাহাদের শক্তি!

যখন আমরা ইতিহাসের কোনো ঘটনার যুক্তিসঙ্গত কারণ আবিষ্কার করিতে না পারি তখন বিধাতার নির্দ্দেশকে মানিয়া লইতে বাধ্য হই—ভাগ্যের হাতে মানুষের সব কিছুই নির্ভর করিতেছে।

প্রত্যেকেই আমরা বাঁচিয়া আছি নিজের জন্য, এবং আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই অনবরত চেষ্টা করিয়া থাকি। এবং প্রত্যেকেরই বিশ্বাস যে এই কাজটা সে করিতে পারে অথবা পারে না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে কাজটা করা হইয়া গেল তখন হইতে সে কাজ মানুষের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেল—তাহা আর ফিরাইয়া লওয়া যায় না। যেমন আমি একটা মানুষকে হত্যা করিতে পারি এটা আমার জানা আছে, কিন্তু একদিন যখন আমি কোনো মানুষকে হত্যা করিলাম তাহারপর আর তাহাকে বাঁচাইতে পারিব না, বা ভাবিতে পারিব না যে তাহাকে হত্যা করি নাই! কারণ ততক্ষণে সে ঘটনা ইতিহাসের পর্য্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে।

জীবনের দুইটি দিক—এক হইতেছে তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, এটা সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং তাহার আশাআকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী দূরপ্রসারী; আর একটা তাহার সামাজিক দিক। এই বিরাট জনপ্রবাহের মধ্যে সামান্য অণুর মতথানি রাখ, যতটুকু শক্তি, সামাজিক জীবনে ব্যক্তিগত ভাবে মানুষের মর্য্যাদা তাহা

চেয়ে বেশি নয়। এখানে সে একেবারে অসহায়, এবং সামাজিক নিয়মের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে সে বাধ্য—যদিও মানুষ তাহার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন তবু তাহার কিছুই করিবার থাকিতে পারে না—সে ইতিহাস এবং মানবসমাজের হাতে খেলার পুতুল ছাড়া বেশি কিছুই নয়। সামাজিক জীবনের মর্য্যাদা অনুযায়ী মানুষ নিম্নতর দলের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে, যত বেশি লোকের উপরে তাহার কর্তৃত্ব করিবার সুযোগ সে পায় তত বেশি ক্ষমতাশালী হয়। সেই অনুপাতে তাহার গতিবিধি এবং কার্য্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করিবার দায়িত্ব অনুভব করে সে।

'রাজার মনের কথা ভগবান জানেন' প্রবাদ আছে, কিন্তু রাজারা হইতেছেন ইতিহাসের দাস।

ইতিহাস মানে সমষ্টিগত মানবজীবনধারার যোগফল—প্রতিমুহূর্তে রাজাকে চলিতে হয় এই ধারাকে অনুসরণ করিয়া

নাপোলেঁও ইদানীং একথা বুঝিয়াছেন যে তাঁহার ইচ্ছার উপরে সমগ্র ইউরোপের এতগুলি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। তিনি ইচ্ছা করিলে শোণিত ধারায় ধরণীর ধূলিকণা রঞ্জিত করিয়া দিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করিলে শান্ত সুন্দর শ্যামলতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে তিনিই পারেন। এত কথা জানিবার পরও কিন্তু তিনি ভাগ্যের আকর্ষণে ভাসিয়া পড়িলেন—ইতিহাসের রহস্যাবৃত মোহমন্ত্রের প্রভাব তাঁহাকে অমোঘবলে নিয়তির পথে ধাবমান করিল। তাই যখন সৈন্যদল মানুষের জীবন ধ্বংস করিতে করিতে পূর্বদিকে আগাইয়া চলিতেছিল, সহযোগিতার নিয়মানুবর্ত্তিতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহারা প্রতিপদক্ষেপে তখন জান্তব নীচতার পরিচয় দিতেছিল। তাহাদের এ হত্যাকাণ্ডের আর কোনো উচ্চতর মর্য্যাদা থাকিতে পারে না।

পাকা আমটা মাটিতে পড়ে কেন? আমের গুরুভার তাহার বৃন্ত সহ্য করিতে পারে না বলিয়াই কি বোঁটা ছিঁড়িয়া পড়ে? অথবা বৃন্তটি শুকাইয়া গিয়াছে বলিয়াই—হয়ত রৌদ্রতাপে দগ্ধ হইয়া কিম্বা বাতাসের ধাক্কা লাগিয়াই আমটা পড়ে? কি জানি, হয়ত বালকের সতৃষ্ণ লোলুপ দৃষ্টির প্রভাবেই আমটা পড়িয়া যায়—শুধু লুব্ধ বালকের আম খাইবার ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্যই!—ইহাদের মধ্যে কোনো কারণই ধ্বংসপূর্ণ নহে—আমটি পড়িবার পক্ষে কোনো একটি বিশেষ ঘটনা দায়ী নহে। এই ঘটনাগুলির সমষ্টিগত সংঘটনের বিভিন্ন

ফল হইতেছে আসল সত্য। কারণ কালেই উদ্ভিদতত্ত্ববিদ যদি বলেন যে আমের বোঁটার রস শুকাইয়া গিয়াছে অতএব আম পড়িল ইহাও যেমন সত্য— তেমন যে বালক ভাবিবে যে তাহার খাইবার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই আম পড়িল, সেকথাও তেমনই সমান সত্য।

ঠিক এই ভাবেই বলা যায় যে, নাপোলেঁও মস্কাউতে প্রবেশ করিবেন বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, সেইজন্যই তিনি যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, আর আলেকজান্দার স্থির করিয়াছিলেন যে এবারে নাপোলেঁওর পতন হইবে, সেইজন্যই নাপোলেঁওর এই দুরবস্থা হইল। মনে করা যাক, একটা ছোটখাট পাহাড় কাটিতেছে কয়েক সহস্র লোকে মিলিয়া অনেকদিন ধরিয়া, অবশেষে যে লোকটির শেষ ঘায়ে একদিন পাহাড়টা পড়িল, ভাঙিয়া ফেলার ষোলোআনা কৃতিত্ব যদি সেই লোকটাকে দেওয়া হয়,—একমাত্র তাহারই আঘাতে পাহাড়টি ধ্বসিয়া পড়িল বলিলে যেমন নির্ভুল সত্য বলা হয় এও তেমনি।

যাহারা প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাতিমান তাঁহারা ইতিহাসের নির্দিষ্ট দেওয়া 'নাম' ছাড়া আর কিছু নহেন, তাঁহাদের নামকে আশ্রয় করিয়া ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি ঘটে, এই ঘটনাবলীর সঙ্গে তাঁহাদের কতটুকুই বা সম্পর্ক। অনেক ক্ষেত্রে কার্য্যকলাপের নায়ক বলিয়া তাঁহাদের খ্যাতি রটে, আসল সে সব ঘটনা স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটিয়াছে তাঁহারা উপলক্ষমাত্র অথবা তাহাও নহেন। ইতিহাসের গতিপথে মানবজীবনস্রোতধারায় প্রাক্তন ঘটনার সূত্র ধরিয়া যে অনিবার্য্য নিয়তি আপনার পথ প্রস্তুত করিয়া লয় তাহার কাল নির্ণয় করিবার জন্যই ব্যক্তিবিশেষকে চিহ্নিত করিয়া রাখা হয়। অনন্তকালের মধ্যে এমনি করিয়া খণ্ড খণ্ড বিভাগ ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় রচনা করে।

জুন মাসের চার তারিখে নাপোলেঁও ড্রেস্‌ডেন হইতে রওনা হইলেন— এখানে তিনি আজ তিন সপ্তাহকাল ধরিয়া রাজন্যবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া কাটাইয়া গেলেন। এই সময়ে তিনি এইসব ডিউক, রাজা ও রাজপুত্রদের সঙ্গে আলাপ ও আনন্দ করিলেন, প্রয়োজন মনে করিলে উপদেশও দিলেন, এইকি। তিনি অষ্ট্রিয়ার মহিষীকে হীরামুক্তার মালা উপহার দিলেন, অবশ্য বলা বাহুল্য যে, এই হীরামুক্তাগুলি অন্য কোনো রাজ্য লুণ্ঠন করিয়াই সংগ্রহ করা। তা ছাড়া তিনি রাজকন্যা মারিয়া লুইসার প্রতি যথেষ্ট প্রণয়াসক্তির পরিচয় দিয়া

গেলেন। (আইনতঃ ইনিই নাপোলেঅঁর ধর্ম্মপত্নী বলিয়া প্রকাশ, কিন্তু পারিবে জোসেফাইন জীবিত থাকিতে এটা কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহা কেহ বলিতে পারে না। কার্য্যতঃ জোসেফাইনই নাপোলেঅঁর পত্নী) মারিয়াকে ছাড়িয়া যাইতে যে নাপোলেঅঁর খুব কষ্ট হইতেছে, দুঃসহ বিরহবেদনার আসন্নতা তাঁহাকে বড়ই কাতর করিয়াছে, একথা সবাই জানিল।

এদিকে নাপোলেঅঁ রাশিয়ার সম্রাটের কাছে চিঠি দিলেন যে, যুদ্ধবিগ্রহ করার ইচ্ছা তাঁহার মোটেই নাই। কূটনীতিকেরাও শান্তিরক্ষার জন্য খুব চেষ্টা করিতে লাগিল। তবু শেষ পর্য্যন্ত নাপোলেঅঁ যাত্রা করিলেন—পশ্চিম ইউরোপ হইতে যে সেনাবাহিনী রাশিয়া অভিযানের জন্য আসিতেছে তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য তিনি যাত্রা করিলেন।

দশ তারিখে পোলাণ্ডের এক কাউণ্টের বাড়িতে তিনি রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া নীমন্ নদীর ধারে সমবেত সৈন্যদল পরিদর্শনে বাহির হইলেন—পরনে তাঁহার পোলদেশীয় পোশাক-পরিচ্ছদ। তিনি যে ঠিক সৈন্য-পরিদর্শনের জন্য বাহির হইলেন তাহা নহে, কোথায় কি ভাবে সেনাবাহিনী নদী পার হইয়া ওপারে গিয়া সুবিধা করিতে পারিবে সেটা ভালো করিয়া বুঝিয়া লওয়াই তাঁহার আসল উদ্দেশ্য।

যখন দেখা গেল যে নদীর ওপারে দূরে কশাক সৈন্যরা টহল দিতেছে—দেখা গেল যতদূর দৃষ্টি যায় দূর দিগন্তরেখার শেষ সীমা পর্য্যন্ত রুশ সেনাবাহিনীর অখণ্ড প্রবাহ। ওই বুঝি মস্কাউ শহর—পবিত্র রাজধানী। এত বড় সাম্রাজ্যের রাজধানী। এমনি করিয়া একদিন গ্রীকবীর আলেকজান্দার সীথিয়ার সাম্রাজ্য দেখিয়াছিলেন, আর আজ দেখিতেছেন নাপোলেঅঁ স্বয়ং। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আদেশ দিলেন, আজই নদী পার হইতে হইবে। অবশ্য সামরিক নীতির দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয় যেন এটা নিতান্ত কাঁচা কাজ হইতেছে। তবু তাঁহার নির্দ্দেশমত সেই নির্দ্ধারিত দিনেই সেনাবাহিনী নদী পার হইল।

চব্বিশ তারিখে খুব সকালে উঠিয়া নাপোলেঅঁ তাঁবুর বাহিরে আসিয়া দূরবীন দিয়া দেখিতে লাগিলেন চারিদিক। তিনি দেখিলেন পশ্চিম দিকে নিবিড়-বনানীর ভিতর হইতে স্রোতোধারার মত দলে দলে সৈন্য আসিতেছে। বোধ হয় সৈন্যেরা জানিত যে সম্রাট এখানে আছেন, তাহারা তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল। এবং যে মুহূর্ত্তে একজন দেখিতে পাইল তখনই মিলিত

কণ্ঠের জয়ধ্বনি উঠিল স্তব্ধপ্রায় নদীতীরপ্রান্তের আকাশবাতাস কাঁপাইয়া—“জয়, সম্রাটের জয়! জয়, সম্রাটের জয়!”

সেনাদলে মৃদুগুঞ্জরন আরম্ভ হইয়া যায়—“দেখ না, এবারে আমরা এমন একটা কাণ্ড করব, যানে উনি যখন একবার কাজে নামেন তখন একটা কিছু মনে মনে ভেবে তবে—...হ্যাঁ, ওই দেখছ না, দাঁড়িয়ে আছেন, ওই যে, ওই,—ওই—!...জয়, সম্রাটের জয়!...আর ওই দেখেছ এশিয়ার উঁচু জমির আভাষ পাওয়া যাচ্ছে!—ওটাও এমনি একটা জানোয়ারের রাজ্য। সে যাই হোক, এর পর দেখা হবে তোমার সঙ্গে তখন দেখো মস্কাউতে তোমার জন্যে সবচেয়ে বড় প্রাসাদটি সাজিয়ে রেখে দেবো আমি, বুঝলে বোনেট্!...আচ্ছা, আবার দেখা হবেই,—অবিশ্যি তখন তোমারও দিন ফিরবে বই কি!—তুমি এখনও সম্রাটকে দেখতে পাওনি?...আরে, আরে। আচ্ছা, মনে কর, কিছুই বলা যায় না, আমায় ত ভারতবর্ষের শাসনকর্তা করে দিতে পারেন সম্রাট! হাঁ, ইচ্ছে করলেই পারেন। আমি যদি ভারতের গভর্ণর হই তাহলে ঠিক রইল তোমায় মন্ত্রী করবই, দেখে নিও। তোমায় কাশ্মীরের মন্ত্রী করে পাঠাবো, একেবারে পাকা কথা, বুঝলে গেরার্ড।—জয় সম্রাটের জয়।—দেখেছ, শালা কশাকগুলো কিরকম দৌড়চ্ছে!—কি হে তুমি দেখেছ? আমি কিন্তু দু'বার দেখলাম, বেঁটে ‘কর্পোরাল’ কাকে যেন কি উপহার দিচ্ছেন।”—এমনি সব কত কথাই চলে বৃদ্ধ এবং তরুণ সৈনিকমহলে। আর সমগ্রবাহিনী যেন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে সম্রাটকে দেখিতে পাইয়া। অভিযানের আরম্ভে এ উত্তম উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করে সেনাবাহিনীর উদ্যমকে।

পঁচিশ তারিখে নাপোলেঅঁ আরবীয় ঘোড়ায় চড়িয়া গেলেন সেতুর কাছে—চারিদিক হইতে হর্ষধ্বনিতে তাঁহার কানে তালা লাগিবার উপক্রম হইল। এ কোলাহল তিনি সহ্য করিতে বাধ্য, ইহাকে রোধ করিবার কোনো উপায় নাই—উপায় থাকিলে অবশ্যই তিনি আত্মরক্ষা করিতেন। এই প্রচণ্ড কোলাহলে তাঁহার মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল বার বার, সামরিক সমরকৌশলের চিন্তাধারা যেন ছিন্নভিন্ন হইয়া অত্যন্ত অসুবিধার সৃষ্টি করিতেছে।

যে কাজের জন্য তিনি এখানে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিলেন, ইহারা কি তাহা ব্যর্থ করিয়া দিবে! তিনি পন্টুনের উপর দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া ওপারে চলিয়া গেলেন। ঘোড়ার পায়ের ধাক্কায় পন্টুন কি রকম কাঁপিয়া উঠিল। তাহার আগে আগে রক্ষীবাহিনী চলিয়াছে সামনের সেনাদলের মধ্য দিয়া, তাঁহার জন্য

পথ পরিষ্কার করিতে করিতে। অবশেষে ভিস্তুলা নদীর প্রশস্ত তটে পৌঁছিয়া তিনি একটি 'পোল' বাহিনীর সামনে দাঁড়াইলেন।

পোলবাহিনীর সৈন্যরাও ফরাসীদের মত আকাশ কাঁপাইয়া জয়ধ্বনি তুলিল "জয় সম্রাটের জয়।" অনেকে আবার সম্রাটকে ভালো করিয়া দেখিবার জন্য পংক্তি ভাঙিয়া সামনের দিকে আগাইয়া আসিল।

প্রথমে তিনি নদীর ধারে একটু বেড়াইলেন, তাহারপর ঘোড়া হইতে নামিয়া একটা জ্বালানী কাঠের উপর বসিয়া পড়িলেন। তাহারপর ইঙ্গিত করিতেই একটি অনুচর-বালক সগর্বে আগাইয়া আসিয়া তাঁহার হাতে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি দিল। যন্ত্রটি বালকের কাঁধের উপর রাখিয়া তিনি তীরভূমি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, ওপারের দূরদূরান্তর যতখানি দেখা যায় অনেকক্ষণ ধরিয়া লক্ষ্য করিলেন। তাহারপর নিজের সামনে ওদেশের মানচিত্র বিছাইয়া কাঠের টুকরা চাপা দিলেন, পাছে হাওয়ায় মানচিত্রটা বন্ধ হইয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে নাপোলেঅঁ ঘাড় না তুলিয়াই কি যেন বলিলেন, অমনি দুইজন এ-ডি-কং অশ্বারোহীদলের দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সেনাদলের লোকেরা আপোষে বলাবলি করিতেছে, "কি ব্যাপার, কি বল্লেন উনি ?"

আসলে কর্ণেলের কাছে আদেশ আসিয়াছে যে, নদীতে যেখানে জল কম আছে, একটু চড়া গোছের জায়গা দেখিয়া, সেখান দিয়া ওপারে সৈন্য লইয়া যাইতে হইবে।

কর্ণেলটির বয়স হইয়াছে, বেশ বলিষ্ঠ চেহারা, খুশি খুশি মুখের ভাব। সে সম্রাটের পরোয়ানা পাইয়া ব্যস্ত হইয়া এ-ডি-কং-কে বলিল, "আপনি যদি অনুমতি করেন ত আমি হুকুম দিই সৈন্যেরা সাঁতার দিয়েই নদী পার হয়ে যাক, কোথায় চড়া পাওয়া যাবে সে ভরসায় বসে থেকে মিছেমিছি সময় নষ্ট করা হবে, তার চেয়ে—" কর্ণেলটি শুধু এ-ডি-কং-এর মুখের কথার অপেক্ষা করিতেছে। সে যেন অনুমতি পাইলেই বেশি খুশি হইবে। যদি তাহার এ অভিপ্রায়ে কেহ বাধা দেয় ত সে খুব মর্মাহত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এদিকে এ-ডি-কংও বলিল,—"আমার মনে হয় সম্রাট এতে খুশিই হবেন,— সৈন্যদের এত উৎসাহ দেখলে নিশ্চয় খুশি হবেন।" সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদলের মধ্যে আবার জয়ধ্বনি উঠিল। পরক্ষণে কর্ণেলই সব আগে ঘোড়া ছুটাইয়া জলে নামিয়া পড়িল। প্রথমে জলের ভিতর নামিয়া ঘোড়াটা বাঁকিয়া দাঁড়াইল—

কিছুতেই নড়িতে চাহে না। কিন্তু আরোহীটিও ছাড়িবার পাত্র নয়, জন্তটাকে চাবুক মারিতে লাগিল। অবশেষে ঘোড়াটা ঝাঁপাইয়া গভীর জলে গিয়া পড়িল, তাহারপর স্রোতের টানে ঘোড়া আর তার সওয়ার দু'জনেই ভাসিয়া চলিল। কর্ণেলের দেখাদেখি তাহার অধীনস্থ সৈনিকেরাও জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কয়েকটি ঘোড়া ডুবিয়া মরিল, বাকী সবাই সাঁতার দিয়া গিয়া ওপারে উঠিল, অবশ্য স্রোতের টানে একটু দূরে গিয়া পড়িল তাহারা।···একটু দূরে আধ মাইলের মধ্যেই নদীতে চড়া ছিল, কিন্তু এইভাবে নদী পার হওয়াই সৈন্যদল বীরত্বের পরিচায়ক বলিয়া মনে করে। ওই কাঠের উপর যে মানুষটি বসিয়া আছে তাহার জন্য ইহারা প্রাণ দিতে পারিলেই যেন খুশি হয় কিন্তু সবচেয়ে মজার কথা এই যে, তাহারা যখন এইভাবে নদী পার হইতেছিল তখন ওই লোকটি একবার মুখ তুলিয়া তাহাদের দিকে তাকাইয়াও দেখিল না।

এ-ডি-কং ফিরিয়া যখন সম্রাটকে জানাইল যে, পোলসৈন্যরা স্বেচ্ছায় সাঁতার দিয়া নদী পার হইয়া গেল তখন তিনি উঠিয়া পড়িলেন। বার্থিয়েকে ডাকিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে তিনি নদীর ধারে ধারে চলিতে লাগিল—মাঝে মাঝে দু'একটি সৈনিককে জলে ডুবিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া সেদিকে ভ্রূকুটি করিয়া তাকাইতেছেন। এমনি করিয়া ইহারা তাঁহার চোখের সামনে ডুবিয়া মরিয়া কেন তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, তাঁহার কাজের ক্ষতি করিতেছে! আজ তাঁহার কাছে একথা নূতন নয়—তিনি জানেন যে, আফ্রিকার মরুভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া মাস্কভির উত্তুঙ্গ অঞ্চলের যে কোনো জায়গায় তিনি গিয়া দাঁড়াইলে তাঁহার সামনে প্রাণবিসর্জন করিয়াও আনন্দ পায়—এ পূজা তাঁহার প্রাপ্য।

নাপোলেওঁ আবার ঘোড়ায় চাপিয়া তাঁবুতে ফেরেন।

চল্লিশ জন অশ্বারোহী নদীগর্ভে তলাইয়া গিয়াছে, অবশ্য তাহাদের বাঁচাইবার জন্য নৌকা ভাসানো হইয়াছে। সেনাদলের অর্দ্ধেকের বেশিই রহিয়া গেল নদীর ওপারে, কেবলমাত্র সেই কর্ণেলটি এবং তাহার অধীনস্থ জনকয়েক এপারে আসিয়া পৌঁছিল ভিজা জামা-কাপড়ে। তীরে উঠিয়াই তাহারা সোৎসাহে ওপারের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়ায় নাপোলেওঁকে দেখিবার জন্য। তিনি চলিয়া গিয়াছেন বটে কিন্তু তবু তাহারা খুশি।

সেদিন সন্ধ্যায় সম্রাট নাপোলেওঁ দুটি আদেশ জারি করিলেন—(এক) রাশিয়াতে ব্যবহার করিবার জন্য জাল নোট তাড়াতাড়ি ছড়াইয়া দিবে

হইবে। (দুই) একজন স্থাক্‌সনের প্রাণদণ্ড—অপরাধ, গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ হয়, তাঁহার কাছে কতকগুলি সন্দেহজনক কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহার পর আর একটি কাজ তিনি করিলেন;—আজ সকালে অকারণে যে গোল কর্ণেলটি উৎসাহের আতিশয্যে নদী পার হইয়াছিল সদলবলে, সে কর্ণেলকে সম্রাটের সম্মান-পদক দিলেন। কর্ণেলটি এই সম্মানের উপযুক্ত পাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই—নহিলে অকারণে কতকগুলি মানুষের প্রাণ লইয়া ছেলেখেলা করিতে যাইবে কেন সে! তাহারই দোষে অনর্থক কয়েকজন সৈনিকের জীবন গেল। বোধ হয় সেই হঠকারিতার জন্যই এত ঘটা করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইল।

সম্রাট আলেকজান্দার আজ একমাসের উপর ভিল্‌নায় সৈন্যবিভাগ পরিদর্শনের জন্য আসিয়াছেন। অনেকদিন হইতেই আসন্ন যুদ্ধের আভাস পাওয়া গিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও কোনো দিকেই তেমন গোছগাছ হইতেছে না দেখিয়া যুদ্ধের আয়োজন যাহাতে নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন হয় তাহার তদারক করিতে আসিয়াছেন সম্রাট স্বয়ং। এই একমাস ধরিয়া প্রধান সেনা-শিবিরে থাকিয়াও ত সম্রাট বিশেষ কিছুই করেন নাই। কি ভাবে কোন্ পদ্ধতিতে এবারে যুদ্ধ-পরিচালনার ব্যবস্থা হইবে তাহা ত স্থির হয়ই নাই, এমন কি কাহাকে প্রধান সেনাপতি করা হইবে তাহাও আজ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। অবশ্য প্রধান তিনটি বিভাগেই এক-একজন সেনাপতি রহিয়াছে। সম্রাট নিজেও কিন্তু এই প্রধান সেনাপতি মনোনয়নের দায়িত্ব নিতে চান না। ফলে, সম্রাট উপস্থিত থাকাতে কাজের গতি আরও মন্থর হইয়া পড়িয়াছে। এখন এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, যাহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকে তাহারা কাজের কথাটা ভুলাইয়া, আসন্ন সমস্যার প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া তাঁহার আমোদ-প্রমোদের মাত্রাটা অত্যধিক বাড়াইয়া দিয়াছে। প্রায় প্রত্যহই সম্মানিত রাজঅতিথির জন্য 'বল' নাচের ব্যবস্থা হয়। অবশেষে ঠিক হইল যে, রাজকর্মচারীদের পক্ষ হইতে সম্রাটকে একদিন সম্বর্দ্ধনা করা হইবে। অমনি মোটা মোটা চাঁদা উঠিল এবং সম্রাটের অনুগৃহীতা জনৈকা ভদ্রমহিলা এই ভোজসভার সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে নিলেন। এই উৎসবের দিন ধার্য্য হইল,—২৫শে জুন। অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—পান-ভোজন ত আছেই, তাহাছাড়া বাজি পোড়ানো, 'বল' নাচ ইত্যাদি।

অর্থাৎ যেদিন নাপোলেওঁ তাঁর সেনাদলকে নীমন্ পার হইয়া আগাইয়া যাইতে আদেশ দিলেন, তাঁহার অগ্রবর্তী রক্ষীবাহিনী এ পক্ষের কসাকদের তাড়াইয়া দিয়া রুশ সীমান্তে প্রবেশ করিল সেদিন রাত্রে সম্রাট আলেকজান্দার নাচের আসরে উৎসব-সমারোহে মাতিয়া আছেন। তাঁহারই কর্ম্মচারীদের উদ্যোগে এই উৎসবের আয়োজন। শোনা যায় যে এই নাচের আসরে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী রমণীরা সমবেত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, সেণ্ট পিটার্সবার্গ হইতে হেলেনও আসিয়াছিল, তাহার যৌবনসজ্জার এ অঞ্চলের পোল-সুন্দরীদের সৌন্দর্য্যকে যেন ম্লান করিয়া দিয়াছিল। তাহার সৌন্দর্য্য সম্রাটের নজর এড়াইয়া যায় নাই,—তিনি তাহার সঙ্গে নাচিলেন। এদিকে বরিস্ তাহার নববিবাহিতা পত্নীকে মস্কাউতে রাখিয়া ভিল্নায় চলিয়া আসিয়াছে। অবশ্য আইনতঃ সে পদস্থ কর্ম্মচারীদের পর্য্যায়ে পড়ে না, তবে মোটা রকমের চাঁদা দিয়া সে এই ভোজের আসরে প্রবেশাধিকার আদায় করিয়াছে। বিবাহের দৌলতে সে বেশ অবস্থা ফিরাইয়া ফেলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং বর্ত্তমানে তাহার বিশ্বাস সমসাময়িক বিশিষ্ট অভিজাত সম্প্রদায়ে সে একজন মর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। সে ভিল্নাতে আসিয়া হেলেনের সঙ্গে খুব মেলামেশা করিতেছে, আগেকার কথা যেন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। তাহাদের বন্ধুত্ব আবার আগেকার মত ঘনিষ্ঠ হইয়া যায় এমনি করিয়াই।

রাত্রি গভীর হইয়াছে, তখনও তাহাদের নাচের বিরাম নাই—হেলেন পছন্দমত আর কোনো সঙ্গী না পাইয়া বরিস্কেই 'মাজুরকা' নাচের জন্য ডাকিয়া লইয়াছে। নাচিতে নাচিতে বরিস তাকায় হেলেনের সোনালী রঙের বক্ষাধারবেষ্টিত স্তনাঞ্চলের দিকে, তাহার চোখে কাঙালের সে তৃষ্ণা নাই, সহজ তৃপ্ত দৃষ্টি। হেলেন পুরানো দিনের নানা গল্প করে। বরিস এদিকে নাচিতেছে বটে কিন্তু সর্ব্বক্ষণ তাহার একটা চোখ আছে সম্রাটের দিকে। সে লক্ষ্য করে তিনি কেমন সকলের সঙ্গে হাসিয়া কথা বলিতেছেন। হঠাৎ একসময়ে বরিস দেখিল যে বালাশভ্ আসিয়া দাঁড়াইয়া সম্রাটের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন— বালাশভের সঙ্গে সম্রাটের অন্তরঙ্গতার কথা সবাই জানে। সম্রাট জনৈকা 'পোল' রমণীর সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন, বালাশভ্কে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইয়া বুঝিলেন যে খুব গুরুতর প্রয়োজন আছে বলিয়াই বালাশভ এভাবে সম্রাটের কাছে আসিয়াছেন। বালাশভের কাছে আসিয়া

সম্রাট তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে যেন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়েন, তাঁহার মুখের চেহারা অন্যরকম হইয়া যায়। বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া তিনি বাগানের দিকে চলিতে লাগিলেন। অদূরেই সমরমন্ত্রী আরাক্‌চেইএভ্‌ উৎসুক ভাবে দাঁড়াইয়া—তিনি আশা করিয়া চাহিয়া আছেন, এইবার বুঝি সম্রাট তাঁহাকে ডাকিবেন পরামর্শ করিবার জন্য। কিন্তু বরিস দেখিল আরাক্‌চেইএভ্‌কে সম্রাট যেন দেখিয়াও দেখিলেন না। তবু সমরমন্ত্রীমহাশয় দূরত্ব বজায় রাখিয়া সম্রাটকে অনুসরণ করিয়া চলিলেন—আশপাশে অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করিতে করিতে চলিলেন সমরমন্ত্রী মহাশয়।

বালাশভের এত খাতির আর তাঁহার প্রতি এত অবজ্ঞা দেখিয়া ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য বরিসের মন ছট্‌ফট্‌ করে—সকলের আগে যদি খবরটা জানা যায় তবে খুব টেক্কা দেওয়া যাইবে। নাচের মধ্যে একটা অছিলা করিয়া সে বাহিরের দিকে চলিয়া আসে, দরজার কাছাকাছি যাইতেই সে দেখিল সম্রাট এই দিকেই ফিরিতেছেন। তাড়াতাড়ি দরজার পাশে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া সম্রাটকে যাইবার পথ করিয়া দিল সে। সে দাঁড়াইয়া শুনিল, সেখান দিয়া যাইবার সময় সম্রাট বলিতেছিলেন,—"সীমান্ত পার হয়ে চলে এসেছে? যুদ্ধ ঘোষণা না করেই—? আমি বলে দিচ্ছি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত শত্রুর চিহ্ন মুছে না যাবে রুশ এলাকায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি কিছুতেই সন্ধি করব না।" তিনি যেন রীতিমত অপমানিত হইয়াছেন, এমনই আহত কণ্ঠে কথা বলিতেছেন। বরিসের মনে হইল, এভাবে কথা বলিয়া সম্রাট নিশ্চয় খুব খুশি হইয়াছেন নিজের উপর।

পরক্ষণে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি বলিলেন—"কিন্তু, একথা কেউ যেন জানতে না পারে!"

শেষের কথাগুলি তিনি যেন বরিস্‌কেই বলিলেন, তাহার মনে হয়। সে ঘাড় তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া ঘাড় নীচু করিল,—অর্থাৎ এ সংবাদ সে গোপন রাখিবে তাহা জানাইয়া দিল।

বল্‌-নাচের ঘরে সম্রাট আরও আধঘণ্টা থাকিয়া বিদায় লইলেন।

বলা বাহুল্য যে আত্মপ্রচারের এত বড় একটা সুযোগ বরিস ছাড়িয়া দেয় নাই, বড় বড় লোকেদের কাছে সে এখবর প্রচার করিয়া নিজের কৃতিত্ব ও প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ়তর করিল বই কি।

বল্-নাচের উৎসবের মধ্যে এ খবর বজ্রপাতের মতই আকস্মিক এবং রহস্যাবৃত মনে হয়।

রাত্রি দুইটার সময় সম্রাট তাঁহার সেক্রেটারীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তারপর-নাপোলেঁওকে পত্র দিলেন। সেনাবিভাগে তাঁহার স্বাক্ষরিত আদেশ পাঠাইয়া দেওয়া হইল অবিলম্বে—প্রস্তুত হইবার আদেশ, রণাঙ্গনে যাত্রার আদেশ। সেই সঙ্গে একথাও সেনাবিভাগে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত একজনও শত্রুসৈন্য রুশ-সীমানার মধ্যে থাকিবে ততক্ষণ শান্তি স্থাপনের কোনো কথায় রুশ সম্রাট কর্ণপাত করিবেন না।

তিনি নাপোলেঁওকে লিখিলেন—

"কাল সন্ধ্যায় খবর পেলাম যে, আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখা সত্ত্বেও আপনার সৈন্য রুশসীমান্ত অতিক্রম করেছে। আজ এই মুহূর্তে পিটার্সবার্গ থেকে খবর এলো যে, কাউন্ট লরিস্তঁ জানাচ্ছেন, যে মুহূর্তে লরিস্তঁর কাছে প্রিন্স কুরেকিন পাসপোর্ট চেয়েছিলেন সেই মুহূর্ত্ত থেকেই নাকি আপনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আমি বুঝতে পারিনি যে এত সামান্য কারণে যুদ্ধ বাধতে পারে। আমি আমার দূতকে যথেষ্ট তিরস্কার করেছি। এখন আপনি ইচ্ছে করলে রুশসীমান্ত থেকে আপনার সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন—কারণ সামান্য একটা ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে খামোকা রক্তপাত করা, অশান্তি টেনে আনা ঠিক নয়। এটা আপোষে মিটিয়ে নিলে ক্ষতি কি আমাদের!

"এরপরও যদি আপনি সৈন্য সরিয়ে নিয়ে না যান তবে কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি আক্রমণ করতে বাধ্য হব। নূতন করে একটা সংগ্রামের অশান্তি টেনে আনা বা না-আনা যোলো আনাই আপনার হাতে। ইতি

আপনারই আলেকজান্দার"

সেদিন রাত দুইটার সময় বালাশভ্‌কে ডাকিয়া পাঠাইলেন সম্রাট—তাঁহার সামনে এই চিঠিখানি পড়িলেন এবং বলিলেন যে, এই পত্রখানি বালাশভ্‌ নিজে গিয়া ফরাসী সম্রাটের হাতে দিয়া আসিলে ভালো হয়। এবং বার বার সেই কথাটি শুনাইয়া দিলেন—যতক্ষণ শত্রুসৈন্যের একজনও রুশসীমান্তের ভিতরে থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সম্রাট আলেকজান্দার সন্ধির কোনো প্রস্তাবই শুনিবেন না। কথাটা তিনি বল্‌নাচের আসরে প্রথম বলিয়াছিলেন বটে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এ কথাটা ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া গেল। বালাশভ্‌কে বলিলেন যে,

নাপোলেওঁকে এ কথাটা পরিষ্কার বুঝাইয়া দিতে হইবে। অবশ্য তিনি চিঠির মধ্যে এসব কিছুই লেখেন নাই—কারণ যে চিঠিতে শান্তি বজায় রাখার শেষ চেষ্টা করা হইতেছে তাহার মধ্যে একথা লেখা কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে; হয়ত ওকথা লিখিলে তাহার ফল বিপরীত হইতে পারে, কিছুই বলা যায় না। কিন্তু বালাশভ্‌কে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে ও কথাটা যেন নাপোলেওঁকে শুনাইয়া দিতে ভুল না হয়।

বালাশভ্‌ সেই রাত্রেই তুরীবাদক ও দু'জন কশাক সৈন্য সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। ভোর হইতে না হইতে রায়কণ্টি গ্রামে হাজির হইলেন—গ্রামটি নীমন নদীর তীরে রুশ এলাকার মধ্যে। কিন্তু আজ এখানে ফরাসী ঘোড়সওয়ার পাহারা দিতেছে। হঠাৎ বালাশভ্‌কে এভাবে আসিতে দেখিয়া একটি ফরাসী সহকারী কর্ম্মচারী চীৎকার করিয়া বলিল—"দাঁড়াও।"

বালাশভ্‌ কিন্তু দাঁড়াইলেন না, একটু আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার দুঃসাহস দেখিয়া ফরাসীটি রীতিমত চটিয়া গেল, বিড়বিড় করিয়া আপন মনে কি যেন বলিয়া তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া তলোয়ারের খাপে হাত দিয়া বালাশভ্‌কে সে বলিল—"তুমি কালা না কি হে, কথা বল্‌লে শোনো না কেন?"

বালাশভ্‌ গম্ভীর ভাবে নিজের নাম লিখিয়া দিলেন, কর্ম্মচারীটি এই বাহিনীর কর্ত্তার কাছে লোক পাঠাইল খবর দিতে। তাহারপর সে নিশ্চিন্ত ভাবে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জুড়িয়া দিল, বালাশভ্‌ যে ওখানে দাঁড়াইয়াই রহিলেন সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপই নাই। এখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বালাশভের একটি কথা ভাবিয়া ভারি আশ্চর্য্য লাগে—নিজের দেশের মাটিতে দাঁড়াইয়া আজ বিদেশীর কাছে এই লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইল! জীবনে কেবল খাতিরই পাইয়া আসিয়াছেন, এ ছাড়া যে আর কোনোরকম ব্যবহার তাঁহার সঙ্গে কেহ করিতে পারে তাহা বালাশভ্‌ কল্পনাও করিতে পারেন নাই। এই ত তিন ঘণ্টা আগেও তিনি সম্রাটের সঙ্গে কথা কহিয়াছেন।

প্রভাতসূর্য্যের নবারুণরাগে আকাশের বুকে আলোর আভাস ক্রমশঃ প্রখরতর হইয়া উঠিতেছে। গ্রামের গরু-মহিষ চলিয়াছে মাঠে, গায়ক পাখীরা কলকাকলীমুখর করিয়া তুলিতেছে আকাশ-বাতাস। এই সব দেখিতে দেখিতে অনেকটা সময় কাটিয়া যায়। অবশেষে ফরাসী রক্ষীদলের কর্ত্তা কর্ণেলটি

আনিয়া হাজির হইলেন,—খুব সম্ভব তিনি সবে মাত্র বিছানা ছাড়িয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে তার দু'জন শরীররক্ষী।

এই ত সবে যুদ্ধের শুরু, কাজেই সেনাবিভাগের সকলেরই সাজ-পোশাক এখনও নূতন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মন বেশ প্রফুল্ল নবোদ্যমের সজীবতা চারিদিকে।

কর্ণেলটি বালাশভের কথা ভালো ভাবে বুঝিতে পারিল না, তবে এটুকু বুঝিল যে বালাশভ্ সামান্য সাধারণ দূত নহেন। তাঁর তাহাদের চেয়ে পদমর্য্যাদা অনেক বেশি। কর্ণেল নিজে সঙ্গে করিয়া প্রহরীদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া গ্রামের মধ্যে লইয়া গেলেন এবং একথাও বলিলেন যে কাছেই সম্রাটের শিবির, কাজে কাজেই সম্রাটের দেখা পাইতে দেরি হইবে না। তাঁহারা গ্রামের মধ্যে দিয়া গল্প করিতে করিতে যাইতেছেন, আর আশপাশের সৈন্যরা অবাক হইয়া রুশ-দূতটিকে দেখিতে ভিড় করিয়া আসিয়াছে।

খানিককটা দূরেই সম্রাটের শিবির, খুব বেশি দূর হয় ত মাইল দেড়েক হইবে।

কিছু দূর যাইবার পর হঠাৎ তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইল একটি অদ্ভুত ধরণের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর। এই লোকটিকে দেখিলেই মনে হয় কি রকম নাটকীয় ঢঙ-এর ধরণ-ধারণ। নাটকীয় ধরণের লোকটির সঙ্গে আরও জনকয়েক লোক আছে, তবে দলের মধ্যে এই ব্যক্তিটিই যে বিশিষ্ট এবং মর্য্যাদা-সম্পন্ন সেকথা কাহারও বলিয়া দিবার দরকার নাই, সে স্বয়ং নিজের ভাব-ভঙ্গিতেই তাহা জাহির করিতেছে।

ওই নাটকীয় ঢঙের লোকটিকে দেখাইয়া কর্ণেলটি বালাশভ্‌কে বলে—"ইনি নেপ্‌লস-এর রাজা।"

আসলে এই ব্যক্তিটি ম্যুরা,—সে যে কেন এবং কোন্ সূত্রে নেপ্‌লস-এর রাজা হইয়াছে সে কথা কেহ জানে না। কিন্তু সে যাই হোক, এ ব্যাপারটাকে ম্যুরা নিজে বিশেষ গুরুতর বলিয়া মনে করে, নহিলে এখানে চলিয়া আসিবার আগের দিন বৈকালে স্ত্রীর সঙ্গে বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে একজন প্রজাকে দেখিয়া সে বলিবে কেন—"আহা, বেচারীদের কি কষ্টই হবে—আমি যে কাল চলে যাবো ওরা যদি জানতে পারে তাহলে"···কিন্তু তবু প্রজাদের কষ্ট হইবে জানিয়াও ম্যুরাকে চলিয়া আসিতে হইয়াছে, কারণ নাপোলেওঁ খবর পাঠাইয়াছিলেন "আমি চাই যে আমারই ইচ্ছেমত রাজ্য শাসন হোক,

তোমার খুশিমত চল্‌বে এরকম কথা কখনও মনে স্থান দিও না।" এ কথার পর ম্যুরা স্থবোধ বালকের মত গুরুতর দায়িত্বের মহত্তর গৌরব ত্যাগ করিয়া এই রণাঙ্গনে জলিয়া না আসিয়া কি করে!

রুশ-দূতকে আসিতে দেখিয়া ম্যুরা এদিকে আগাইয়া আসিল এবং কর্ণেলের কাছে বালাশভের কাজের কথাটা জানিয়া লইয়া রাজোচিত ভাবে ঘাড়টা ঈষৎ বাঁকাইয়া একটু হাসিয়া বলিল—"ও, আপনি বেল্‌মোশিয়েভ্?"

বালাশভের নামটা শ্রেফ বদ্‌লাইয়া দিয়া ম্যুরা সপ্রতিভ ভাবে বলে, "আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দ হ'ল, খুব খুশি হলাম।" একথাগুলি বলিবার পরমুহূর্ত্তে কিন্তু রাজার রাজকীয় ভাবভঙ্গি কোথায় যেন হারাইয়া যায়। সে তার স্বভাবসুলভ খোশমেজাজে গল্প জুড়িয়া দিল, "তাহলে সত্যিই কি লড়াই লাগল মশাই, আবার?" যেন এই যুদ্ধটা তাহার মোটেই অভিপ্রেত নয়।

—"আজ্ঞে, আমাদের মালিক, মানে সম্রাটের মোটেই যুদ্ধ করবার ইচ্ছে ছিল না, তবে মহারাজ অপনারা যদি"—বালাশভ্ মহারাজ শব্দটার উপর যেন একটু বেশি জোর দিয়া কথা বলেন।

অবশেষে ম্যুরা ঘোড়া হইতে নামিয়া বালাশভের হাত ধরিয়া বিচক্ষণ রাজনীতিবিশারদের মত কিছুক্ষণ পায়চারী করিল—তাহার যে কতখানি মর্য্যাদা ও মূল্য সে কথাটা কোনোরকমে রুশ-জেনারেলটিকে জানাইয়া দেওয়া দরকার। সে বলিল যে আরও অনেক ক্রটী রুশদের রহিয়াছে, কিন্তু বিশেষ করিয়া একটি ব্যাপারে সম্রাট নাপোলেওঁ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। ওরকমভাবে প্রাশিয়ার সীমান্ত হইতে ফরাসী সৈন্য অপসারিত করার আদেশ দেওয়া রুশ পক্ষের মোটেই উচিত হয় নাই। বেশ ত, সৈন্য সরাইবার আদেশ না হয় দিয়াই ছিলেন রুশ-সম্রাট, কিন্তু সে কথাটা অমন ভাবে প্রচার করিবার কি দরকার ছিল? প্রাশিয়া হইতে সৈন্য সরাইতে বলার জন্য নাপোলেওঁ খুব বেশি ক্ষুণ্ণ হন নাই, কিন্তু অমন ভাবে ওকথাটা চারিদিকে প্রচার করিয়া দেওয়াতে ফরাসী জাতির মর্য্যাদাকে ছোট বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, ইহাতে সম্রাট নাপোলেওঁ রীতিমত বিরক্ত হইয়াছেন। এ কথার উত্তরে বালাশভ্ কি যেন বলিতে চেষ্টা করেন কিন্তু ম্যুরা তাঁহাকে সে অবসর দেয় না, সে নিজের বক্তৃতার জের টানিয়া চলে। সে বলে—"তাহলে আপনি বল্‌তে চান যে রুশ-সম্রাট এ যুদ্ধের জন্য দায়ী নন্—" বলিয়া সে বোকার মত হাসে। তাহারপর বালাশভ্

বুঝাইতে চেষ্টা করেন, কি জন্ম নাপোলেঅঁকে এই যুদ্ধের জন্ম দায়ী করা হইতেছে।

অবশেষে মুরা বলে—"বুঝলেন মশাই, আমি ত আন্তরিক ভাবে কামনা করি সম্রাটেরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিন,—বাস্তবিক ত আর আমার পরামর্শ নিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা হয় নি।' মুরা কোনো সময়েই কাহারও বিরাগভাজন হইতে চায় না—সে শত্রুই হোক আর বন্ধুই হোক।

বিদায় লইবার আগে সে গ্র্যাণ্ড ডিউকের কুশল জিজ্ঞাসা করে এবং সেই প্রসঙ্গে বলে যে নেপ্‌লসে গ্র্যাণ্ড ডিউকের সঙ্গে কি রকম আনন্দে কয়েকদিন কাটিয়াছিল। অবশেষে হঠাৎ একসময়ে তাহার মনে পড়িয়া যায় যে সে নেপ্‌লস্-এর রাজা, তাহাকে মহারাজ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে এই রুশ-সেনাপতিটি—কথাটা মনে পড়িতেই সে গম্ভীর রাজকীয় মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির মতই ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া বলে—"আচ্ছা, বিদায়—আর আপনার দেরি করিয়ে দেওয়া উচিত নয়,—আচ্ছা!"

বেশ বেলা হইয়াছে। বালাশভ্ আশা করিতেছেন আর বেশি দূর নাই, সম্রাট নাপোলেঅঁর শিবির বোধ হয় কাছেই হইবে। কিন্তু এ গ্রাম ছাড়াইয়া নূতন আর এক গ্রামে আসিয়া আবার তিনি বাধা পাইলেন, গোলন্দাজবাহিনীর রক্ষী সৈন্যেরা তাঁহাকে থামাইয়া দিল। এই বাহিনীর কর্তা হইতেছেন স্বয়ং দা-ভ্যুস্ত। দা-ভ্যুস্তের এক সহকারী কর্মচারী বালাশভ্‌কে তাহাদের কর্তার কাছে পৌঁছাইয়া দিতে চলিল।

রুশ-সম্রাটের কাছে যেমন আরাক্‌চেইএভ্, নাপোলেঅঁর তেমনি দা-ভ্যুস্ত। অবশ্য দাভ্যুস্ত একটু সাহসী, ঠিক আরাকচেইএভ-এর মত ভীরু নহেন। তিনি ওইরকমই ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল দিয়া হাঁচিকাশিটি পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলেন, আরাকচেইএভ্-এরই মত কঠোর এবং অকাট্য তাঁহার সিদ্ধান্ত, এবং প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইবার আর কোনো উপায় খুঁজিয়া না পাইলে তিনি আরাকচেইএভ-এরই মত কঠোর ব্যবহার করেন অধীনস্থ সকলের সঙ্গে। শাসনতন্ত্রের লৌহযন্ত্রে এ ধরণের মানুষেরও প্রয়োজন আছে, যেমন প্রকৃতির সৌন্দর্যে চিতাবাঘের বিশেষ প্রয়োজন থাকে। এ ধরণের মানুষ শাসনবিভাগে না থাকিয়া পারে না, কারণ তাহাদের থাকা প্রয়োজন। যদি প্রয়োজন না থাকে তবে ওই আরাকচেইএভ-এর মত নিষ্ঠুর, রুক্ষ এবং বর্বর প্রকৃতির মানুষ আলেকজান্দারের মত সুন্দর সুকুমার স্বভাবের সম্রাটের সামনে

অকারণে একটি সৈনিকের গোঁফ ধরিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া আসে কি করিয়া। প্রকৃতির নিয়মই এই—যেখানে সুন্দর সুষমা তার অনতিদূরেই কঠোর কদর্য্যতা।

বালাশভ, দেখিলেন, মার্শল দা-ভুস্ত একটা গোলাবাড়িতে একটা ঢাকার উপর বসিয়া হিসাবপত্র তদারক করিতে ব্যস্ত। অবশ্য তিনি একটু চেষ্টা করিলেই এর চেয়ে বসিবার ভালো আসন পাইতেন হয়ত, কিন্তু এক ধরণের মানুষ আছে তাহারা দুঃখ পাইতে ভালোবাসে, কষ্ট করিলেই জীবনের মূল্য যেন বাড়ে এই তাহাদের বিশ্বাস। নিজেকে কষ্ট দিয়া তাহারা বেশি আনন্দ পায়।

মার্শালের মুখ দেখিয়া মনে হয় তিনি যেন বলিতে চান, "জীবনে কোথাও আনন্দ নাই—আমার মত মানুষ যদি এরকম ভাবে গোলাবাড়িতে টবের ঢাকায় বসে কষ্ট করে ত কে আনন্দের সন্ধান দেবে?"

এই ধরণের মানুষ যারা তারা অপরকে আনন্দিত দেখিলে মনে মনে হিংস্র হইয়া উঠে।—চশমার ফাঁক দিয়া আড়চোখে বালাশভ্‌কে দেখিয়া অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া উঠিল দা-ভুস্তের ঠোঁটের কোণে। বালাশভের নমস্কারের উত্তরে তিনি প্রতি-নমস্কার পর্য্যন্ত না করিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া হিসাবের খাতার উপরে চোখ নামাইয়া দিলেন। এবং তাঁহার আচরণে যে রুশ-সেনাপতি একটু গম্ভীর হইয়া গেলেন সেটুকু দা-ভুস্ত লক্ষ্য করিয়া আরও খুশি হইলেন। কয়েকমুহূর্ত্ত পরেই তিনি আবার চোখ তুলিয়া বালাশভের দিকে তাকাইয়া নিস্পৃহ কণ্ঠে বলিলেন —"কি চাই—"

বালাশভ্‌ মনে করিলেন যে এ লোকটা নিশ্চয় জানে না যে তিনি বিশেষ রাজদূত হিসাবে আসিয়াছেন। নহিলে এমন ব্যবহার করিত না। এই ভাবিয়া বালাশভ্‌ সব কথা বুঝাইয়া বলিলেন—কিন্তু তাহাতে মার্শালটির ব্যবহারে আগের চেয়েও রুক্ষতা প্রকাশ পায়।

—"আপনার কাছে কি সংবাদ আছে আমার হাতে দিন,—আমিই পাঠিয়ে দেব সম্রাটের কাছে।"

বালাশভ্‌ বলিলেন যে সম্রাট ছাড়া আর কাহারও হাতে এ পত্র দিবার হুকুম নাই।

"আপনার সম্রাটের হুকুম আপনাদের সেনামহলে চলতে পারে, কিন্তু এখানে আমাদের আইন মেনে চলতে হবে আপনাকে।"

অগত্যা বালাশভ্ তাঁহার চিঠিপত্র বাহির করিয়া সামনের টেব্‌লের উপর রাখিয়া দিলেন—টেব্‌ল্ মানে, দরজার একটা পাল্লা, কজাগুলো এখনো তাহাতেই বাহির হইয়া আছে। দা-ভ্যুস্ত চিঠিখানি হাতে তুলিয়া নিলেন।

—"অবশ্যি আপনারা আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করুন বা না করুন তাতে আমার বলবার কিছু নেই—সে আপনাদের অভিরুচি। কিন্তু একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই,—আমি সম্রাটের পার্শ্বচর।—" একথা শুনিয়া দা-ভ্যুস্ত একবার তাঁহার দিকে তাকাইলেন কিন্তু কোনো কথা বলিলেন না। বোধহয় এই দূতের চোখেমুখে বিরক্তি দেখিয়া তিনি খুব খুশি হইয়াছেন।

অবশেষে চিঠিখানি পকেটে পুরিয়া গোলাবাড়ি হইতে চলিয়া গেলেন দা-ভ্যুস্ত, যাইবার সময় বলিলেন—"যথাবিহিত সম্মান দেওয়া হবে আপনাকে।" দা-ভ্যুস্ত চলিয়া যাইবার একটু পরেই তাঁহার একজন সহকারী বালাশভ্‌কে নিতে আসিল। এই লোকটি বালাশভের বসবাসের ব্যবস্থা করিল। তাহারপর অবশ্যই রুশ-জেনারেলের সঙ্গে বসিয়া দা-ভ্যুস্ত খাওয়া-দাওয়া করিলেন এবং সেই সময়ে তিনি বালাশভ্‌কে জানাইয়া দিলেন—"আমাকে কালই এখান থেকে চলে যেতে হবে কিন্তু আপনি এখন থাকুন। মালপত্র যখন রওনা হবে তখন আপনার যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।" এবং এই সময়ে কেবলমাত্র দা-ভ্যুস্তের সহকারী ছাড়া আর কাহারও সঙ্গে বালাশভের কথাবার্তা কওয়া চলিবে না।

এমনিভাবে চারদিন একলা থাকিয়া থাকিয়া বালাশভ্ উত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এ যেন তাঁহার জীবনের চরম শিক্ষা—এই ক'দিন আগে পর্য্যন্ত তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে বালাশভের মত প্রভাব-প্রতিপত্তি-সম্পন্ন মানুষ সম্ভবত পৃথিবীতে আর নাই। কিন্তু আজ নিজের কাছেই তুচ্ছ, হেয় প্রতিপন্ন হইয়াছেন তিনি। এই ক'দিনের মুখ বুজিয়া বসিয়া থাকা অথবা মার্শাল দাঁ-ভ্যুস্তের মালপত্রের পিছনে পিছনে ফরাসী সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া পথ চলা ছাড়া আর কিছুই করেন নাই তিনি। ইস্, ফরাসী সাঁজোয়াতে সারা দেশটা ভরিয়া গেল শেষে!...সেদিন যে ভিলনাতে তিনি সম্রাটের কাছে বিদায় লইয়া গিয়াছেন সেখানে তাঁহাকে ফিরিতে হইল ফরাসীদের হাতে বন্দী হইয়া। বন্দী ছাড়া আর কি? ভিল্‌নার যে তোরণদ্বার দিয়া সগৌরবে রুশ-রাজদূত হইয়া তূর্য্যনিনাদের মধ্যে বালাশভ্ চারদিন আগে বাহির হইয়াছেন আজ চারদিন পরে সেই তোরণ দিয়া এই ভাবে প্রবেশ করিতে যেন তাঁহার মাথা মাটিতে মিশাইয়া যাইতে চায়।

পরদিন সকালে মর্গ্যো তুর্বে আসিয়া খবর দিলেন, সম্রাট আজ রুশ-দূতের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছেন।

এই সেদিনও যে প্রাসাদের দিকে দিকে প্রোব্রাজেন্স্কি দলের প্রহরীরা পাহারা দিত আজ সেখানে ফরাসী রক্ষীরা দাঁড়াইয়া আছে—কয়েকদল সৈন্য সম্রাট নাপোলেঁওকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রাসাদের নীচে দাঁড়াইয়া আছে।

যে প্রাসাদে বসিয়া সম্রাট আলেকজান্দার নাপোলেঁওকে পত্র লিখিয়াছিলেন আজ সেই প্রাসাদেই সম্রাট নাপোলেঁও বালাশভ্‌কে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। রাজসভার জাঁকজমক দেখিতে বালাশভ্ অভ্যস্ত কিন্তু ফরাসী সম্রাটের দরবারের ঐশ্বর্য্য এবং শোভা দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কাউন্ট তুর্বে তাঁহাকে বিরাট একটি জলসাঘরের ভিতরে আনিয়া উপস্থিত করিলেন, সেখানে কেবল সেনাপতি, সম্রাটের পার্শ্বচর, অনুচর এবং পোল-প্রতিনিধিদের ভিড়। যে সব পোল-প্রতিনিধি এতদিন রুশ-সম্রাটের স্তাবকতা করিয়া আসিয়াছে তাহাদের অনেকেই এখানে উপস্থিত রহিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে দুরক্ আসিয়া জানাইলেন যে অশ্বারোহণে বাহির হইবার আগেই সম্রাট রুশ-দূতের সঙ্গে দেখা করিবেন।

তাহারপর একসময়ে বালাশভের ডাক পড়িল। ছোট একটি ঘরে তাঁহাকে একটু অপেক্ষা করিতে হয়—সম্রাট আলেকজান্দারের নিকট বিদায় লইয়াছিলেন যে ঘরে, এটি তাহার পাশের ঘর।

নাপোলেঁও বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন—গাঢ় নীল রংএর পোশাক, কেবল কোটের নীচে শাদা লম্বা ওয়েস্টকোট, পায়ে খুব উঁচু বুট জুতা এবং পরনে হরিণের চামড়ার ব্রিচেস্। গায়ে তাঁর উগ্র অ-ডি-কলোনের সৌরভ, মুখে-চোখে যেন তারুণ্যের কিছু চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে, তবু তাঁহাকে দেখিলেই যেন সম্ভ্রম করিতে ইচ্ছা হয়। তাড়াতাড়ি পা ফেলিয়া মাথা উঁচু করিয়া চলিতেছেন নাপোলেঁও—চলিবার সময় কাঁধের কাছটা যেন একটু বেশি নড়িতেছে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে আভিজাত্য অর্থাৎ অক্লেশ জীবনযাত্রার ছবি সুস্পষ্ট।

বালাশভ্ সসম্ভ্রমে নমস্কার করিলেন এবং সম্রাটও তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিয়াই কাজের কথা তুলিলেন। —"সুপ্রভাত, জেনারেল মশাই। সম্রাট আলেকজান্দার আপনার মারফতে যে পত্র দিয়েছেন তা পেয়েছি,—আপনাকে দেখে সুখী হ'লাম।" বলিয়া তিনি একবার বালাশভের মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিলেন। অবশ্য এই রুশ লোকটির দিকে তাকাইতে তাঁহার একটুকু

ইচ্ছা নাই, যদিও বালাশভের দিকে তিনি তাকাইয়া আছেন তাঁহার মন কিন্তু আপন ভাবনার কেন্দ্রে ব্যস্ত আছে।—তিনি তাকাইয়া আছেন অথচ দেখিতেছেন না এমনটা প্রায়ই হয়।

তাঁহার বিশ্বাস যে কথাটা তিনি মনে মনে চিন্তা করিতেছেন পৃথিবীতে আপাতত তার বাহিরে বিশেষ কিছু নাই, যদি বা কিছু ঘটে তাহা একান্ত তুচ্ছ, —সমস্ত পৃথিবী তাঁহার ভরসায় আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছে।—তাঁহার মর্জি অনুযায়ী জগতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইবে।

তিনি বলিলেন—"আমি, আমি কখনও যুদ্ধ চাইনি—এখনও চাই না যে যুদ্ধ হয়। কিন্তু আমার ঘাড়ে জোর করে এই যুদ্ধ এসে পড়ল। তবে, এখনও আমি আপনাদের কথা শুনতে প্রস্তুত আছি—আপনাদের যে কোন অজুহাত আমি মেনে নেবো।" বলিয়া সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন কি কি কারণে তিনি রুশ-শাসনতন্ত্রের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

তাঁহার কথাবার্তার ধরণ দেখিয়া বালাশভের মনে হয়, হয়তো নাপোলেওঁ এখনও গোলমাল মিটাইয়া লইয়া শান্তি স্থাপন করিতে চাহেন।

"আমাদের সম্রাট..." বলিয়া বালাশভ্ একবার নাপোলেওঁর দিকে চাহিলেন, ওই স্থির, তীক্ষ্ণ চাহনি যেন বালাশভের সমস্ত কথা এলোমেলো করিয়া দিল। তাঁহার মনে হয় যে, নাপোলেওঁ বলিতে চাহেন—"তোমার যেন অস্বস্তি হচ্ছে—একটু সচ্ছন্দ ভাবে কথা কও না কেন।" নাপোলেওঁর ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসির আভাষ দেখা যায়।...অনেক করিয়া বালাশভ্ একটু সহজ হইয়া কথা বলিবার চেষ্টা করেন। অনেক করিয়া বালাশভ্ বুঝাইতে চাহেন যে, সম্রাট আলেকজান্দার মোটেই যুদ্ধ করিতে চাহেন নাই—আজও তিনি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহেন। এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে মিতালীর কথা মোটেই সত্য নয়। রুশদূত যে অকারণে পাশপোর্ট দাবী করিয়াছিল সে কথা সম্রাট মোটেই জানিতেন না, আদেশ দেওয়া ত দূরের কথা।

ইংলণ্ডের সঙ্গে মৈত্রীর প্রসঙ্গটা উঠিতেই নাপোলেওঁ বাধা দিয়া বলিলেন, "এখনও হয়নি?" তার বেশি কোন কথা বলিলেন না, নিজেকে সংযত করিয়া লইলেন। ঘাড় নাড়িয়া ইসারা করিলেন—"বলো।" তাহারপর যখন বালাশভের সব কথা বলা শেষ হইল বালাশভ্ বলিলেন—"এখনও রুশ-সম্রাট সন্ধি করতে রাজি আছেন কয়েকটি সর্তে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বালাশভ্ হঠাৎ চুপ করিয়া গেলেন,—সেদিন রাত্রিতে রুশ-সেনাবিভাগে সম্রাটের ইস্তাহার পাঠানো

বুঝিয়াছিল তাহার প্রত্যেকটি কথাই বালাশভের মুখস্থ আছে কিন্তু তবু যেন সংকোচে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া যাইতে চায়। অথচ জারের আদেশ একথাগুলি নাপোলেওঁকে শুনাইতে হইবে। অগত্যা একটু কুণ্ঠিত ভাবেই বালাশভ্ বল্লেন—"কথাটা হচ্ছে যদি,মহামান্ত ফরাসী সম্রাট রুশ এলাকা থেকে, মানে নীমন্ নদীর ওপারে, আপনার সৈন্ত সরিয়ে নিয়ে যান তবেই—"

নাপোলেওঁ রুশ-দূতকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিলেন, তাঁহার বাঁদিকের হাঁটু কাঁপিয়া উঠিল, তিনি যেন একটু তাড়াতাড়ি জোরে জোরে বলিতে আরম্ভ করিলেন। হঠাৎ বালাশভ্ লক্ষ্য করিলেন যে, সম্রাট নাপোলেওঁ যতই দ্রুত কথা বলিতেছেন তাঁহার হাঁটুও তত বেশি কাঁপিতেছে।

তিনি বলিলেন—"সম্রাট আলেকজান্দার যেমন মনে-প্রাণে শান্তিপ্রিয় আমিও তেমনি।—কেন, আমি কি এই আঠারো মাস ধরে চেষ্টা করিনি বন্ধুত্ব বজায় রাখবার? শান্তি রক্ষা করবার জন্ত আমি প্রাণপণে চেষ্টা করেছি। আজ দেড় বছর আমি অবিচার সহ্য করেছি—কি কারণে এই অবিচার হ'ল তাও জানতে চেয়েছি কিন্তু আপনারা সে কৈফিয়ৎ দেননি। এখন আপনারা কি করতে বলেন? সন্ধির প্রস্তাব আলোচনা হবার আগে, কি করতে হবে বললেন?" বলিয়া তিনি বালাশভের দিকে তাকাইলেন।

—"আপনাকে নীমন্ নদীর ওপারে চলে যেতে হবে।"

—"নীমনের ওপারে। ব্যাস, এই হ'লেই হবে?"

বালাশভ্ মাথা নীচু করিয়া সসম্ভ্রমে সে কথা সমর্থন করেন। এই কিছুদিন আগেও ফরাসীদের বলা হইয়াছিল পমেরানীয়ার সীমানা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে কিন্তু আজ কেবল রুশ-সীমান্ত পার হইতে বলা হইতেছে—এটুকু বলিবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে তাহাদের।

নাপোলেওঁ পায়চারী করিতে করিতে বলেন—"আপনারা বলছেন সন্ধির কথা শুরু হবার আগে আমায় নীমন পার হয়ে যেতে কিন্তু আপনার কি মনে নেই যে, আজ থেকে মাস দুই আগেও আমায় এমনি করেই বলা হয়েছিল, ওডার আর ভিস্টুলা পার হয়ে যাবার জন্ত।—এরপরও আজ আপনারা শান্তিপ্রিয়তার প্রতীক, এর পরও আমায় সন্ধি করতে বলেন?"

একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া নাপোলেওঁ সারা ঘরটা একপাক ঘুরিয়া আসিয়া থামিলেন বালাশভের সামনে—তাঁর চোখে মুখে সেই আগের মতই কঠিন

গাম্ভীর্য্য এবং বাঁপায়ের হাঁটু এখনও কাঁপিতেছে। অনেক দিন পরে নাপোলেঅঁ নিজেই বলিয়াছেন—"বাঁপায়ের হাঁটু নাচলেই আমার অমঙ্গল হয়।"

—আপনারা যে ভিস্টুলা আর অডার ছেড়ে যাবার কথা জানিয়েছিলেন সেটা সোজাসুজি আমায় বলেন নি, বলেছিলেন বেডেনের প্রিন্সের কাছে—আজ শুনে রাখুন, মস্কাউ কিম্বা সেই পিটার্সবার্গের বিনিময়ে আমি আপনাদের সে সর্ত্ত মেনে নিতাম না। এখন আপনারা দায়ী করছেন আমাকে এই যুদ্ধের জন্য কিন্তু আমাদের মধ্যে কে আগে সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে? সম্রাট আলেকজান্দার। আর আজকে যখন আমি লক্ষ লক্ষ খেসারত দিয়ে বসে আছি তখন আপনি এলেন সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে, ইংলণ্ডের সঙ্গে মিতালী করে তারপর কিনা আমায় বলছেন সন্ধি করতে। আপনাদের ভেতরের অবস্থা আজ খারাপ হয়েছে তাই এসেছেন দৌড়ে আমার কাছে। আচ্ছা, বলতে পারেন ইংলণ্ডের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে আপনাদের কি সুবিধে হয়েছে?" এমনি ভাবে নাপোলেঅঁ একে একে তাঁর নিজের শক্তিমত্তা সপ্রমাণ করেন এবং জারের ভুল-ত্রুটি লইয়া তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন।

প্রথমে নাপোলেঅঁ বালাশভের কাছে বলিয়াছিলেন যে তিনি শান্তিরক্ষার চেষ্টা করিবেন কিন্তু তাঁহার কথার ধারায় প্রকাশ হইয়া পড়িল যে সেকথাটা নিতান্তই অমূলক। তিনি বলিলেন—"শুনলাম আপনারা তুর্কীদের সঙ্গে মৈত্রী করেছেন।" ঘাড় কাৎ করিয়া বালাশভ্ বলেন—"হাঁ, সন্ধি হয়েছে..."

নাপোলেঅঁ বালাশভ্‌কে বেশি বলিবার সুযোগ দেন না, যেন একমাত্র তিনি ছাড়া পৃথিবীতে আর কাহারও কথা বলিবার অধিকার নাই—"হাঁ, আমি তা জানি; হাঁ জানি বইকি—আপনারা তুর্কীদের সঙ্গে সন্ধি করেছেন মোল্‌ডাভিয়া আর ওয়ালাশিয়া না পেয়ে। অবিশ্যি সম্রাটকে আমিও দুটো প্রদেশ উপহার দিতে পারতাম, যেমন দিয়েছি ফিন্‌ল্যাণ্ড। হাঁ, হাঁ, দিতাম বই কি, কারণ অনেক আগেই সেই কথা দিয়ে ফেলেছিলাম কি না। রাশিয়ার সীমানা বাড়িয়ে ফেলতে পারতেন উনি—একদিকে বোথনিয়ার আর একদিকে দানিউব হ'তে রুশ রাজ্যের এলাকা। এতটা বোধহয় রাণী কাথারিনও পারেন নি।" বলিতে বলিতে নাপোলেঅঁ খুব উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, তিল্‌সিতের সন্ধি-সভায় যে কথা তিনি বলিয়াছিলন আজ সেগুলির পুনরাবৃত্তি করিলেন—"আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় থাকলে সম্রাট আলেকজান্দার কি বিরাট রাজ্য শাসন করতে পারতেন।" বলিয়া তিনি তাঁর সোনার নস্তিকৌটা থেকে এক টিপ নস্য

রইলেন। তিনি একবার বালাশভের দিকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে চাহিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে দেখিলেন বালাশভ্ কথা বলিতে চেষ্টা করিতেছে তখনই আবার বক্তৃতা দিতে শুরু করেন—"আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার চেয়ে তাঁর কাছে বড় কিছু থাকতে পারে কি? পারে না। কিন্তু তিনি তা না করে কতকগুলো অপদার্থের পরামর্শমত চলছেন। যারা আমার শত্রু, ওই স্তেঁই, বেন্নিগসেন, ভিণ্টংসিন্‌গেরোডে তারা হ'ল ওঁর পার্শ্বচর। স্তেঁই হচ্ছে একটা চক্রান্তকারী, নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে পালিয়েছে। আর ভিণ্টংসিন্‌গেরোডে হচ্ছে সুবিধাবাদী, শয়তান, না হলে আপনার নিজের দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে কেউ? আর বেন্নিগসেন ত গত যুদ্ধে দেখিয়ে দিয়েছে কত বড় বাহাদুর ও—অতবড় অকর্মণ্য পৃথিবীতে এর আগে কেউ দেখেনি।" এমনি ভাবে যেন তিনি বলিতে চাহেন যে তাঁহার বাহুবলই জয়ী হইবে। তাঁহার বিশ্বাস বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। তাই তিনি সচ্ছন্দে রাজদূতের সামনে রুশ-রাজ-পরিষদের নিন্দা করেন, মনে মনে রুশ-শাসনতন্ত্রের ত্রুটী-বিচ্যুতিগুলি খুঁজিয়া বাহির করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার মনে হয় যে ইহাদের পরাজিত করা তাঁহার পক্ষে খুব সহজ কাজ। কাজটা সহজ একথা মনে হইতেই সেই সুবাদে রুশ-শাসন-তন্ত্রের নিন্দা করিতেও নাপোলেঁও আনন্দ পান।

অবশেষে তিনি বলিলেন—"এই দেখুন না আপনাদের দৌড়টা—আজ সাতদিন হ'ল অভিযান আরম্ভ হয়েছে, এরই মধ্যে আপনাদের সৈন্যরা ভিল্‌না ছেড়ে দিয়ে পালিয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায় যে আপনাদের সেনাবিভাগে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।"

বালাশভ্ জবাব দেয়—"যদি কিছু মনে না করেন ত বলি, আমাদের লোকেরা বরং যুদ্ধ করবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছে। তারা মোটেই যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক নয়।"

—"হ্যা, হ্যা আমি সব জানি, কিছুই জান্‌তে বাকী নেই আমার, বুঝলেন? আপনাদের যে কতটা ক্ষমতা তা জানতে বাকী নেই—মোট দু লক্ষ লোকও আপনাদের আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু আমার আছে তার তিন গুণ,—এই ভিস্টুলার এ পারেই আমার হাতে ৫৩০,০০০ সৈন্য রয়েছে। আর আপনাদের বন্ধু তুর্কীরা কিছু করবে না, ওরা যে কতদূর অপদার্থ তা এই আপনাদের সঙ্গে সন্ধি করাতেই বুঝতে পারা গেছে। আর সুইডেন—তার ওপর কোনো ভরসা করবেন না মশাই, ওরা পাগলার জাত—নইলে অনর্থক রাশিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া

সন্ধি করে, কি করে ? কি মানে হয় এই ভাবে সন্ধি করার, শুনি ?" বলিয়া নাপোলেঅঁ ভালো করিয়া নাক ঝাড়িয়া আর একদফা নস্যি নিলেন।

এসব কথার জবাব বালাশভের ঠোঁটের ডগায় তৈরী কিন্তু নাপোলেঅঁর বাক্যস্রোতের ধাক্কায় তিনি যেন ঘাবড়াইয়া গিয়াছেন। অবশ্য রাশিয়ার দূত হইয়া এসব কথার জবাব না দেওয়া উচিত নয় কিন্তু কোনো মানুষের পক্ষে এক্ষেত্রে কথা বলার চেষ্টা করাও কল্পনাতীত।

বালাশভ্ ভালো করিয়াই জানেন যে নাপোলেঅঁ যেসব কথা বলিতেছেন তাহার কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নয়, হয়ত এরপর ফরাসী সম্রাট নিজেই হাসিবেন আপনার অতিশয়োক্তির কথা ভাবিয়া এবং মনে মনে লজ্জিতও হইবেন বইকি। পাছে ওই দুটি জ্বলন্ত অঙ্গারের মত চোখের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয় এই ভয়ে বালাশভ্ মাথা নীচু করিয়া রহিলেন, মুখ তুলিতে তাঁর ভরসা হয় না।

অবশেষে নাপোলেঅঁ বলিলেন—"আপনাদের মিত্রশক্তিকে আমি থোড়াই পরোয়া করি। আমারও বন্ধু র'য়েছে—আশী হাজার পোল সৈন্য সিংহবিক্রমে লড়াই করবে, দেখতে দেখতে তারাও দুলাখ ছাড়িয়ে যাবে, তার বড় দেরি নেই।"

এমনি ভাবে মিথ্যা কল্পনার চাবুক মারিয়া নাপোলেঅঁ নিজেকে উৎসাহিত করিয়া তুলিতে চাহেন। এতক্ষণে তাঁহার মনে হয়, এ লোকটা ত চুপ করিয়া রহিয়াছে—কেন, চুপ করিয়া থাকিবে কেন ? অমনি সন্দিগ্ধ ভাবে বালাশভের চোখের দিকে তাকাইয়া সামনে আগাইয়া আসিলেন, বলিলেন—"এই বলে দিচ্ছি, আপনারা যদি প্রাশিয়াকে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের দলে টানবার চেষ্টা করেন তাহলে ইউরোপের মানচিত্র হ'তে ও নামটা কেটে দেবো, দেবো, উড়িয়ে দেবো। আপনাদের ঠেলে নিয়ে যাবো, কোণঠাসা করব, নাইপারের ওপারে হটিয়ে দেবো। আপনাদের সঙ্গে আর ইউরোপের কোনো সম্পর্ক থাকবে না, প্রাচীর তুলে দেবো। এই হ'ল আমাকে খুঁচিয়ে শত্রু করার ফল—এটা আপনারা স্মরণ রাখবেন, এই হ'ল আপনাদের প্রাপ্য, বুঝলেন ত ?"

আবার তিনি পায়চারী শুরু করেন এবং পকেট থেকে নস্যির কৌটো বাহির করেন। কয়েক বার নস্যিটা নাকের কাছে উঠাইয়া নামাইয়া লইলেন এবং কশ-দুক্সের কাছে আসিয়া বলেন—"এখন ভেবে দেখুন আপনার মনিব কি বিরাট রাজত্ব শাসনের অধিকারী হতে পারতেন।"

বালাশভ্ বলিলেন—"অবশ্যি রাশিয়া ঠিক এতটা শক্তিহীন মনে করে না নিজেকে! আমাদের বিশ্বাস আমাদের জয় সুনিশ্চিত।"

নাপোলেঁও উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া বলেন—"তা বইকি, আপনি আপনার উপযুক্ত কথাই বলেছেন; একথা বলা উচিত আপনার কিন্তু আপনি নিজেও এর একবর্ণ বিশ্বাস করেন না। আমিই ত বুঝিয়ে দিলাম সত্যি কি হবে।"

এবারে নাপোলেঁও বালাশভকে কথা বলিবার সুযোগ দিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পরক্ষণে ঘরের মেঝেতে পা ঠুকিয়া আওয়াজ করিলেন এবং দরজা ঠেলিয়া একজন পার্শ্বচর আসিয়া হাজির হইল। তাহার হাত হইতে দস্তানা লইলেন। এবং আর একজন আসিল রুমাল হাতে লইয়া।

নাপোলেঁও বলিলেন—"আপনার সম্রাটকে বল্‌বেন, আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি এবং সে শ্রদ্ধা এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। জেনারেল, আপনাকে আর অযথা আটকে রাখব না—আমার যা বক্তব্য তা আপনার মারফতে পাঠিয়ে দেবো।"

এই ঘটনার পর,—এই ভাবে নিজের গাত্রদাহ প্রকাশ করিবার পর এবং মোটামুটি বিদায়পর্ব্ব শেষ করিবার পর যে আবার বালাশভকে নাপোলেঁও দেখা করিতে বলিবেন এটা বালাশভ্ কল্পনা করেন নাই কিন্তু যথাসময়ে তুরক্ আসিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, বলিলেন—'আজ দুপুরে সম্রট আপনার সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন করবেন,—আপনার নিমন্ত্রণ।"

দুপুর বেলায় কিন্তু নাপোলেঁও বালাশভের সঙ্গে সুপরিচিত বন্ধুর মত ঘনিষ্ঠ ব্যবহার করিলেন। যাহাতে বালাশভের কোনো অসুবিধা না হয় সেদিকেও রীতিমত লক্ষ্য তাঁহার।

নাপোলেঁওঁর বিশ্বাস তিনি যাহা করেন তাহা কিছুতেই অন্যায় হইতে পারে না। সকালবেলায় একজন বিদেশী দূতের সামনে মেজাজ দেখানো, তাহাদের শাসনতন্ত্রকে গালাগালি করা বা অস্থিরচিত্ততা প্রকাশ করার মধ্যে যে কোনো অশোভন বা অসঙ্গত কিছু থাকিতে পারে এ কথা নাপোলেঁও মানিতে রাজি নহেন। আবার সেই দূতকে দুপুরবেলায় কাছে বসাইয়া হাসিয়া গল্প করাও তাঁহার কাছে অত্যন্ত সহজ ব্যাপার।

কথা প্রসঙ্গে মস্কাউএর আলোচনা আরম্ভ হইল,—নাপোলেওঁ জিজ্ঞাসা করিলেন বালাশভ্‌কে—"আচ্ছা, মস্কাউতে কত লোকের বাস? তা আন্দাজ কত বাড়ি আছে, উপাসনামন্দিরই বা কতগুলি আছে? হ্যাঁ ভালো কথা, মস্কাউকে পবিত্র তীর্থ বলে কেন লোকে?"

বালাশভ বলেন—"সেখানে শ' দুয়ের ওপর গির্জা রয়েছে কিনা।"

—"অত কেন?"

—"রাশিয়ার লোকেরা একটু বেশী ধর্ম্মপরায়ণ—"

—"আবার সেই সঙ্গে একটা কথা বোঝা যায়, অতগুলো গির্জ্জা থাকার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, সেখানকার লোকেরা সভ্যতার নিরিখে অনেকটা পিছিয়ে আছে। এটা জাতির পক্ষে খুব গৌরবের কথা নয়।"

বালাশভ্‌ বিনীত ভাবে একথার প্রতিবাদ করে—"প্রত্যেক জাতিরই কতকগুলো নিজস্ব নিয়মনিষ্ঠা আছে।"

—"তা হতে পারে, কিন্তু ইউরোপের আর কোথাও আজকালকার দিনে এরকমটা দেখা যায় না।"

—"মাপ করবেন সম্রাট, রাশিয়া ছাড়া স্পেনেও এরকম অসংখ্য গির্জ্জা দেখতে পাওয়া যায়।" একথার আড়ালে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ছিল—সম্প্রতি স্পেনের কাছে রাশিয়া পরাজিত হইয়াছে। কিন্তু এ আসরে এ কথার অর্থ কেহ বুঝিতে পারে না।

নাপোলেওঁ নিজেও একথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন না, তিনি সরল ভাবেই প্রশ্ন করেন, ভিল্‌না হইতে কোন্‌ পথে মস্কাই যাওয়া সুবিধা। বালাশভ্‌কে সম্রাট নাপোলেওঁ নিজের দলেরই একজন লোক বলিয়া মনে করেন, তাঁহার বিশ্বাস এ পৃথিবীতে সবাই তাঁহাকে সমর্থন করিতে বাধ্য। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে এই রাজদূত তাঁহার শত্রুপক্ষের লোক।

—"আমার যেন মনে হয় এ ঘরখানা সম্রাট আলেকজান্দার ব্যবহার করতেন, কিন্তু এটা কেমন যেন আশ্চর্য্য বলে মনে হয়, না জেনারেল!"

বালাশভ্‌ কোনো উত্তর দেন না, শুধু সংক্ষেপে ঘাড় নাড়িয়াই থামিয়া গেলেন তিনি।

তাহার পরও নাপোলেওঁ আপনমনে বলেন—"হ্যাঁ, এই ঘরেই, আজ থেকে চারদিন আগে রুশ-মন্ত্রণাসভার বৈঠক বসেছে—সে সভায় ভিণ্ট্‌সিন্‌গেরোডে থেকে আরম্ভ করে আমার সব ক'টি শত্রুই হাজির ছিল। আচ্ছা, বল্‌তে

পারেন জেনারেল মশাই, কেন অনর্থক আপনাদের সম্রাট আমার এই শত্রুদের সঙ্গে এত মাখামাখি করেছেন! তাঁর কি একবারও একথা মনে হয় না যে, আমিও ইচ্ছে করলে এরকম করতে পারি। হাঁ, আমিও করব তাঁকে বলে দেবেন—আমিও জার্মাণী থেকে তাঁর যত পেয়ারের লোক আছে•সবাইকে তাড়িয়ে দেবো। তাঁকে খবর দেবেন, সেসব আশ্রয়হীনদের থাকবার ব্যবস্থা যেন রাশিয়ায় করা হয়।”

বালাশভ্ এই বিপজ্জনক অবস্থা থেকে মুক্তি পাইবার জন্য মনে মনে রীতিমত অধীর হইয়া ওঠেন, এক্ষেত্রে মুখ বুজিয়া সব কথা হজম করা ছাড়া কিছুই করিবার নাই অথচ এরূপ যন্ত্রণা বেশিক্ষণ সহ্য করা যায় না। কিন্তু এসব দিকে নাপোলেওঁর নজর নাই, তিনি আপনার মনে বকিয়া চলিয়াছেন—“সম্রাট নিজে হাতে কেন সৈন্য পরিচালনার কাজ নিতে গেলেন—কি জন্যে? যুদ্ধ করা আমার কাজ—তাঁর কাজ শাসন করা। এ রকম দায়িত্ব মাথায় নেওয়া তাঁর সাজে?” বলিয়া তিনি নস্যির কৌটা খুলিলেন, তাহার পর একটু হাসিয়া বলেন—“কি মশাই, আপনি যে কিছুই বলছেন না, সম্রাটের ভক্ত পারিষদ চুপ করে রইলেন কেন?”

তাহার পর আদেশ করিলেন—“রাজদূতকে আমার ঘোড়া দিয়ে দাও, ওঁকে অনেক দূর যেতে হবে।”

নাপোলেওঁর নিকট হইতে পত্র লইয়া বালাশভ্ রওনা দিলেন। এর পর আর পত্রবিনিময় হয় নাই রুশ-সম্রাটের সঙ্গে নাপোলেওঁর। এ পত্রে ছিল শুধু অভিনন্দনের বর্ণনা, নাপোলেওঁকে এ অঞ্চলের লোকেরা কি রকম মাথায় করিয়াছে তাহারই বিস্তৃত বিবরণ।

তাহারপর যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

১২

পিটারের সঙ্গে দেখা হইবার পরই এগু মস্কাউ ছাড়িয়া পিটার্সবার্গে যাত্রা করিল, বলিল যে সেখানে নাকি তাহার বিশেষ কাজ আছে। আসলে সে পিটার্সবার্গে চলিয়া আসিল আনাতোল্‌কে খুঁজিতে,—যেমন করিয়াই হউক সে আনাতোলকে খুঁজিয়া বাহির করিবে এবং তাহার সহিত ‘ডুয়েল’ লড়িবে। এদিকে জ্ঞাতিপত্নীর কাছ হইতে এ খবর পাইয়া আনাতোল্ অবিলম্বে পিটার্সবার্গ ছাড়িয়া একেবারে সোজা মোল্‌ডাভিয়ায় সরিয়া পড়িল যুদ্ধের চাকরি লইয়া।

পিটার্সবার্গে আসিয়া এগুর সঙ্গে দেখা হইল তাহার প্রাক্তন উপরওয়ালা কুতুজভের। তিনি তাহাকে আবার যুদ্ধের কাজে লাগিয়া যাইবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কুতুজভ্ সম্প্রতি মোল্ডাভিয়ার সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন এবং শীঘ্রই তিনি সেখানে যাইবেন ঠিক হইয়া গিয়াছে। কাজেই এগু তাঁহার অধীনে চাকরি লইল, তাহার বিশ্বাস আনাতোলকে এবারে ধরিতে পারিবে সে। তাহারপর একটা কোনো ছুতায় আনাতোলের সঙ্গে গোলমাল বাধাইয়া লড়াই করিবে—একটা কোনো কিছু করিয়া উপলক্ষ্য আবিষ্কার করিতেই হইবে, নাহ'লে নাতাশা কিছু মনে করিতে পারে।

কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও এগু আনাতোলের পাত্তা পাইল না—যে মুহূর্তে আনাতোল খবর পাইয়াছে যে এগু মোল্ডাভিয়ায় আসিতেছে সেইক্ষণে সে রাশিয়ায় চলিয়া আসিল।

নাতাশার বিশ্বাসভঙ্গের পর হইতে এগুর মনে যেন কোনো কাজেই সাড়া জাগিত না, কোথাও থাকিতে তাহার ভালো লাগিত না,—কিন্তু এখানে এই নূতন দেশে আসিয়া নানা বৈচিত্র্যে সে যেন সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইল। যে সব যায়গায় থাকিতে ভালোবাসিত, যাহার সুখস্মৃতিতে সে ডুবিয়া থাকিত সেই সব প্রিয় পরিচিত অঞ্চল এখন তাহার কাছে অসহ্য বলিয়া মনে হয়। সেই সব অতি পরিচিত মনোমুগ্ধকর শ্যামশোভার চেয়ে আজ এই সমরসজ্জাবিকৃত নীরস কর্মক্ষেত্র অনেক বেশি রমণীয়। আজকাল দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতম কাজেও এগু মনোনিবেশ করে অম্লান মুখে। সে আজ ভাবে, বুঝি অতীতের সেই স্বপ্নকল্পনালালিত রঙীন মায়াকাশ কোন্ দূর পারাবারে সরিয়া গিয়াছে, তাহার পরিবর্তে নামিয়া আসিয়াছে ঘন অন্ধকার, অন্ধকারে ঢাকা কালো মেঘ—এই কালো মেঘেঢাকা ভাগ্যের অন্ধকার রহস্যের গহ্বরেই তাহার জীবনের পরিসমাপ্তি সুনিশ্চিত।

এগুর হাতে কাজের চাপ মোটেই থাকে না, সামান্য মোটামুটি কাজ, খুবই অল্প খাটুনি। এদিকে আনাতোল তুর্ক দেশ থেকে চলিয়া যাওয়াতে এগু মনে মনে খুব চটিয়া গিয়াছে। এখন আর ওই ইতরটার পিছনে ছুটাছুটি করিতেও ইচ্ছা নাই এগুর অথচ এভাবে একটা চরিত্রহীনকে শাস্তি না দিয়া আস্কারা দেওয়াটাও ঠিক হইতেছে না—এসব ভাবিয়াও সে নিজের উপর বিরক্ত হয়। সমস্ত অসন্তোষ মনে মনে পুষিয়া সে রাগের মাথায় সব কাজ করে।

আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয় যে সে খুব উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারেই সব কিছু করিতেছে—তাহার উপরওয়ালা কুতুজভ ও অবাক হইয়া যান এণ্ড্রুর কাজের আতিশয্যে। কিন্তু কেহই তাহার মনের কথাটা জানিতে পারে না. তা জানিবার প্রয়োজনই বা কি।

এখানে কিছুদিন থাকিবার পর যখন এণ্ড্রু পূর্ব্ব সীমান্তে বদলি হইয়া যাইতে চাহিল তখন কুতুজভ্ বিশেষ আপত্তি করিলেন না—ইদানীং এণ্ড্রুর কাজের অত্যধিক উৎসাহের উগ্রতায় তিনি যেন মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই প্রথম সুযোগেই তিনি এণ্ড্রুকে একটা কাজের ভার দিয়া বার্কলের কাছে পাঠাইয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

এই সীমান্তের বাহিনীতে যোগ দিবার পথে সে লিশিগোরিতে আসিয়া উঠিল।

দীর্ঘ তিন বৎসরের মধ্যে নানা ঘটনার আঘাতসংঘাতে পদে পদে পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে আজ লিশিগোরিতে পা দিয়া অবাক হইয়া গেল—কই এখানে ত কিছু বদলায় নাই, এতটুকু এদিক-ওদিক হয় নাই কোনো কিছুই। দেউড়ি পার হইয়া বাড়ির আঙিনায় ঢুকিয়াই তাহার মনে হইল সমস্ত বাড়িটা যেন ঘুমের রাজ্য, বাড়ির অন্দরমহলেও কোনো কোলাহল নাই, শুদ্ধ নিবিড় নীরবতা, শান্ত সুপ্ত নদীতটের মত। সারা বাড়িটা ঝকঝকে পরিষ্কার, কোথাও মালিন্য নাই, আগেকার কালের আসবাবপত্রগুলি যেখানে যেমন ছিল ঠিক তেমনিই আছে, এ বাড়ির সুপরিচিত সৌরভটিও আগের মতই আছে, সেই সব চেনা মুখ, তফাতের মধ্যে হয়ত বা কাহারও বয়স একটু বেশি দেখাইতেছে। মেরিয়া আগের মতই সাদাসিধা রহিয়াছে, তাহার চোখে মুখে ম্লান নম্রতা, এমনি করিয়াই এ মেয়েটার যৌবনের ভরাপাত্র তিলে তিলে অনাস্বাদিত ভাবে শূন্য হইয়া যাইতেছে, এর জীবনে কোথাও এতটুকু আনন্দের স্মৃতি সঞ্চয় নাই, সর্ব্বদা কি একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় এই মেয়েটির মন কণ্টকিত, পাছে কোনো ত্রুটী ঘটে, পাছে কোনো অপরাধ সে করিয়া ফেলে এই ভয়ে মেরিয়া জড়সড় হইয়া থাকে। আর তাহার পাশে বুরিএঁন—জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তকে সার্থক করিয়া লইবার জন্ত উন্মত্ত আগ্রহে ছটফট করিয়া বেড়াইতেছে, ভবিষ্যতের মধুর স্বপ্নের জাল বোনে আপন মনে। বৃদ্ধ প্রিন্সের একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাঁহার একটি দাঁত পড়িয়াছে, কিন্তু একটা দাঁত না থাকাতেই যেন মুখের ভিতরটা অনেকখানি ফাঁকা দেখাইতেছে। এ ছাড়া তাঁহার আর কিছু বদলায়

নাই, তাঁহার রুক্ষ মেজাজ এবং খামখেয়ালি ভাবটা অবশ্য বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়াই বাড়িয়াছে। একমাত্র এ বাড়ির মধ্যে পরিবর্তন হইয়াছে এণ্ড্রুর ছেলে নিকোলাসের। তাহার টুকটুকে গাল যেন আগের চেয়ে অনেক বেশি রাঙা হইয়াছে, মাথায়ও সে বেশ বড় হইয়াছে, কোঁকড়া সোনালি চুলে মাথাটা সুন্দর দেখাইতেছে। নিকোলাস হাসিলে ওপর দিকের ঠোঁটটা তাহার মায়ের মতই একটু ফাঁক হইয়া যায়—এই শিশুই এই ঝিমন্তপুরীর পঙ্গু জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে তাহার হাস্যে লাস্যে, তরুণ জীবনের নৃত্যচ্ছন্দে, আপন বিকাশের স্বভাবমহিমায়।

বাহিরের চেহারাটা এবাড়ির আগের মতই আছে বটে কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে বাসিন্দাদের মধ্যে দলাদলি চলিতেছে তাহাও বুঝিতে পারা যায়। তবে এণ্ড্রু আসিয়াছে বলিয়া তাহার খাতিরে সবাই পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষটা গোপন করিয়া রাখিয়াছে। এই দুই দলের একদিকে বৃদ্ধ প্রিন্স, বুরিএন আর বাড়ির কারিগর আইভানোভিচ, তাহাদের প্রতিপক্ষ বাকী সবাই যেমন, মেরিয়া, বাচ্চা নিকোলাস, তাহার মাষ্টারমশাই, বুড়ি ধাত্রী এবং আর সকাই।

এণ্ড্রু বাড়িতে আসিয়াছে বলিয়া সবাই এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে; কিন্তু তাহাকে অভ্যাগত বলিয়া বিশেষ ব্যবস্থায় চলাফেরা করিতে বাড়ির সকলে যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছে! যে মুহূর্তে এণ্ড্রু বুঝিতে পারিল যে তাহাকে ইহারা বাহিরের আগন্তুক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে সেইক্ষণে এ বাড়ির সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছেও খুব বিশ্রী হইয়া উঠিল। একি, নিজের বাড়িতে আসিয়াও যদি পর হইয়া থাকিতে হয় তবে বাড়িতে আসা কিসের জন্য। কিন্তু সে এসব লইয়া এতটুকু অভিযোগ করিল না, একেবারে মুখ বুজিয়া চলাই সব চেয়ে ভালো বলিয়া মনে হইল তাহার। খাওয়া-দাওয়া সারা হইলেই সে আপনার ঘরে চলিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় এণ্ড্রু তাহার বাবার ঘরে গিয়া গল্পগুজব করিতেছিল,—কথায় কথায় সে যুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলিতে চেষ্টা করিল কিন্তু বৃদ্ধ প্রিন্স তাহার কথা কানেই তুলিলেন না, এসব চাপা দিয়া তিনি হঠাৎ মেরিয়ার নিন্দা করিতে লাগিলেন। মেরিয়া কেবল ধর্ম্মের ধূয়া লইয়া পাগল, সংসারের কোনো কাজে মন নাই তার, আর সবচেয়ে তাহার বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ—সে বুরিএনকে দেখিতে পারে না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বুরিএনের মত ভালো মেয়ে আর হয়

না, সত্যি কথা বলিতে কি, এ বাড়িতে ওই বুরিএনই কেবলমাত্র বৃদ্ধ প্রিন্সের মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা করিয়া চলে।

কিন্তু এসব কথার কোনোও উত্তর দেয় না এণ্ড্রু। আর প্রিন্স নিজেও মনে মনে ভালো করিয়াই জানেন যে এভাবে মেরিয়ার নিন্দা করা উচিত নয়, কারণ আসলে ত মেরিয়া কোনো অপরাধ করে নাই। তবু যেন তিনি মেরিয়াকে কষ্ট না দিয়াই থাকিতে পারেন না···তাই এণ্ড্রু যখন এ সম্পর্কে কোনো বাদপ্রতিবাদ করিল না, তখন তাঁহার সন্দেহ হইল, "তবে কি মেরিয়া ভাইকে এর মধ্যেই সব কথা লাগিয়েছে। তবে কি এণ্ড্রু মনে করে যে, ওই ফরাসী ছুঁড়িটাকে খুশি করবার জন্যেই অনর্থক মেরিয়াকে গালমন্দ করি? কি জানি এণ্ড্রু হয়ত আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছে না, ওকে সব কথা বুঝিয়ে বলা দরকার—"

এণ্ড্রু অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া পিতার কথার জবাব দেয়—এ ধরণের কথা যে এণ্ড্রু বলিতে পারে তাহা তাহার বাবা কল্পনা করিতে পারেন না। জীবনে আজ এই প্রথম সে তাহার বাবাকে তিরস্কার করিল, বলিল—"আপনি নিজে মুখে না তুললে আজও এসব নিয়ে কোনো কথা কইতাম না বাবা। কিন্তু আপনি যখন জানতে চেয়েছেন তখন সব কথা খোলাখুলিই বলব। যদি আপনাদের মধ্যে কোনো মনোমালিন্য হয়েই থাকে তবে মেরিয়াকে সেজন্য অপরাধী মনে করব না আমি—সে খুব ঠাণ্ডা, আর আপনাকে সে ভক্তি করে খুব। এ মনোমালিন্যের জন্যে ষোলোআনা দোষী সেই মেয়েটি—মিছিমিছি মেরিয়ার সহচরী বলে রাখা হয়েছে ওই ফরাসী মেয়েটিকে, আমি ত দেখছি সে থাকাতেই এ বাড়িতে যত গোলমাল, বাবা।"

বৃদ্ধ অপলক নেত্রে এণ্ড্রুর দিকে তাকাইয়া ছিলেন, তাঁহার ঠোঁটে কৃত্রিম হাসির তিক্ত ব্যঞ্জনা।

এণ্ড্রুর কথা শেষ হইতেই তিনি কঠিন হাসি হাসিয়া বলিলেন—"কি বললে হে, এঁ্যা? তবে তোমাদের আগেই কথাবার্তা হয়ে গেছে, নয়?"

—"বাবা, আপনার আচার-আচরণের সমালোচনা করার এতটুকু ইচ্ছে নেই আমার,—আপনি নিজেই এ প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। তবে শুনুন আবার বলছি, আমি বরাবর বলে এসেছি যে মেরিয়ার কোনো দোষ নেই। এ হচ্ছে তাদেরই চক্রান্ত···এক কথায় ওই ফরাসী মেয়েটিই এ সবের জন্য দায়ী, একথা বলেছি, বলছি এবং বলবও—"

—"এঁ্যা, তুমি আমাকে যা খুশি তাই বল্‌বে—শেষে আমার—" বলে বৃদ্ধ অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকাইয়া আস্তে আস্তে মাথাটা নাড়িয়া অবশেষে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া গর্জিয়া উঠিলেন—"দূর হয়ে যাও,—চলে যাও! তোমার ও মুখ যেন আমি আর না দেখি! যাও—"

সেই মুহূর্ত্তে এণ্ড্রু স্থির করিয়া ফেলিল,—আর নয়, এখনই এ বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে সে। কিন্তু তাহার বোন অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া তাহাকে সেদিনের মত যাইতে দিল না। বৃদ্ধ প্রিন্স সেদিন আর ঘরের বাহিরে আসেন নাই এবং তাঁহার ঘরে একমাত্র বুরিএন এবং চাকর টিকোন্ ছাড়া আর কেহ যাইতে পায় নাই। তিনি টিকোন্‌কে বার বার ডাকিয়া খোঁজ করিয়াছেন এণ্ড্রু চলিয়া গিয়াছে কি না।

এখান থেকে চলিয়া যাইবার আগে এণ্ড্রু তাহার ছেলেকে দেখিতে গেল তাহাকে কাছে পাইয়া নিকোলাস বাবার হাঁটু জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"বাবা সেই নীলদাড়িওলা বুড়োর গল্পটা বল না।" পিতার মুখের দিকে তাকাইয় আয়ত চোখ আরও বড় বড় করিয়া মেলিয়া সে গভীর অভিনিবেশ সহকা নীল দাড়িওয়ালা বুড়োর কাহিনী শোনে,—শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া যা নিকোলাস। কিন্তু এদিকে গল্পের মাঝ পথেই এণ্ড্রু চুপ করিয়া যায়—তাহা মনে অন্য কথা লইয়া আলোড়ন চলিতেছে, সে নিকোলাসের কথা একদ ভুলিয়া গিয়া বৃদ্ধ প্রিন্সের কথা ভাবিতেছে। আজ এইভাবে বাবার স ঝগড়া করিয়া সে অনায়াসে এ বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতেছে, অথচ এ কলহে জন্য তাহার মনের মধ্যে কোথাও এতটুকু অনুতাপ বা অনুশোচনার চিহ্ন পর্য্য নাই, বাস্তবিক এ বিচ্ছেদটা তাহার মনকে বেদনা ভারাক্রান্ত করিয়া তো নাই!—এ কথা ভাবিয়া এণ্ড্রু নিজের উপর একটু বিরক্ত হয়। কিন্তু এ চেয়েও বিস্ময়ের কথা, তাহার নিজের ছেলের জন্যও গভীর মমতাবোধ তাহা মধ্যে আছে বলিয়া বোধ হয় না।—এ মমতার অভাব তাহার নিজের কাছে কম পীড়াদায়ক নয়—এ কী, মানুষের স্বাভাবিক কোমল-বৃত্তিগুলি কি তাহ অন্তর হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে!

এদিকে শিশুটি বার বার বলে,—"তারপর, তারপর কি হল? বল বাবা, তারপরে কি হ'ল—?"

এণ্ড্রু সে কথার জবাব দিল না, ছেলেকে নামাইয়াদিয়া সে বাহির হইয়া গেল। একদিন যে পরিবেশের মধ্যে সুখস্বপ্ন জড়াইয়াছিল, যে বাড়ির অণু-পরমাণুতে সুখস্মৃতির রেণু মিশাইয়া আছে সেই পরিচিত আবহাওয়া হইতে দূরে, বহুদূরে গিয়া নূতন কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিতে না পারিলে শান্তি নাই তাহার।

—"তাহ'লে সত্যিই তুমি চলে যাচ্ছ, দাদা।" মেরিয়া বলে—।

—"হ্যাঁ, আমার পথ খোলা রয়েছে, স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারব—ভগবানের আশীর্ব্বাদ! কিন্তু তোর জন্তে কষ্ট হয় মেরিয়া, আমার মত যদি যাবার উপায় থাকত তোর তবে—কিন্তু তা যে হয় না।"

—"না, না ওসব কথা ব'ল না দাদা, তুমি যাচ্ছ যুদ্ধে—ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, সেখানে কত রকম বিপদ-আপদ হ'তে পারে, যাবার সময় ওকথা ব'ল না লক্ষীটি। তাছাড়া বাবার বয়স হয়েছে, বুড়ো হ'লে—বুরিএন বল্‌ছিল, উনি তোমার খোঁজ করেছেন।" বলিতে বলিতে মেরিয়ার গাল বাহিয়া অশ্রুধারা নামে।

এণ্ড্রু ফিরিয়া তাকায় অন্তদিকে,—কোনো কথা বলে না সে।

এক সময়ে সে হঠাৎ বলে—"ভগবানের কী পরিহাস—যাদের আমরা পিঁপড়ের মত দ'লে মাড়িয়ে যাই তারাই কিনা জীবনে সবচেয়ে বেশি দুঃখের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়।" কথাটা যে কেবলমাত্র বুরিএনকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলা হয় নাই তাহা বুঝিতে মেরিয়ার দেরি হয় না—যে বুরিএন ছাড়া যে আরও একজন আছে, যে তাহার জীবনের আনন্দের উৎসমূলে আঘাত করিয়াছে সেই আনাতোলের কথাও মেরিয়া জানে।

অশ্রুরুদ্ধ বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টি ভাইয়ের মুখের দিকে মেলিয়া দিয়া মেরিয়া বলে—"দাদা সুখদুঃখ মানুষের হাতে গড়া নয়, মানুষ নিমিত্ত মাত্র—মানুষের ক্ষমতা কতটুকু, সে ত ঈশ্বরের চালিত যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়।" তাহার আর্দ্র দৃষ্টি যেন সম্মুখের শূন্তলোকে দিশার সন্ধান পায়, সে বলে—"দুঃখকষ্ট সবই ভগবানের দান। তোমাকে কেউ কষ্ট দিয়ে থাকলে তাকে ক্ষমাই কর, দাদা। শাস্তি দেবার, বিচার করবার অধিকার নেই আমাদের। ক্ষমা করার আনন্দ যে কতবড় সম্পদ তুমিও একদিন বুঝতে পারবে বই কি।"

—"কি জানো মেরিয়া, হতাম যদি তোমার মত মেয়ে তবে নিশ্চয় তোমার মত করে ভাবতে পারতাম। ক্ষমা নারীর ধর্ম; কিন্তু পুরুষের বেলায় অন্ত কথা—সে কিছুতেই ভুলতে পারে না, তার ভুলে যাওয়া উচিত

নয়, কন্যা ত একেবারেই অসম্ভব।" হঠাৎ তাহার মনের মধ্যে আনাতোলের বিরুদ্ধে সমস্ত বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠিল।...

অনেক কবিয়া বলিয়াও মেরিয়া তাহার দাদাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। বিদায়ের মুহূর্ত্তেও সে ভাইকে ভগবানের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। এবং এণ্ড্রু তাহার এই বোনটির জন্য সত্যকার বেদনার অনুভূতি লইয়াই বাহির হইয়া পড়িল।

চলিতে চলিতে এণ্ড্রুর মনে হয়—"আমার ছেলে বড় হচ্ছে, জীবনের দিকে হাসিভরা মনে সে তাকিয়ে আছে। একদিন সেও এইরকম ভাবে কষ্ট দেবে হয়ত বা অন্যের কাছ থেকে আঘাত পাবে। আর আমি? যুদ্ধে যাচ্ছি কি জন্যে? কেন যাচ্ছি তা ত জানি না। হয়ত যাকে ঘৃণা করি সে আমায় খুন করবে, তারপর পরিহাস করবে আমাকে নিয়ে—সেই শত্রুকে সুযোগ দেবার জন্যেই হয়ত আমার এ অভিযান!"

আরও কত চিন্তাই এণ্ড্রুর মাথায় ভিড় করিয়া আসে—এ সব চিন্তার কোনো যৌক্তিকপথ নাই, এলোমেলো খাপছাড়া, টুকরো মেঘের মত মনে কোনো রেখাপাত করে না এরা।

১৩

এবারের যুদ্ধ লইয়া একটু সমস্যা দেখা দিয়াছে। প্রধান সেনাশিবিে সম্রাট নিজে উপস্থিত আছেন বলিয়া তাঁহাকেই সকলে প্রধানসেনাপতি মনে করে। কিন্তু আসলে আলেকজান্দার নিজে কিছুই করেন না, তাঁহার দোহা দিয়া পারিষদবর্গ নিজ নিজ কর্ত্তৃত্ব জাহির করিয়া বেড়ান। তাহার ফ সেনাবিভাগের কর্ম্মপদ্ধতি কোনো সুবিবেচিত ধারা ধরিয়া চলিবার সুযোগ পা না। নানা মুনির নানা মত। একজন যদি বলেন, সৈন্যদলকে লইয়া সাম আগাইয়া যাওয়া উচিত, আর একজন তখন বাধা দিয়া বলেন, না দলবল লই পিছু হটিয়া শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিবার সুযোগ দেওয়াটাই বেশি কার্য্যকরী কেহ বা বলেন, না তা নয়, নিজেদের অবস্থা বুঝিয়া চলিতে হইবে অর্থা প্রয়োজন বুঝিলে আগাইয়া যাইতে হইবে। অনেকের বিশ্বাস এই যু রুশদলের পরাজয় সুনিশ্চিত—যেমন ভাবে ভিলনা ছাড়িয়া চলিয়া আি

হইয়াছে তেমনি করিয়া ড্রিশা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। অতএব যত তাড়াতাড়ি পারা যায় নাপোলেঅঁর সঙ্গে সন্ধি করিয়া ফেলাই ভালো। এই শেষোক্ত দলের মধ্যে গ্র্যাণ্ডডিউক নিজেও আছেন—অষ্টারলিজের যুদ্ধে ইনি খুব জাঁকজমক করিয়া ফরাসীদের ধ্বংস সাধনের জন্য লড়িতে গিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে নাপোলেঅঁ লোকটা মোটেই সুবিধার নয়।—তাঁহার মনে সেই যে বিশ্বাস হইয়াছে নাপোলেঅঁ অপরাজেয়, আজও তাঁহার সে বিশ্বাস এতটুকু টলে নাই। আসলে তিনি বা তাঁহার সঙ্গে যাহারা একমত তাঁহারা সকলেই ভয় পাইয়াছেন। এমনি করিয়া আট-নয়টি দল গড়িয়া উঠিয়াছে, এক একজন দলপতি এক একরকম নীতি অনুসরণের জন্য দরবার করিতেছেন। এই নীতিগুলি ছাড়াও আর একটি নীতি আছে তাহার নাম সুবিধাবাদ। সুবিধাবাদীর সংখ্যা যেহেতু পৃথিবীর সর্ব্বত্র বেশি সেজন্য এই বাহিনীতেও শত করা নব্বইজন লোকই এই দলভুক্ত। ইহারা জানিতে চাহে না রুশবাহিনী আক্রমণমূলক পন্থা অবলম্বন করিবে, না আত্মরক্ষার জন্য পিছাইয়া যাইবে; কে হারিবে বা কাহার জয় হইবে তাহাও জানিবার দরকার নাই ইহাদের—ইহারা শুধু আমোদপ্রমোদ করিবার ফাঁক খুঁজিয়া বেড়ায়। ইহারা কখনও এক দলের সমর্থন করে আবার অসুবিধা হইলে আর একদলে ভিড়িয়া যায়। কোনো দায়িত্বের মধ্যে ইহারা নাই—সর্ব্বদা বিপদের পথ এড়াইয়া চলে। ইহারা শুধু লক্ষ্য করে কখন কোন দলের উপর সম্রাট বেশি প্রসন্ন। কি করিয়া নিজের ব্যক্তিত্ব জাহির করা যায় তাহার দিকেই ইহাদের দৃষ্টি। একমাত্র লক্ষ্য ইহাদের আত্মপ্রচার—তাহাতে পদোন্নতি হইতে দেরি হয় না।

এইভাবে ড্রিশার সেনাশিবিরের যুদ্ধনৈতিক অচল অবস্থা গড়িয়া উঠিতেছিল। ঠিক সেই সময়ে এণ্ড্রু আসিয়া পৌঁছিল এখানে। এখানে আসিয়া সে বার্কলের সঙ্গে দেখা করিল। তিনি তাহাকে তেমন আমল দিলেন না, বলিলেন, "সম্রাটের কাছে আর্জি পাঠাও তাঁর আদেশ না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হ'বে। আপাতত তুমি আমার এখানেই থাকতে পার।"

অবশ্য তাহাতে এণ্ড্রুর বিশেষ আপত্তি নাই। একটু জিরাইয়া লইবার অবসর পাইয়া সে বরং খুশিই হইল।

এণ্ড্রু আসিয়া দেখিল এ পর্য্যন্ত আট রকমের দল গড়িয়া উঠিয়াছে সৈন্য-পরিচালনার সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া। সে আসিবার পর নবম দলের উদ্ভব

হইল। এই নবম দলের মধ্যে অধিকাংশই বয়োবৃদ্ধ এবং বিচক্ষণ রাজনীতি-বিশারদ। তাঁহারা বলিতেছেন যে সম্রাট উপস্থিত থাকার ফলেই এইসব সমস্যা দেখা দিয়াছে। তিনি যদি হাজির না থাকিতেন এবং কর্তৃত্ব করিবার জন্য কাহারও উপর দায়িত্ব দেওয়া হইত তবে কোনো গোলযোগ হইতে পারিত না। তাঁহারা বলিতেছেন যে সম্রাটের কাজ দেশ শাসন করা, সৈন্য-পরিচালনা নহে। অতএব তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া যান সভাসদাদি লইয়া। এই যে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য এখানে রহিয়াছে তাহারা সকলেই সম্রাটের দেহরক্ষী হইয়া পড়িয়াছে, আর আজ যদি তিনি চলিয়া যান এখান হইতে তবে তাহারা যুদ্ধ করিতে পারে—একটা গুরু দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইয়া যোলআনা মন দিয়া তাহারা কেবল যুদ্ধই করিবে। অবশ্য একথা ঠিক যে, আজ যদি সম্রাট স্বয়ং সৈন্যপরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে এমন কোনো শক্তি পৃথিবীতে নাই যে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। কিন্তু তখন শাসনভার কে লইবে! অতএব সম্রাট ফিরিয়া গিয়া রাজ্যশাসন করুন সৈন্যপরিচালনার ভার আর কাহারও হাতে দিয়া।

নবম দলের প্রধাননেতা শিচকভ হইতেছেন রাশিয়ার রাষ্ট্রসচিব, তিনি সম্রাট আলেকজান্দারকে একখানি চিঠি লিখিলেন—তিনি লিখিলেন যে,সম্রাট যদি এখন রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়া প্রজাসাধারণের সমক্ষে আত্মরক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দেন তাহা হইলে জনসাধারণ যুদ্ধ বিষয়ে খুব বেশি উৎসাহ পাইবে, তাহাতে যথার্থ দেশ রক্ষার উপায় হইবে, এবং এমনি করিয়াই একদিন রাশিয়ার বিজয়তূর্য্য বাজিয়া উঠিবে।…এই চিঠি পাইয়াই সম্রাট মস্কাউ ফিরিয়া যাইবেন স্থির করিলেন।

এই চিঠি সম্রাটের কাছে পৌঁছিবার আগের কথা। বার্কলে একদিন প্রিন্স এণ্ড্রুকে খবর দিলেন, আজ বিকালে বেন্নিগসেনের বাড়িতে এণ্ড্রু যেন সম্রাটের সঙ্গে দেখা করে—তুরস্কের অবস্থান সম্বন্ধে সম্রাট অনেক কথা জানিতে চাহেন। সেই দিনই সকালে খবর আসিল যে নাপোলেঁ ড্রিশার দিকে আগাইয়া আসিতেছেন। এদিকে কর্নেল মিকাউড সম্রাটের সঙ্গে ড্রিশার সেনাশিবিরের সমস্ত ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিজ্ঞ ভাবে বলিয়া দিলেন যে, ড্রিশার এই সেনাশিবির শেষ পর্য্যন্ত রুশ-সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। এখানে কোনোরূপ সৈন্যসমাবেশ করার কি যে সার্থকতা তাহা মিকাউড তাঁহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, তবে অবশ্য যদি কেহ নিজের সর্বনাশ

ডাকিয়া আনিতে চায় তবে (তাঁহার বিশ্বাস) এখানে শিবির স্থাপন করা ঠিক হইয়াছে।

আসল কথা কর্ণেল মিকাউড যদি নিজে এই ড্রিশায় শিবির-স্থাপনের পরামর্শ দিতেন তাহা হইলে তাঁহার কিছুই বলিবার ছিল না,—ফুলের কথা মত এখানে ঘাঁটি করা হইয়াছে এবং ফ্ল তাঁহার দলের লোক নহেন এইটাই মিকডিডের কাছে অসহ্য। মিকাউডের এ কথা প্রচার হইয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে। অমনি নূতন করিয়া মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করা হইল, সেইদিনই বৈকাল বেলা সমরপরিষদের বিশেষ অধিবেশন হইবে।

এণ্ড্রু যথাসময়ে ড্রিশার বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা বেন্নিগসেনের বাড়িতে উপস্থিত হইল। একমাত্র চের্নিশেভ্ ছাড়া আর কেহ সেখানে নাই। কিছুক্ষণ আগে সম্রাট বাহিরে গিয়াছেন, কাজেই তাঁহার সঙ্গে আরও অনেকেই গিয়াছে। সামনের ঘরে আর কেহ নাই বটে, তবে ভিতর হইতে অনেকগুলি কণ্ঠস্বরের মিলিত কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে।

এণ্ড্রু আসিবার একটু পরেই ফ্ল আসিয়া পড়িলেন। এর আগে এণ্ড্রু কখনও ফ্লকে দেখে নাই—কিন্তু একবার দেখিয়াই তাহার যেন মনে হইল ঐ চেহারার সঙ্গে তাহার পরিচয় অনেক দিনের। আর পাঁচজন সমরনীতি-বিশারদের সঙ্গে ফ্লের চেহারার বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই। ফ্লকে দেখিলে মনে হয় তিনি যেন সারা পৃথিবীর উপরই বিরক্ত হইয়া আছেন, চোখের চাহনী বিষণ্ণ, গভীর এবং সন্দিগ্ধ—অর্থাৎ কাহাকেও তিনি বিশ্বাস করেন না। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই ফ্ল চের্নিশেভ্‌কে সম্রাটের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারপর যখন শুনিলেন যে সম্রাটকে লইয়া কাহারা সেনাশিবিরে গিয়াছে তখন তিনি অত্যন্ত চটিয়া গেলেন। আপন মনেই গজরাইয়া উঠিলেন—"যত সব গর্দ্দভ জুটেছে, হুঁ · সর্ব্বনাশ হবে, সর্ব্বনাশ—আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি…কেউ বাঁচাতে পারবে না…"

চের্নিশেভ্ ভদ্রতা করিয়া এণ্ড্রুর সঙ্গে ফ্লের পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল—"ইনি এই সবে তুরস্ক থেকে ফিরছেন…"

ফ্ল এণ্ড্রুর দিকে না চাহিয়াই অন্যদিকে তাকাইয়া বলিলেন—

"তা হলে অনেক রকমের কালোয়াতী প্যাঁচ দেখেছেন বলুন।" এবং মুখের কথাটা শেষ করিয়াই সে-ঘর হইতে তিনি চলিয়া গেলেন।

এই অল্প সময়ের মধ্যেই এণ্ড্ এই লোকটিকে বইএর পাতায় মত পড়িয়া ফলিয়াছে—তাহার মনে পড়িয়া যায় সেবারের যুদ্ধের কথা, অস্টারলিজের ন্ধে এই ধরণের মানুষ সে দেখিয়াছে বই কি ! এই ধরনের মানুষ যারা, তারা নিজের বিশ্বাসকে অন্ধের মত নির্ব্বিচারে অনুসরণ করিয়া চলে, একটা বিশেষ কোনো আদর্শকে (যদিও সে আদর্শটা আসলে কি, সে সম্বন্ধে স্বচ্ছ কোনো ধারণা নাই তবু সেই অস্পষ্ট জিনিসটির কল্পিত রূপকে) সত্য বলিয়া ধরিয়া লয়। তাহার সে ধারণা অটল, হাজার চেষ্টা করিয়াও এতটুকু নাড়ানো যায় না। এই ধরণের মানুষ আপনার বিশ্বাসকে সার্থক করিবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব পণ করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধা করে না।

এককালে ফ্রেডারিক্ দি গ্রেটের আমলে যে যুদ্ধনীতির জয় হইয়াছিল ফ্‌লের বিশ্বাস আজও তেমনি করিয়া শত্রুপক্ষকে দুই দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়া আক্রমণ করিলে সাফল্য সুনিশ্চিত। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা দরকার, কিছুদিন হইতে রুশ-বাহিনীর একটা অংশ কোথায় যে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে তাহার খবর আজও মূল বাহিনীর কাছে অজ্ঞাত। তবে অনুমান হয় যে শত্রুর তাড়ায় তাহারা অন্য কোন পথ ধরিয়াছে, একদিন আবার ঘুরিয়া আসিয়া মূল বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হইবে।

অধুনা আবিষ্কৃত যেসব পন্থার সঙ্গে সেই সুপ্রাচীন ফ্রেডারিকের অনুসৃত সমর-নীতির কোনো মিল নাই ফ্‌লের কাছে তাহারা একেবারেই তুচ্ছ। এবং এই সব পন্থা অবলম্বন করিয়া যেসব অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে ফ্‌লের বিশ্বাস সেগুলি হয় দুর্ঘটনা, নয়ত দানবীয় ব্যাপার, অথবা অপরপক্ষের ভুলভ্রান্তির ছিদ্র পথের সাহায্যে—আসলে ওগুলাকে যুদ্ধ বলিয়া মনে করাই ভুল। সেই সনাতন ফ্রেডারিক-অনুসৃত একমাত্র নীতি ফ্‌লের মাথা জুড়িয়া বসিয়া আছে।

ফ্‌ল চলিয়া যাইবার পরমুহূর্ত্তেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন বেন্নিগ্‌সেন। তিনি সম্রাটের সঙ্গে বাহিরে গিয়াছিলেন, এবং ফিরিবার সময় একটু আগাইয়া আসিয়াছেন,—সম্রাট এখানে পৌঁছিবার আগে সমস্ত সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা দরকার ত।

এণ্ড্রুকে দেখিয়া আলেকজান্দার প্রথমে চিনিতে পারেন নাই—অভ্যাসবশতঃ অভিবাদনের উত্তরে প্রতিনমস্কার করিলেন। কিন্তু তাহারপরই তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, এণ্ড্রুকে ইতিপূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছেন। তিনি একটু হাসিয়া

বলিলেন—"দেখে বড় খুশি হ'লাম। ভেতরে গিয়ে বস, সবাই ওখানে আছেন। কি ভাবে কাজ হবে সে কথা জানিয়ে দেব আমি।"

আজিকার এই সমর-পরিষদকে ঠিক আর পাঁচটি মন্ত্রণাসভার সঙ্গে তুলনা করা যায় না, কারণ সম্রাট আলেকজান্দার নিজে মন্ত্রণাসভার উপর এতটুকু ভরসা করিতেন না,—যাহাদের উপর তাঁহার আস্থা আছে, বিপদের সময় সেই কয়েকজনকে লইয়া আলোচনা এবং পরামর্শ করিয়া ইতিকর্তব্য স্থির করাই তাঁর মনোগত ইচ্ছা।

কাজেই যাঁহারা সমবেত হইয়াছেন তাঁহারা স্ব স্ব মতবাদ লইয়া ব্যস্ত। প্রথম উঠিলেন আর্মফেল্‌ট্‌ড্‌। ইনি বলিলেন: এক কাজ করা যাক। আমরা সব সৈন্যসামন্ত নিয়ে পিছিয়ে যেতে থাকি, তারপর মস্কাউ আর পিটার্সবার্গের মাঝামাঝি যায়গায় গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। তারপর যখন সুবিধে পাওয়া যাবে তখন শত্রুদের আক্রমণ করা যাবে।

একথা লইয়া কিছুক্ষণ হৈ চৈ চলে, কেহ বা এ প্রস্তাব সমর্থন করিল আবার কেহবা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। উৎসাহী তরুণ যুবক টোল এই প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করিয়া নিজের পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া বলিল,—"আপনারা যদি অনুমতি করেন ত…" এবং কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই সে পড়িতে শুরু করিল। এ একটা সম্পূর্ণ নূতন পরিকল্পনা ফুল বা আরমফেল্‌ট্‌ড্‌-এর সহিত ইহার এতটুকু সামঞ্জস্য নাই। একথার প্রতিবাদ করিতে উঠিলেন পাউলুসি,—তিনি শুধু একজনেরই নিন্দা করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, এই সুযোগে ফুলের প্রতিও কটাক্ষ করিলেন, বলিলেন—"ড্রিশাতে যে খাঁচা-কল পাতা হয়েছে, এর হাত থেকে উদ্ধারের উপায় কী?"

ওদিকে ফুল এবং তাঁহার বাহন ভোল্‌ৎজোগেন অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছেন—আপাতত তাঁহারা ধৈর্য্য ধরিয়া মুখ বুজিয়া আছেন, সুযোগ পাইলে এর জবাব ভালো করিয়াই দিবেন তাঁহারা।

কথা কহিবার সুযোগ পাইয়াই ফুল মাথা নাড়িয়া বিকৃত ভঙ্গি করিয়া বলিলেন—"সব যেতে বসেছে,—আপনাদের মনে হয়েছিল যে আমার চেয়ে ভালো একটা কিছু করতে পারবেন, কিন্তু এখন আবার আমায় ডাকছেন কেন? এখনও বলছি যদি আমার পরিকল্পনার ওপর আস্থা থাকে তবে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলুন কোনো ভাবনা নেই আপনাদের!" বলিয়া টেবিলে একটা চাপড় মারিলেন তিনি—"কই, বিপদ বলে কি আছে? কিছু না। ছেলেবেলা

পেয়েছেন, বল্লেই অমনি হ'ল।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া ফুল দেওয়ালে টাঙানো মানচিত্রের পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া বুঝাইতে লাগিলেন, যদি নাপোলেঅঁ এই করে ত তখন কি করা যাইতে পারে…। শত্রুপক্ষ কি কি করিবে তাহা এই ঘরে বসিয়া মানচিত্রের মধ্যে ছকিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন ফুল।

প্রিন্স এণ্ড্রু মুখ বুজিয়া শুনিয়া যায়, সে কোনো কথা বলিতে পারে না। তাহার মনে পড়িয়া যায়, এমনি ভাবেই ১৮০৫ সালের যুদ্ধের সময় পরামর্শসভা বসিত, শত্রুপক্ষের গতিবিধি লইয়া কত রকমের জল্পনা হইত। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া অন্যরকম ব্যাপার ঘটিয়া যায়, নূতন নূতন অবস্থার উদ্ভব হয়, শত্রুপক্ষ ঠিক সমরপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী চলাফেরা করে না, তাহারা নিজস্ব ধারা ধরিয়া যুদ্ধ করে।…যুদ্ধের সময় যে কি ঘটিবে তাহা আগে হইতে অনুমান করিয়া স্থির করা যায় না। এই যে এত লোক মাথা ঘামাইতেছে, সমরনীতির বিজ্ঞতা ফলাইতেছে—সব বাজে। আসলে এণ্ড্রুর মনে হয় সমরশাস্ত্র বলিয়া কোনো বস্তু থাকা সম্ভব নয়। একমাত্র উপস্থিত-বুদ্ধিই যুদ্ধক্ষেত্রের সব চেয়ে বড় অস্ত্র। এই উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে কত অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইয়া গিয়াছে…। তাহার মনে আছে গত যুদ্ধে স্কন্‌গ্রাবেন গ্রামে মাত্র পাঁচহাজার সৈন্য বিপক্ষের ত্রিশ হাজার সৈন্যের সঙ্গে সমানে লড়িয়াছে। আর অস্টারলিজে তাহাদের দলের পঞ্চাশ হাজার যোদ্ধা সামান্য আটহাজার শত্রুসৈন্যের কাছে পরাস্ত হইয়াছিল। মাত্র একটি সৈনিক ভয়ে পিছু হটিয়া আসিয়াছিল, অমনি তাহার দেখাদেখি দু'জন পাঁচ জন করিয়া সমগ্র বাহিনী আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পিছু হটিয়া গেল। সামান্য একটি মানুষের মুহূর্ত্তের কাপুরুষতার জন্য পঞ্চাশহাজারী ফৌজের সমস্ত শক্তি পঙ্গু হইয়া যাইবে একথা ত কেহ আগে হইতে অনুমান করিতে পারে নাই। এমনি কত বিপদ, কত সমস্যা যুদ্ধের সময় মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়! কত সামান্য ব্যাপারের সুযোগে জয়ের অঙ্কুর গুপ্তভাবে দেখা দেয়।… যদি সফলতার জন্য কোনো সেনাপতিকে অসাধারণ, অসামান্য বীর বলা হয় তবে তাহাকে অন্যায় মর্য্যাদা দেওয়া হইবে। কারণ জয়-পরাজয়ের জন্য কেহই দায়ী নয়। তাহার বিশ্বাস নাপোলেঅঁকে মানুষ হিসাবে অসাধারণ বলা যায় না। নাপোলেঅঁকে সে নিজে চোখে দেখিয়াছে কিন্তু তাহার মধ্যে চিত্তের উদারতা, মানবতার মহান রূপ বলিয়া কোনো সম্পদ ত দেখিতে পায় নাই এণ্ড্রু। বাস্তবিক যদি জয়-পরাজয়ের মূলে কিছু দায়িত্ব কাহারও থাকে তবে তা আছে প্রতিটি সৈনিকের আত্মপ্রত্যয়ে, যাহারা রণাঙ্গনের প্রতিটি ধূলিকণাকে

মাড়াইয়া আগাইয়া যাইবে তাহাদের আত্মবিশ্বাসে, তাহাদের রণকৌশলে, তাহাদের বাহুবলে—সমর পরিষদের তর্কবিতর্কে নয়, রণবিশারদদের বিচক্ষণ পরিচালনায় নয়, সেনাপতির প্রচণ্ড বীরত্বে নয়।

আপন মনে এইসব ভাবিতে ভাবিতে এণ্ড্রু সব কিছু ভুলিয়া গিয়াছিল, হঠাৎ সভা ভাঙিয়া যাওয়ার গোলমালে তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল।

১৪

বাড়ির চিঠি পাইয়া নিকোলাসের মন খারাপ হইয়া যায়। খবর আসিয়াছে যে নাতাশার শরীর খারাপ,—সে যে মা-বাপের অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া নিজেই এণ্ড্রুর সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়াছে একথাও নিকোলাসের মা লিখিয়াছেন। এই সব কারণে রোস্তভ্-গৃহিণীর মন ভালো নাই, তিনি আর বড় ছেলেকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছেন না অতএব সে যেন অবশ্যই চাকরী ছাড়িয়া বাড়ি চলিয়া আসে।…কিন্তু নিকোলাসের পক্ষে এখন বাড়ি যাওয়া একেবারেই অসম্ভব,—এই কথাটা বেশ গুছাইয়া বুঝাইয়া লিখিল সে। অবশ্য আর একখানি চিঠি সে গোপনে লিখিল সোনিয়াকে। প্রেমিকের উচ্ছ্বাস যে তাহাতে একেবারে নাই একথা বলা যায় না, সে কথা বাদ দিয়া মোটামুটি চিঠি-খানি এই—

"তোমাদের কাছে যাবো একথা ভাবতে পারাও যে কী আনন্দের! কিন্তু পারলাম না, এই দীর্ঘদিন সেনাবিভাগে থেকে ঠিক যুদ্ধ বাধবার মুখে সব ছেড়ে ঘরে পালানোর মত কাপুরুষতা বোধ হয় আর কিছুতে নেই। এ ভাবে যদি যাই তবে আমার যারা এতদিনের সঙ্গী তাদের চোখে নিজেকে ছোট হয়ে যেতে হবে। তাছাড়া নিজের কাছেও হীন মনে হবে আপনাকে।—কর্ত্তব্য ছেড়ে আনন্দ, দেশ ছেড়ে সুখ—সে আমি সহ্য করতে পারব না। তবে একথা জেনে রাখো, এই আমাদের শেষ বিচ্ছেদ—এরপর আর কোনোদিন তোমায় ছেড়ে থাকব না! এই অভিযান শেষ হতে না হতে আমি তোমার কাছে পাখির মত উড়ে চলে যাবো, তোমায় জড়িয়ে ধরব!"

সত্যি, একথা মিথ্যা নয়,—যুদ্ধের জন্যই নিকোলাস এখন বিবাহ করিতে পারিল না। তাহার তৃষিত অন্তর চাহিয়া আছে গ্রামের নিরালার দিকে,—মনে মনে

শিকারের পিছনে ছুটিয়া বেড়ানো, নাচে গানে উৎসব-নিমন্ত্রণ, আর [illegible] বধূর মধুর চাহনী, ছোট ছোট ছেলেমেয়ের কলগুঞ্জন, এ ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই নিকোলাসের কাছে ভালো লাগে না। কিন্তু এখন ভাবিয়া কোনো লাভ নাই। নিকোলাসকে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিতে হইবে, এখানে উপস্থিত থাকা তার প্রয়োজন। অবশ্য এভাবে ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দিতে তাহার তেমন আপত্তি নাই, ভাগ্যকে সে খুশি মনে মানিয়া লইতে পারে এবং সকলের সঙ্গে মানাইয়া চলিবার মত প্রাণবানতা তাহার আছে।

আজকাল সে কাপ্তেন-পদে উন্নীত হইয়াছে। সেই পুরাতন সেনাদলের সে আজ কর্ত্তা, এ কথাটা ভাবিতেও নিকোলাসের আশ্চর্য্য লাগে। এদিকে যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে বেতন বাড়িয়া দ্বিগুণ হইয়া গেল, সেনাদল চলিল পোল্যাণ্ডে —সেখানে অনেক নূতন লোক ভর্ত্তি হইল। এমনই হয়, যুদ্ধের গোড়ায় নূতন ঘোড়া, পোশাক-পরিচ্ছদ সবই নূতন, সৈন্যদের উৎসাহও খুব। নিকোলাসও নূতন কর্ত্তৃত্ব পাইয়া নবোদ্যমে কাজ করিতে লাগিল। সে জানে যে একদিন এই কর্ত্তৃত্ব, পদমর্য্যাদার মোহ ঝাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তবু তাহার কাছে এই কটাদিনের মূল্যও কিছু কম নয়।

কেন যে ভিল্না হইতে পিছু হঠিতে হুকুম হইল তাহার সঠিক কারণ সেনা-বাহিনীকে জানানো হয় নাই—অবশ্য পাউলোভগ্রাদ দলের লোকদের এ লইয়া মাথা ঘামাইবার তেমন প্রয়োজনও নাই, তাহারা ত আহার্য্য ও পানীয় বেশ প্রচুরই পাইতেছে, অতএব এর চেয়ে বেশি কিছু দরকার নাই। হয়ত প্রধান শিবিরের মাথা মাথা লোকেদের মধ্যে মতানৈক্য বা তর্কদ্বন্দ্ব চলিতেছে। তা চলুক, তাহাতে আর কাহারও কিছু আসিয়া-যায় না। এ ছাড়াও অবশ্য মন খারাপ হইবার কারণ আছে—পোলদেশের তরুণীরা সত্যিই সুন্দরী, যৌবন-শ্রীমতী, তাহাদের ছাড়িয়া যাওয়া কষ্টকর বই কি। কিন্তু যোদ্ধা যারা তাহাদের ওসব লইয়া মনমরা হইয়া থাকা চলে না, বেশি করিয়া কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিয়া ওকথাটা ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করে অনেকে।

এখন এমন অবস্থা হইয়াছে যে, কখন কি পরওয়ানা আসিবে তাহার কিছু ঠিক নাই—সৈন্যদের গতিবিধির কোনোই স্থিরতা নাই। তাহা ছাড়া আর একটা ব্যাপার লইয়া নিকোলাসের খুব মুস্কিল হইয়াছে—তাহার দলের সবাই মাতাল হইয়া পড়িয়া থাকে সব সময়, এইজন্য একজনকে সে তাড়াইয়াও দিয়াছে, কিন্তু তাহাতেও খুব সুবিধা হইতেছে না—নিকোলাস যখন কাজ লইয়া অন্যত্র চলিয়া

গিয়াছিল সেই সময়ে ইহারা প্রচুর মদ আনিয়া মজুত করিয়া রাখিয়াছে, ফলে এখনও সকলে যখন-তখন মদ গিলিয়া বুঁদ হইয়া পড়িয়া থাকে।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে আবার এখানকার তাঁবু গুটাইয়া ফেলিবার আদেশ আসিল। এদিকে তেমনি ঝড়বৃষ্টি, রাস্তাঘাট জলকাদায় থৈ থৈ করিতেছে—ঝড়ের বেগে পথিকের দৃষ্টি পদে পদে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। এই অবস্থায় রাই-ক্ষেতের উপর দিয়া ঘোড়সওয়ারেরা চলিতেছে—বলা বাহুল্য যে কোন বোনা ফসলের একটি দানাও আর আস্ত নাই।

যেমন অবিশ্রান্ত বর্ষণধারা, তেমনি মদমত্ত ঝড়ের বেগ—এমন করিয়া আর পথ চলা যায় না। কোথাও এতটুকু আশ্রয় পাইলে নিকোলাস যেন বাঁচিয়া যায়। তাহার সঙ্গে আবার একটি তরুণ কর্ম্মচারী রহিয়াছে। এ ছেলেটি নূতন। অবশেষে অনেক কষ্টে তাহারা একটা সরাইখানা খুঁজিয়া বাহির করিল।

সরাইখানাটি নিতান্তই অপকৃষ্ট শ্রেণীর। একখানি মাত্র ঘর—অবশ্য ঘর না বলিয়া চল্‌তি ভাষায় সেটিকে খুপড়ি বলিলে ঘরটির এতটুকু অমর্য্যাদা করা হয় না। রোস্তভ্‌রা আশ্রয় লইবার আগেই আরও কয়েকটি প্রাণী সেখানে জাঁকাইয়া বসিয়াছে। ইহার মধ্যে আবার জন-চারেক তাস মেলিয়া খেলিতে বসিয়াছে। ভিজা জামাকাপড় বদলাইবার জন্য রোস্তভ্‌রা একটু আড়াল খুঁজিতেছিল কিন্তু ওইটুকু যায়গার মধ্যে কোথায় কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া চুপচাপ দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে মেরিয়া হেন্‌রিকোভ্‌না তাহার একটি পেটিকোট ধার দিল, সেইটিকে পর্দ্দা করিয়া কোনোরকমে ইহারা শুকনো কাপড়-জামা পরিল।

মেরিয়া হেন্‌রিকোভ্‌না বয়সে তরুণী এবং মোটের উপর সুশ্রী মেয়ে। এই দলেরই একজন ডাক্তার তাহাকে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিয়াছে। এই অল্পদিন হইল তাহাদের বিবাহ হইয়াছে, ডাক্তারবাবু স্ত্রীর বিরহ সহ্য করিতে পারেন না, তাই বৌকে কাছছাড়া করিতে চাহেন না—সর্বদা স্ত্রীকে লইয়া ঘোরেন। অবশ্য এই ডাক্তারটিকে লইয়া সেনাদলের সকলেই খুব ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তবে মেরিয়া হেন্‌রিকোভ্‌নাকে সবাই পছন্দ করে। এই সরাইখানাতেও সবাই তাহাকে খাতির করিয়া বেঞ্চের উপর বসিতে দিয়াছে। আর ডাক্তারবাবু স্ত্রীর কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছেন।

নিকোলাস আর ইলিনের দুরবস্থা দেখিয়া মেরিয়ার মনে দয়া হইল—সে ভাঙা উনুনটা ধরাইয়া ঘরটা গরম করিবার ব্যবস্থা করিল। এদিকে আর

পাঁচজনে উৎসাহিত হইয়া এক বোতল মদ বাহির করিয়া মেরিয়া হেনরিকোভ্‌নার হাতে পরিবেশনের ভার দিয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসিল। একজন আবার চট্ করিয়া নিজের রুমাল বাহির করিয়া দিল হেনরিকোভ্‌নার হাত মুছিবার জন্য, আর একজন ডাক্তারের মুখের উপর হাত ঘুরাইতে লাগিল, পাছে ডাক্তারের মুখে মাছি বসিয়া ঘুমটা ভাঙাইয়া দেয়।

ডাক্তারের বৌ একটু হাসিয়া উৎসাহী লোকটিকে নিরস্ত করিল, বলিল—"আহা বেচারীকে ছেড়ে দাও, এখন ঘুমোক। রাত্রি জাগরণের পর ও এখন বেশি ঘুমোয়।"

—"না, না তা হতেই পারে না, সে কী কথা। ডাক্তারের ভালোমন্দ আমাদের দেখতে হবে বই কি—"সেই লোকটী জবাব দেয়।

মোট তিনটি মাত্র গ্লাস। আর জলটাও এত নোংরা যে রং তার হলুদবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে জলে চা তৈরী হইলে মুখে দেওয়া যাইবে কিনা সে কথাটাও কেহ ভাবিয়া দেখিল না। ডাক্তারের বৌয়ের তৈরী চা খাইতে পাওয়াটাই বড় কথা—চা কেমন হইল তাহা লইয়া কে মাথা ঘামাইবে! অবশ্য মেয়েটির হাতে ধুলোকাদায় ময়লা জমিয়াছে বেশ কিন্তু তাহাতেও কিছু আসে-যায় না। সেদিনের সেই বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় প্রত্যেকটি সৈনিক ওই মেয়েটির প্রেমে পড়িয়া গেল। এমন কি দূরে কোণে বসিয়া যাহারা এতক্ষণ তাস খেলিতেছিল তাহারাও উঠিয়া আসিয়াছে। তরুণী ডাক্তার-গৃহিণীরও মনটা কম-খুশি নয়—এতগুলি যুবকের মিলিত পূজা। গ্লাস ত তবু তিনটি,—পালা করিয়া সকলেই চা খাইতে পাইবে কিন্তু চামচে মোট একটা। তাহাতে ক্ষতি নাই, কারণ চিনি রহিয়াছে প্রচুর পরিমাণে। স্থির হইল যে ডাক্তার-গৃহিণী প্রত্যেকের চায়ের পাত্র ঘুঁটিয়া দিবে।

নিকোলাসকে যখন চা দেওয়া হইল তখন সে কয়েক ফোঁটা মদ চায়ের মধ্যে ঢালিয়া মেরিয়ার কাছে পাত্রটা আগাইয়া দিল।

মেরিয়া হাসিয়া বলিল—"বারে, আপনি যে চিনি দিলেন তখন চায়ে—"

নিকোলাস বলিল—"তা-হোক্ আপনি ওই চাঁপাকলির মত আঙুলে করে চামচেটা ধরে আমার চায়ে চামচেটা নেড়ে দিন, ব্যাস তাতেই হবে—"

মেরিয়া তাহাতে মুখভার করিল না এতটুকু। সে চামচেটা খুঁজিতে লাগিল, ততক্ষণে চামচেটা আর কেহ টানিয়া লইয়াছে। ব্যাপারটা বুঝিয়া

রোস্তভ্ বলে—"আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি শুধু হাতটাই নয় ডুবিয়ে দিন তাতে আরও বেশি মিষ্টি হবে—"

মেরিয়া খুশিতে ঝলমল করিয়া রাঙা হইয়া উঠে—"কিন্তু আমার হাত পুড়ে যাবে যে—"

একথা শুনিয়া ইলিন একটা জলপাত্রে দু'ফোঁটা মদ ফেলিয়া পাত্রটি আগাইয়া দিয়া বলিল—"আপনি এতেই হাত ডুবোন—দেখুন সবটুকু জল আমি খেয়ে ফেল্‌ব—"

চায়ের পর্ব্ব শেষ হইতে রোস্তভ্ পকেট হইতে এক প্যাকেট তাস বাহির করিয়া মেরিয়াকে তাস খেলিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিল। স্থির হইল খেলাতে যে বাজি জিতিবে সে মেরিয়ার হাতে চুম্বন করিতে পাইবে, আর যে হারিবে তাহাকে ডাক্তারের জন্য চা তৈরী করিতে হইবে।

ইলিন বলিল—"কিন্তু যদি মেরিয়াই বাজি জিতে নেন্, তাহলে—"

—"তাহলে মেরিয়া যা বল্‌বে তাই করব আমরা।"

খেলা সবে শুরু হইয়াছে আর অমনি ডাক্তার উঠিয়া বসিলেন। একটু আগেই তাঁর ঘুম ভাঙিয়াছিল, কিন্তু চুপ করিয়া ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন তিনি। কিন্তু তাহাতে যে বিশেষ রস পান নাই তাঁহার মুখ দেখিলে সেটি স্পষ্টই বোঝা যায়।

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, অতএব এখন ডাক্তারবাবুর সচ্ছন্দে স্ত্রীকে লইয়া গাড়িতে থাকিতে পারিবেন নহিলে কি হইবে তা বলা যায় না,—জিনিসপত্র চুরি যাইতে পারে। ডাক্তারবাবুর এ কথাটা শুনিয়া রোস্তভ্ বলিল—"কোনো ভাবনা নেই, একটা আরদালী খাড়া করে দিচ্ছি—বলেন ত দুজনও দিতে পারি—"

ইলিন্ বলিল—"কুছ্ পরওয়া নেই, আমি পাহারা দেবো—

ডাক্তার গম্ভীর হইয়াই ছিলেন, ঘুমের রেশ তখনও তাঁহার ভালো করিয়া কাটে নাই, তা ছাড়া আর একটা কথা—তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া ইহারা এরকম কাণ্ড করিতেছে দেখিয়া তাঁহার মনটা আরও খারাপ হইয়া গিয়াছে।

ডাক্তারবাবু যখন তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনীকে লইয়া চলিয়া গেলেন তখন বাকী সকলে যে যার স্যাঁতসেঁতে জামা মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। অবশ্য অত সহজে কাহারও চোখে ঘুম আসে না, অনেক রাত পর্য্যন্ত জাগিয়া এপাশ-ওপাশ করিতে হইল বই কি। কথায় কথায় সবাই হাসিয়া উঠিতেছে, এ হাসির

কোনো অর্থ নাই, কথায় সঙ্গতি নাই—অকারণে হাসিতেছে সবাই। বারু কয়েক চেষ্টা করিয়াও রোস্তভ্ ঘুমাইতে পারিল না, এক একটা দমকা হাসির কোলাহলে তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া যায়।

রাত্রি তিনটা বাজিয়া গিয়াছে তবু কাহারও চোখে ঘুম নাই। এমন সময় হঠাৎ খবর আসিল, এখনই যাত্রা করিতে হইবে, অসট্রোভ্‌নার দিকে—অসট্রোভ্‌না সহরটি এখান থেকে খুব দূর নয়।

সবাই সাজপোশাক করিতে লাগিয়া গেল,—কিন্তু হাসি-গল্পের কামাই নাই। আবার সেই ভাঙা উনুন জ্বালা হইল, সেই পচা হলুদ রঙের জল চড়িল চায়ের জন্য। রোস্তভ্ কিন্তু এ সবের মধ্যে নাই, সে ইলিনকে সঙ্গে করিয়া নিজের দলের আড্ডায় চলিয়া গেল। পথে ডাক্তারের গাড়িটি দেখিয়া তাহার মনে পড়িয়া যায় মেরিয়া হেন্‌রি-কোভ্‌নার কথা। সে ইলিনকে বলে—"সত্যি ওই মেয়েটি এত চমৎকার।"

ষোলো বছরের ছেলে ইলিন—নেহাতই ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষেরা যে কথাটা বিশ্বাস করে সেটা অন্তরের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়া যায়। এক্ষেত্রে ইলিনেরও বিশ্বাস মেরিয়া সুন্দরী; মেরিয়া দেবীর মতই স্বপ্নকল্পনার জালে ঘেরা বিচিত্র রহস্যময়ী।

দেখিতে দেখিতে আধঘণ্টার মধ্যে রোস্তভের দল তৈরী হইয়া সারিতে দাঁড়াইল। তারপর হুকুম দেওয়া হইল "চলো।"

দলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিকোলাস হাঁক দিল—"সামনে চলো।" আর অমনি পথের বুকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ জাগিয়া উঠিল, কোন সুপ্ত মৌনতার স্তব্ধ আরাধনাকে ব্যর্থ করিয়া গতির জাগরণ। এমনি করিয়া আদিম মানব একদিন প্রকৃতির বুকে প্রাণের স্পন্দন আনিয়াছিল। আজ সেই মানুষ ছুটিয়া চলিয়াছে হিংসার বহ্নি-বন্যায় আপনার আহুতি যোগাইবার জন্য। এ যজ্ঞে মানুষই হোতা আর মানুষের প্রাণ আহবনীয়।

বার্চ্চ গাছের ফাঁকে ফাঁকে প্রভাতের প্রথম আলোব চরণধ্বনি বাজিয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে মেঘমুক্তির চিহ্ন, আকাশের উদয়-তোরণের রং মিশ্র রক্তাভধূসর। গাছের পাতায় পাতায় বৃষ্টির জল এখনও জমিয়া রহিয়াছে, চলমান সৈনিকের গায়ে বারি বিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে।

নতুন ঘোড়ায় চড়িয়া নিকোলাস চলিয়াছে, চলিতে চলিতে কখনও সে এই ঘোড়াটির দিকে তাকায়, আবার কখনও ভাবে সেই ডাক্তারের তরুণী বৌটির

কথা, একবারও তার মনে হয় না যুদ্ধের কথা, শত্রুসৈন্যের কথা। এর কিছুদিন আগেও কিন্তু রোস্তভের এরকম নিশ্চিন্ত ভাব ছিল না, যুদ্ধের জন্য তৈরী হইবার পর কেবলই মনে মনে কি একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় সে কাঁটা হইয়া থাকিত। কল্পিত শত্রুসৈন্যের আক্রমণে সে যেন নিজের কাছ হইতে ছুটিয়া পালাইতে চাহিল। ঘোড়ায় চড়িয়া সে যখন যুদ্ধ করিতে যাইত তখন প্রতি মুহূর্ত্তে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিত—কাপুরুষ নিকোলাসের সঙ্গে সৈনিক নিকোলাসের যুদ্ধ। পদে পদে আপনাকে তিরস্কার করিত সে। কিন্তু আজকাল সে পেশাদার যোদ্ধা হইয়া উঠিয়াছে, দীর্ঘদিনের অভ্যাসে সে উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছে নিজের কাপুরুষতাকে। সে আজ অতি সহজে মুখে তামাকের পাইপ লাগাইয়া হাওয়া খাইয়া বেড়ানোর মতই যুদ্ধ করিতে যায়। আর তার পাশে তরুণ ইলিনকে দেখিয়া নিকোলাসের মায়া হয়। বেচারী ইলিন—তাহার কচি মুখে মনের দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

দিনের আলো সুপরিস্ফুট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের কোলে কামানের গোলার আগুন দেখা যায়। আগুনের যে দাহিকা শক্তি আছে এ কথাটা মনে হয় না, ইহা দেখিয়া মনে হয় আকাশের শোভাবর্দ্ধনের জন্যই যেন অগ্নির সৃষ্টি। কামানের গর্জ্জনধ্বনিতে নিকোলাসের দেহের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়। ওদিক হইতে একজন এ-ডি-কং আসিয়া খবর দিল, অবিলম্বে সম্মুখে আগাইয়া যাইতে হইবে। ঘোড়-সওয়ারের দল চলিল দ্রুততর গতিতে।

অগ্নিবর্ষী যন্ত্রগুলির অতিপরিচিত শব্দ অনেকদিন পরে আজ শুনিতে পাইয়া নিকোলাসের মন নাচিয়া উঠিল।

আধঘণ্টা চুপচাপ অপেক্ষা করিবার পর ঘোড়সওয়ারদের আদেশ দেওয়া হইল—"আক্রমণ কর, সামনে এগিয়ে যাও"—

পাহাড়ের উপর হইতে নীচের দিকে অশ্বারোহীরা চলিয়াছে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিতে, তীরের চেয়ে তীব্র তাদের গতির নিশ্চয়তা! তাহাদের মাথার উপর দিয়া কতকগুলি গোলা শন্ শন্ শব্দে বাহির হইয়া গেল। এদিকে শত্রু-সৈন্যের যত কাছাকাছি হইতেছে রোস্তভের ব্যাকুলতা ততই বাড়িতেছে, সে সোজা হইয়া বসিয়া আছে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া। হঠাৎ ফরাসী সৈন্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য রোস্তভের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা কিরকম এলোমেলো হইয়া গেল। তাহারপর সে দেখিল তাহাদের দলের মধ্যে ফরাসীদের ঘোড়া এবং ঘোড়সওয়ার মিশিয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা বুঝিতে নিকোলাসের

এতটুকু দেরি হয় না,—সে দেখিতে পাইল শত্রুর আক্রমণে অশ্বারোহী দল এদিক-ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছে, খণ্ডযুদ্ধ হইতেছে এখানে-ওখানে।

চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া নিকোলাসের মনে হয়, এই মুহূর্তে যদি শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করা যায় তাহা হইলে ফরাসীরা পিছু হঠিয়া যাইতে পারে, কিন্তু দেরি করিলে আর এ সুযোগ ফিরিয়া আসিবে না। সে চাহিয়া দেখিল তাহার পাশে আর একজন কাপ্তেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে,—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সে লোকটি বলিল—"হাঁ, ওদের হঠিয়ে দেওয়া যায়, কারণ—"

নিকোলাস কথাটার শেষ পর্য্যন্ত শুনিল না, ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। ইঙ্গিতে তাহার দলকে আগাইয়া যাইতে বলিয়া সে শত্রুসৈন্যের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সে কেন এ কাজ করিল, কোন্ সাহসে—কি যুক্তি আছে তাহার এই অসমসাহসিকতার পিছনে নিকোলাস তাহা জানে না। কামানের গোলার শব্দ ক্রমশঃ মনকে চঞ্চল করিয়া তোলে, ঢালু জায়গায় ঘোড়া নামিতেছে, অদম্য গতিতে, নিকোলাস যেন নিয়তির আকর্ষণে আগাইয়া চলিয়াছে। অদূরে দেখা যায় শত্রু-সৈন্য ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছে। নিকোলাসের দলের অগ্রগতিতে ফরাসী সৈন্যরা ঘাবড়াইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে কয়েকজন ফরাসী সৈন্য তাহাদের দলের মধ্যে আটক হইয়া পড়ে। যাহারা পারিল প্রাণ লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

নিকোলাস একজন ফরাসী পদস্থ কর্ম্মচারীর পিছনে ধাওয়া করিয়া চলিল। লোকটা ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়াছে পূর্ণবেগে, তলোয়ারের ভোঁতাদিকটা দিয়া ঘোড়ার পিঠে আঘাত করিতেছে—আরও তাড়াতাড়ি যাওয়া চাই! শেষ পর্য্যন্ত নিকোলাস তাহাকে ধরিয়াই ফেলিল।

এমনি করিয়া নিকোলাসের দল সেদিন ফরাসীদের হঠাইয়া দিল। জন-কয়েক ফরাসীকে বন্দীও করা হইয়াছে। একজন উপরওয়ালা আসিয়া বীরত্বের জন্য নিকোলাসকে বাহবা দিয়া গেলেন, তিনি বলিলেন—"আমি খুব খুশি হয়েছি! সম্রাটের কাছে তোমার সাহসিকতার কথা জানাবো এবং যাতে তোমায় কোনো স্মারকচিহ্ন দেওয়া হয়, তার ব্যবস্থা করব।"

নিকোলাস কিন্তু এতটা আশা করে নাই, বরং তাহার মনে একটা ভয় ছিল যে উপরওয়ালার আদেশ না পাইয়া এভাবে স্বতঃপ্রণোদিত আক্রমণ করিয়া সেনাদলের আইন অমান্য করিবার অপরাধে তাহার একটা গুরুতর শাস্তি হইয়া যাইবে।

একটা কথা নিকোলাসের মনে কাঁটার মত পীড়া দিতেছে, তাহার কেবলই মনে হয়—"এই কী বীরত্ব! পলায়মান শত্রুকে আঘাত করবার আগে অকারণে আমার হাত কেঁপেছিল—তবু আমি বীর হ'লাম! আর ওই যে ফরাসী সৈনিক, যাকে বন্দী করেছি, তার মাথার ওপরে যখন তলোয়ার তুলে ধরেছিলাম তখন সে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, ভেবেছিল আমি বুঝি তাকে মেরে ফেল্‌ব! এই তার দেশপ্রেম! এই দেশপ্রেম নিয়ে মানুষ আসে লড়াই করতে? দায়িত্ব, কর্ত্তব্য সবই তবে মৃত্যুভয়ের কাছে তুচ্ছ?"

নিকোলাসের আদর্শের দৃষ্টিতে সমস্ত ব্যাপারটা এত তুচ্ছ মনে হয় যে, তাহার কিছুতেই ভালো লাগে না এত লোকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। মাঝে মাঝে সে যেন কেমন উদাস হইয়া যায়, নিরালায় চুপচাপ বসিয়া থাকিতে পারিলে সে যেন আর কিছু চায় না, তাহার আনন্দ, উৎসাহ যেন নিভিয়া গিয়াছে।

সে যাইহোক, নিকোলাসের পদোন্নতি হইল,—এখন একসঙ্গে দু'টি দলের পরিচালনার দায়িত্ব তাহাকে দেওয়া হইল। শুধু তাই নয়—কোথাও যাইবার জন্য সাহসী লোকের দরকার হইলে সবাই নিকোলাসের নামই সর্ব্বাগ্রে করিয়া থাকে।

১৫

মেয়ের অসুখের খবর পাইয়া রোস্তভ্ গৃহিণী পিটিয়াকে সঙ্গে লইয়া মস্কাউতে চলিয়া আসিলেন। অবশ্য তাঁহার নিজের শরীর তেমন ভালো হইয়া সারে নাই কিন্তু এ অবস্থায় আপনার কথা কোন্ মা ভাবে?

নাতাশার অসুখ সকলকে রীতিমত ভাবাইয়া তুলিল—রোগটা বেশ জটিল হইয়া পড়িতেছে ক্রমশঃ। কাজেই ইতিপূর্ব্বে যে নাতাশার ব্যবহারে তার বাপ-মা ক্ষুণ্ণ এবং রুষ্ট হইয়াছিলেন সেটা সম্পূর্ণ চাপা পড়িয়া গেল। এখন সে বাঁচিয়া উঠুক এই কামনাই অহর্নিশি পিতামাতার মনের একমাত্র প্রার্থনা!

এদিকে রোগিণী কিছু মুখে তোলে না, অনবরত কাশি লাগিয়া আছে, একেবারে চোখে ঘুম নাই তার,—দিন দিন শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। ডাক্তারে বলে কখন যে কি হইবে তাহার ঠিক নাই, হরদম ডাক্তারেরা আসা-যাওয়া করিতেছেন, যুক্তিপরামর্শ করিয়া ইতিকর্ত্তব্য স্থির হইতেছে, একজন অপরের সিদ্ধান্তকে অবজ্ঞাভরে উড়াইয়া দিয়া আপন বিচক্ষণতাকে সপ্রমাণ

করিতেছেন। এক কথায় চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হইতেছে একথা বলিবার যো নাই। তবে এটা ঠিক যে নাতাশার এ ব্যাধির মূল কারণটুকু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। তাহার চিকিৎসা করা আরও কঠিন। নিত্য নিয়মিত ঔষধপথ্যের যে ব্যবস্থা চলিতেছে তাহাতে রোগিণীর এতটুকু উপকার হইতে পারে না। অবশ্য একথাটা চিকিৎসকেরা কিছুতেই স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদের উপর আস্থা রাখিয়া মানুষ নিশ্চিন্ত হইতে চায় সে অবস্থায় আপনার ক্ষমতাকে এত সামান্য ভাবাই যেন নিজেকে ছোট করিয়া দেখা। তবে এ অবস্থায় যে চিকিৎসক কিছুই করিতে পারে না তা নয়,—এই যে, ডাক্তারের আদেশমত ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া রোগিণীকে ঔষধ খাওয়ানো, পথ্য দেওয়া এর মধ্যেও সান্ত্বনা রহিয়াছে বই কি। এই ভাবে প্রতিনিয়ত সেবা করিতে পারিয়াও যেন সোনিয়া নিজের দুশ্চিন্তার হাত হইতে খানিকটা রেহাই পায়, নাতাশার মা মনে করেন এত খরচপত্র করিয়া যখন চিকিৎসা করানো হইতেছে তখন হয়ত ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিবেন, এত স্নেহের কি কিছুই মূল্য নাই! কাউণ্ট রোস্তভ্‌কে যদি মোটা রকমের ধারকর্জ না করিতে হইত তাহা হইলে বোধকরি তাঁহারও দুশ্চিন্তা বাড়িয়া যাইত অর্থাৎ সকলেই যেন নাতাশার জন্য নিজের সাধ্যমত কিছু করিতে পাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছে।—এরপর চিকিৎসকের মূল্য স্বীকার না করিলে খুব অন্যায় হয়। হয়ত ডাক্তারের ঔষধে রোগিণীর স্বাস্থ্যের কোনই উন্নতি হইতেছে না, তবু এই এতগুলি লোকের দুশ্চিন্তার গুরুভার লাঘব করার মূল্য যথেষ্টই রহিয়াছে। মানুষ চিরকাল অপরের সহানুভূতির কাঙাল।

অতএব ডাক্তার আসিয়া তিনবেলা নাতাশাকে দেখিয়া যায়,—"আহারের পর এক দাগ", "সকাল বিকালে তিনটি বড়ি", "রাত্রে শুইবার সময় গরম জলে গুঁড়া ফেলিয়া" সেব্যগুলি প্রত্যহই বাড়িয়া যাইতেছে। মস্কাউএর রথী-মহারথীদের কাছে কাউণ্ট সগৌরবে গল্প করেন, কোন বড় ডাক্তার কি ভুল করিয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে অমুক ডাক্তার চট্‌ করিয়া তাহা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। নাতাশার মা রোগিণী অবাধ্য হইলে বলিতেন—"ভাখো, যেমনটি ডাক্তারবাবু বলে দিয়েছেন তার একটু ইদিক-উদিক হলে বাপু তোমায় ভালো করার সাধ্যি আমার নেই, তা বলে দিচ্ছি। অসুখ-বিসুখের সঙ্গে ত আর ছেলেখেলা নয়, জানো এর থেকে নিউমোনিয়া দাঁড়াতে পারে!" আসলে নিউমোনিয়াটা কি জিনিস তা রোস্তভ্‌ গৃহিণী জানেন না, এতবড় গালভরা

নামটি তিনি এই প্রথম শুনিয়াছেন ডাক্তারবাবুর মুখে।...এমন অবস্থা নয় যে হাওয়া বদল করিতে যাওয়া চলে। ডাক্তারেরা বলিতেছেন, এ অবস্থায় কখন যে বিপরীতে দাঁড়াইবে কিছুই বলা যায় না। অগত্যা নাতাশাকে মস্কাউতে রাখিয়াই চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

এত ঔষধপত্র খাওয়ার পরও কিন্তু নাতাশা মরিল না, অবশেষে যৌবনেরই জয় হইল, ধীরে ধীরে তাহার স্বাস্থ্য আবার ভালোর দিকে ফিরিতে লাগিল।

নাতাশার শরীর সারিল বটে কিন্তু তাহার মনের সতেজ সজীবতা কিন্তু ফিরিল না। সব সময় সে নিজেকে দূরে দূরে সরাইয়া রাখে, নাচ, গান, অভিনয় বা আনন্দ-উৎসবের কোনো কিছুতেই যোগ দেয় না সে—। আজকাল সে হাসিলে মনে হয় হাসির অন্তরালে অন্তরের অশ্রু সঞ্চিত রহিয়াছে, বুঝি এখনই ঝরিয়া পড়িবে। সে আর গান গাহিতে পারে না, গাহিবার জন্য গলা চড়াইয়া সুর ধরিতে গেলেই যেন কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। অতীতের আনন্দস্মৃতি-মধুর দিনগুলি যে আজ এত বেদনাময় হইয়া উঠিবে তাহা কে জানিত! সেই সে-দিনের কথা মনে পড়িয়া যায়, নাতাশা আর থাকিতে পারে না। মনে হয় আর ত সেদিন ফিরিবে না, চিরজন্মের মত শেষ হইয়া গিয়াছে সব কিছুই!... নাতাশা ব্যর্থ অভিসার-আয়োজনের জন্য দুঃখিত নয় একটুও, এখন ও বলে, কেহ তাহাকে ভালোবাসিবে এ জন্য তাহার জীবন নয়, পুরুষের ভালোবাসাকে সে আর মর্য্যাদা দেয় না। বিশেষ কোন একটা আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা ওর জীবনের বড় প্রশ্ন নয়, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিছুই ওর কাছে বড় বলিয়া মনে হয় না, শুধু একটা রিক্ততার বেদনায়, হতাশার সুরে ওর সারা অন্তর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে—সব শেষ হইয়া গিয়াছে তবুও বাঁচিয়া থাকিতে হইবে! এ বাঁচার সার্থকতা কি!

এর পরও যে কী দুঃখ তাহার কপালে আছে নাতাশা ভাবিয়া পায় না। আজকাল ও নিজেকে দীনতার আসনে বসাইয়া যেন বেশি তৃপ্তি পায়, কাহাকেও কোন কাজের ফরমাস করিবে না আর, পাছে তাহাদের কষ্ট হয়।

বাড়ির কাহারও সঙ্গে নাতাশা কথাবার্তা বলে না, একমাত্র পিটিয়ার সঙ্গে এখনও মাঝেমাঝে গল্পগুজব করে—অনেক সময় পিটিয়ার কথায় নাতাশা হাসে। আর একটি লোকের সঙ্গে নাতাশা বেশ সহজভাবে কথা কহিয়া থাকে

—সে লোকটি হইতেছে পিটার বেস্থখভ্। পিটার যে কি করিয়া নাতাশার মন বুঝিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া কথা বলে, দরকার হইলে চুপ করিয়া থাকিয়াও নাতাশার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি এবং স্নেহের পরিচয় দেয় তাহা বুঝাইয়া বলাও অসম্ভব! সকলের চেয়ে পিটারের সঙ্গই নাতাশার ভালো লাগে। অবশ্য পিটারের এই সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির ষোলোআনা মূল্য বুঝিতে পারে না নাতাশা, মনে হয় যে পিটারের মত স্বভাবমধুর লোকের পক্ষে এমনতর ব্যবহারটাই সহজাত। তবুও মাঝে মাঝে যখন কথায় কথায় সেই সব আগেকার কোনো কথা উঠিয়া পড়িবার সম্ভাবনায় পিটারের চোখেমুখে অস্বস্তি ফুটিয়া উঠিতে দেখে, তখন নাতাশার মনে হয় এটা নিতান্তই পিটারের স্বভাবসুলভ লাজুকতা।...নাতাশা কোনদিন ভাবিতে পারে নাই যে তাহাদের এই অন্তরঙ্গতার মধ্যে প্রেমের অঙ্কুরের সম্ভাবনা সঙ্গোপনে থাকিতে পারে, এমন কি, সাধারণত একটি রমণীর সঙ্গে আর একটি পুরুষের যে কামগন্ধহীন বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়িয়া উঠে, তাহাদের দু'জনের মধ্যে সে ধরণের বন্ধুত্বও তাহাদের এই মেলামেশার ফলে হইতে পারে না—নাতাশার এ বিশ্বাস বদ্ধমূল। তাহাদের এই মেলামেশার পথে কোন বাধার আকর্ষণ নাই, তাই এখানে কোনো জটিলতার অবকাশও নাই—নদীর স্রোত যেখানে বাধা পায় সেখানেই তার উদ্দাম বেগ, দুর্জ্জয়কে পরাস্ত করার দুর্দ্দম আকাঙ্ক্ষা। এও সেই রকম—আনাতোলকে পাওয়ার পথে সমাজনীতির কড়াশাসনের ষড়যন্ত্র ছিল বলিয়াই তাহাদের পিপাসা বাঁকাপথের আশ্রয় চাহিয়াছিল। কিন্তু পিটারের বেলায় নাতাশার মনে কই এতটুকু বাসনাও জাগে না,—পিটার বিবাহিত বলিয়া নহে, এখানে কোনো বাধার আকর্ষণ নাই বলিয়াই পিটার সম্বন্ধে নাতাশা নির্লিপ্ত।

গরমের মাঝামাঝি সময়ে নাতাশাদের গ্রামের একটি মহিলা আসিলেন। তিনি এখানে আসিয়াছেন এখানকার গির্জ্জাতে ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য। এখানে বড় বড় আত্মত্যাগী মহাপুরুষদের সমাধিক্ষেত্রে পূজা করিবেন তিনি। তাঁহার অনুরোধে নাতাশাও যোগ দিল এই অনুষ্ঠানে, ডাক্তারেরা বার বার বারণ করিল কিন্তু নাতাশা সে কথা কানে তুলিল না। এই ভদ্রমহিলা রাত তিনটার সময় ঘুম ভাঙাইবার জন্য নাতাশার ঘরে গিয়া দেখেন নাতাশা কাপড়-জামা পরিয়া তৈরী হইয়া বসিয়া আছে। সে রোজ শেষরাত্রে উঠিয়া দূরের এক উপাসনামন্দিরে যায় এই প্রতিবেশিনীর সঙ্গে—এই বিশেষ উপাসনাগৃহের পুরোহিতের নিষ্ঠাবান বলিয়া খুব খ্যাতি। এত ভোরে গির্জ্জায় কে আসিবে,

—তাহাদের মত একান্ত ভক্তিমতী দু'চারজন স্ত্রীলোক এবং তাহার চেয়েও কম পুরুষ সমবেত হয়। তাহারা যখন পূজার্চ্চনা সারিয়া বাড়ি ফেরে তখনও শহরের লোক ঘুমাইয়া থাকে।

উপাসনার মধ্য দিয়া নাতাশা যেন আত্মনিবেদনের ভাষা খুঁজিয়া পায়—সে পরমেশ্বরের কাছে আপনার সকল দীনতা কলুষের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করে। তাহার প্রার্থনার মধ্যে অন্তরের আকুলতা বার বার এই কথাই বলিতে চায়, অতীতের গ্লানিকালিমার চিহ্ন মুছিয়া গিয়া যেন নাতাশার জীবনে নূতন যাত্রা শুরু হয়—এই আগামী জীবনে তাহার জীবনেশ্বর স্বয়ং পরমেশ্বর, তাহার পথ ধর্ম্মপথ, তাহার পাথেয় আনন্দ!

এমনি করিয়া সাতটি দিন কাটিয়া গেল স্বপ্নের মধ্য দিয়া, এ যেন আর এক জীবনের কূলে উপনীত হইতেছে নাতাশা—তাহার কেবলই ভয় হইতেছে তাঁহার পূজা শেষ করিবার আগেই বুঝি ওর আয়ু শেষ হইয়া যাইবে, বুঝি এত আনন্দ তাহার সহ্য হইবে না!

ডাক্তার আসিয়া নাতাশাকে দেখিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিলেন—"আর ভাবনা নেই, ওই ওষুধটাই খেয়ে যাও নিয়ম বেঁধে, বুঝলে?" বলিয়া তিনি পনেরো দিন আগে যে অব্যর্থ মহৌষধটি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন তাহার উপকারিতা সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। এদিকে রোস্তভ্-গৃহিণী তাঁহার হাতে যে মোহরগুলি গোপনে গুঁজিয়া দিতেছেন সেগুলি বেশ কায়দা করিয়া হস্তগত করিয়া বলিলেন—"আর দেখতে হবে না, এবারে ও শীগ্গির গানটান গাইতে পারবে। মানে শেষের এই ওষুধটায় খুব কাজ হয়েছে।"

জুলাই মাস পড়িতে না পড়িতে মস্কাউএর বাসিন্দাদের মাথা ঘুরিয়া গেল,—ভয়ানক বিপদ; সম্রাট সৈন্যশিবির ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছেন, তাহার কারণ রুশসেনাদলের অবস্থা খুব নিরাপদ নয়। একথা সম্রাট নিজে এক ইস্তাহারে স্বীকার করিয়াছেন। স্মলেন্স্ক অবরোধের সংবাদ, নাপোলেঅঁর সঙ্গে দশ লক্ষ সৈন্য আছে সে খবর—তাহা ছাড়া আরও কত কি ঘটিতেছে এবং তাহার চেয়েও ঢের বেশি রটিতেছে তাহার ঠিক নাই। দেশবাসী বুঝিয়া লইয়াছে যে এবারে দৈবের উপর ভরসা করিয়া থাকা ছাড়া রাশিয়ার কোনো উপায় নাই।

এদিকে সময় গড়াইয়া গিয়াছে। সেদিন রবিবার, সকালে রোস্তভেরা উপাসনার জন্য সপরিবারে বাহির হইয়াছিল, নাতাশাও সঙ্গে আসিয়াছে। অন্যান্য বছরের মত এবার আর অভিজাতমহলের বড় একটা কেহ শহর ছাড়িয়া বাহিরে যায় নাই, কি জানি কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না তো—এ অবস্থায় শহরে থাকাই নিরাপদ—কাজে কাজেই উপাসনাভবনে বেশ ভিড় হইয়াছে।

রোস্তভ-গৃহিণী গাড়ি হইতে নামিলেন, তাঁহার আগে আগে তকমা-আঁটা আরদালী ভিড় ঠেলিয়া পথ করিয়া চলিল। মায়ের পিছনে নাতাশা যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার কানে গেল উচ্চকণ্ঠে কে বলিতেছে—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও আর বলতে হবে না, কুমারী নাতাশাই বটে, তবে অনেক রোগা হয়ে গেছে—তা হোক, আগের চেয়েও যেন সুন্দর দেখাচ্ছে।—"

তাহারপর আর কিছু নাতাশা শুনিতে পায় না, তবে অনুমানে ধরিয়া লইল যে, বল্‌কনস্কি আর কুরেগীনের কথাও আলোচনা হইতেছে নিশ্চয়। নাতাশার অতীত জীবনের সমস্ত কাহিনীই যেন এই জনতার কাছে প্রচারিত হইয়া গিয়াছে—এই ভাবিয়া নাতাশার পা আর উঠিতে চায় না। লজ্জায়, বেদনায় তাহার দেহমন ভারি হইয়া যায়, মনে হয় এর চেয়ে মৃত্যুও যে ভালো ছিল।

নাতাশা জানে যে তাহার রূপ আছে কিন্তু এখন আর আপনার সৌন্দর্য্য তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। আজিকার এই উজ্জ্বল প্রভাতের মধ্যে নাতাশা কোন মাধুর্য্য খুঁজিয়া পায় না, অকারণে তাহার মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল—আপন মনেই সে বলে—"আরও সাতটা দিন পার হয়ে গেল—এমনি করেই কাটবে আরও কতদিন। একঘেয়ে স্বাদ-গন্ধহীন বিষণ্ণ আমার জীবন—আমি বয়সে তরুণী, আমার রূপ আছে, সবই জানি···আমি অপরাধ করেছি কিন্তু এখন আবার ভালো হয়েছি, এসবও জানি···কিন্তু আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান দিনগুলি বিফলে যাবে, কোনো কাজেই লাগবে না— !

সেদিন উপাসনার সময় নাতাশা তাহার সমস্ত সত্তা দিয়া ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিল—"হে পরমকরুণাময়, আমার দাদার মঙ্গল হয় যেন, দেনিসভ্‌ যেন ভালো থাকে। আর এণ্ড্রু যেখানেই থাকুক না কেন, মনে মনে নাতাশাকে সে যেন ক্ষমা করে। আমায় তোমার জ্যোতির্ম্ময় আশীর্ব্বাদশুদ্ধ ক'রে তোমার কাছে নিয়ে চল, হে পরমেশ্বর!" শেষের কথাগুলি বলিবার সময় তাহার অন্তরের আকুল আবেদন চোখের চাহনীতে সুব্যক্ত হইয়া উঠিল,—সে যেন

কোন অজ্ঞাত অদৃশ্য শক্তিবলে স্বর্গপথের অভিযাত্রী হইয়াছে। মুহূর্তের মধ্যে নাতাশা আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখ, আনন্দবেদনার ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়। পাশে দাঁড়াইয়া তাহার মা মেয়ের ভাবান্তর লক্ষ্য করেন, তিনিও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন—"দোহাই ঈশ্বর, ওর মনের শান্তি ফিরিয়ে দাও, ও যাতে আবার ভালো হয়ে ওঠে তাই কর।"

সাধারণ উপাসনার পর শুরু হইল দেশের মাঙ্গলিক প্রার্থনা।

যেদিন নাতাশা কৃতজ্ঞতানির্ভর-দৃষ্টিতে পিটারের দিকে চাহিয়াছিল, সে রাত্রে সে পথে বাহির হইয়া উদার বিস্তৃত আকাশপথে নূতন জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাইল, সেদিন হইতে জীবন সম্বন্ধে তাহার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাইয়া গিয়াছে। নাতাশার কল্পমূর্ত্তির প্রভাবে যেন তাহার যাহা কিছু সমস্যা, যত কিছু দুশ্চিন্তা কোন্ দিগন্তে মিলাইয়া গেল। আগেকার মত পাপপুণ্যের কথা লইয়া সে এখন আর মাথা ঘামায় না, মানুষের দুষ্কৃতির বিবরণ তাহাকে তেমন বিচলিত করে না—এখন সে ভাবিতে পারে না, জীবনের এতটুকু আয়ুপরিধিকে এতরকমে জটিলতা দিয়া মানুষ কেন ঘিরিয়া রাখিয়াছে। এর চেয়ে ঢের বেশি মূল্য আনন্দের—। তাহার কাছে নাতাশা আনন্দ আর সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি। পিটার এখন পাপপুণ্যের কথা ভাবে না, সে জানে মানুষ সুন্দরের পূজারী, কোনো অন্যায় তাহার চোখে পড়িলেও সে অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া যায়, নিজের মনে বলে—"এ লোকটা চুরি-জুয়াচুরি ক'রেছে তাও সবাই জানে, তবু, অত্যাচারীকে যদি সম্রাট সম্মানে ভূষিত করেন তাতে আমার কি আসে-যায়। আমি জানি যে ও প্রসন্ন হাসি হেসে আমায় কাল বিদায় দিয়েছে, আজও যেন যাই, সে কথা বলে দিয়েছে বার বার। আমি যে ওকে ভালোবাসি,—একথা কোনোদিন কেউ জানতে পারবে না।"

আজও পিটার আগের মতই আমোদবিলাসের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছে,—সে ক্লাবে যায়, প্রচুর মদ খায়। অলস জীবনযাত্রা তার, কোন কাজের কাজ করে না সে।

ইতিমধ্যে সীমান্ত হইতে নিত্যনূতন বিপদের খবর আসিতে লাগিল। এদিকে নাতাশা সারিয়া উঠিয়াছে,—নাতাশার স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগের

গুরুভার সরিয়া গিয়া মনের খানিকটা অংশ খালি খালি ঠেকিতেছে। নাতাশার খবর লইবার অছিলায় আর ঘন ঘন তাহাদের বাড়ি যাওয়া অপ্রয়োজন বোধ হয়। এইসব জড়াইয়া বর্ত্তমান জীবনধারা পিটারের কাছে বিশ্রী, বিরক্তিকর এবং অসহ্য হইয়া উঠে। তাহার মনে হয় বুঝি শীঘ্রই তাহার একটা বিরাট পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। সে শুধু ঐশ্বরিক নির্দ্দেশের অপেক্ষায় রহিয়াছে।

রবিবার সকালে উঠিয়া পিটার রস্তপ্‌শিনের বাড়ি গেল,—সেখান হইতে সম্রাটের বিবৃতির একটা নকল লইয়া নাতাশাদের বাড়ি যাইবার কথা আছে তার। রস্তপ্‌শিনের বাড়ি গিয়া সে দেখিল যে প্রধান সেনাশিবির হইতে একজন দূত আসিয়াছে—এই দূত তাহার বিশেষ পরিচিত এবং মস্কাউ-এর একজন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী।

পিটারকে পাইয়া সে ভদ্রলোক বলিলেন—"ভাই, আমার একটা কাজ ক'রে দাও না—মানে এই চিঠি ক'খানা যদি বিলির ব্যবস্থা করে দাও।"

পিটার রাজি হইয়া যায়। চিঠির তাড়ার মধ্যে রোস্তভদেরও একখানা চিঠি রহিয়াছে—নিকোলাস লিখিয়াছে।

রস্তপ্‌শিন সম্রাটের বিবৃতির একখানি নকল পিটারকে দিল, সেই সঙ্গে সেদিনের সামরিক ইস্তাহার ও কর্ম্মচারীদের পদোন্নতি ইত্যাদির খবর। ইস্তাহারে চোখ বুলাইবার সময় পিটারের হঠাৎ চোখে পড়িল নিকোলাস রোস্তভ্‌ অস্টভ্‌নায় বীরত্ব দেখাইয়াছে বলিয়া তাহাকে একটি সম্মানসূচক উপাধি Order of St. George দেওয়া হইয়াছে···সেই পাতাতেই নীচের দিকে আছে : প্রিন্স এণ্ড্রু বল্‌কন্‌স্কি অশ্বারোহীবাহিনীর কর্ণেল পদে নিযুক্ত হইয়াছে।

নিজের কাছে সম্রাটের বিবৃতিটি রাখিয়া দিয়া পিটার চিঠি আর ইস্তাহারটি রোস্তভদের বাড়ি পাঠাইয়া দিল—। ওটি লইয়া সে নিজেই যাইবে।

রাজদূতটি যে সব খবর দিল তাহাতে ভয় পাইবারই কথা। সে বলিতেছে এই মস্কাউ শহরেই নাকি ফরাসীদের গুপ্তচর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, একটি বিজ্ঞাপন লোকের হাতে হাতে ফিরিতেছে তাহাতে লেখা আছে—"আগামী শরতের পূর্ব্বেই সম্রাট নাপোলেঁ রাশিয়ার দুটি রাজধানীই দখল করিবেন মনস্থ করিয়াছেন।" তাহার কাছে জানা গেল যে, আগামীকাল সম্রাট মস্কাউতে আসিয়া পড়িবেন।—এসব

শুনিতে শুনিতে উত্তেজনায় পিটারের সারা দেহ আড়ষ্ট হইয়া উঠে। আর যদি মুক্তিদূত দলের সভ্য না হইত তবে এখনই সে এই যুদ্ধে যোগ দিতে দ্বিধা বোধ করিত না।

সাধারণতঃ রবিবার দুপুর বেলায় রোস্তভ্দের বাড়ি অতিথিঅভ্যাগত আসিয়া থাকে সেকথা পিটার জানে, তাই সে একটু আগেই সেখানে হাজির হয়।

কয়েকমাসের মধ্যে পিটার যেন চালচলনে খুব সপ্রতিভ হইয়া উঠিয়াছে। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে নিজের মনেই বিড় বিড় করিয়া বকিতেছিল সে। ওদিকে মনিবকে নামাইয়া দিয়াই গাড়োয়ান গাড়ি হাঁকাইয়া চলিয়া গেল,—সে ভালো করিয়াই জানে যে এখানে আসিলে রাত দুপুরের আগে মনিব নড়েন না, মিছামিছি রোজই এক কথা জিজ্ঞাসা করার কি দরকার।

প্রথমেই তাহার দেখা হইল নাতাশার সঙ্গে ; অবশ্য দেখা হওয়ার আগে সে নাতাশার গান শুনিতে পাইয়াছিল তাই বৈঠকখানায় গিয়া ঢুকিল। কতদিন পরে আজ নাতাশা গান গাহিতেছে। বড় ঘরটার দরজা ভেজাইয়া দিয়া গলা ছাড়িয়া দিয়া গান গাহিতেছে আর পায়চারী করিতেছে নাতাশা। আস্তে আস্তে দরজা ঠেলিয়া কতকটা নিঃশব্দেই পিটার ভিতরে ঢুকিল, প্রথম নাতাশা টের পায় নাই, তারপর হঠাৎ মুখ ফিরাইতেই পিটারের সামনাসামনি পড়িয়া লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠে নাতাশা।

গান বন্ধ করিয়া নাতাশা আগাইয়া আসে,—"দেখুন, আমি একটু গাইবার চেষ্টা করছিলাম, কিছু ত একটা চাই—"কুণ্ঠিতভাবে একটা কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করে ও।

—"এ-ত খুব ভালো কথা—" বলে পিটার।

—"সত্যি আজ আপনি এলেন এতে খুব খুশি হয়েছি। জানেন, নিকোলাস সেণ্ট-জর্জ ক্রশ্ পেয়েছে,—আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে শুনে, গর্ব করবার মত ভাই আমার—"

—"জানি, আমিই ত পাঠিয়ে দিয়েছি ইস্তাহারখানা। কিন্তু না, আর তোমার কাজের ক্ষতি করব না, বসবার ঘরে যাই এখন—"

নাতাশা তাহাকে যাইতে দিল না।

—"আচ্ছা, আপনি ঠিক করে বলুন দেখি, আমার কি গান গাওয়া উচিত নয়?" বলিয়া নাতাশা পিটারের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। নাতাশা মুখে একটা রক্তিম ছায়া পড়ে কিসের।

—"না, অন্যায় হবে কি রূপে? বয়স তার ছোট্টো···কিন্তু তুমি এত লোক থাকতে আমায় জিগ্যেস করলে কেন?"

—"তা জানি না, তবে আপনি পছন্দ করেন না এমন কায আমি কিছুতেই করতে পারব না। আপনি জানেন না, কতখানি ভরসা করি আপনার ওপর—আপনার মতামতের উপর আমার অনেক কিছু নির্ভর করে। আপনি যে আমার কতখানি তা বোঝাতে পারব না। আমি দেখেছি—" নাতাশা বলিয়া যায় নিজের মনে, তাহার প্রতিটি কথায় পিটারের মুখ ক্রমশঃ লাল হইয়া উঠিতেছে সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই—"আজকের ইস্তাহারে তার নাম দেখেছি; বল্‌কন্‌স্কি—" খুব আস্তে নাতাশা নামটা উচ্চারণ করে, ও যেন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে—"বল্‌কন্‌স্কি রাশিয়ায় ফিরেছে। আবার যুদ্ধে যোগ দিয়েছে সে। ··আপনার কি মনে হয়, সে আমায় কোনোদিন ক্ষমা করবে? সে কি আমায় চিরকালই পাষাণী মনে করবে—চিরকাল? বলুন না,—দোহাই, বলুন, কি মনে হয় আপনার?"

পিটার বলে—"আমি মনে করি, ক্ষমা করবার কথাই ওঠে না—অন্ততঃ আমি হ'লে এক্ষেত্রে—"

নাতাশা তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া বলে—"আপনি। আপনার কথা আলাদা। আপনার মত উদার মানুষ আমি দেখিনি—আমার বিশ্বাস আপনার মত মানুষ পৃথিবীতে নেই। এই আমাকে যদি সান্ত্বনা না দিতেন আপনি, তাহলে আজ কি অবস্থা হ'ত আমার—।" বলিতে বলিতে তাহার ডাগর দুটি চোখে জল ভরিয়া আসে, এটা গোপন করিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া গান গাহিতে শুরু করিল।

ঠিক এই সময়ে পিটিয়া আসিয়া ঢুকিল। পিটিয়া এখন বেশ বড়সড় হইয়াছে, এবারে সে পনেরো বছরে পড়িয়াছে, নাতাশারই মত সুশ্রী সুন্দর তাহার মুখের আদল। তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিবার আয়োজন চলিতেছে, কিন্তু তাহার সেদিকে মোটেই মন নাই, দাদার মত সেও সেনাদলে যোগ দিবে স্থির করিয়াছে। তাহার বন্ধু অবলেন্‌স্কি আর সে দু'জনেই একসঙ্গে যোদ্ধা হইবে। এতবড় একটা গুরুতর ব্যাপারে পিটারের পরামর্শ লওয়া সমীচীন বইকি।

পিটিয়া উৎসাহিতভাবে বলিয়া যায়, পিটার কিন্তু সেদিকে মন দেয় না, তাহা বুঝিতে পারিয়া সে পিটারের জামা ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল, "শুনুন না, কিরকম লাগছে আমার কথা, এ্যাঁ।"

—"তাহলে তুমি ভলান্টিয়ার হতে চাও—আচ্ছা, আমি আজই সে কথা তুলবো—"

এই সময়ে কাউন্ট আসিয়া পড়িলেন—"তারপর, কেমন আছ। হ্যাঁ, ভালো কথা, সেই নকলখানা এনেছো?"

—"হ্যাঁ, এই যে বিবৃতিটার নকল। আর, শুনেছেন কি, সম্রাট কালই পৌঁছচ্ছেন এখানে—অভিজাত এবং সম্ভ্রান্ত মহলের তরফ থেকে দরবারেরও আয়োজন করা হয়েছে—এখন কথা হচ্ছে যে, প্রতি হাজার পিছু আরও দশজন করে লোক নিয়ে নগররক্ষীবাহিনী তৈরী করা হবে।"

—"প্রধান সেনাশিবিরের খবর কিছু জানো নাকি?"

—"হ্যাঁ, তারা এখনও পিছু হটছে, স্মলেনস্ক পর্য্যন্ত ওরা এসে গেছে।"

—"সত্যি? তাই না কি?...কিন্তু কই নকলখানা দিলে না ত?"

অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও পিটার সেই কাগজখানা পাইল না, শেষে বলিল, "তবে হয়ত ফেলে এসেছি...কিন্তু কোথায় রাখলাম মনে করতে পারছি না ত। নিশ্চয় বাড়িতে পড়ে আছে—আচ্ছা চট্ করে দেখে আসি একবার।"

নাতাশা আসিয়া পড়িল,—পিটারের দুরবস্থা দেখিয়া তার মায়া হয়। এদিকে সোনিয়া পাশের ঘরে (যে ঘরে জামা আর টুপি খুলিয়া রাখা হয়) পিটারের খোঁজা কাগজখানি টানিয়া বাহির করে।

কাউন্ট বলিলেন—"আচ্ছা এখন রেখে দাও, খাওয়াদাওয়ার পর পড়া যাবে।"

খাওয়াদাওয়ার পর সম্রাটের বিবৃতিটি সোনিয়া পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। রাশিয়া যে আজ কত বড় সঙ্কটের সম্মুখীন তাহা সম্রাট স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিয়াছেন, শেষকালে তিনি বলিয়াছেন যে—"সাম্রাজ্যের শেষ সীমা পর্য্যন্ত সরিয়া গিয়াও যদি যুদ্ধ করিতে হয় ত তাহা করিতে তিনি এবং তাঁহার সেনাবাহিনী প্রস্তুত, আজ যে শত্রু ইউরোপের শান্তি এবং স্বাধীনতার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে একদিন রাশিয়ার শক্তির কাছে তাহাকে পরাজয় মানিতেই হইবে। রাশিয়া সগৌরবে ইউরোপের শান্তি এবং স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিবে ইহা সুনিশ্চিত।"

শুনিতে শুনিতে আনন্দে, আবেগে কাউন্টের চোখ অশ্রুময় হইয়া উঠে, তিনি বলেন—"বাঃ, বেশ। বহুৎ আচ্ছা বাৎ। একবার শুধু বল সম্রাট, তোমার কথায় আমরা বিনা দ্বিধায় সব কিছু দিয়ে দেবো।"

নাতাশা বাবার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলে—"বাবা! তুমি খাঁটি কথা বলেছ।" পরক্ষণে নাতাশা সচেতন হইয়া পিটারের দিকে একবার তাকায়, —এতগুলি লোকের সামনে এরকম করা কি অশোভন হইয়া গেল!

শিন্‌শিন্ বলে—"বাহবা! এই ত দেখছি দেশপ্রেমিকা!"

এ কথায় নাতাশা খুব চটিয়া যায়, বলে "মোটেই তা নয়! যা কিছু দেখবেন তাতেই বিদ্রূপ করা আপনার স্বভাব। কিন্তু দয়া করে ভুলে যাবেন না যে, কতকগুলো গুরুতর ব্যাপার আছে যা নিয়ে তামাসা চলে না।"

"তামাসা! কি যে বল, শুধু একটা কথার ওয়াস্তা, সম্রাটের ইঙ্গিতে আমরা সমবেত সকলে উঠে দাঁড়াবো, চলে যাবো—আমরা ত আর জার্মান নই!"

এই সুযোগে পিটিয়া বাপের কাছে আসিয়া গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া বলে—"এই হচ্ছে সুসময়! বাবা, মা, তোমরা আমায় সৈনিক হবার অনুমতি দাও, আমি আর পারি না…পারি না…"

ছেলের ভাবগতিক দেখিয়া মা অসহায়ভাবে ওপরপানে চাহিলেন।

কাউণ্টের এত উৎসাহ উত্তেজনা সহসা নিভিয়া গেল। তিনি বলিলেন—"আর তোমার লেখাপড়া বুঝি রসাতলে গেল! যাও, বাজে বকতে হবে না… সৈনিক হবেন উনি…আগে লেখাপড়া শেখ!"

"না—না বাবা, কিছু বাজে নয়, ফিডিয়া অবলেন্‌স্কি ত আমার চেয়েও ছোট, সে সৈনিক হতে পারলে আমিই বা পারব না কেন! আর পড়াশুনো আমাকে দিয়ে হবে না…এখন দেশের এই সঙ্কট—"

—"আচ্ছা, আচ্ছা জ্যাঠামো রাখো!"

—"কিন্তু বাবা, তুমি নিজেই ত বললে, যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত আছো—"

এক ধমক দিয়া কাউণ্ট বলেন—"পিটিয়া চুপ কর!"—তিনি বিপন্নভাবে স্ত্রীর দিকে চাহিলেন, এদিকে গৃহিণী বিবর্ণ মুখে বসিয়া কাঁপিতেছেন।

—"কিন্তু বাবা আমি বলছি বিশ্বাস না হয় পিটার বেজুখভকে জিজ্ঞাসা করে দেখো…"

—"আর আমি বলছি, এসব পাগলামো রাখো। এখনও গাল টিপলে দুধ ওঠে, তুমি কি না সৈনিক হবে। ওসব ছেলেমানুষী, পাগলামো, বুঝলে!

কাউণ্ট বিজ্ঞপ্তিটি হাতে লইয়া উঠিয়া পড়েন, নিজের ঘরে বসিয়া ভাল করিয়া পড়িলেন। পিটারকে বলিলেন—"এসো, একটু বিশ্রাম করা যাক!"

নাতাশার দীপ্ত উজ্জ্বল চাহনী পিটারের বিবেকবুদ্ধিকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কতবার সে অলক্ষ্যে অনুভব করিয়াছে যে নাতাশা তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। পাছে এই দৃষ্টির প্রসাদ হইতে পিটার বঞ্চিত হয় এই ভয়ে দীর্ঘক্ষণ মাথা নীচু করিয়া ঔদাসীন্যের ছলে কাটাইয়াছে। তাই যখন কাউণ্ট তাহাকে ডাকিলেন তখন সে কিছু না ভাবিয়াই বলিয়া বসিল যে, একবার বাড়ি যাওয়া তাহার বিশেষ দরকার।

—"কেন, বাড়ি যাবে কেন? কিন্তু তুমি সন্ধ্যেবেলা এখানেই থাকবে আশা করেছিলাম যে। আজকাল আর তুমি বড় একটা আসই না এধারে!" তিনি সরলভাবেই বলেন—"তুমি থাকলে মেয়েটা কেমন স্ফূর্ত্তিতে থাকে, বাস্তবিক বলছি!"

—"হ্যাঁ, তা ঠিক—কিন্তু আমি ভুলে গেছ্‌লাম বাড়িতে থাকা বিশেষ প্রয়োজন, বুঝলেন!"

—"তা হ'লে আজকের মত এস বাবা।" বলিয়া কাউণ্ট চলিয়া গেলেন।

নাতাশা তাহার মুখের দিকে সোজাসুজি চাহিয়া প্রশ্ন করে—"আপনি চলে যাচ্ছেন কেন? কি হয়েছে সত্যি বলুন দেখি—"

একথার জবাবে সত্য বলিতে গেলে পিটারের বলা উচিত ছিল "আমি তোমায় ভালোবাসি ব'লে চলে যাচ্ছি।" কিন্তু সে বলিতে পারিল না সেকথা। অর্থহীন শূন্য-দৃষ্টিতে সিঁড়ির পানে তাকাইয়া বলিল—"আমার এখানে এত ঘন ঘন আসাই উচিত নয়···কারণ···না, না, তা নয় বাড়িতে বিশেষ দরকার রয়েছে কি না···"

—"কেন? আমায় বল্‌তেই হবে। কি জন্যে আপনার এখানে আসা—" বলিতে বলিতে পিটারের দিকে তাকাইয়া কথাটা শেষ না করিয়াই থামিয়া গেল নাতাশা।

অকস্মাৎ এই কথাটা এমন ভাবে উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় তাহারা দু'জনেই যেন চম্‌কাইয়া উঠে। তাহাদের দু'জনের চোখেই সত্যের ভাষা ফুটিয়া উঠিয়াছে। নাতাশার দেহের মধ্যে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল—তাহার কাছে এতবড় রহস্যের যবনিকোদ্‌ঘাটন যেমন আকস্মিক তেমনি অনস্বীকার্য্য।

পিটার হাসিবার চেষ্টা করে—কিন্তু এ হাসি গভীর মর্ম্মবেদনার সকরুণ অক্ষম অভিব্যক্তি। সে নাতাশার হাত ধরিয়া পরক্ষণেই ছাড়িয়া দিল, তাহারপর কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেল। আর কখনও এ বাড়িতে আসিবে না সে।